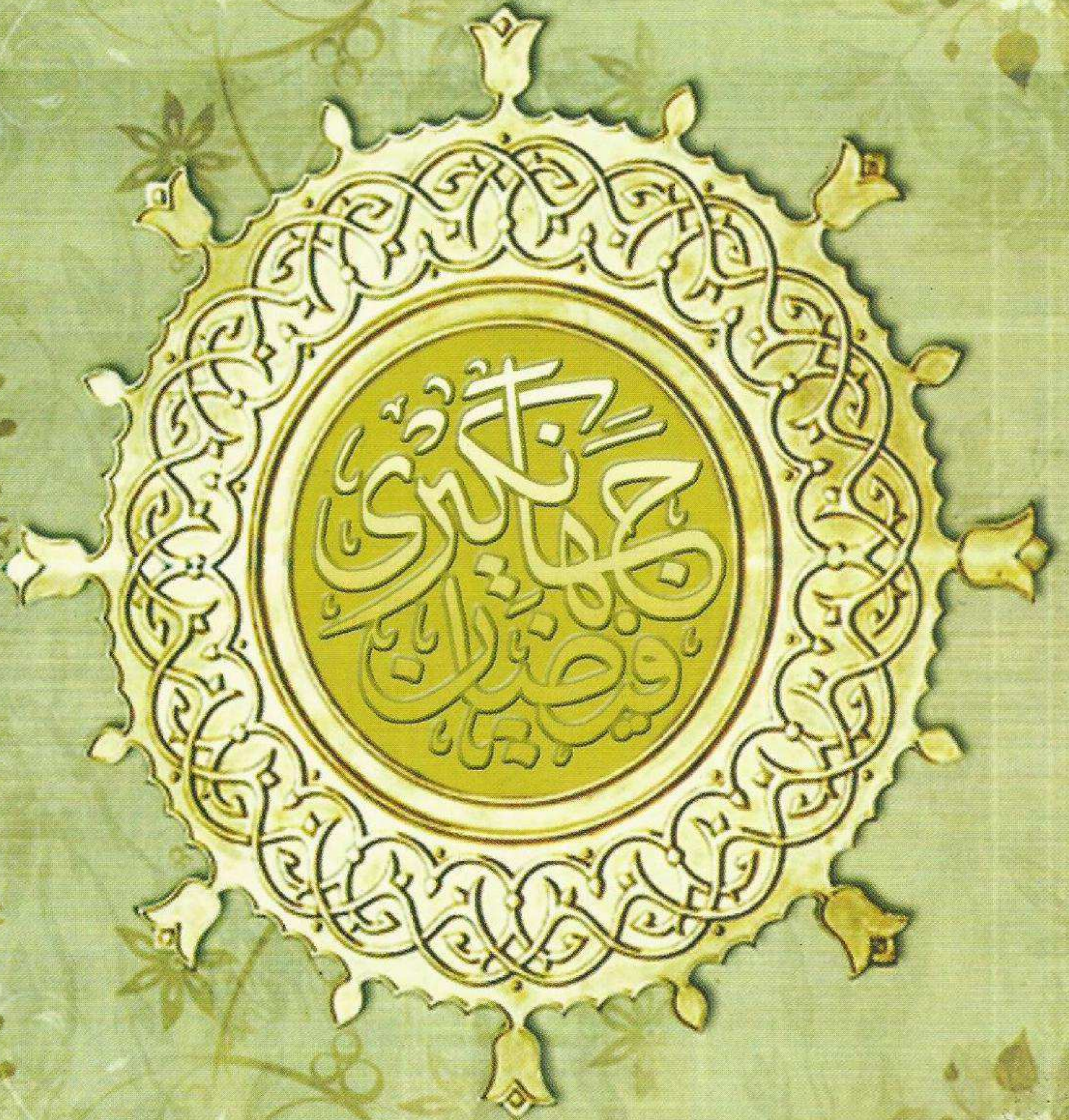
FAIZAN-I-JAHĀNGĪRĪ

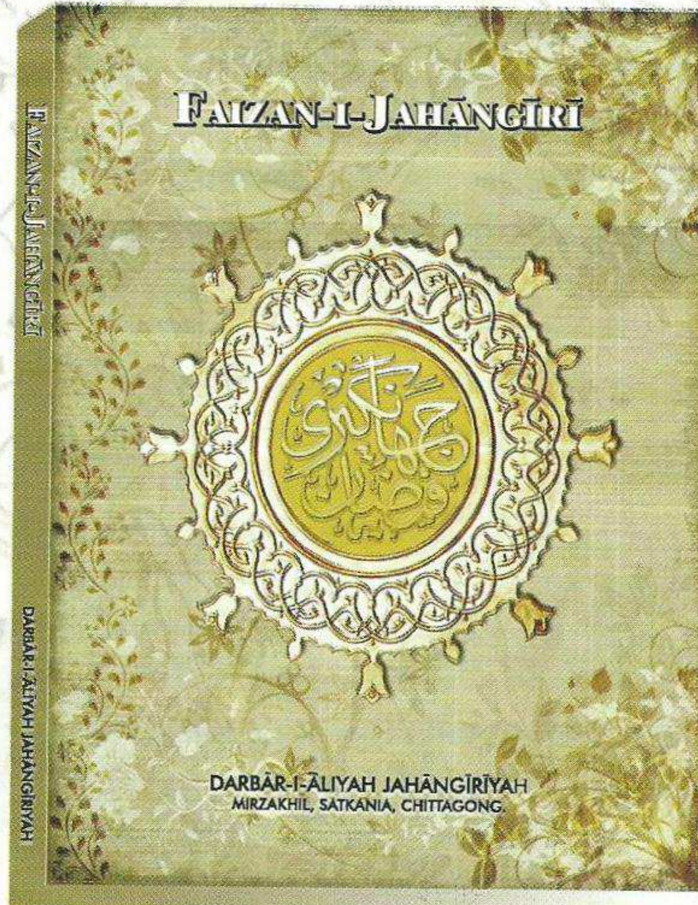


DARBĀR-I-ĀLIYAH JAHĀNGĪRĪYAH
MIRZAKHIL, SATKANIA, CHITTAGONG.

نظروں میں سمائے ہیں انوار جہانگیری
اللہ دیکھائے پھر دربار جہانگیری

'সিল্‌সিলাহ্‌-ই-আলীয়াহ জাহাঁগীরিয়াহ' এর ২০৫ বছর পূর্তি,
হজরত শাহ জাহাঁগীর শমছুল আরেফীনের (কঃ) ১০০তম 'বেলাদত শরীফ' এবং
হজরত শাহ জাহাঁগীর তাজুল আরেফীনের (কঃ) ৭৫তম 'বেলাদত শরীফ'
এর স্মরণে প্রকাশিত স্মরণিকা

"ফয়জান-ই-জাহাঁগীরি"



দরবার-ই-আলীয়াহ জাহাঁগীরিয়াহ
মির্জাখীল, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান:-
মির্জাখীল দরবার শরীফ
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে:-
হজরত শাহ্ জাহাঁগীর ফাউন্ডেশন
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

প্রকাশকাল :-
১৭ জমাদিউসসানী, ১৪৩৪ হিজরী।
২৭ এপ্রিল, ২০১৩ খৃষ্টাব্দ।
১৪ বৈশাখ, ১৪২০ বাংলা।
রোজ শনিবার।

ডিজাইন ও মুদ্রণে:-
সার্ভার ষ্টেশন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

হাদিয়া: **৩১৭** টাকা।

সম্পাদকীয়

"শোকর আলহামদু লিল্লাহ্"! সকল প্রশংসা পরম করুণাময় আল্লাহতা'লার–সর্বশক্তিমান প্রভু–যিনি ত্রিজগতের নিরঙ্কুশ ও শাশ্বত পরিচালক, মহান সৃষ্টির প্রেরণায় উৎকণ্ঠিত হয়ে আপনার অসীম ও মহতীগুণের সাকার স্বরুপ মানরূপে সাজিয়ে দিলেন নবীকূল শিরোমণি রসুলে মকবুল, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে (দঃ)।

নবী প্রকাশিত হন প্রেমের গৌরবে। প্রভু প্রেমের প্রধান লক্ষ্য পীর-মুর্শিদ। মুর্শিদে ফানাফিল্লাহ ও তাঁর নবীর পাকজাতে লয়প্রাপ্তির পূর্ণ প্রত্যক্ষ সুসংবাদ। এই মহান ও পবিত্র সুসংবাদ যেই জগৎ বিখ্যাত মহাপুরুষের পবিত্র শুভ-জন্মের সাথে আষ্টে-পৃষ্ঠে সংশ্লিষ্ট, তিনিই আমাদের পরম আরাধ্য, পরম পূজনীয় পীর-মুর্শিদ ও ওয়ালেদ মাজেদ, শেখুল মাশায়েখ, মাহবুবে রাব্বিল মশ্‌রেখাইন ওয়াল মগরেবাইন, ওয়াছিলাতুনা ফিল কাওনাইন, ছৈয়েদুনা ও মুর্শিদুনা শাহ্ জাহাঁগীর হজরত তাজুল আরেফীন সৈয়দ মৌলানা মোহাম্মদ আরেফুল হাই (কঃ)।

পবিত্র জমাদিউসসানী মাস সিলসিলাহ-ই-আলীয়াহ জাহাঁগীরিয়াহ্‌র দৃষ্টিকোণ হতে অত্যধিক মহিমান্বিত, রহমতময় ও তাৎপর্যমন্ডিত। বিশেষত এই বছর এর মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব আমাদের কাছে আরো অধিকতর জৌলসময়রূপে প্রকাশিত হয় কারণ ১৭ জমাউসসানী শাহ্ জাহাঁগীর হজরত তাজুল আরেফীন (কঃ) এর ৭৫ তম পবিত্র বেলাদত শরীফ এবং আমাদের পরম আরাধ্য, পরম পূজনীয় দাদা পীর- জাহাঁগীরি ত্বরিকার আবিষ্কারক শাহ্ জাহাঁগীর হজরত শেখুল আরেফীন (কঃ) এর সুযোগ্য ও সুনির্বাচিত প্রপৌত্র এবং মৌলানা রুমি (রাঃ) ছাহেবের মছনবী শরীফে উল্লেখিত কুতুবুল আকতাব শাহ্ জাহাঁগীর হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ) এর বিশিষ্ট তনয় ও একমাত্র মোরাদ এবং সিল্‌সিলাহ-ই-আলীয়াহ জাহাঁগীরিয়াহ্‌র আল্লাহতা'লার মনোনীত পরিচালক ছৈয়েদুনা ও মুর্শিদুনা শাহ্ জাহাঁগীর হজরত শমছুল আরেফীন সৈয়দ মৌলানা মোহাম্মদ মখছুছুর রহমান (কঃ) এর ১০০ তম বেলাদত শরীফ এবং ৪৩ তম পবিত্র ওরস শরীফ। এতদ পবিত্র উপলক্ষের জ্যোতি, জলওয়াহ্ আলোকিত করে আমাদের চর্ম চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে থাকা অন্তরের অস্তিত্বকে- স্মরণ করিয়ে দেয় ত্বরিকতের খেদমতে, আধ্যাত্মিকতার লালনে, সুফীবাদের শুদ্ধ চর্চায় সিল্‌সিলাহ-ই-আলীয়াহ্ জাহাঁগীরিয়ার বয়স ও বিকাশ। অগণিত পুণ্যাত্মার পবিত্র অস্তিত্ব ধারণে ধন্য ভারতীয় উপমহাদেশ তথা সারা জাহানে সঠিক পথে, খোদাতত্ত্ব ও সুফী তত্ত্বের সুচারু মেলবন্ধনে ইসলামের স্বরূপ সন্ধানে সদা বিকশিত জাহাঁগীরিয়াহ সিল্‌সিলা তথা মির্জাখিল দরবার শরীফ দু'শত বছরের অধিককাল ধরে মানবতার কল্যাণে ফয়্যুজাতের আলো বিলিয়ে চলেছে।

জ্যোর্তিময় এই উপলক্ষকে স্মরণীয় করে উদ্‌যাপনের পরম সুযোগকে যথাযথভাবে অনুভব করার তাগিদের সূত্রপাত হজরত তাজুল আরেফীন (কঃ) এর পবিত্র ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। সিল্‌সিলাহ-ই-আলীয়াহ জাহাঁগীরিয়ার তথা মির্জাখিল দরবার শরীফের আজকের অবস্থান, রূহানী রূপ, মনোহর কাঠামোগত সৌন্দর্য্য, ত্বরিকতের পথে চলমান সংস্কার, বিশ্বব্যাপী আলোকবর্তিকারূপে জলওয়াহ্ বিতরণসহ সকল প্রকারের কল্যাণ ও মনোমুগদ্ধকর প্রতি পদক্ষেপের সাথে যেমন জড়িয়ে আছে শাহ্ জাহাঁগীর হজরত তাজুল আরেফীন (কঃ) এর পবিত্র স্পর্শ ও অস্তিত্ব, তেমনি এই স্মরণিকা প্রকাশের ধারণাও

তিনিই ধারণ করেছেন। সুতরাং তাঁর (কঃ) এর পবিত্র কদম পাকেই উৎসর্গিত হল **"ফয়জান-ই-জাহাঁগীরি"** স্মরণিকা।

মির্জাখীল দরবার শরীফের এই শুভ ক্ষণকে স্মরণ করে হিন্দুস্থান, পাকিস্থানের উপরিস্থ পীরানপীরগণের দরবার হতে যে সকল সম্মানিত সাজ্জাদানশীনগণ চিঠিপত্রের মাধ্যমে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ভরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক ও স্বশ্রদ্ধ সম্মান ও অভিবাদন। দয়াময়ের অসংখ্য কৃপা ও পুরস্কার বিনীতভাবে প্রার্থনা করছি যাঁরা ত্বরিকতের খেদমতে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সকল সাজ্জাদানশীন সাহেবগণের পবিত্র শুভেচ্ছা বাণী সংগ্রহ ও স্মরণিকার যাবতীয় প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট কাজ স্বযত্নে, সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।

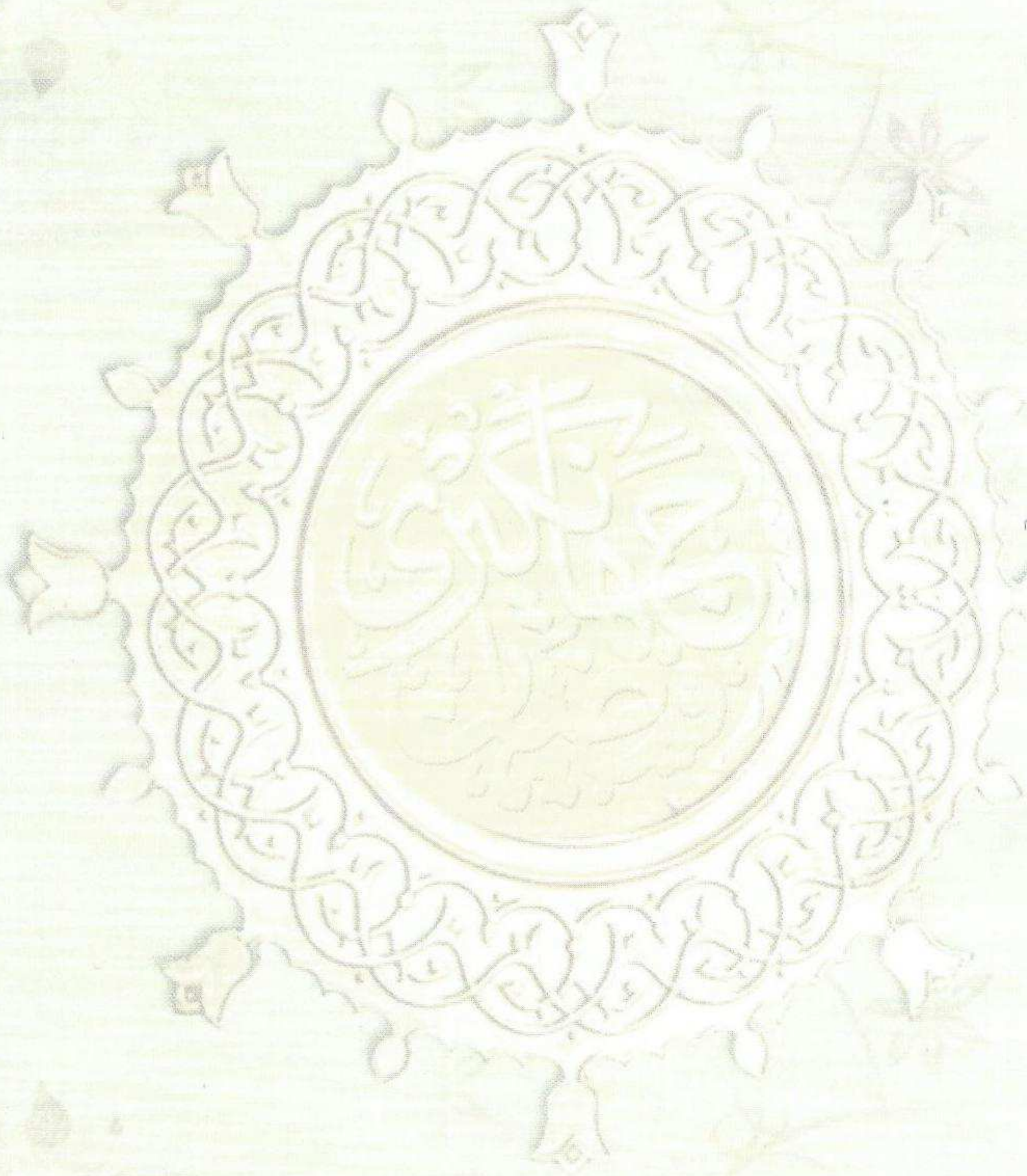
স্মরণিকা প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলের আপ্রাণ চেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের উদ্দেশ্যই ছিল ত্রুটিমুক্ত মুদ্রণ, তথাপিও মুদ্রণজনিত প্রমাদ পাঠক-পাঠিকাগণ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করে সুপরামর্শ প্রদান করতঃ পরবর্তী প্রকাশনায় সহযোগিতা করবেন প্রত্যাশা করি।

অধীনের বিনীত প্রার্থনা ও গভীর আশা এই যে, পরম দয়াময় প্রভু দীন হীনের এই অতি ক্ষুদ্র উদ্যম ও পরিশ্রমের ফল অনুকম্পা বিতরণে কবুল করবেন এবং পরম পূজনীয় পীর-মুর্শিদ হজরত কেবলায়ে আলমের পবিত্র মর্জি লাভের ওয়াছিলা হিসেবে এই দাসের পাপ-দোষ ক্ষমা করে জাগতিক ও পারত্রিক মঙ্গল দান করবেন এবং ত্বরিকতের খেদমতে অধম দাসরূপে বিবেচনা করতঃ কৃপা বিতরণ করবেন।

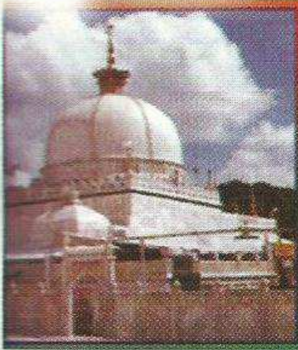
১৭ ই জমাদিউসসানী, ১৪৩৪ হিজরী;
২৭ এপ্রিল, ২০১৩ ইংরেজী;
১৪ বৈশাখ, ১৪২০ বাংলা;
রোজ- শনিবার।

একান্ত বিনীত
মৌলানা মোহাম্মদ মকছুদুর রহমান
দরবার-ই-আলীয়াহ্ জাহাঁগীরিয়াহ
মির্জাখীল, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

অভিনন্দননামা







On His Holiness Hazrat Khawaja Moinudin Hasan Chishty's (R.A.) Service

(Dedicated to the Cause of Peace, Harmony & Love of the Mankind)

Office of the

Successor, Great Grand Son & Hereditary Sajjadanashin (Gaddinashin)

Hazarat Khawaja Moinuddin Hasan Chishty (R.A.) Ajmer

Qadeem Haveli Dewan Sahib, Dargah Bazar, Ajmer-305001 (Raj.) INDIA

Ref. No. S.A.J/M- BD-5/9-2013   ۷۸۲   Date ۱۰ فروری ۲۰۱۳

جناب سید عارف الحی کمال میاں صاحب

سجادہ نشین دربار عالیہ شریف مرزا کھل، ضلع چاٹگام، بنگلا دیش

السلام علیکم

دربار عالیہ **شریف** کی ۲۰۵ واں سال **حضرت قبلہ شمس العارفین شاہ جہانگیر ثالث**ؒ کی سوئیں ۱۰۰ یوم پیدائش اور آپ کی ۷۵ پچھترویں یوم پیدائش پر فقیر کی طرف سے دلی مبارکباد قبول فرمائیں۔

دربار عالیہ شریف کے بزرگانِ عظام شریعت و طریقت کی ایک مستند مثال تھے اور جس سے اولیا اللہ نے استفادہ حاصل کیا اور نیز ان کی خدمات و تعلیمات سے سلسلہ کے تمام لوگ نہایت شکر گزار ہیں۔ **حضرت سیدنا فخر العارفین**ؒ کی خصوصی تعلیمات کہ سجادگان و صاحبزادگان کی عزت اور احترام کرنا۔ اجمیر شریف میں پیری نہ دکھانا اور نہ کسی کو مرید کرنا نہ ہی اپنی گدی لگانا وغیرہ ایسی تعلیمات ہیں جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ وہ تعلیمات ہیں جو اور لوگوں تک پہنچائی جائیں تا کہ سلسلہ کے لوگ نیز عوام روشناس ہو سکیں۔ **حضرت سیدنا شیخ العارفین**ؒ کی خدمات بھی سلسلہ کے لوگوں کے لیے میل کا پتھر ہیں۔ شرح صدور (تنقید تقویت الایمان) کتاب آنحضرت نے ایسی تحریر فرما دی ہے جو اہل سنت والجماعت کے لیے ایک مشعلِ راہ ہے۔ حضرت سیدنا شمس العارفین پر کتاب The Greatest Saint of The World جو آپ کے جانشین مولانا سید محمد مقصود الرحمٰن نے تحریر فرمائی ہے دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اے کاش سلسلہ کے لوگ آپ کے دیدار کرتے اور فیض اٹھاتے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ مولانا سید محمد مقصود الرحمٰن عرف سجاد میاں کی صورت میں آپ نے اپنا جو جانشین سلسلہ کے لوگوں کو اور اہل اسلام کو پیش کیا ہے آنجناب کی بہت بڑی خدمت اور کرامت ہے۔

آخر میں فقیر بارگاہِ الٰہی میں دست بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بطفیل جد بزرگوار حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتیؒ آپ کی خدمات کو قبول فرماتے ہوئے آپ کے خاندان و سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کو عروج فرمائے اور بہتر سلسلہ کی تعلیمات سے دنیائے انسانیت کو روشناس کراتے ہوئے صراطِ مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔

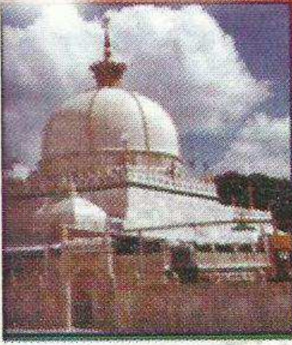
دعا گو

[signature]

شیخ المشائخ دیوان سید زین العابدین علی خان جانشین اولاد و موروثی سجادہ نشین (گدی نشین)

حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیر شریف (راجستھان) انڈیا





On His Holiness Hazrat Khawaja Moinudin Hasan Chishty's (R.A.) Service
(Dedicated to the Cause of Peace, Harmony & Love of the Mankind)

Office of the
Successors Great Grand Son & Hereditary Sajjadanashin (Gaddinashin)
Hazarat Khawaja Moinuddin Hasan Chishty (R.A.) Ajmer

৭৮৬ তাং-১০/০২/২০১৩ খৃঃ

হজরত সৈয়দ আরেফুল হাই কামাল মিয়া ছাহেব,
সাজ্জাদানশীন-দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া শরীফ,
মির্জাখীল, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

আস্‌সালামু আলাইকুম,

দরবারে আলীয়া শরীফের দু'শত পাঁচ বৎসর পূর্তি, হজরত কেবলা ৩য় শাহ জাহাঁগীর শমছুল আরেফীন (কঃ) এর ১০০তম বেলাদত শরীফ ও আপনার ৭৫তম বেলাদত শরীফ উপলক্ষে (ফকীর) অধমের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ কবুল করুন। দরবার শরীফের বুজুর্গানে এজাম শরীয়ত ও ত্বরীকতের একটি নির্ভরযোগ্য দৃষ্টান্ত ছিলেন। যাঁদের সেবা এবং শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা আউলিয়া আল্লাহগণসহ সিল্‌সিলার সকল অনুসারীরা উপকৃত হয়েছেন। হজরত সৈয়্যদুনা ফখরুল আরেফীন (কঃ) এর সুশিক্ষা সমূহ যা বিস্মৃত হওয়ার মতো নয় -যেমন: উপরিস্থ সাজ্জাদানশীনগণ ও তাঁদের সাহেবজাদাগণকে সম্মান করা, আজমীর শরীফে পীরগীরি প্রদর্শন না করা, কাউকে মুরীদ না করা, নিজের জন্য কোন গদ্দী না বিছানো ইত্যাদি। বরঞ্চ এগুলো এমন সুশিক্ষা যা অন্যান্য লোকেদের কাছেও পৌঁছানো দরকার, যাতে করে সিল্‌সিলার অনুসারী ও সাধারণ লোকেরা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। হজরত শেখুল আরেফীনের (কঃ) খেদমত তথা **শরহে ছুদুর (তনকিদে তকবিয়াতুল ঈমান)** কিতাব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের জন্য আলোকবর্তিকা ন্যায়-শরীয়ত এবং ত্বরীকত অনুসারীদের জন্য মাইল ফলক স্বরূপ। হজরত সৈয়্যদুনা শমছুল আরেফীন (কঃ) এর পবিত্র জীবন চরিত The Greatest Saint of The World যেটি আপনার পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত ও সাজ্জাদানশীন মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মকছুদুর রহমান লিপিবদ্ধ করেছেন তা দেখে এটাই অনুভূত হচ্ছে যে, ত্বরীকতের অনুসারীগণ তাঁর (কঃ) সান্নিধ্যে গমন করে ফয়েজ ও করুণায় সিক্ত হতেন। আমিতো অতটুকু পর্যন্ত বলব যে, মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মকছুদুর রহমান প্রকাশ সাজ্জাদ মিয়ার অবয়বে আপনি আপনার পরবর্তী ত্বরীকতের অনুসারীগণ ও সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য যা উপস্থাপন করেছেন এটাই আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ খেদমত (সেবা) ও কারামত।

পরিশেষে ফকীর (অধম) আল্লাহ পাকের দরবারে দুহাত তুলে ফরিয়াদ করছি যে, আল্লাহতা'আলা যেন পরম পূজনীয় বুর্জগ দাদা সাহেব হজরত খাজা মুঈনুদ্দীন হাসান চিশতি (রঃ) এর তোফায়লে আপনার খেদমত তথা সেবা কবুল করতঃ আপনার বংশ ও সিল্‌সিলায়ে আলীয়া জাহাঁগীরিয়াকে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করেন এবং সিল্‌সিলার উৎকৃষ্ট সুশিক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষকে আলোকিত করে সঠিক পথের উপর স্থায়ী ও অটল রাখেন । আমীন !

– দোয়া প্রার্থী –

শেখুল মশায়েখ দেওয়ান সৈয়দ জয়নুল আবেদীন আলী খান, জানশীন আওলাদ
এবং মৌরুসী সাজ্জাদানশীন (গদ্দীনশীন) হজরত খাজা মুঈনুদ্দীন হাসান চিশতি (রঃ),
আজমীর শরীফ, রাজস্থান, ভারত।

درگاہ حضرت سیّدنا شاہ امیر ابوالعلاؔ قدس اللہ سرہٗ العزیز

Dargah Hazrat Syedna Shah Amir Abul-ula Qudas Allah Sarh-ul- Aziz

NEW AGRA, AGRA-282005

Syed Inayat Ali Abul-Ullai (Waqf No. 111)
Sajjada Nashin & Mutawali

Resi.: 12/61, Sui Katra, Agra-03
Phone : 2253512
Mob. : 9412254315

سید عنایت علی ابوالعلائی
سجادہ نشین و متولی

رہائش ۱۲/۶۱ ۔ سوئی کٹرہ ۔ آگرہ ۔ ۳

Ref..............................

Date 25 Mar 2013

جناب محترم المقام حضرت شاہ جہانگیر تاج العارفین عارف الحئی صاحب

السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

دربار عالیہ شریف کے 205 واں سال اور حضرت شاہ جہانگیر ثالث شمس العارفین کی سویں یوم پیدائش اور آپ کی پچھتروین یوم پیدائش پر میری طرف سے صدہا مبارکباد قبول فرمائیں۔

مرزاکھول شریف کے بزرگان عظام شریعت وطریقت کی ایک مستند مشعل راہ ہیں اور جس سے اولیا اللہ نے استفادہ کیا اور نیز ان کی خدمات وتعلیمات سے فیض یاب ہوئے۔ حضرت سیدنا شاہ میر ابوالعلی کے مزار مقدس اور سجاد گان کی عزت واحترام کرنا اور مزارمقدس پر حاضری کا انداز لوگوں کے لئے تعلیم خاص ہے۔ مزارات اور سجادگان(مخدوم زادگان)کا ادب آپ بزرگان سے ہی سیکھا جاتا ہے۔

سیرت الفخر العارفین کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا شاہ امیرابوالعلی اورآپ بزرگان کامعاملہ شمع اور پروانہ کی نسبت رکھتا ہے۔

میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سلسلہ عالیہ کے صوفیہ اکرام کودنیا کے لئے راہ راست دیکھانے والے راہبر بنادے۔آمین

دعاگو

S. Abulullai

S. Inayat Ali Abulullai
Sajjada Nashin & Mutawalli
Dargah Hazrat Syedna Shah
Amir Abul-ula, AGRA.

درگاہ حضرت سیّدنا شاہ امیر ابوالعلاؒ قدس اللہ سرہٗ العزیز

Dargah Hazrat Syedna Shah Amir Abul-ula Qudas Allah Sarh-ul- Aziz

NEW AGRA, AGRA-282005

Syed Inayat Ali Abul-Ullai (Waqf No. 111)
Sajjada Nashin & Mutawali

سید عنایت علی ابوالعلائی
سجادہ نشین و متولی

Resi.: 12/61, Sui Katra, Agra-03
Phone : 2253512
Mob. : 9412254315

رہائش ۱۲/۶۱۔ سوئی کٹرہ۔ آگرہ۔۳

তারিখ: ২৫ মার্চ, ২০১৩ খৃঃ

জনাব,
শ্রদ্ধাস্পদ হজরত শাহ জাহাঁগীর তাজুল আরেফীন আরেফুল হাই সাহেব
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহামাতুল্লাহ ওয়া বরাকাতুহু,

দরবারে আলীয়া শরীফের দুশত পাঁচ বৎসর পূর্তি ও হজরত ৩য় শাহ জাহাঁগীর শমছুল আরেফীন (কঃ) এর ১০০তম বেলাদত শরীফ ও আপনার ৭৫তম বেলাদত শরীফ উপলক্ষে আমার পক্ষ থেকে শত সহস্র মোবারকবাদ গ্রহণ করুন।

মির্জাখীল দরবার শরীফের মহাত্মা বুজুর্গানে এজাম শরীয়ত ও ত্বরিকতের নির্ভরযোগ্য পথের দিশারী ও আলোক বর্তিকা। যাঁদের কাছ থেকে আউলিয়া-আল্লাহগণ উপকৃত হয়েছেন। আমি নিজেও তাঁদের সেবা ও সুশিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয়েছি। হজরত সৈয়্যদুনা মীর আবুল উলা (কঃ) এর পবিত্র মাজার শরীফের সাজ্জাদানশীনগণকে তাজিম তথা সম্মান করা এবং মাজার শরীফে হাজেরী দেয়ার পদ্ধতি মানুষের জন্য বিশেষ শিক্ষনীয় বিষয়। আপনাদের মত মহাত্মা বুজর্গানেদ্বীনের কাছ থেকেই শিখতে হবে কিভাবে উপরিস্থগণের মাজার শরীফসমূহে ও সাজ্জাদানশীনগণের প্রতি সম্মান প্রর্দশন করতে হয়।

'সিরতে ফখরুল আরেফীন' শরীফ অধ্যয়নে জানতে পারলাম যে, হজরত সৈয়্যদুনা শাহ মীর আবুল উলা (কঃ) এবং আপনাদের মহাত্মা বুজর্গানেদ্বীনের মধ্যে সম্পর্কের বিষয় আলোকবাতি ও পতঙ্গের সম্পর্কের মতো ।

আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আল্লাহতা'লা যেন সিল্‌সিলায়ে আলীয়ার সুফিয়ানে কেরামকে পৃথিবীর জন্য সঠিক পথ প্রদর্শনকারী (রাহবর) হিসেবে কবুল করেন ।

– দোয়া প্রার্থী –

সৈয়দ এনায়েত আলী আবুল উলাই
সাজ্জাদানশীন এবং মুতাওয়াল্লী
সৈয়্যদুনা মীর আবুল উলা (কঃ) এর পবিত্র মাজার শরীফ
আগ্রা শরীফ, ভারত।

786
92



Darga Hazrat Khaja Banda Nawaz (Rh)
Office of the Sajjada Nasheen :
Gulbarga-585 104. Karnataka
Tel : Off : 08472-220558
08472-222513
Resi : 08472-220072

25th March 2013

To

Shah Jahangir Hazrat Tajul Arefeen (QSA)
Syed Moulana Mohammad Areful Hai Shah Sahib
Sajjadanashin, Darbar-e-Alia Jahangiri
Mirzakhil, Chittagong, Bangladesh

Celebrations – 205 Years of Darbar Sharif, Platinum Jubilee of Hazrat Shah Jahangir Shamsul Arefeen and Diamond Jubilee of Hazrat Shah Jahangir Tajul Arefeen.

It is unique pleasure and honour for me to know that the celebrations of 205 years of Darbar-e-Alia Jahangiri, 100th Holy Birthday of Shah Jahangir Shamsul Arefeen and 75th Holy Birthday of Hazart Shah Jahangir Tajul Arefeen, the Sajjadanashin Sahib- are being observed. May Allah grant forever intensifying religious & spiritual heights, health, happiness and long life to Hazrat Sajjadanashin Sahib.

I pray to Almighty Allah through the blessing of Hazrat Khawaja Banda Newaz (RA), May He accept your contributions, dedication, devotion and commitments to enhance the true Islamic concepts and Silsila-e-Alia Jahangiri – where many muslims and followers of the Silsila are sacred in the light of the teachings of the Holy Quran and Sunnah of the Prophet Mohammad (PBUH).

It's also to mention about Moulana Mohammad Maksudur Rahman and his modesty during his holy visit to Darga Sharif where he was recognized like you for the teachings, guidance and knowledge of the Silsila-e –Alia Jahangiri.

I also pray for his eternal and spritual progress, prosperity and enlightenment in the Silsila-e-Alia Jahangiri till the dooms day.

Ma'Al-Salam

Dr. Syed Shah Khusro Hussaini
Sajjada Nashin.

Shah Ammar Ahmad Ahmadi
Nayyar Miyan
Sajjada Nashin & Mutawalli
Khanqah Hazrat Shaikhul Alam (A.R.), Rudauli Sharif

شاہ عمار احمد احمدی نیر میاں
سجادہ نشین و متولی
خانقاہ حضرت شیخ العالم علیہ الرحمہ ردولی شریف

Ref. .... Date 5-4-2013

سلام مسنون۔

بذریعہ ای میل معلوم ہوا کہ خانقاہ میں دو سو سالہ جشن منایا جا رہا ہے

جس میں ہماری نیک خواہشات شامل ہیں نیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملتجی ہوں

کہ رب قدیر خانقاہ کی سب تقریبات کو اپنی بارگاہ عالیہ شرف قبولیت سے نوازے

اور طالب سرگرمیوں کو مخلوق کے لئے مشعل راہ بنائے آمین

بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

شاہ عمار احمد احمدی عرف نیر میاں

سجادہ نشین خانقاہ حضور شیخ العالم علیہ الرحمہ

ردولی شریف

فیض آباد

Office : Khanqah Hazrat Shaikhul Alam (A.R.) Rudauli Shareef, Distt. Faizabad (U.P.) INDIA
Website : hazratshaikulalam.com (English) mujadid-e-silsilay-sabria.com (Urdu) E-mail : nayyarmiyan@yahoo.co.in
Fax : 05241-235110, Mob. : 09935329901, 09415075528

قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حجۃ الکاملین سند الواصلین مظہر العلوم الخفیۃ والجلیۃ المخدوم السید ابوالحسن

گنج بخشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا
ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما



Ph: +92-42-37238893
Fax: +92-42-37230537

No. AUQ/CH/PS/96-2013
RELIGIOUS AFFAIRS & AUQAF DEPARTMENT
GOVERNMENT OF THE PUNJAB

Dated: Lahore the 15th Febuary 2013

اسلام علیکم ورحمتہ اللہ و برکاتہ

میں مفتی رمضان سیالوی (خطیب جامع مسجد الشیخ علی بن عثمان الہجویری "داتا دربار") دربار عالیہ جہانگیریہ مرزاکھیل بنگلادیش کو دربار شریف کی (205) ۲۰۵ واں، حضرت شاہ جہانگیر شمس العارفین کی قدس سرہ (100) سویں ولادت شریف (پلاٹینم جوبلی) اور حضرت شاہ جہانگیر تاج العارفین قدس سرہ سجادہ نشین قبلہ کی (75) پچھترویں (ڈائمنڈ جوبلی) ولادت شریف امسال جمادی الثانی 1434ء میں منانے پر مبارک باد پیش کرتا ہوں۔
دربار عالیہ تعلیمی اور مذہبی خدمات سرانجام دینے کے ساتھ ساتھ برصغیر میں لوگوں کی روحانی رہنمائی کی قابل تحسین خدمات انجام دیتا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ دربار عالیہ کو بے پناہ فیوض وانوازسے نوازے اور ان مذکورہ بالا خدمات کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

نیک تمناؤں کے ساتھ دعاگو

15/2/2013.

مفتی رمضان سیالوی
خطیب جامع مسجد الشیخ علی بن عثمان الہجویری "داتا دربار"

گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا
ناقصاں راپیر کامل کاملاں را رہنما

قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حجۃ الکاملین سند الواصلین مظہر العلوم الخفیۃ والجلیۃ المخدوم السید ابوالحسن



Ph: +92-42-37238893
Fax: +92-42-37230537

No.
RELIGIOUS AFFAIRS & AUQAF DEPARTMENT
GOVERNMENT OF THE PUNJAB

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহামাতুল্লাহ,

শ্রদ্ধাস্পদ জনাব সাজ্জাদানশীন,
দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া, মির্জাখীল, বাংলাদেশ।

আমি মুফতি রমজান সিয়ালভী, খতিব, জামে মসজিদ আশশেখ আলী বিন ওসমান আল হাজবেরী, দাতা দরবার। দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া মির্জাখীল বাংলাদেশ তথা দরবার শরীফের ২০৫ বৎসর পুর্তি, হজরত শাহ জাহাঁগীর শমছুল আরেফীন (কঃ) এর ১০০তম বেলাদত শরীফ ও হজরত শাহ জাহাঁগীর তাজুল আরেফীন (কঃ), সাজ্জাদানশীন কেবলায়ে আলম এর ৭৫তম বেলাদত শরীফ ১৭ জমাদিউসসানী ১৪৩৪ হিজরীতে উদ্‌যাপন উপলক্ষে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি।

দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া শিক্ষাগত ও মাযহাবী খেদমত সুচারুরূপে সম্পাদনের সাথে সাথে উপমহাদেশে মানব সম্প্রদায়ের রূহানী শিক্ষা ও পথ নির্দেশনার সেবা অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করে আসছে।

প্রার্থনা যে, আল্লাহ তবারকতালা দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়াকে অসংখ্য ফয়জ ও বরকত দ্বারা ধন্য করুন এবং উপরোল্লেখিত সেবা সমূহ চলমান ও স্থায়ী রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন!

শুভকামনায়

- দোয়া প্রার্থী -

মুফতি রমজান সিয়ালভী
খতিব, জামে মসজিদ আশশেখ আলী বিন ওসমান আল হাজবেরী
দাতা দরবার।

Dargah Hazrat Baba Farid Uddin Masud Ganji-Shakar (R.)

Pak Pattan Sharif.

اسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ

میں ---------- دربار عالیہ جہانگیریہ مرزا کھیل بنگلا دیش کو دربار شریف کی (205)

۲۰۵ واں ، حضرت شاہ جہانگیر شمس العارفین کی قدس سرہ (100) سویں ولادت شریف (پلاٹینم جوبلی) اور

حضرت شاہ جہانگیر تاج العارفین قدس سرہ سجادہ نشین قبلہ کی (75) پچھترویں (ڈائمنڈ جوبلی) ولادت شریف امسال

جمادی الثانی 1434ء میں منانے پر مبارک باد پیش کرتا ہوں۔

دربار عالیہ تعلیمی اور مذہبی خدمات سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ برصغیر میں لوگوں کی روحانی رہنمائی کی قابل تحسین

خدمات انجام دیتا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ دربار عالیہ کو بے پناہ فیوض وانواز سے نوازے اور ان مذکورہ بالا

خدمات کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

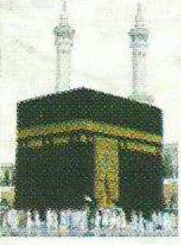
نیک تمناؤں کے ساتھ دعا گو

نام

سٹمپ

منیجر دیوان مودود مسعود چشتی

دربار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ پاک پتن شریف





Dargah Hazrat Baba Farid Uddin Masud Ganji-Shakar (R.)

Pak Pattan Sharif.

আস্‌সালমু আলাইকুম ওয়ারাহামাতুল্লাহে ওয়া বরাকাতুহু,

আমি দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া, মির্জাখীল, বাংলাদেশ'র ২০৫ বৎসর পূর্তি, হজরত শাহ জাহাঁগীর শমছুল আরেফীন (কঃ) এর ১০০তম বেলাদত শরীফ ও হজরত শাহ জাহাঁগীর তাজুল আরেফীন (কঃ),সাজ্জাদানশীন কেবলায়ে আলম এর ৭৫তম বেলাদত শরীফ, ১৭ জমাদিউসসানি ১৪৩৪ হিজরী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আন্তরিক মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি।

দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া শিক্ষা ও মাজহাবী খেদমত (সেবা) আঞ্জামের সাথে সাথে উপমহাদেশের মানব জাতির আধ্যাত্মিক পথনির্দেশের মহৎ খেদমত অত্যন্ত সুন্দরভাবে আদায় করে আসছেন ।

পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা, আল্লাহপাক যেন দরবারে আলীয়ার উপর স্বীয় ফয়েজ ও রহমত বর্ষণ করেন এবং উপরোল্লিখিত সেবা সমূহ স্থায়ীভাবে চালু রাখার তৌফিক দান করেন। আমীন!

শুভকামনার সহিত

– দোয়া প্রার্থী –

দেওয়ান মওদুদ মসউদ চিশ্‌তী
দরবারে হজরত বাবা ফরিদ উদ্দীন মসউদ গঞ্জে শকর (রাঃ)
পাকপতন শরীফ।

Syed Shah Shamimuddin Ahmad Munemi
Sajjadh Nashin
Khanquah Munemia, Mitan Ghat, Patna-8

سید شاہ شمیم الدین احمد منعمی
سجادہ نشیں خانقاہ منعمیہ
میتن گھاٹ، پٹنہ-۸ بہار



بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی الہ واصحابہ و اولیائہ اجمعین

حضرت صوفئی صافی شاہ عارف الحیٰ المعروف بہ کمال میاں صاحب دامت برکاتہم القدسیہ
زیب سجادہ دربار عالیہ مرزا کھیل چاٹگام، بنگلہ دیش

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اس برصغیر کے عظیم مراکز علماء وعرفاء میں دربار عالیہ جہانگیریہ مرزا کھیل، چاٹگام مہتم بالشان اہمیت کا حامل ہے۔ تبلیغ ودعوت، احیائے دین و ملّت اور رشد وہدایت کے جو فرائض ان دوصدیوں میں دربار عالیہ جہانگیریہ نے انجام دیئے ہیں وہ قابل صد تحسین ہیں اور لائق اتباع وپیروی ہیں۔

حضرت قطب العالم سیدنا مخدوم شاہ محمد منعم پاکباز قدس سرہ نے بہار کی راجدھانی پٹنہ میں جس عظیم مشن کا آغاز فرمایا اور اپنی جامع السلاسل شخصیت سے جس فیضان منعمی کا اجرا فرمایا اس کی بہار مرزا کھیل کے دربار جہانگیری میں اپنے عروج پر پہنچ گئی۔

دربار جہانگیری کے گل سر سبد حضرت العلام استاذ العلماء والمشائخ قطب الوقت مولینا شاہ عبدالحیٰ چاٹگامی علیہ الرحمہ والرضوان علم و معرفت کے آفتاب وماہتاب بن کر چمکے۔ ان کی علمی وعرفانی تحقیق وتدقیق نے قطب نما کا کام کیا اور ان کی صحبتوں نے دنیائے علم کا سکندر پیدا فرمادیا اور رضائے نبی کا نمونہ پیش کردیا۔

مجھے بے حد مسرت وشادمانی ہے کہ یہ دربار عالیہ اپنی خدمات جلیلہ کی دوصدیاں پوری کررہا ہے اور موجودہ زیب سجادہ کی گراں قدر عمر ۷۵ ویں منزل کو شرف رسائی بخش رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت وعافیت اور رشد وہدایت کے ساتھ نہ صرف اپنے مریدین ومتوسلین کے سروں پر بلکہ علماء ومشائخ کے درمیان تادیر موجود وموثر رکھے۔ آمین!

اس دربار عالیہ کے لئے صاحبزادۂ عالی وقار فاضل جلیل مولانا مقصود الحیٰ سلمہٗ کی شخصیت بھی حضرت واہب العطایا کا بڑا احسان ہے اور آنے والے دنوں میں ان سے بیش قیمت امیدیں وابستہ ہیں۔ زاد اللہ عرفانہ واحسانہ وارشادہ۔

دربار عالیہ جہانگیریہ بنگلہ دیش میں سلسلہ عالیہ ابو العلائیہ منعمیہ کا ایک عظیم مرکز ہے اور اس لحاظ سے ہمارا گھر ہے اور اس کے افراد و اخلاف ہمارے گھر کے افراد ہیں۔

میں دست بدعا ہوں کہ یاخدائے ذالمنن ؎
حشر تک آباد یہ کاشانہ رہے

جملہ مریدین ومتوسلین ومعتقدین کو آستانہ عالیہ حضرت مخدوم منعم پاکباز قدس سرہ کی جانب سے یہ تاریخی انعقاد مبارک ہو اور مبارک رہے۔ امین یارب العالمین بحرمۃ النبی ﷺ۔

Head Department of Arabic, Oriental College, Patna City
Member Bihar State Sunni Wakf Board, Patna Member Bihar State Urdu Mashawrati Committee, Patna
Patron Silsilah Patna Patron Jamia Munemia, Patna
Ph: 0612-2640786, Mob: 9431004713 email: hazrat.mitanghat@rediffmail.com

Syed Shah Shamimuddin Ahmad Munemi
Sajjadh Nashin
Khanquah Munemia, Mitan Ghat, Patna-8

سید شاہ شمیم الدین احمد منعمی
سجادہ نشیں خانقاہ منعمیہ
میتن گھاٹ، پٹنہ-۸ بہار



বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহুওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিম আলা রসুলিহীল করীম ওয়া আলা আলেহী ওয়া আসাবেহী ওয়া আউলিয়ায়েহী আজমায়ীন।

শ্রদ্ধাস্পদ,
হজরত সুফী-সাফী শাহ্ আরেফুল হাই ওরফে কামাল মিয়া ছাহেব দামত বরকাতুহুমুল কুদছিয়া,
সাজ্জাদানশীন, দরবারে আলীয়া, মির্জাখীল, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,
এই উপমহাদেশের আলেম এবং আরেফগণের কেন্দ্র ভূমি, দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া, মির্জাখীল, চট্টগ্রাম উল্লেখযোগ্য সম্মান ও স্থানের অধিকারী। দ্বীন ও মিল্লাতের প্রচার-প্রসার, পুর্নজীবন দান এবং সঠিক পথ প্রর্দশনের যে আবশ্যকীয় দায়িত্ব, দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া দুই শত বছর ধরে আদায় করে আসছে। তা শত প্রশংসা, অনুকরণ, অনুসরণযোগ্য।

কুতবে আলম হজরত সৈয়দুনা মখদুম শাহ মুনয়েম পাকবাজ (রঃ) বিহারের রাজধানী পাটনায় তরিকতের যে মহান মিশন সুচনা করেছেন এবং স্বীয় পবিত্র সত্ত্বার মাধ্যমে যে ফয়জানে মুনয়েমী প্রবাহিত করেছেন তাঁর সৌর্ন্দয্য মির্জাখীলের, দরবারে জাহাঁগীরিতে পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে।

দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়ার প্রস্ফুটিত পুষ্প হজরতুল আল্লাম, ওস্তাজুল ওলামা ওয়াল মাশায়েখ, কুত্‌বুল ওয়াক্ত হজরত মৌলানা শাহ আব্দুল হাই চাটগামী (কঃ) জ্ঞান ও মারফতের সূর্য হিসেবে উদিয়মান আছেন। তাঁর জ্ঞান, আধ্যাত্মিক ধীশক্তি ও গবেষণা কর্মের মাধ্যমে পথ প্রর্দশনকারী কুতুবের ভূমিকা পালন করেছেন এবং তাঁর সংর্স্পশ পার্থিব জ্ঞানের সেকান্দর ও নবী করিম (সাঃ) এর সন্তুষ্টির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎফুল্ল যে, দরবারে আলীয়ার মহান ও সেরা কর্মের দু'শত পাঁচ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন সাথে সাথে বর্তমান সাজ্জাদানশীন (কঃ) এর ৭৫তম পবিত্র বেলাদত শরীফ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। আল্লাহ পাক তাঁকে (কঃ) সুস্থতা ও সার্বিক কল্যাণ দান করেন, যাতে হেদায়ত তথা সৎ পথের প্রর্দশক ভূমিকায় শুধু নিজ তরিকার মুরিদ ও সর্ম্পকিতদের জন্য নয় বরং জগতের সকল আলেম ও মাশায়েখগণের জন্য দীর্ঘ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ও কার্যকর রাখেন। আমিন!

উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী আলেমকুল শিরোমণি মৌলানা মোহাম্মদ মকছুদুর রহমানের ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্ব দরবারে আলীয়ার জন্য মহান আল্লাহ পাকের অপরিসীম দয়া ও দান। অনাগত ভবিষ্যতে দরবারে আলীয়ার তরে তাঁর নিকট হতে মূল্যবান খেদমতের প্রত্যাশা করি। আল্লাহ পাক তাঁর জ্ঞান, আধ্যাত্মিক ধীশক্তি তথা পথ নির্দেশনা প্রদানের গুণকে আরো মজবুত করুন।

দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়ার হলো বাংলাদেশে সিল্‌সিলাহ-ই-আলীয়া মুনয়েমীয়ার কেন্দ্রস্থল। এই দৃষ্টিকোণে তথায় আমাদের আবাসস্থল এবং তথাকার বংশধরগণসহ সকলেই আমাদের আত্মার আত্মীয়।

আমি মহান আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে ফরিয়াদ করছি যে, দয়াময় আল্লাহর যেন কেয়ামত পর্যন্ত এই পাক দরবারকে স্বগৌরবে সমুজ্জল ও সমুন্নত রাখেন।

দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়ার এই মহান ও পবিত্র অনুষ্ঠান উপলক্ষে উক্ত দরবারের সকল মুরিদান ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে দরগাহে হজরত মুনয়েম পাকবাজ (রঃ) পক্ষ হতে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

–দোয়া প্রার্থী –

সৈয়দ শাহ শামীমুদ্দীন আহমদ মুনয়েমী
সাজ্জাদানশীন, খানকাহ-এ-মুনয়েমীয়া,
মিতন ঘাট, পাটনা, বিহার।

Head Department of Arabic, Oriental College, Patna City
Member Bihar State Sunni Wakf Board, Patna **Member** Bihar State Urdu Mashawrati Committee, Patna
Patron Silsilah, Patna **Patron** Jamia Munemia, Patna
Ph. 0612-2640786, Mob. : 9431004713 email : hazrat.mitanghat@rediffmail.com



NO.PS./ADVISOR/BWP/
MAKHDOOM SYED IFTIKHAR HASSAN GILLANI
M.P.A.
(Hon) ADVISOR TO
GOVERNMENT OF THE PUNJAB

السلام علیکم۔

مکرم و محترم جناب سجادہ نشین دربار عالیہ جہانگیریہ
مبرز اقبال بنگلہ دیش سیلبریٹنگ 205th سال آف دربار شریف
100 سال ڈائمنڈ جوبلی آف میلادات شریف آف حضرت
شاہ جہانگیر شمس العارفین یو ایس اے اور 75th
میلادات شریف (ڈائمنڈ جوبلی) آف حضرت شاہ
جہانگیر تاج العارفین سجادہ نشین کو مخدوم سید
افتخار الحسن گیلانی چیف آف گیلانی سادات
برصغیر پاک و ہند افغانستان ایران بنگلہ دیش کی
طرف اوچ شریف کی درگاہ قادریہ کی طرف سے
مبارک باد دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی حضرت پیران
پیر میر میران حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی بغدادی
کے صدقے میں آستانہ عالیہ آباد و شاد رہے اور ریکارڈ
جماد الثانی 1434ھ مبارک ہو۔
آمین۔ والسلام

15/5/13

Office: Punjab Civil Secretariat, Old Building I.G. Police Office, Lahore.
Ph. Off: 042-9213115, Res: 06902-51592



NO.PS./ADVISOR/BWP/
MAKHDOOM SYED IFTIKHAR HASSAN GILLANI
M.P.A.
(Hon) ADVISOR TO
GOVERNMENT OF THE PUNJAB

তাং: ১৫/০২/২০১৩ খৃঃ

আস্‌সালামু আলাইকুম,

শ্রদ্ধাস্পদ জনাব সাজ্জাদানশীন,
দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া, মির্জাখীল, বাংলাদেশ।

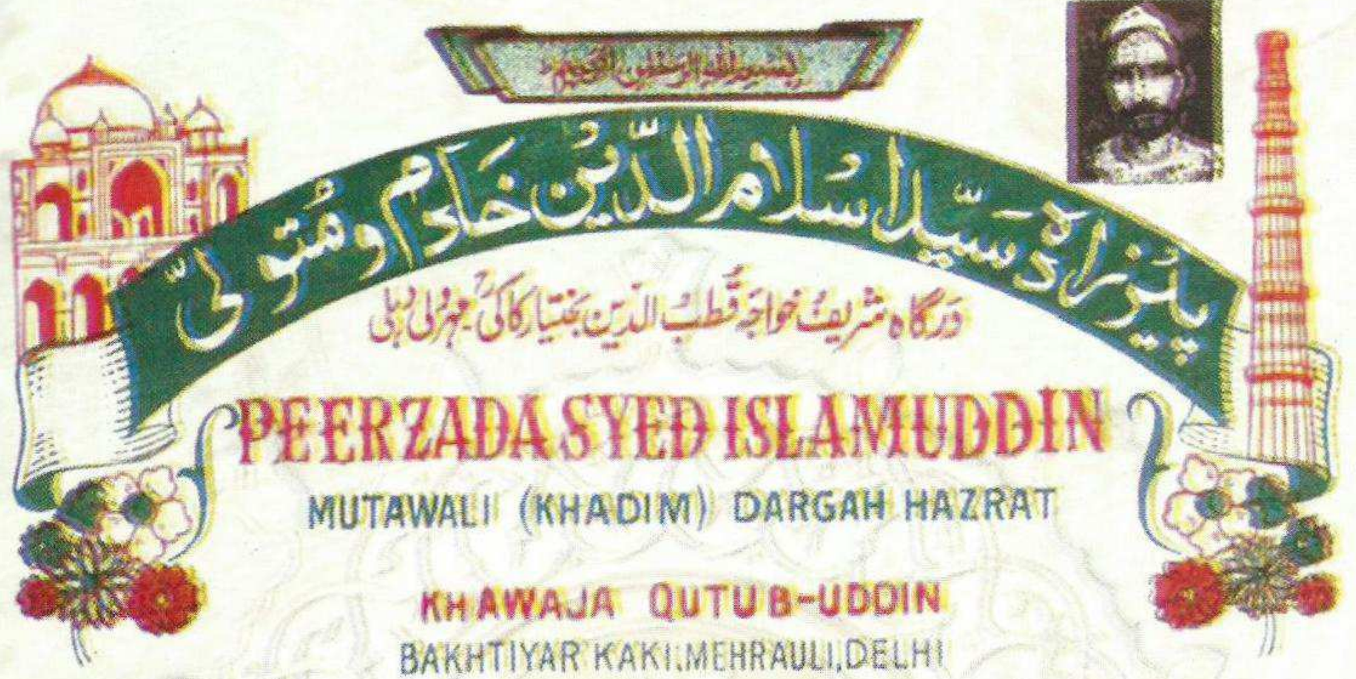
দরবারে আলীয়ার দু'শত পাঁচ বছর পূর্তি, হজরত শাহ জাহাঁগীর শমছুল আরেফীন (কঃ) এর ১০০তম বেলাদত শরীফ এবং শাহ জাহাঁগীর তাজুল আরেফীন (কঃ), সাজ্জাদানশীন কেবলার ৭৫তম বেলাদত শরীফ উপলক্ষে মখদুম সৈয়দ ইফতেখারুল হাসান জিলানী, চীফ অফ জিলানী সাদাত (পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, বাংলাদেশ) এর পক্ষ থেকে ও দরগাহে কাদেরীয়া, উচ্ শরীফের পক্ষ থেকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি ।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি হজরত পীরানেপীর সৈয়দ হুজুর গৌছে আজম আব্দুল কাদের জিলানী বাগদাদী (কঃ) এর ছদকায় আস্তানায়ে আলীয়া জাহাঁগীরিয়াকে চির উন্নত ও সুশোভিত রাখেন। জমাদিউসসানি ১৪৩৪ হিজরী শুভ হোক।

আমীন! ওয়াসসাল্লাম।

– দোয়াপ্রার্থী –

মখদুম সৈয়দ ইফতেখার হাসান জিলানী
সাজ্জাদানশীন,
উচ্ শরীফ।



حضرت قبلہ تاج العارفین سید کمال میاں شاہ صاحب
سجادہ نشین دربارِ جہانگیریہ
چٹگام شریف، بنگلہ دیش

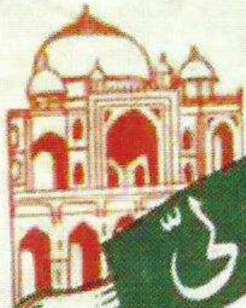
عزت مآب السلام علیکم

اللہ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے بزرگوں خصوصاً قبلہ سید طہٰ میاں شمس العارفین صاحب قبلہ نے سلسلۂ جہانگیریہ کے ذریعہ پچھلے ۲۰۵ سالوں سے جس والہانہ انداز میں دین کی خدمت کی ہے وہ پوری دنیا پر روزِ روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس سلسلے میں ایک سنہری کڑی کا اضافہ کرتے ہوئے حضور نبیٔ کریم ﷺ کے صدقے میں آپ نے "جشنِ ولادت" منانے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ دنیائے تصوف کے لئے انتہائی مستحسن قدم ہے۔ جس کے لئے میں آپ کو اپنی جانب سے اور مہرولی شریف دہلی میں اس سلسلے سے متعلق تمام حضرات کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس جشن کی کامیابی کے لئے دعاگو ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی خدمات قبول فرمائے اور سرکار حضور غریب نوازؒ اور سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں سلسلۂ جہانگیریہ کے فیوض و برکات سے تا قیامت تمام خلقت فیضیاب ہوتی رہے۔ آمین

فقط والسلام

دعاؤں کا طالب
(signature)
(پیرزادہ سید فخر الدین قطبی ابن پیرزادہ سید اسلام الدین)
خادم و متولی درگاہ شریف خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ
مہرولی شریف، دہلی (انڈیا)






PEERZADA SYED ISLAMUDDIN
MUTAWALI (KHADIM) DARGAH HAZRAT
KHAWAJA QUTUB-UDDIN
BAKHTIYAR KAKI, MEHRAULI, DELHI

হজরত কেবলা তাজুল আরেফীন সৈয়দ কামাল মিয়া শাহ,
সাজ্জাদানশীন, দরবারে জাহাঁগীরিয়া,
চট্টগ্রাম শরীফ, বাংলাদেশ।

শ্রদ্ধাস্পদ আস্‌সালামু আলাইকুম,
আল্লাহর কৃপা ও দয়ায় আপনি এবং আপনার মহাত্মা বুর্জুগানেদ্বীন বিশেষ করে হজরত কেবলা সৈয়দ ত্বাহা মিয়া শমছুল আরেফীন ছাহেব কেবলার সিল্‌সিলায়ে জাহাঁগীরিয়ার দু'শত পাঁচ বছর ধরে পরিপূর্ণ প্রেম ও উদ্যমের সাথে যে অনন্য খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছেন তা সমগ্র বিশ্বে দিবালোকের মত উজ্জ্বল। এ ধারাবাহিকতায় নতুন একটি বিষয় সংযোজন করতে গিয়ে হুজুর নবী করিম (সঃ) এর ওয়াছিলায় আপনি যে বেলাদত শরীফ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা তাসাউফ বিশ্বের জন্য একটি সুন্দর পদক্ষেপ। যার জন্য আমি আপনাকে আমার পক্ষ থেকে এবং মেহের অলী শরীফ দিল্লীতে এ সিল্‌সিলার সহিত সম্পর্কিত সকল মাহাত্মাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারাকবাদ জ্ঞাপন করছি এবং সরকার কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ) এর দরবারে এ বেলাদত শরীফ সফল হওয়ার জন্য দোয়া প্রার্থনা করছি।

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের এবং আপনার খেদমতকে কবুল করুন এবং সরকার হুজুর গরীবে নেওয়াজ ও সরকার কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ) এর ছদকায় সিল্‌সিলায়ে জাহাঁগীরিয়ার ফয়েজ ও বরকত দ্বারা কেয়ামত অবধি সমগ্র সৃষ্টি জগত ফয়েজ লাভ করতে থাকুক। আমীন !

– দোয়া প্রার্থী –

পীরজাদা সৈয়দ ফখরুদ্দীন কুতুবি ইবনে সৈয়দ ইসলামুদ্দীন
দরগাহ শরীফ
খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, মেহের অলী, দিল্লী।

PHONE : 4647073
4692228

Hafiz Syed Hammad Nizami
S/o Syed Yahya Nizami
Sajjadaha Nashin & Chief Incharge



حافظ سید حماد نظامی
ابن سید یحییٰ نظامی
سجادہ نشین وچیف انچارج
درگاہ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاءؒ، نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

DARGAH HZT. KHW. SYED NIZAMUDDIN AULIA (R. A.) NEW DELHI - 110013

حضرت قبلہ تاج العارفین سید کمال میاں شاہ صاحب مدظلہ العالی دامت برکاتہم
سجادہ نشین دربار جہانگیریہ چٹگاؤں شریف بنگلہ دیش

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عزت مآب

اللہ کے فضل وکرم سے آپ اور آپ کے بزرگوں خصوصاً شمس العارفین سید طٰہٰ میاںؒ صاحب نے سلسلہ جہانگیریہ کے ذریعہ پچھلے ۲۰۵ سالوں سے جس والہانہ انداز میں دین کی اور سلسلہ جہانگیریہ کی خدمت کی ہیں وہ پوری دنیاں پر روز روشن کی طرح عیاں ہیں اس سلسلے میں ایک سنہری کڑی کا اضافہ کرتے ہوئے سید عالم حضور نبی کریم ﷺ کے صدقے میں آپ نے جشن ولادت منانے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ دنیاء تصوف کے لئے انتہائی مستحسن قدم ہے جس کے لئے میں آپ کو اپنی جانب سے اور حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاءؒ اور اس سلسلے سے متعلق تمام حضرات کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سرکار **حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاءؒ** کی بارگاہ میں اس جشن کی کامیابی کے لئے دعاگو ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور سرکار حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الٰہی کے صدقے میں سلسلہ جہانگیریہ اور دربار جہانگیریہ کے فیوض برکات سے تاقیامت تمام خلقت فیضیاب ہوتی رہے آمین

فقط والسلام

دعاگو مخلص خیرخواہ

سید حماد نظامی

حافظ سید حماد نظامی ابن سید یحییٰ نظامی
سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاءؒ
نئی دہلی-110013

PHONE : 4647073
4692228

Hafiz Syed Hammad Nizami
S/o Syed Yahya Nizami
Sajjadaha Nashin & Chief Incharge



حافظ سید حماد نظامی
ابن سید یحییٰ نظامی
سجادہ نشین و چیف انچارج
درگاہ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاءؒ، نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

DARGAH HZT. KHW. SYED NIZAMUDDIN AULIA (R. A.) NEW DELHI - 110013

হজরত কেবলা তাজুল আরেফীন সৈয়দ কামাল মিয়া শাহ ছাহেব (কঃ),
সাজ্জাদানশীন, দরবারে জাহাঁগীরি, চট্টগ্রাম শরীফ, বাংলাদেশ।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

শ্রদ্ধাস্পদ,
আল্লাহর অশেষ কৃপা ও দয়ায় আপনি এবং আপনার উপরিস্থ মহাত্মা বুজুর্গগণ বিশেষ করে হযরত শমছুল আরেফীন সৈয়দ ত্বাহা মিয়া ছাহেব সিল্‌সিলায়ে আলীয়া জাহাঁগীরিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘ দুশত পাঁচ বৎসর ধরে দ্বীন ও সিল্‌সিলায়ে জাহাঁগীরিয়ার যে অনন্য গভীর প্রেম ও জজবাপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছেন তা সমগ্র বিশ্বে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। এ ধারাবাহিকতায় সৈয়দে আলম হুজুর নবী করিম (সঃ) এর ছদকায় আপনি অতি সুন্দর একটি বিষয় সংযোজন করে বেলাদত শরীফ পালনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা তাসাউফ জগতে অত্যন্ত সুন্দর পদক্ষেপ। যার জন্য আমি আপনাকে আমার পক্ষ থেকে এবং হজরত খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ) ও সিল্‌সিলার সাথে সম্পর্কিত সকল মহাত্মাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি এবং সরকার হজরত খাজা সৈয়দ নেজামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ)-এর পাক দরবারে এ উৎসব সফল হওয়ার জন্য দোয়া প্রার্থনা করছি।

আল্লাহপাক আমাদের এবং আপনার খেদমত কবুল করুন এবং সরকার হজরত খাজা সৈয়দ নেজামুদ্দীন আউলিয়া মাহবুবে এলাহী (রঃ) এর ছদকায় (ওয়াছিলায়) দরবারে জাহাঁগীরিয়ার ফয়েজ ও বরকত দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিকুল ফয়েজ প্রাপ্ত হতে থাকুক। আমীন!

ফক্‌ত ওয়াসসালাম
দোয়াপ্রার্থী ও একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষি

হাফেজ সৈয়দ হাম্মাদ নেজামী ইবনে সৈয়দ ইয়াহাইয়া নেজামী
দরগাহ শরীফ
হজরত খাজা সৈয়দ নেজামুদ্দীন আউলিয়া (রাঃ), নিউ দিল্লী।

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ھو المعین



سید آل سیدی پیر زادہ معینی

خلف حضرت دیوان سید آل رسول علی خان رحمۃ اللہ علیہ
ونبیرہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ

مسکنِ معینی
144A/B-III خرم کالونی
مسلم ٹاؤن راولپنڈی
فون نمبر: 051-4471721
Cell:0345-5197041

حوالہ ______

مورخہ 25 فروری 2013ء

پیغامِ تہنیت

شاہِ جہانگیر حضرت سید محمد عارف الحی شاہ صاحب سجادہ نشین دربارِ عالی جہانگیری۔ مرزاکھیل شریف

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہٗ !

سلسلۂ چشتیہ، جہانگیریہ سے قدیمی نسبت رکھنے والے اور اسلام آباد (پاکستان) میں معروف اور مخلص عقیدت مند، رانا شفقت علی جہانگیری، کا راقم الحروف اور اس کے خانوادہ سے طریقت کا قلبی تعلق کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ اِن کی استدعا پر سلسلۂ جہانگیریہ کے مرکز مرزاکھیل شریف میں ہونے والی تقریباتِ تاسیسی کے حوالے سے اپنے تاثرات ومشاہدات تحریر کر رہا ہوں:

خانقاہ عالیہ قادریہ، جہانگیریہ، سلاسلِ طریقت میں نہایت اہم اور منفرد مقام کی حامل ہے۔ ان کی ۲۰۵ سالہ تقریباتِ تاسیس امسال جمادی الثانی میں تزک و احتشام سے دربارِ عالیہ مرزاکھیل شریف چاٹگام (بنگلہ دیش) میں زیرِ انعقاد ہیں۔ علاوہ ازیں شمس العارفین حضرت سید مخصوص الرحمان شاہِ جہانگیریؒ کا صد سالہ یومِ ولادت 27 جمادی الثانی اور آپ کا یومِ ولادت 17 جمادی الثانی بھی ان تقریباتِ سعید کا حصہ ہیں۔ شاہِ جہانگیر سے موسوم یہ تینوں تقریبات نہایت مسرت انگیز اور وابستگانِ طریقت میں انشاء اللہ ایک نئے ولولے اور جزبہ کی محرک ہونگی۔

سلسلۂ جہانگیری کے تصرفِ روحانی کا یہ اعجاز ہے کہ جلیل القدر اور کامل خلفاء حضرات، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے اکثر بڑے شہروں، قصبات اور دیگر ممالک میں اُن کے لاکھوں متوسلین اور عقیدت مند اِس بحرِ طریقت کے فیوض وبرکات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیائے کرام اور خواجگانِ چشت کے صدقے یہ سلسلۂ تا ابد جاری وساری رکھے۔ آمین۔ ثم آمین۔

دُعا گو / خیر اندیش

(سید آلِ سیدی پیر زادہ معینی)

چیئرمین سُنّی سُپریم کونسل، جماعت اہلِ سُنّت، پاکستان

14 ربیع الثانی 1434ھ

بمطابق 25 فروری 2013ء

معروضات منجانب رانا شفقت علی جہانگیری، اسلام آباد:

حضرت قبلہ سید آلِ سیدی پیرزادہ معینی، چشتی (سابق صدر، جماعت اہلِ سُنّت، پاکستان) کا قیامِ پاکستان کے موقعہ پر اجمیر شریف سے اس مملکتِ خُداداد میں اقامت پذیر ہونا مسلمانانِ پاکستان کے لیئے ایک عظیم سعادت ہے۔ جس سے یہ احقر بھی دیرینہ نیاز مند ہونے کے ناطے فیضیاب ہوتا رہا ہے۔ اسی قلبی تعلق کی بناء پر حضرت قبلہ نے اس عاجز کی عرضداشت کو شرفِ قبولیت بخشا اور مندرجہ بالا پیغامِ تہنیت سے نوازا۔ جس پر ان کے لئے اظہارِ تشکر واجب ہے۔

رانا شفقت علی۔ اسلام آباد

مسکنِ معینی
144A/B-III خرم کالونی
مسلم ٹاؤن راولپنڈی
فون نمبر: 051-4471721
Cell:0345-5197041

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
ھو المعین



سید آل سیدی پیر زادہ معینی

خلف حضرت دیوان سید آل رسول علی خان رحمۃ اللہ علیہ
ونبیرہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ

حوالہ ________ مورخہ ۲۵ فروری 2013ء

অভিবাদন বাণী

১৪ রবিউসসানি, ১৪৩৪ হিঃ ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ খৃঃ

শাহ জাহাঁগীর হজরত সৈয়দ মোহাম্মদ আরেফুল হাই শাহ সাহেব,
সাজ্জাদানশীন, দরবারে আলী জাহাঁগীরি, মির্জাখীল শরীফ।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহামাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

অতি প্রাচীনকাল থেকে সারা বিশ্বে সুপ্রসিদ্ধ সিল্‌সিলায়ে চিশতীয়া জাহাঁগীরিয়ার সহিত সম্পর্কিত একান্ত ত্বরিকত বিশ্বাসী রানা শফকত আলী জাহাঁগীরি সাথে আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী ও আমার খান্দানের ত্বরিকতের সহিত আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর আহবানে সিল্‌সিলায়ে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া মির্জাখীল শরীফে অনুষ্ঠিতব্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমার অনুভূতি ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করছি।

খানকাহ-এ-আলীয়া কাদেরীয়া জাহাঁগীয়া ত্বরিকতের সিল্‌সিলা সমূহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একক অবস্থানের অধিকারী। এর দুইশত পাঁচ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান জমাদিউসসানি ১৪৩৪ হিজরীতে অত্যন্ত জাঁকজমক ও জৌলুসের সাথে দরবারে আলীয়া মির্জাখীল শরীফ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এছাড়াও হজরত শমছুল আরেফীন মৌলানা সৈয়দ মখছুছুর রহমান (কঃ) এর ১০০তম বেলাদত শরীফ ২৭ জমাদিউসসানি এবং আপনার ৭৫তম বেলাদত শরীফ ১৭ জমাদিউসসানি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ অনুষ্ঠানসমূহ ত্বরিকত অনুসারীদের জন্য অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ ও আগ্রহ উদ্দীপনা বৃদ্ধিকারী হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

সিল্‌সিলায়ে জাহাঁগীরিয়ার রূহানী তসাররুফ বা প্রভাবের সুফল হল বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের অধিকাংশ বড় বড় শহর নগরে এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ এই ত্বরিকতের অনুসারী ও বিশ্বাসীরা এই ত্বরিকত সমুদ্র হতে ফয়জ ও বরকত লাভে উপকৃত হচ্ছে।

আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা হল, আউলিয়া কেরাম এবং খাজাগানে চিশতী-এর উছিলায় এ সিল্‌সিলাকে যেন অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী রাখেন আমীন ! ছুম্মা আমীন।

– দোয়া প্রার্থী –

সৈয়দ আলে সৈয়দী পীরজাদা মুঈনী
চেয়ারম্যান সুন্নি সুপ্রিম কাউন্সিল, জমাতে আহলে সুন্নত।



Astana-i-Shaikh-ul-Alam Hazrat Imdad Ali (QSA)

Hazrat Syed Muhibullah Shah
Qazi Wali Chawk, Bhagalpur, Bihar, India

اسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ

میں دربار عالیہ جہانگیریہ مرزا کھیل بنگلا دیش کو دربار شریف کی
۲۰۵ واں ،حضرت شاہ جہانگیر شمس العارفین کی قدس سرہ (100) سویں ولادت شریف (پلاٹینم جوبلی) اور
حضرت شاہ جہانگیر تاج العارفین قدس سرہ سجادہ نشین قبلہ کی (75) پچھترویں (ڈائمنڈ جوبلی) ولادت شریف امسال
جمادی الثانی 1434ء میں منانے پر مبارک باد پیش کرتا ہوں۔

دربار عالیہ تعلیمی اور مذہبی خدمات سرانجام دینے کے ساتھ ساتھ برصغیر میں لوگوں کی روحانی رہنمائی کی قابل تحسین
خدمات انجام دیتا رہا ہے۔دعا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ دربار عالیہ کو بے پناہ فیوض وانوار سے نوازے اوران مذکورہ بالا
خدمات کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔آمین

نیک تمناؤں کے ساتھ دعا گو



Astana-i-Shaikh-ul-Alam Hazrat Imdad Ali (QSA)

Hazrat Syed Muhibullah Shah
Qazi Wali Chawk, Bhagalpur, Bihar, India

আস্সালমু আলাইকুম ওয়ারাহামাতুল্লাহে ওয়া বরাকাতুহু,

দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া, মির্জাখীল, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ'র ২০৫ বৎসর পূর্তি, হজরত শাহ জাহাঁগীর শমছুল আরেফীন (কঃ) এর ১০০তম বেলাদত শরীফ ও হজরত শাহ জাহাঁগীর তাজুল আরেফীন (কঃ), সাজ্জাদানশীন কেবলায়ে আলম এর ৭৫তম বেলাদত শরীফ, ১৭ জমাদিউসসানি ১৪৩৪ হিজরী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আন্তরিক মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি।

দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া শিক্ষা, মাজহাবী ও ত্বরীকতের খেদমত (সেবা) আঞ্জামের সাথে সাথে উপমহাদেশের মানব জাতির আধ্যাত্মিক পথনির্দেশের মহৎ খেদমত অত্যন্ত সুন্দরভাবে আদায় করে আসছেন।

পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা, আল্লাহপাক যেন দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়ার উপর স্বীয় ফয়েজ ও রহমত বর্ষণ করেন এবং ত্বরীকতের সেবা সমূহ স্থায়ীভাবে চালু রাখার তৌফিক দান করেন।

আমীন!

پیرزادہ محمد عزت اللہ فاروقی خانوادۂ حضرت عمر فاروقؓ چشتی ابوالعلائی سجادہ نشین (گدی نشین)

درگاہ حضرت خواجہ حسام الدین چشتی نقشبندی ابوالعلائی محلّہ پیرزادگان جھنجھنو راجستھان

e-mail:pgnfc@yahoo.com

مورخہ ۱۰ فروری ۲۰۱۳ء

۷۸۶

جناب سید عارف الحی کمال میاں صاحب

سجادہ نشین دربار عالیہ شریف مرزاکھل، ضلع چاٹگام، بنگلادیش

السلام علیکم

فقیر پیرزادہ محمد عزت اللہ فاروقی خانوادۂ حضرت عمر فاروقؓ چشتی نقشبندی ابوالعلائی نبیرہ حضرت خواجہ صوفی حمید الدین ناگوریؒ خلیفۂ خاص حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتیؒ وسجادہ نشین حضرت خواجہ حسام الدین نقشبندی ابوالعلائی چشتی جھنجھنو راجستھان اپنے فرزند پیرزادہ غلام نجمی فاروقی چشتی ابوالعلائی جو ۲۰۰۰ء میں ہمراہ شیخ المشائخ دیوان سید زین العابدین علی خان جانشین اولاد موروثی سجادہ نشین (گدی نشین) حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیر شریف راجستھان دربار عالیہ میں حاضری دے چکے ہیں۔ ان کی زبانی دربارِ عالیہ شریف کے بزرگانِ عظام وانتظامات اور آنخضرت کی عقیدت و بزرگیت کے بارے میں سنا تھا۔ لہٰذا فقیر نے بھی اس مبارک موقع کو غنیمت سمجھا کہ اس مبارک ومقدس پروگرام میں شرکت کر ثوابِ دارین حاصل کرسکوں اور اپنی جانب سے بھی **دربارِ عالیہ شریف** کی ۲۰۵ واں سال گرہ، حضرت قبلہ وکعبہ **شمس العارفینؒ** کی سویں سالگرہ اور **آنخضرت** کی ۷۵ پچھترویں سالگرہ پر اس فقیر کی اور ہمارے سلسلہ عالیہ کی طرف سے دلی مبارکباد قبول فرمائیں اور ہم سب کو دعائے خاص میں شریک فرمائیں۔

فقط حقیر فقیر بندۂ درگاہ

محمد عزت اللہ فاروقی

محمد عزت اللہ فاروقی چشتی نقشبندی ابوالعلائی

پیرزادہ محمد عزت اللہ فاروقی خانوادۂ حضرت عمر فاروق چشتی ابوالعلائی سجادہ نشین (گدی نشین)

درگاہ حضرت خواجہ حسام الدین چشتی نقشبندی ابوالعلائی محلہ پیرزادگان جھنجھنو راجستھان
e-mail:pgnfc@yahoo.com

হজরত সৈয়দ আরেফুল হাই কামাল মিয়া ছাহেব,
সাজ্জাদানশীন-দরবারে আলীয়া শরীফ, মির্জাখীল।

আসসালামু আলাইকুম,

ফকীর পীরজাদা মোহাম্মদ ইজ্জতুল্লাহ ফারুকী, হজরত ওমর ফারুক চিশতী নক্সবন্দী আবুল উলায়ীর খান্দান, হজরত খাজা সুফী হামীদুদ্দীন নাগুরীর পৌত্র, হজরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) এর বিশেষ খলিফা ও হজরত হেসামুদ্দীন নক্সবন্দী আবুল উলায়ী চিশতী ,জনজনু, রাজস্থান এর সাজ্জাদানশীন। আমার পুত্র পীরজাদা গোলাম নজমী ফারুকী চিশতী আবুল উলায়ী ২০০০ খৃঃ শেখুল মাশায়েখ দেওয়ান সৈয়দ জয়নুল আবেদীন আলী খান, জা-নশীন আওলাদ ও মৌরুসী সাজ্জাদানশীন (গদ্দীনশীন) হজরত খাজা মুঈনুদ্দীন হাসান চিশতী, আজমীর শরীফ, রাজস্থান এর সাথে দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়ায় হাজেরি দিয়েছিলেন তাঁর জবান হতে দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়ার সাজ্জদানশীন তথা আপনার বুর্জুগী ও আকীদত এবং দরবারে আলীয়ার নিয়ম শৃঙ্খলা সর্ম্পর্কে শ্রবণ করেছি। অতএব ফকীর (অধম) এ মোবারক পূণ্যময় সুযোগকে মূল্যবান মনে করছি এবং এ মোবারক পবিত্র অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে উভয় জগতে পূণ্য অর্জনের অভিপ্রায় করছি। আমার পক্ষ থেকে দরবার আলীয়ার দু'শত পাঁচ বছর পূর্তি ও আপনার পীর মুর্শিদের ১০০তম বেলাদত শরীফ এবং আপনার ৭৫তম বেলাদত শরীফ উপলক্ষে এ ফকীর তথা অধমের পক্ষ থেকে ও আমাদের সিলসিলায়ে আলীয়ার পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ কবুল করুন এবং আমাদেরকে বিশেষ দোয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন।

– দোয়া প্রার্থী –

পীরজাদা মোহাম্মদ ইজ্জতুল্লাহ ফারুকী
রাজস্থান, ভারত।

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دار الافتاء فیضان شریعت

جامع مسجد سیلانی فرسٹ فلور مین ہیڈ آفس سیلانی ویلیفئر انٹرنیشنل ٹرسٹ بہادر آباد چورنگی کراچی

021-37669820,0300-2415263 فون: E-mail:faizaneshariat@gmail.com

تاریخ: ________ حوالہ: ________

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين

اس پُرکٹھن دور میں بھی جن سلاسل نے خانقاہی نظام کے ذریعے لوگوں کی تعلیم وتربیت کا سلسلہ قائم دائم رکھا ہوا ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کے مشن یعنی لوگوں کو اللہ تعالی سے جوڑنا کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے سلاسل میں سلسلہ جہانگیریہ کا ایک خاص مقام ہے۔

ہم اس سلسلہ عالیہ کے 205 سالہ دن کی خوشی میں حضرت قبلہ تاج العارفین شاہ جہانگیر دام ظلہ العالی کی خدمت میں مبارک باد پیش کرتے ہیں۔ اللہ عزوجل ان مشائخ کی برکتیں عطاء فرمائے۔ آمین



اس سلسلے میں ایک مضمون حاضر خدمت ہے تا کہ سگان اولیاء میں فقیر کا نام بھی درج ہوجائے

والسلام

ابوالحسنین مفتی محمد وسیم اختر المدنی

رئیس دار الافتاء فیضان شریعت سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ وانچارج شعبہ تخصص فی الفقہ الاسلامی دار العلوم جامعہ نعیمیہ کراچی

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

دار الافتاء فیضان شریعت

جامع مسجد سیلانی فرسٹ فلور مین ہیڈ آفس سیلانی ویلیفئر انٹرنیشنل ٹرسٹ بہادر آباد چورنگی کراچی

021-37669820,0300-2415263 :فون E-mail:faizaneshariat@gmail.com

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন,

ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সামু আলা সৈয়্যদুল আম্বিয়া ওয়াল মোরসালিন,

এ কঠিন সময়ে যে সমস্ত সিল্‌সিলাসমূহ খানকাহের বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে মানব সম্প্রদায়ের শিক্ষা দীক্ষার ধারাবাহিকতা চালু ও স্থায়ী রেখেছেন এবং আম্বিয়া কেরাম ও আউলিয়া কেরামের মিশন তথা মানুষকে আল্লাহর সহিত মিলনের কাজে লিপ্ত রয়েছেন। এমন সিল্‌সিলা সমূহের মধ্যে সিল্‌সিলায়ে আলীয়া জাঁহাগীরিয়ার এক বিশেষ স্থান রয়েছে।

আমরা এ সিল্‌সিলায়ে আলীয়ার দু'শত পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে শাহ জাহাঁগীর হজরত কেবলা তাজুল আরেফীন (কঃ) এর পবিত্র খেদমতে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি। আল্লাহতা'লা এ মাশায়েখগণের ফয়েজ ও বরকত আমাদেরকে দান করুন, আমীন!

ওয়াস্‌সালাম

আবুল হাসনাইন মুফতি মোহাম্মদ ওয়াসিম আখতার আলমাদানী
রাঈস দারুল ইফতা, ফয়জানে শরীয়ত সিলানী ওয়েল ফেয়ার
ইন্টারন্যাশনাল ট্রাস্টও ইনচার্জ তাবাসসুস ইসলামী ফেকাহ বিভাগ,
দারুল উলুম জামেয়া নঈমিয়া।

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

بتاریخ 23 فروری 2013

CB33 الفلاح سوسائٹی
شاہ فیصل کالونی کراچی پاکستان

تہنیتی عرضداشت

سیدی و مرشدی جناب شاہِ جہانگیر محمد عارف الحی قدس اللہ سرۃ لعزیز سجادہ نشین دربار عالیہ قادریۂ جہانگیریہ مرزا کھیل شریف
اسلام علیکم ورحمتہ اللہ و برکاتہٗ!

حضور والا! بعد از السلام علیکم و قدم بوسی کے عرض خدمت ہے کہ مرکزِ شریعت و طریقت، دربار عالیہ جہانگیریہ، ابولعلائیہ، چشتیہ، قادریہ مرزا کھیل شریف کی ۲۰۵ سالہ تقریب سعید اور اعلیٰ حضرت سیدنا و آقانا سید مخصوص الرحمٰن شاہِ جہانگیر (ثالث) کا صد سالہ بابرکت یومِ ولادت اور آپ حضور کا 75 واں یومِ ولادت مبارک اس سال جمادی الثانی میں منایا جانا اس غلام سلسلہ عالیہ اور دیگر مریدین کے لئے از حد خوشی کا باعث ہے۔

ہم سب عقیدت مند جن کو اس عظیم اور پُر انوار مرکزِ شریعت و طریقت کی نسبت اور غلامی کا اعزاز اعلیٰ حضرت نبی رضا خان" جہانگیری قدس اللہ سرۃ لعزیز، آقانا حضور شاہ محمد عبدالشکور شاہ" جہانگیری قدس اللہ سرۃ لعزیز، سیدنا شاہ مستان شاہ" جہانگیری قدس اللہ سرۃ لعزیز اور ملجا و ماویٰ و مرشدنا حضور صوفی محمد رفیق احمد شاہ" جہانگیری قدس اللہ سرۃ لعزیز کے ذریعے حاصل ہوا اور ہم فروری 2011 میں صاحبزادہ مولانا محمد مقصود الرحمٰن جہانگیری اور محمد مسعود الرحمٰن جہانگیری کی پاکستان آمد کے موقع پر کراچی اور اسلام آباد میں ان کی قدم بوسی سے فیضیاب ہوئے۔

یہ ناچیز بندہ اور دیگر وابستگان سلسلہِ عالیہ، بارگاہ رب کریم میں دست بدعا ہیں کہ پروردگار سلسلۂ جہانگیریہ کے مرکز کو تا زیست قائم و دائم رکھے تا کہ کروڑوں بندگانِ خدا اس کے نوری فیض سے تاقیامت فیضیاب ہوتے رہیں۔
ہم عاجز بندگانِ خدا پر حضور کا سایہ عاطفت صدا سلامت رہے اور اللہ پاک جناب والا کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کر کے فلاح دارین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ثم امین۔

غلام رضا جہانگیری

غلام رضا جہانگیری
خادمِ درگاہ حضرت صوفی محمد رفیق" احمد شاہ" جہانگیری قدس اللہ سرۃ لعزیز

তাং- ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ খৃঃ

অভিবাদন পত্র

সৈয়দী মুর্শেদী শাহ জাহাঁগীর মোহাম্মদ আরেফুল হাই (কঃ),
সাজ্জাদানশীন, দরবারে আলীয়া কাদেরীয়া জাহাঁগীরিয়া, মির্জাখীল শরীফ।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

হুজুরে ওয়ালা! সালাম এবং কদমবুচির পর পবিত্র খেদমতে আরজ এই যে, শরীয়ত ও ত্বরীকতের কেন্দ্রস্থল দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া আবুল উলাইয়া চিশতিয়া কাদেরীয়া মির্জাখীল শরীফের দুশত পাঁচ বৎসর পূর্তি উদ্‌যাপন ও আলা হজরত সৈয়দুনা ওয়া আকানা সৈয়দ মখছুছুর রহমান শাহ জাহাঁগীর (তৃতীয়) এর ১০০তম বেলাদত শরীফ এবং আপনার ৭৫তম পবিত্র বেলাদত শরীফ-এ বৎসর জমাদিউসসানিতে উদ্‌যাপন করা এ নগণ্য গোলাম ও সিল্‌সিলার অসংখ্য মুরীদগণের জন্য খুশির কারণ স্বরূপ।

আমরা সকল ভক্তবৃন্দ যাদের গোলামীর সম্পর্ক এ মহান ও আলোকময় শরীয়ত ও ত্বরীকতের কেন্দ্র দরবারে আলীয়ার সহিত আলা হজরত নবী রেজা খাঁ জাহাঁগীরি (রঃ)-এর মাধ্যমে অর্জন হয়েছে। ফেব্রুয়ারী ২০১১ খৃঃ ছাহেবজাদা হজরত মৌলানা মোহাম্মদ মকছুদুর রহমান জাহাঁগীরি এর পাকিস্তানে শুভ পদার্পণের সুযোগে করাচি ও ইসলামাবাদে তাঁর সাক্ষাতে ধন্য হয়েছি।

আল্লাহর দরবারে এ অধম ও সিল্‌সিলায়ে আলীয়ার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সকলের কড়জোর প্রার্থনা যে, সিল্‌সিলায়ে জাহাঁগীরিয়ার কেন্দ্রকে যেন চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠিত রাখেন। যেন আল্লাহর লক্ষ লক্ষ বান্দাগণ এর নূরী ফয়েজ দ্বারা কেয়ামত অবধি ধন্য হন। আমরা অধম বান্দাদের উপর মহামান্য হজরতের (আপনার) দয়া ও করুণার ছায়া সদা সর্বদা বিদ্যমান থাকে এবং আপনার সুশিক্ষা মনে প্রাণে আমল করে উভয় জগতে সফলকাম হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন! ছুম্মা আমীন!

গোলাম রেজা জাহাঁগীরি
খাদেম
দরগাহ হজরত সুফি রফিক আহমদ শাহ জাহাঁগীরি।

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ہدیۂ تبریک بموقعہ جشنِ تاسیس
وایامِ ولادت شاہانِ جہانگیری

عالی مرتبت، قطب دوراں، رئیس السالکین، سیدی و مرشدی، شاہِ جہانگیر محمد عارف الحی شاہ صاحب قبلہ
سجادہ نشین دربارِ عالی جہانگیری، مرزا خیل شریف

السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہٗ!

بصد ادب و احترام ملتمس ہوں کہ محترم و مکرم جناب ڈاکٹر عبدالحمید قریشی، جہانگیری مدظلہ العالی آف اسلام آباد (پاکستان) کے توسط سے یہ مژدہ ملا کہ دربارِ عالی جہانگیری کی ۲۰۵ سالہ تاسیسی تقریبات امسال جمادی الثانی کے ماہِ مقدس میں انعقاد پذیر ہورہی ہیں۔ اِن میں شاہِ جہانگیر (ثالث) شمس العارفین حضرت سید مخصوص الرحمان شاہ جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا صد سالہ یومِ ولادت 27 جمادی الثانی اور آپ سرکار کا 75 واں یوم ولادت (17 جمادی الثانی) کی مبارک تقریبات بھی شامل ہیں۔ اس باسعادت اور پُرمسرت موقعہ پر یہ احقر دِل کی گہرائیوں سے ہدیۂ تہنیت و تبریک پیش کرتا ہے۔

اس عاجز اور اِس کے افرادِ خانوادہ کی دربارِ عالی جہانگیری سے تقریباً 70 سالہ وابستگی بلاشبہ ایک عظیم اور بابرکت سرمایۂ حیات ہے۔ جناب صاحبزادہ علامہ سید محمد مقصود الرحمان شاہ جہانگیری اور صاحبزادہ سید محمد مسعود الرحمان شاہ جہانگیری کے دربارِ عالی مرزا خیل شریف سے فروری 2011ء میں پاکستان کے شہروں ملتان، لاہور اور اسلام آباد میں ورودِ مسعود کے دوران بندہ کی اُن کی معیت میں گذری چند مبارک ساعات اس کے قلبِ ناتواں کے لئے روحانی فیوض کا موجب ہیں۔

یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس عاجز کی سرکاری ملازمت کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ فرائضِ منصبی کی ادائیگی کے سلسلے میں اندرونِ ملک مختلف علاقہ جات میں اکثر و بیشتر قیام ایک معمول رہا۔ اس دوران دفتری اوقات کے بعد قرب و جوار میں واقع اولیائے کرام کے مزارات پر حاضری اور اِن آستانوں سے وابستہ بزرگانِ طریقت کی زیارت و قدم بوسی کے وافر مواقع میسر آئے۔ یہ سطور لکھنے کا اصل مدعا یہ ہے کہ راقم الحروف نے اس دوران اکثر صوفیائے عظام کو تصوف کی ترقی و فروغ سے متعلقہ سلسلۂ جہانگیری کے خلفائے کرام کے کلیدی کردار اور خدمات کا معترف پایا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو سلسلۂ عالیہ کے متوسلین اور براہِ راست فیض پانے والوں میں شامل تھے۔ ان حضرات کے ایسے ہی خوشگوار ارشادات و مشاہدات اس احقر کی باطنی کیفیات پر جس طرح اثر انداز ہوتے رہے اور نتیجتاً جو قلبی سکون نصیب ہوتا، اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس سے یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ مملکتِ پاکستان کے کونے کونے میں کس فراوانی سے سلسلۂ عالیہ کا روحانی فیض اہلِ عقیدت کے قلوب میں موجزن ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ یہ چمنِ جہانگیری یونہی سرسبز و شاداب رہے اور امتِ مسلمہ کے لئے اس کی فیض رسانی کو تا ابد جاری و ساری رکھے۔ حصولِ برکت کی نیت سے دربارِ عالی میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ کا یہ نذرانۂ انکسار پیشِ خدمت ہے۔ اس عاجز اور اس کے اہلِ خانہ کے لئے دعا کی استدعا ہے۔

طالب دعا

رانا شفقت علی خاں

303، سٹریٹ 100، سیکٹر آئی۔ ایٹ۔ فور (I-8/4)،

اسلام آباد۔ پاکستان

فون نمبر 4100377 (051)

سیل نمبر 0300-5396221

پیر، 7 ربیع الثانی 1434ھ

بمطابق 18 فروری 2013ء

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ আসনের অধিকারী কুতবে দাওরান, তাপসকুল শিরোমণি,
সৈয়দী, ওয়া মুর্শেদী শাহ জাহাঁগীর মোহাম্মদ আরেফুল হাই শাহ ছাহেব কেবলা,
সাজ্জাদানশীন, দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া মির্জাখীল শরীফ ।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহামাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

সহস্র সম্মান পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, শ্রদ্ধাস্পদ জনাব আব্দুল হামীদ কোরেসী জাহাঁগীরির মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি যে, দরবার আলীয়া জাহাঁগীরিয়া দুশত পাঁচ বৎসর পূর্তি উদ্‌যাপন পবিত্র জমাদিউসসানি মাসে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। একই সাথে ৩য় শাহ জাহাঁগীর শমছুল আরেফীন হজরত সৈয়দ মোহাম্মদ মখছুছুর রহমান শাহ জাহাঁগীরের ১০০তম বেলাদত শরীফ এবং পরম পূজনীয় আপনার (কঃ) ৭৫তম বেলাদত শরীফের অনুষ্ঠানও ইহার মধ্যে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। এ সৌভাগ্যময় ও আনন্দপূর্ণ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে অধম অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

এ অধম এবং তাঁর বংশধর দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়ার সহিত প্রায় ৭০ বছরের সম্পর্ক সন্দেহাতীতভাবে এক বৃহৎ সৌভাগ্যময় জীবনের সম্পদ। জনাব ছাহেবজাদা আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ মকছুদুর রহমান দরবারে আলীয়া মির্জাখীল শরীফ হতে ২০১১ খৃষ্টাব্দে শুভাগমনকালীন সময়ে অধম তাঁর পবিত্র সংস্পর্শে কয়েক ঘন্টা অতিক্রম করি –যা এ অধমের সুপ্ত হৃদয়ের জন্য রূহানী ফুয়ুজাতের মাধ্যম।

এ পর্যায়ে নিবেদন করছি যে, এ অধমের সরকারী চাকুরীর দায়িত্ব তথা পদস্থ দায়িত্ব আদায়ের সাথে সাথে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময় অবস্থান করা ও অপরাপর সরকারী দায়িত্ব আদায়ের পাশাপাশি আউলিয়ায়ে কেরামের মাজার শরীফে হাজেরী এবং ত্বরীকতের বুজুর্গদের জিয়ারত ও কদমবুচির বৃহৎ সুযোগ যেন আমার জন্য সৃষ্টি হয়। এ অল্প কয়েক লাইন লেখার উদ্দেশ্য হল, লেখক এ সময়ে অধিকাংশ সুফি মাহাত্মাগণকে তাসাউফে উন্নতি বিষয়ে সিল্‌সিলায়ে আলীয়া জাহাঁগীরিয়ার সহিত সম্পর্কিত খোলাফায়ে কেরামকে মূল কার্য সম্পাদন ও খেদমত স্বীকৃতি দানকারী হিসেবে পেয়েছি। এ মহাত্মাগণের বাণী ও তাঁদের দর্শন অধমের আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, ফলে হৃদয়ে যে প্রশান্তি অর্জন হচ্ছে তা বর্ণনা করা কঠিন। এদ্বারা বাস্তব বিষয় দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের আনাচে কানাচে সিল্‌সিলায়ে আলীয়ার ফয়েজ ও বরকত প্রত্যেক ভক্ত ও অনুসারীদের হৃদয়ে উত্তাল তরঙ্গের মত প্রবাহিত রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা যে, আল্লাহ যেন জাহাঁগীরি বাগানকে সুশোভিত রাখেন এবং মুসলিম উম্মার জন্য এর ফয়েজ অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী রাখেন। বরকত অর্জনের মহৎ উদ্দেশ্যে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য এ কাগজটি বিনয়ের নজরানা হিসেবে পেশ করলাম। এ অধম এবং তার পরিবারের সকলের জন্য দোয়া প্রার্থনা করছি।

৭ রবিউসসানি ১৪৩৪ হিঃ
১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ খৃঃ

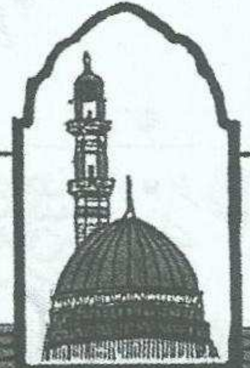
– দোয়াপ্রার্থী –

রানা শফকত আলী খান

بسم الله الرحمن الرحيم



دربار عالیہ قادریہ چشتیہ جہانگیریہ شکوریہ



فون 4429934

ایف-۳۴۳، سیٹلائٹ ٹاؤن سید پور روڈ
راولپنڈی

25 فروری 2013ء

عزت مآب حضرت شاہ جہانگیر سید محمد عارف الحی شاہ

سجادہ نشین دربار عالیہ چاٹگام، مرزاکھیل شریف

السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

یہ پروردگار عالم کا انتہائی فضل وکرم، احسان اور آقائے دوجہان حضور کریم ﷺ کی خصوصی نظر کرم ہے کہ جو بزرگان سادات نے آج سے ۲۰۵ سال سے قبل چاٹگام شریف میں حضرت غوث زمان، شیخ العارفین سیدنا مولانا حضرت شاہ مخلص الرحمان الملقب جہانگیر شاہؒ اور فخر العارفین حضرت سیدنا محمد عبدالحی شاہؒ نے جو اسلام کی بنیاد اس خطے میں رکھی، وہ آج بھی نور کی کرنیں بکھیر رہی ہیں۔ دربارِ عالی جہانگیری کی ۲۰۵ سالہ تقریب تاسیس کا امسال جمادی الثانی میں انعقاد اور حضرت شمس العارفین سید مخصوص الرحمان شاہؒ کا سوسالہ یوم ولادت 27 جمادی الثانی کے ساتھ ساتھ آپ حضور کا 75واں یوم ولادت (17 جمادی الثانی) کو منعقد ہونا ہم سب متوسلین سلسلہ عالیہ کے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے۔

خداوند کریم کی بنائی ہوئی کائنات تو بہت وسیع ہے لیکن اس خطہ میں خصوصی لاکھوں کی تعداد میں مریدین سلسلہ عالیہ قادریہ، چشتیہ ابوالعلائیہ، جہانگیریہ فیض پا رہے ہیں۔

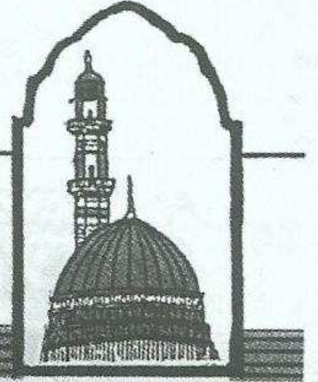
جہاں کو راہ حقیقت دکھائی جاتی ہے
عطاء کی شان عجیب شان پائی جاتی ہے
اب بھی رہے کوئی پیاسا اس کا مقدر ہے
آپ نے بہادی ہیں نہریں مے عرفان کی

(صاحبزادہ شاہ غلام مصطفیٰ)

قادری، چشتی، جہانگیری، شکوری

راولپنڈی، پاکستان





শ্রদ্ধাস্পদ হজরত শাহ জাহাঁগীর সৈয়দ মোহাম্মদ আরেফুল হাই (কঃ)
সাজ্জাদানশীন, দরবারে আলীয়া, মির্জাখীল শরীফ, চট্টগ্রাম।

আস্‌সলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু,

পরওয়ারদেগারে আলমের অশেষ কৃপা, অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং উভয় জগতের পথিকৃৎ হুজুর করীম (দঃ) এর বিশেষ সুদৃষ্টি যে, যে সকল মাহাত্মাগণ দু'শত পাঁচ বছর পূর্বে চট্টগ্রাম শরীফে হজরত গৌছে জমান শেখুল আরেফীন সৈয়দুনা ও মাওলানা হজরত শাহ মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান জাহাঁগীরি শাহ এবং ফখরুল আরেফীন হজরত সৈয়দুনা আব্দুল হাই এতদঞ্চলে ইসলামের যে ভিত্তি রচনা করেছেন তা এখনও আলো বিকিরণ করছে। দরবারে আলীর জাহাঁগীরির দু'শত পাচঁ বছর পূর্তি এ বৎসর জমাদিউসসানিতে উদ্‌যাপন ও হজরত শমছুল আরেফীন সৈয়দ মখছুছুর রহমান শাহ এর ১০০তম বেলাদত শরীফ ২৭ জমাদিউসসানি এবং ১৭ জমাদিউসসানি আপনার ৭৫তম বেলাদত শরীফ সিল্‌সিলার সাথে সম্পর্কিত ভক্ত মুরিদগণের জন্য অশেষ আনন্দের বিষয় ।

আল্লাহর সৃষ্ট এ পৃথিবীতে শুধুমাত্র সিল্‌সিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া চিশতিয়া আবুল উলাইয়া জাহাঁগীরিয়ার লক্ষ লক্ষ মুরিদগণ এ ত্বরিকার ফয়েজ প্রাপ্ত হচ্ছে।

"জগতকে সঠিক পথ নির্দেশনা দিচ্ছে
দানের আশ্চর্য্যজনক শান পাওয়া যাচ্ছে

আজও যদি কোন উপযুক্ত পিপাসু থাকে
তিনি মারফতের শরাবের নদী প্রবাহ করে দিয়েছে "।

– দোয়া প্রার্থী –

ছাহেবজাদা শাহ গোলাম মোস্তফা
কাদেরী, চিশতী, জাহাঁগীরি, শকুরী।

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

هدیۂ تهنیت و عقیدت

سیدنا و مولانا بدر الملت والدین، جناب شاہ جهانگیر محمد عارف الحی شاہ صاحب قبلہ

زیب سجادہ دربار عالی جهانگیری، مرزا کهیل شریف

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

بعد از قدمبوسی عرض گزار ہوں کہ اس عاجز کے مرکز طریقت' دربار عالی جہانگیریہ'ابوالعلائیہ' چشتیہ' قادریہ مرزا کھیل شریف کی ۲۰۵ سالہ تقریبات تاسیسی کے امسال جمادی الثانی میں منعقد ہونے کا سن کر دل کو از حد مسرت ہوئی۔ شاہِ جہانگیر (ثالث) شمس العارفین حضرت سید مخصوص الرحمان شاہِ جہانگیرؒ کا صد سالہ یوم ولادت 27 جمادی الثانی اور آپ حضور کا 75 واں یوم ولادت 17 جمادی الثانی کا بھی ان تقریباتِ سعید کا حصہ ہونا اس ناچیز جیسے آپ کے ہزاروں عقیدت مندوں کے لئے باعث فرحت وانبساط ہے۔

یہ عریضہ تحریر کرتے ہوئے فروری 2011ء میں حضرات صاحبزادگان علامہ محمد مقصود الرحمان شاہ جہانگیری اور سید محمد مسعود الرحمان شاہ جہانگیری کی دربارِ عالیہ مرزا کھیل شریف سے ملتان (پاکستان) میں آمد اور اس احقر کے غریب خانہ پر محفل سماع میں جلوہ افروزی نے دربار جہانگیری کے متوسلین کے قلوب کی تجلیات کو جو روشنی بخشی وہ آج بھی نشان راہ ہے۔

ملتان میں اس خانقاہ سے وابستہ سلسلۂ جہانگیری کے خدام اور عقیدت مند، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ آپ حضور کا سایہ تا ابد ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ دینِ متین کی اشاعت اور سلسلۂ عالیہ کی ترقی وفروغ کے لئے آپ کی سعیٔ جمیلہ میں غیب سے مدد فرمائے۔ ہم سب آپ کے روحانی فیوض اور دعاؤں کے طالب، دربار عالیہ میں حاضری کے متمنی، حضور والا کو سلام عقیدت اور قدمبوسی پیش کرتے ہیں۔

رستم علی خان

ہفتہ۔ 5 ربیع الثانی 1434ھ
مطابق 16 فروری 2013ء

رانا رستم علی جهانگیری

سجادہ نشین درگاہ حضرت صوفی طفیل محمد جہانگیریؒ

134-العطاء کالونی' غازی آباد، ملتان شہر۔ پاکستان

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সৈয়্যদুনা ওয়া মালজানা, বদরুল মিলতে ওয়াদদ্বীন, জনাব শাহ জাহাঁগীর মোহাম্মদ আরেফুল হাই শাহ সাহেব কেবলা সাজ্জাদানশীন, দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া, মির্জাখীল শরীফ ।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়াবারকাতুহু ,

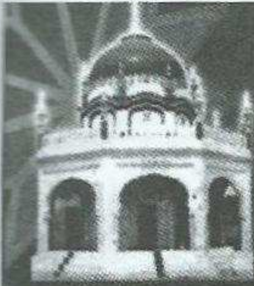
কদম বুচি আদায়ের পর নিবেদন করছি যে, দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া, আবুল উলাইয়া, চিশতিয়া কাদেরীয়া মির্জাখীল শরীফের দু'শত পাঁচ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান এ বৎসর জমাদিউসসানি ১৪৩৪ হিঃ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বলে শ্রবণ করে প্রাণ আনন্দে ভরে উঠে। ২৭ জমাদিউসসানি ১৪৩৪ হিঃ ৩য় শাহ জাহাঁগীর শমছুল আরেফীন হজরত সৈয়দ মখছুছুর রহমান শাহ জাহাঁগীরের ১০০তম বেলাদত শরীফ এবং ১৭ জমাদিউসসানি ১৪৩৪ হিঃ আপনার ৭৫তম বেলাদত শরীফ এ সকল পুণ্যময় ও সৌভাগ্যময় অনুষ্ঠানসমূহ আমি অধমসহ আপনার হাজার হাজার ভক্ত-বিশ্বাসীদের জন্য আনন্দ এবং সৌভাগ্য লাভের মাধ্যম।

বিগত ফেব্রুয়ারী ২০১১ খৃষ্টাব্দে সাহেবজাদা আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ মকছুদুর রহমান শাহ জাহাঁগীরি দরবারে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া মির্জাখীল হতে মুলতানে শুভাগমন এবং অধমের গরীবালয়ে সেমা মাহফিলে জলওয়া আফরোজী তথা উপস্থিতি দরবারে জাহাঁগীরির ভক্ত অনুরক্তদের অন্তরে যে নূর ও জ্যোতি দান করেছেন তা আজও পথের দিশারী।

মুলতানে এ খানকাহ এর সাথে সম্পর্কিত ছিলছিলায়ে জাহাঁগীরিয়ার খাদেম ও ভক্ত অনুরক্তগণ আল্লাহর দরবারে দোয়াপ্রার্থী যে, আল্লাহ যেন আপনার ছায়া আমাদের মাথার উপর অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী রাখেন দ্বীন ধর্মের প্রচার এবং সিল্‌সিলায়ে আলীয়ার উত্তরোত্তর অভাবনীয় উন্নতিতে আপনার প্রশংসনীয় চেষ্টার ক্ষেত্রে গায়েবী তথা অদৃশ্য শক্তির সাহায্য যেন আপনার সাথে থাকে।

আমরা সবাই আপনার রুহানী ফয়েজ ও দোয়া প্রার্থী এবং দরবারে আলীয়ায় হাজেরী প্রদানের অধীর আগ্রহীগণ আপনার পবিত্র কদমে সালাম ও কদমবুচি পেশ করছি।

রানা রুস্তম আলী জাহাঁগীরি
দরগাহ হজরত সুফি তুফাইল মোহাম্মদ জাহাঁগীরি,
১৩৪, আলআতা কলোনি, গাজি আবাদ।



بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

هوالمعین هوالقادر هوالشکور

دربارِ عالیہ

قادریہ چشتیہ جہانگیریہ شکوریہ مستانویہ لطیفیہ

چک نمبر ۱۲/۸۔آر براستہ کچا کھوہ تحصیل وضلع خانیوال Ph: 065-2630101, Mob: 0300-6894943

سجادہ نشین صاحبزادہ محمد ناصر مسعود شاہ۔ صاحبزادہ محمد خالد محمود شاہ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

قابل صدہا احترام، مرتبت عالی مقام، حضرت قبلہ سید محمد عارف الحی شاہ، سجادہ نشین، دربارِ عالی جہانگیری، مرزاکھیل شریف

اسلام علیکم و رحمۃ اللہِ وبرکاتہ!

پاکستان کے قریہ قریہ میں فیضِ شاہ جہانگیر سے مستنیر فیض یافتگان متوسلین اور معتقدین کیلئے یہ امر قابل ستائش ہے کہ مرکز تجلیات، دربار عالیہ جہانگیریہ، مرزاکھیل شریف، چاٹگام، (بنگلہ دیش) میں امسال ماہ جمادی الثانی میں ۲۰۵ سالہ تاسیسی تقریبات انعقاد پذیر ہورہی ہیں۔ ان تقریبات کی اہمیت اور افادیت دوچند ہوجاتی ہے کہ ان میں حضرت قبلہ شمس العارفین سید مخصوص الرحمٰنؒ کا سوسالہ اور آپ حضور کا پچھتر واں یوم ولادت بھی منایا جارہا ہے۔

بیا باب اجابت روضۂ شاہِ جہانگیر اَست
کلیدِ باغِ جنت روضۂ شاہ جہانگیر اَست

جناب والا!

آپ کی ذات بابرکات کی بدولت ہی طریقت ومعرفت کی جہانگیری شمع فروزاں ہے۔ آپ سے سلسلہ کے متوسلین، خاص شفقت، مرحمت کے ملتجی ہیں، ہم سب ۲۰۵ سالہ تاسیسی تقریبات کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔

طالب دعا

محمد خالد محمود

محمد خالد محمود شاہ
سجادہ نشین

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ٹیلیفون نمبر 0514442396
آفس 03005355464

آپ کا دعاگو سجادہ نشین سید تنویر حیدر شاہ بخاری

ناظم اعلیٰ دربار عالیہ نڑالا شریف۔ سیکٹر آئی-۸ اسلام آباد

عقیدتمند حضرات سلامت باشد
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

تاریخ یکشنبہ ۶ ربیع الثانی ۱۴۳۵ھ
حوالہ نمبر ... فروری ۲۰۱۳ء

بخدمت اقدس حضرت تاج العارفین سید محمد عارف الحق شاہ جہانگیری دامت برکاتہم
سجادہ نشین دربار عالیہ جہانگیریہ مرزا کمیل شریف

۲۰۵ سالہ تقریبات دربار عالیہ جہانگیریہ

ہمیں دربار عالیہ جہانگیریہ مرزا کمیل شریف کے بارے میں تعارف ہمارے محسن ڈاکٹر عبدالحمید قریشی جہانگیری صاحب کے توسط سے ہوا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے جد امجد حضرت سید محمد شاہ بخاریؒ چشتی نظامی (خلیفہ اول حضرت پیر غلام حیدر شاہ صاحب جلال پور شریف جہلم) کے دربار شریف میں عقیدت سے عرصہ ۲۲ سال سے حاضری دیتے ہیں۔ اور دربار شریف سے ملحقہ جامع مسجد سید تاج العارفین میں نماز اور تقریبات میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔

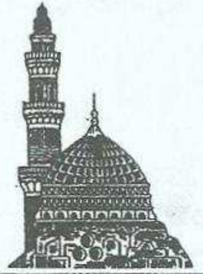
۲۔ ہمیں دربار عالیہ جہانگیریہ کی 205 سالہ خصوصی تقریبات، شاہ جہانگیر ثانیؒ کی صد سالہ یوم ولادت اور آپ کی 75 سالہ یوم ولادت کی خوشی میں مبارکباد کا پیغام بھیجتے ہوئے از حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آل عبا کے وسیلہ سے سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کو مزید وسعت عطا فرمائیں اور آپ کو درازی عمر اور صحت کاملہ سے نوازیں۔ آمین۔ آپ کے خانوادے اور تمام متوسلین سلسلہ طریقت کو رب کریم دینی و دنیاوی ترقیات عطا فرمائیں (ثم آمین)

۳۔ آپ ان خصوصی تقریبات میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد فرمالیں گے۔

والسلام

SHShah دعاگو
سید تنویر حیدر شاہ
سجادہ نشین دربار عالیہ
نڑالا شریف اسلام آباد





یَا اللّٰہ — ھُوَ القادر — ھُوَ المعین — ھُوَ الشکور — ھُوَ الحمید — یا رسول اللّٰہ

دربار عالیہ قادریہ چشتیہ جہانگیریہ شکوریہ الحمیدیہ

مسعود عالم قادری چشتی شکوری الحمیدی، 43/4 جہانگیر پارک شاد باغ لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم | تاریخ

<u>پیغام تہنیت</u>

عزت مآب، آفتاب طریقت، فخر اولیاء، شاہ جہانگیر سید محمد عارف الحی شاہ زیب سجادہ دربار عالی جہانگیری، مرزا کھیل شریف۔

اسلام و علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ:

بعد از قدمبوسی معروض ہوں کہ اس بندہ ناچیز کو یہ جان کر از حد خوشی ہوئی کہ اس سال جمادی الثانی میں ہم سب کے مرکز طریقت دربار عالی جہانگیری کی ۲۰۵ سالہ تاسیسی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں۔ یہ امر مزید خوشی کا باعث ہے کہ سلطان الاولیاء، رہنمائے معرفت، شمس العارفین حضرت سید مخصوص الرحمان شاہ جہانگیرؒ کا صد سالہ یوم ولادت 27 جمادی الثانی اور آپ جناب کا 75 واں یوم ولادت 17 جمادی الثانی بھی ان مبارک تقریبات کا حصہ ہیں۔

ہم سب عقیدت مندان کی سلسلہ ءجہانگیری کے مرکز رشد وہدایت سے نسبت کی سعادت اور فیض رسانی، تاج الاولیاء حضرت الشاہ محمد عبد الشکور جہانگیریؒ لاہور، حضرت پیر غلام محمد شاہ جلوہ نمائے اولیاء راولپنڈی، اور اس احقر کے والد گرامی اور پیر و مرشد حضرت صوفی عبد الحمید جہانگیریؒ لاہور کے توسط سے حاصل ہے۔

ہم سب فیض یافتگان سلسلہ عالیہ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ وہ عالم اسلام کی اس عظیم شمع تاباں کو تاقیامت روشن رکھے اور آپ حضور کا سایہ ءعرفان و رحمت ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ آمین۔

نیاز مند وطالب دعا:

مسعود عالم جہانگیری

خادم درگاہ: حضرت صوفی عبد الحمید جہانگیریؒ۔ محلہ نوشاد باغ لاہور پاکستان۔

سیل نمبر 03004424540

اتوار 25 فروری 2013ء



SHAH JAHANGIR ACADEMY



12th March 2013

To

His Excellency Shah Jahangir Hazrat Tajul Arefeen (KSA)
Sajjadanashin Darbar-e-Alia Jahangiri
Mirzakhil-Chittagong
Bangladesh.

Subject: ***Celebrations – 205 Years of Darbar Sharif, Platinum Jubilee of Hazrat Shah Jahangir Shamsul Arefeen and Diamond Jubilee of Hazrat Shah Jahangir Tajul Arefeen (KSA).***

Dear Sir,

All staff members and students of Shah Jahangir Academy, Karachi (Pakistan) join me in extending heartfelt facilitations to our Patron-in-Chief, His Excellency Hazrat Qibla Sajjadanashin Hazrat Tajul Arefeen (KSA) on his Diamond Jubilee. It is a matter of great honor for all of us to know that 205 years of Darbar Sharif and Platinum Jubilee of Hazrat Shah Jahangir Shamsul Arefeen are also being celebrated under your patronage. We wish your honour sound health and prosperity to entire Silsala-e-Alia Jahangiri.

May Allah keep us under His Excellency's guidance and patronage till the dooms day. Kindly pray for all of us and for the progress and prosperity of Shah Jahangir Academy.

With Best Wishes and Regards.

Your Obediently

Lt Col (Retd) Risalat Khan
(President Shah Jahangir Academy)

Jummatul Mubarak 5th Rabi–us-Sani 1434 AH
15th Feb 2013 AD

In respect of **Hazrat Shah Jahangir Tajul Arefeen,**
Syed Mohammad Areful Hai Sahab Qibla-e-Alam,
Sajjadanashin Darbar-e-Alia Jahangir,
Mirzakhil, Satkania, Chittagong, Bangladesh.

Message of congratulations on the 205 years of establishment of Darbar Sharif Jahangiri, 100th Brithday of 3rd Shah Jahangir (RA) and 75th Birthday of the 4th Jhah Jahangir Qibla-e-Alam.

I consider myself most fortunate to have been spiritually guided from the early childhood by Qadri Chishti Sabri Qalander Hazrat Baba Sain Nur Khan RA (1912-9th Feb 1971) Who was the waris of taberukat of Hazrat Baba Fazluddin Kalyami RA (1884 AD) to the door steps of my Sheikh Hazrat Rahmat Ali Shah (RA), (1894 2nd Sep 1977 AD). Hazrat Qibla-e-Alam was perhaps the last surviving Khalifah of Hazrat Shah Jahangir Fakhrul Arefeen (KSA).

It is an honor for me to heave been accepted in the Silsila alia Jahangir as the most humble follower on 28th Sep 1971. As already Scheduled, I Left for England to pursue my PhD course on 3rd Oct 1971. It was a unique experience that during the flight from Karachi to London, I had undergone transformation and the first visible change on my arrival in England that I was blessed with Sunnah of Nabi SAW and kept beard. This was the beginning of my long journey with Silsila e Alia Jahangiria. This period of 42 years has been spent learning and travelling mostly for ziaraat of Aulia e Karaam and Hermain Shareefain. I was blessed with first opportunity to visit Darbar-e-Alia Jahangiri in Jan/Feb 1982 and it was, by good coincidence, annual Urs Sharif of Hazrat Ghos ul Azam Shaikha Abdul Qadir Jilani RA. It was about one week stay. With this background, I wish to record my feelings not only as a humble follower of Silsila e alia but also as student, I wish to record my feeling not only as a humble follower of Silsila e alia but also as student of engineering and administrative science being a retired civil servant of Govt. of Pakistan.

205 years of Darbar-e-Alia Jahangiri

The most elaborate information about the establishment and services for Islamic education. Tareeqa e Qadria Jahangiria of this Darbar-e-Alia has been recorded in Seerat Sharif part 1, 2, 3 (published) of Shah Jahangir Sani Hazrat Syed Muhammed Abdul Hai Shah Sahab, Fakhrul Arefeen RA by his Khaleefa-e-Azam Syed Sikandar Shah Sahab RA Kanpuri. It is an excellent book in the sense that every time one reads it, it gives new perception of the understanding of Islamic trachings and tareeqa Qadria Jahangiri. If one has the opportunity to see the beautiful hand written manuscripts of the first Hazrat Shah

Jahangir RA and the second Shah Jahangir RA it is so impressive as if it has been printed in the press. The contents, of course, "Kalam Ul Maluk is Maluk ul Kalam".

The title granted to the first Hazrat Shah Jahangir RA by his Shaikh Hazrat Imdaad Ali Bhagulpuri RA also established spiritual linkages with Hazrat Ashraf Jahangir Sammani RA of Kachocha Sharif. In the last over 205 years of this Darbar-e-Alia Jahangiri, through generations, a very large number of people around the globe have benefited from the guidance and blessings of the Shahan-e-Jahangir.

Without making specific reference to the karamaat which is an everyday experience of the followers, what is unprecedented is the process of training of every successive Shah Jahangir by his predecessor for Islamic and spiritual education and training. The Gaddi Sharif remains vacant for number of years till the successor is spiritually elevated as Sajjadanashin Shah Jahangir for guidance of the followers of the Silsila Alia Jahangiri. In accordance with the tracings of our beloved Prophet Hazart Mohammad Mustafa SAW, Shahan-e-Janangir along with other contemporary Aulia-e-Azam, have stood the test of times to protect the true Islamic concepts whenever these were challenged, to guide the muslims of the world in general and their followers in particular in the light of the teachings of the Holy Quran and Sunnah of the Prophet Mohammad SAW. It is my conviction that Hazrat Shah Jahangir RA Have an exceptional assigned role amongst the contemporary Aulia-e-Azzam. May Allahpak bless their services and continue their Faiz forever. Ameen.

100th Birthday of the 3rd Shah Jahangir Hazrat Shamsul Arefeen Syed Makhsusur Rehman Sahib Qibla Alam RA (27th Jamadiussani 1334 AH-24th Jamadiussani 1391 AH).

The life of the 3rd Hazrat Shah Jahangir RA was exceptional from his very birth. His whole life seems to me a unique karamat of his Shaikh Qibla-e-Alam Hazrat Shah Jahangir 2nd. He lost his illustrious father when he was only 5 years of age. All his religious education and spiritual training was supervised by Hazrat Shah Jahangir the 2nd RA in an unprecedented sacred way. He was elevated to holy assignment Sajjadanashin of Darbar-e-Alia Jahangiri after 19 years when he was at the age of 24 years. He devoted all his life in the service of Silsila Alia Jahangiri till he passed away on 16th of Aug 1971 at the age of 57 years. It is beyond my imagination to reflect on the extraordinary contributions of Hazrat Shah Jahangir Shamsul Arefeen RA in the service of Silsila Alia Jahangiri except to say that he focused on the education and spiritual training of his nephew and exalted successor Shah Jahangir 4th Hazrat Tajul Arefeen, Syed Mohammad Areful Hai Shah Sahib Qibla-e-Alam who succeeded him after 13 years as Sajjadanashin in 1984.

May Allahpak grant all of us the blessings of Hazrat Shah Jahangir Shamsul Arefeen forever.

75th Birthday of Hazrat Shah Jahangir 4th Hazrat Tajul Areifeen, Syed Mohammad Areful Hai Shah Sahib Qibla-e-Alam (born on 17th Jamadiussani 1359 AH).

Hazrat Jalal Uddin Abdul Rehman Assayuti RA has mentioned in his book **'Muqaddama'** about seven generation cycle. He concludes that in a blessed family, 4th generation is at its climax. It is also mentioned in the unpublished volumes of the Seerat Sharif of Hazrat Fakhrul Arefeen RA that amongst our descendent Shah Jahangir 4th will be an exceptionally elevated spiritual personality (Nadir ul Wajood). Anyone who fortunately is his contemporary should respect him and seek blessings from him. The services rendered by the Shah Jahangir Tajul Arefeen in the development of facilities in the Darbar-e-Alia Jahangir Mirzakhil Sharif and for extending the faiz of Silsila Alia Jahangiri, in the last 42 years have proven the saying of Shah Jahangir the 2nd RA.

When I visited Darbar-e-Alia Jahangiri in Jan/Feb 1982, Mehfil Sharif was held in a hall adjacent to Hujra Sharif and was attended by about 500 followers of Silsila Alia Jahangiri. During my 2nd visit 22 years later it was a pleasant surprise for me to see development in Darbar Sharif including a very extensive layout of building around Darbar Sharif to accommodate thousands of Zaaireen, Langar Khana, new buildings of Hujra Shairf of Shahan-e-Jahangir and a well kept library of rare religious books, renovation of old buildings and improved communication network from Satkania to Darbar-e-Alia for convenience of visiting Zaaireen. After having extensively travelled around the world and Hazri at the Dargahs of prominent Peera Neazzam what impressed me, during my subsequent 4 visits at Mirzakhil Darbar Sharif was the meticulous system of management of time and facilities for thousands of Zaaireen attending Urs Sharif. In Large gatherings of Urs Sharif I have not seen anywhere else such a discipline in the distribution of Langar Sharif equality 'and quality of food for every Zaair, cleanliness and unique Kefiyat during the Mehfil Sharif. It seems everything works automatically better than computerized precision. It is all beyond human capacity. For a humble follower like me, it is reflective of Karamaat of Shah Jahangir Tajul Arefeen- Shehenshah-e-Zamana. Faiz-e-Tareekat per excellence, love and affection, individual personal attention to every follower, education and training according to one's capacity. Adab and Dastageeri (discipline & humbleness) are the hallmark of our Silsila Alia Jahangir.

I am fortunate to have the honor, so far, to serve two successive generations while travelling in Pakistan. Firstly during the visit of Shah Jahangir 4th Qibla-e-Alam Hazrat Shah Jahangir Tajul Areifeen Syed Areful Hai Shah Sahab in Nov 1982 and secondly his designated successor Hazrat Moulana Syed Mohammad Maksudur Rahman Shah Sahib along with Sarfaraz Mian during their visit in Feb 2011. It was a rare opportunity to learn the Adaab-e-Ziarat and overwhelming welcome responses from the Mazar during the Hazri. It may take shape of a book if one gives detailed account of these episodes of spiritual experiences. It was no doubt memorable moments to see the expression of respect of their followers of Silsila alia Jahangir who gathered from nearby areas at cities/towns and Darbar Sharif wherever we went in scheduled travel arrangements.

Allahpak Ba Tufail Aaqa Wa Mola Hazrat Mohammad Mustafa SAW and aal e eba RA, has blessed the ummah and the universe with a very comprehensive system of Auliya-e-Ummat all encompassing the N.E.W.S. Ahadees are often quoted in classical books written by renowned forever and functions under the guidance of our beloved prophet Hazrat Mohammad Mustafa SAW. Amongst these spiritually elevated, executive authority is delegated to Saahibaan-e-Khidmat number equal to the days in lunar year. Each of the four regions of the universe is headed by one out of these blessed ones. In my humble perception one such region is looked after by Shah Jahangir of contemporary time. Such Auliya-e-Azzam are rare in the clan as they say "Nadir ul Wajood".

I may quote one personal observation in this regard. In 1982 during his visit to Pakistan, we accompanied Hazrat Shah Jahangir Tajul Arefeen (4th) Sajjadanashin Qibla-e-Alam to Muzaffarabad AJK. Hazrat Qibla-e-Alam first visited in the morning Mazar Sharif of Hazrat Shah Inayat Wali Qadri RA. After fateha he was invited by the Gaddinashin sahib of the Darbar for tea. A headmaster sahib of a school met Hazrat Qibla Aalam and requested for Dua. He kindly blessed him with Dua and we departed. On our request the accepted to visit a souvenir shop for a short time to see some Kashmiri handicrafts. Although we travelled by car, the afore mentioned headmaster sahib managed on foot to be already there. He again requested Hazrat Qibla-e-Alam for Dua. He was very kind to him and blessed the headmaster sahib with dua again and that we are now leaving Muzaffarabad for our onward journey. The headmaster submitted that when after Dua I departed from you my Shaikh spiritually commanded me to remain around you as he says that Aulia e like yourself are 'Nadir ul Wajood'. Hazrat Qibla-e-Alam in his kindness embraced him and we left him weeping as if he did not want to depart. We then proceeded for the ziarat of Hazrat Sohaili Sarkar RA. Keeping in view the episode of Hazrat Mansoor Hallaj RA, one of the Khaulafa of Syed ut Taaifa Hazrat Junaid Baghdadi RA only permissible under Shariah can be publically shared. In Silsila Alia Jahangir, **'Tareeqat'** is acceptable only within the limits of Shariah of Islam.

It is unique honor for a very humble follower of Silsila Alia Jahangir to extend my heartiest congratulation on this historic occasion on my own behalf, on behalf of my entire family, friends and followers of Silsila Alia Jahangiri in Pakistan and elsewhere for the celebrations of 205 years of Darbar-e-Alia Jahangiri, 100th Birthday of Shah Jahangir the 3rd RA and 75th birthday of Hazart Sajjadanashin Sahib Qibla-e-Alam Shah Jahangir the 4th. May Allahpak grant ever rising spiritual elevations, health, happiness and long life to Hazrat Qibla-e-Alam Sajjadanashin Sahib and always bless members of his family and friends of Silsila Alia Jahangiri Wherever they reside. Looking forward to join the celebrations at the Darbar-e-Alia Jahangiri Mirzakhil Sharif, Insha Allah.

Taalib-e-Dua

Banda e Dargah,

Dr. Abdul Hameed Qureshi Jahangiri

24th February 2013

In Respect of

Hazrat Shah Jahangir Tajul Arefeen Syed Mohammad Areful Hai Shahib

Sajjadanashin

Darbar-e-Alia Jahangiri, Mirzakhil Darbar Sharif

Celebrations of 205 years of Darbar-e-Alia Jahangiri

I have learnt about Silsila-e-Alia Jahangiri from my learned younger brother Dr. Abdul Hameed Qureshi Jahangiri and along with him had the good luck to have met Hazrat Dr. Syed Rahmat Ali Shah Sahib, while passing through Karachi on way to Quetta, in years 1976.

Recently, it was an honour and pleasure to be host of Hazrat Maolana Maksudur Rahman Shah Sahib when he visited Al Shaheed Islamic Centre Trust Islamabad in Feb 2011, although I could no meat him due to my serious ailment.

It is with immense pleasure that I extend my heartiest congratulations on the occasion of celebrations of 250 years of the establishment of Darbar-e-Alia Jahangir, 100th birthday of Shah Jahangir, the Third RA and your 75th Birthday. May Allahpak bless you with long life and good health and this Faize Jahangiri may continent to benefit the followers of Silsịla-e-Ầlia Jahangiri.

I request your honour to kindly remember us in dua during the celebrations of this historic Occasion.

Yours Sincerely

Brig ® Abdul Rashid Qureshi

SI (M), TI (M)

Chairman

Al Shaheed Islamic Centre Trust (Regd).

17th Feb 2013

In respect of
Hazrat Shah Jahangir Tajul Arefeen
Syed Mohammad Areful Hai Sahab Qibla-e-Alam
Sajjadanashin, Darbar-e-Alia Jahangiri
Mirzakhil, Satkania, Chittagong, Bangladesh.

Subject: Darbar-e-Alia Jahangiri Celebrations

It is a matter of quite honor and pleasure for me to write few lines on the eve of Darbar's 205th year Celebrations.

Darbar-e-Alia Mirzakhil is one of the pioneer institutions in indo-Pak subcontinent—now more commonly known as SAARC countries –which had the honour to preach Islam in this part of the world. Indeed, this has been blessing for the area to benefit from the preaching of the religious/spiritual leaders **(SHAIKHS)** of Darbar Sharif. **Darbar-e-Alia** has been dispensing religious education in addition to rendering spiritual guidance to the people of sub continent. All the Shaikhs of this institution have been role models who spent their lives while following the 'Sharia' and serving the community. These great **'SHAIKHS' (SHAHS)** not only guide the misled masses to the right path but also proved by their actions that Islamic principles are still practicable. Last two and a half centuries are witness that Darbar Sharif has been unrivalled in providing religious, educational, spiritual and welfare services to the people of sub-continent.

Teaching of Darbar Sharif **(SHAH JAHANGIRS)** especially 'Hazrat Fakhr-ul-Arefeen' are comprehensive and in accordance with Islamic injunctions. A glance at the Seerat of Fakhr-ul-Arefeen' reveals the way how to lead an Islamic life. It provides guidance to a common man as well as to the blessed ones (Khulfa). Hazrat explained the most difficult matters of **'Sharia and Tariqat'** in a simple but explicit way. He delineated upon the most complicated matters of 'Tariqat' about which even the very prominent scholars could hardly give any reference in their discourses and these matters were generally considered beyond the comprehension of a common man. Thanks to **ALLAH TAALLAH WHO** gave strength and knowledge to Hazrat to put these matters in simple parlance. He did emphasize on leading a practical but balanced life running away from the challenges of modern times.

'Silsila-e-Qadariyah Jahangiri' practices and propagates **'Islamic Sharia'** in its true spirit. Their teaching sufficiently equips the followers to cope with the challenges of this era. This aspect of **'Silsila'** gives it prominence in the streams of **'Tasawwaf'** being followed in Islamic world. It discourages the trend of **'Rahbaniat'** wherein the **'Salak'** abandons the life or family for spiritual purification. Contrarily this **'Silsila'** encourages its followers to lead a practical life facing hardships and sharing happy moments with their family. It strives for contributing in the development and betterment of the society. This is what islam teaches us and expects from us as well.

I do congratulate Darbar-e Aliyah in celebrating 205th year of Darbar Sharif, Platinum Jubilee of Veladat Sharif of Hazrat Shah Jahangir Shamsul Arefeen Q.S.A and Diamond Jubilee of Veladat Sharif of Hazrat Shah Jahangir Tajul Arefeen Q.S.A (Sajjadah Nashin Sahib) in Jamadiussani, 1434.

May **ALLAH** bless this Darbar-e-Aliyah with His Countless blessings and give strength to the Darbar Shreef keep rendering these religious, educational and spiritual services to the Muslims.

(Rana Muhammad Rafique Khan)
Military Estates officer, Gujranwala

Monday
14th Rabius Sani, 1434-A.H.
25th Feb 2013 AD.

In Respect of
Hazrat Shah Jahangir Tajul Arefeen Syed Mohammad Areful Hai Shahib
Sajjadanashin
Darbar-e-Alia Jahangir, Mirzakhil Darbar Sharif
Satkania – Chittagong,
Bangladesh

Message of Congratulations on The Occasion of celebrations of 205 years of Darbar-e-Alia Jahangiri.

It gives me great pleasure and honor for me to extend my heartiest congratulation on the occasion of celebration of 205th years of the establishment of Darbar-e-Alia Jahangiri, 100th birthday of Shah Jahangir the third RA and yours 75th birthday. May Allah Pak bless you with long life and health and this Faiz-e-Jahangiri may continue to benefit the followers of Silsila-e-Alia Jahangiri.

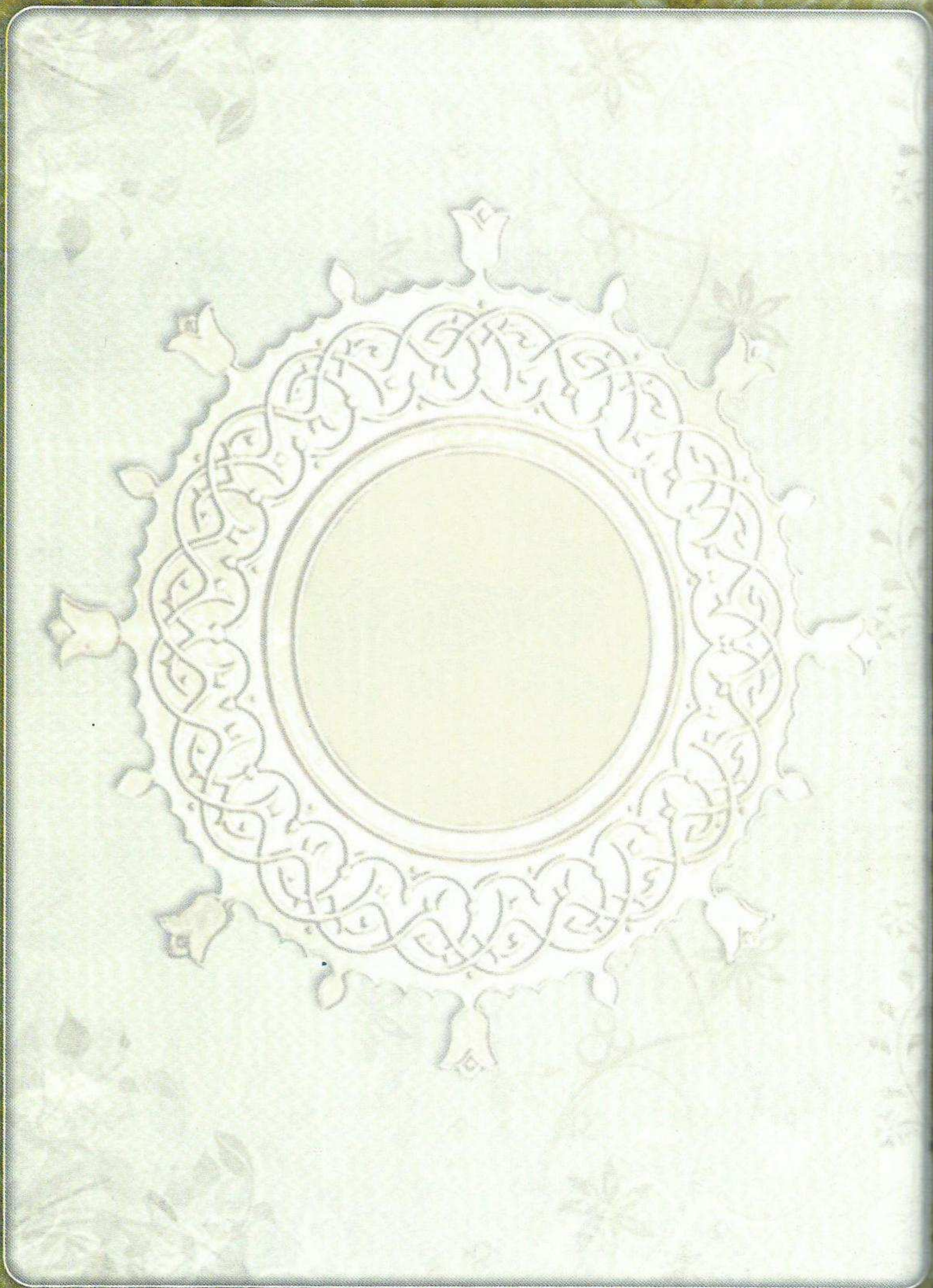
It is my request that kindly remember me in Dua during celebration of this historic occasion.

With best regards

Talib-e-Dua

Asad Hameed Qureshi Jahangiri
Senior Engineer
Alcatel-Lucent.

প্রবন্ধ



হজরত শাহ্ জাহাঁগীর তাজুল আরেফীন (কঃ): ভুবনবরেণ্য মহাপুরুষ ও যুগশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী

মৌলানা মোহাম্মদ মকছুদুর রহমান

প্রভুর প্রেমাস্পদ, হজরত রসুলে মকবুল (সঃ) এর সর্বাধিক প্রিয়পাত্র, গৌছে জাহাঁগীর, বিশ্ব জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পীর, সমগ্র সংসারের গৌরব, খোদাতালার নৈকট্য-প্রাপ্ত মহাপুরুষগণের মধ্যে উদীয়মান সূর্য্য, যুগশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী, সমস্ত আউলিয়াগণের প্রেমডোরের অধিকারী, স্বীয় সময়ের বিদ্বানগণের মধ্যে অদ্বিতীয় বিদ্বান, আধ্যাত্মিক জগতের একচ্ছত্র সম্রাট, সৃষ্টিকুলের উপর প্রভাবকারী, হজরত পীর-মুর্শিদ শাহ জাহাঁগীর তাজুল আরেফীন মৌলানা শাহ সৈয়দ মোহাম্মদ আরেফুল হাই সাহেব কেবলা আলম (কঃ) ১৭ই জমাদিউস্সানি, ১৩৫৯ হিজরী মোতাবেক ২৪শে জুলাই, ১৯৪০ খৃঃ, ৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৭ বাংলা, ১৩০২ মঘী রোজ বুধবার জোহরের নামাজের সময় ইসলাম ধর্মের স্মৃতিসৌধ ও কীর্তিস্তম্ভ চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত ঐতিহ্যবাহী মির্জাখীল গ্রামের স্বর্গধাম তথা মির্জাখীল দরবার শরীফে শুভ জন্মগ্রহণ করেন।

হজরতের (কঃ) মান্যবর পিতৃমহোদয় ও মাননীয়া মাতা সাহেবানীঃ হজরতের (কঃ) মান্যবর পিতৃমহোদয় হজরত মৌলানা মোহাম্মদ মাহ্মুদুর রহমান শাহ (রাঃ) [১৩৩৩ হিঃ- ১৪০৭ হিঃ; ১৯১৫ খৃঃ - ১৯৮৬ খৃঃ] একজন অত্যন্ত নেহায়েত জবরদস্ত ও সাহেবে কশ্ফ্ অলীআল্লাহ (বুজুর্গ) ছিলেন এবং তাঁর (কঃ) পরম পূজনীয়া মাতা সাহেবানী হজরত আনোয়ারা বেগম (রাঃ) স্বীয় যুগের "রাবেয়া বসরী" সদৃশ অতি উচ্চস্তরের পূর্ণতাপ্রাপ্ত মহিয়সী বটে।

হজরত শাহ জাহাঁগীর তাজুল আরেফীনের (কঃ) পিতৃ-বংশ পরিচয়:

নং	পবিত্র নাম	পবিত্র জন্ম	পবিত্র পরলোকগমন	মাজার শরীফ
১	**হজরত শাহ্ জাহাঁগীর তাজুল 'আরেফীন মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ 'আরেফুল হাই (কঃ)**	১৭ জমাদিউস্সানি, ১৩৫৯ হিঃ, ২৪ জুলাই, ১৯৪০ খৃঃ, ৮ শ্রাবণ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার	বর্তমান সাজ্জাদানশীন ছাহেব কেব্লা-এ-আলম (কঃ)	
২	**হজরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান শাহ্ (রহঃ)**	১৩৩৩ হিজরী ১৯১৫ খৃঃ	৭ রবিউল আউয়াল, ১৪০৭ হিঃ নভেম্বর ১৯৮৬ খৃঃ	মির্জাখীল শরীফ, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
৩	**হজরত শাহ্ জাহাঁগীর ফখরুল 'আরেফীন মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ 'আব্দুল হাই (কঃ)**	১৪ শাওয়াল, ১২৭৬ হিঃ, রবিবার	১৭ জিলহজ্ব, ১৩৩৯ হিঃ, ২২ আগষ্ট, ১৯৭১ খৃঃ, সোমবার	মির্জাখীল শরীফ, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
৪	**হজরত শাহ্ জাহাঁগীর শেখুল 'আরেফীন মৌলানা সৈয়দ মোখলেছুর রহমান (কঃ)**	১৫ জিলহজ্ব, ১২২৯ হিঃ, সোমবার	১২ জিলক্বদ, ১৩০২ হিঃ, ২৪ আগষ্ট, ১৮৮৫খৃঃ, সোমবার	মির্জাখীল শরীফ, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

হজরতের (কঃ) মাতা সাহেবানীর (রঃ) স্বপ্ন: পরম পূজনীয়া দাদী সাহেবানী (রঃ) ফর্মায়াছেন যে, "হজরত (কঃ) যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন তিনি স্বপ্নে দর্শন করলেন যে, তিনি একটি প্রাসাদে বহু বুজুর্গ মহিয়সী মহিলা অলীআল্লাহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে উপবিষ্ট আছেন। হঠাৎ একটি বৃহদাকার উজ্জ্বল পূর্ণিমার চাঁদ আসমান হতে তাঁর নিকট অবতরণ করল। তিনি (স্বপ্নের মধ্যেই) উপরোক্ত অলীআল্লাহগণকে উক্ত চাঁদ দেখালে তাঁরা বলে উঠলেন, এটা হজরত শাহ জাহাঁগীরের গদ্দীনশীনের চাঁদ, যাঁকে সুউচ্চ মরতবা প্রদান করা হবে। পৃথিবীতে তাঁর শুভাগমনের সময় অতি সন্নিকটে; তাঁর মাধ্যমেই সমগ্র সৃষ্টিকুল সঠিক পথের দিশা তথা হেদায়তপ্রাপ্ত হবে"।

হজরতের (কঃ) পবিত্র জন্ম: পরম শ্রদ্ধেয়া দাদী সাহেবানী (রঃ) আরো ফর্মায়াছেন যে, "হজরত (কঃ) যখন ভূমিষ্ট হলেন, তখন ২য় শাহ জাহাঁগীর হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ) এর ছোট ভগ্নি সৈয়দা নজমুন্নিছা (রঃ) হজরতকে কোলে নিয়ে ৩য় শাহ জাহাঁগীর, মখদুমুল আলম, শেখুল কুল, হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) এর পবিত্র খেদমতে নিয়ে যান। অতঃপর হজরত মখদুমুল আলম হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) হজরতের উভয় কর্ণে আজান ও একামত প্রদান পূর্বক স্বীয় হস্ত মোবারক দ্বারা মধু সেবন করান"।

হজরত (কঃ) ফর্মায়াছেন, " তখন হতেই আমার সমগ্র শরীরে আমার হজরত কেব্‌লা-ও-কাবার (কঃ) অশেষ দানের ফোয়ারা প্রবাহিত হওয়া আরম্ভ হয়েছিল"।

একবার হজরত (কঃ) পবিত্র বচনে এইরূপ এর্শাদ ফর্মায়াছেন, "আমার জন্মের বহু পূর্ব হতেই আমার পীর-মুর্শিদের বিশেষ দানসমূহ আমার উপর ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত ছিল"।

হজরতের (কঃ) পবিত্র শিক্ষা: হজরতের (কঃ) প্রাথমিক শিক্ষার শুভ সূচনা তদীয় মান্যবর স্বীয় পীর-মুর্শিদ হজরত শমছুল আরেফীনের (কঃ) পবিত্র তত্ত্বাবধানে পবিত্র আস্তানা পাকেই সম্পাদিত হয়। তাঁর (কঃ) প্রখর স্মরণশক্তি, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, প্রবল জ্ঞান-শক্তি এবং মুখস্থ করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি (কঃ) অতি অল্প সময়ের মধ্যে পবিত্র কোরান মজিদ ও অন্যান্য প্রারম্ভিক পুস্তকাবলীর পাঠ সমাপ্ত করেন। অতঃপর স্বীয় পীর-মুর্শিদ স্বয়ং হজরতকে (কঃ) গারাঙ্গীয়া আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন। তৎপরবর্তী তৎকালীন চট্টগ্রাম শহরের সুপ্রসিদ্ধ "দারুল উলুম" মাদ্রাসায় বিদ্যা শিক্ষার্থে গমন করে তথা হতে কৃর্তিত্বের সাথে কামিল (হাদিস শরীফ) ডিগ্রি অর্জনসহ তথাকার সকল প্রকার বিদ্যাশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে সুখ্যাতি অর্জন করার পর সাতকানিয়া গোলাম বারী হাই স্কুল হতে ম্যাট্রিকুলেশ্যান, সাতকানিয়া কলেজ হতে আই.এ এবং চট্টগ্রাম সিটি কলেজ হতে বি.এ. ডিগ্রি অর্জন করে পুনরায় ওয়াজেদিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে আরবী শিক্ষায় মনোনিবেশ করে কৃতিত্বের সাথে কামিল (ফিকহ শাস্ত্র) ডিগ্রি অর্জন করতঃ যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, শিক্ষার প্রতিটি মাধ্যমে ও ক্ষেত্রে অতুলনীয় ও অনন্য সাধারণ সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক ফলাফল অর্জনকারী, আধ্যাত্মিক জ্ঞান তাপস, সমসাময়িককালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদরূপে আবির্ভূত হয়ে সিলসিলা ও তরিকতের খেদমতে মক্কা শরীফ- মদিনা শরীফে হজ্জ্ব পালনের পাশাপাশি মুসলিম জাহানের পুণ্য আত্মাদের জেয়ারত, হিন্দুস্থানের আজমীর শরীফে সুলতানুল হিন্দ্ খাজা-ই-খাজেগান সৈয়দুনা খাজা গরীব নওয়াজ হজরত মুঈনুদ্দিন হাসান চিশ্‌তী (রঃ) এর ওরস শরীফে হাজেরীর সাথে সাথে হিন্দুস্থানস্থ উপরিস্থ পীর মুর্শিদ- আউলিয়া বুর্জুগানেদ্বীনের জেয়ারত, হজরত খাজা বন্দ-নওয়াজ গেছু দরাজ (রঃ) এর দরবারে হাজেরী ও সিল্‌সিলা-ই-আলীয়া জাহাঁগীরিয়ার বিশিষ্ট খলিফাদের জেয়ারতের ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানস্থ আল্লাহর মাহবুব পীর বুজুর্গদের জেয়ারতে রূহানী ফয়েজ হাসিল করে জাগতিক দুনিয়ার সর্বত্র নিজের পবিত্র অস্তিত্বের অবস্থান জানান দিয়ে জাহাঁগশ্‌তীর আলোকজ্জ্বল মোহনীয়রূপে ভূমন্ডলকে রূপান্বিত করেন, আর রূহানিয়তের দুনিয়ায় সর্বদা, সর্বক্ষণ সম্রাটরূপে বিচরণ করেন।

হজরতের (কঃ) পবিত্র শৈশব ও কৈশোর: *'বাহজাতুল আসরার'*, *'জোব্দাতুল আসরার'* ও *'জোব্দাতুল আসার'* নামীয় বিভিন্ন পবিত্র পুস্তকাদিতে হজরত সৈয়দুনা গৌছ পাকের (রঃ) শৈশব ও কৈশোর জীবনের যেইরূপ বর্ণনা বিদ্যমান, তদ্রূপ আমাদের হজতের (কঃ) শৈশব ও কৈশোর জীবনও এক ঐশী-ছায়ায় মখদুমুল আলম হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ)-এর পবিত্র তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত হয়।

বস্তুতঃ পরম আরাধ্য মখদুমুল আলম হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) যেইরূপ আমাদের হজরত কেব্‌লা-ও-কাবাকে পুত্রাধিক স্নেহ ও মায়া প্রদর্শন করতেন, হজরতও তদ্রূপ স্বীয় পীর-মুর্শিদকে অতুলনীয় ও অকল্পনীয়ভাবে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করতেন।

হজরতের (কঃ) বাল্যকাল হতেই তাঁর পবিত্র অস্তিত্বে ঐ সকল স্বর্গীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটে, যা অন্যান্য বড় বড় বুজুর্গানে দ্বীনের মধ্যে বহু বৎসরের সাধনার পরই কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হতো। সেই কারণেই ২য় শাহ জাহাঁগীরের প্রধান খলিফা শেখুল ইছলাম, খলিলুল্লাহ উপাধি প্রাপ্ত, মৌলানা হাকীম সৈয়দ সিকান্দার শাহ সাহেব (রঃ) ও আবুল হাসান ডিপুটি মোস্তফিজুর রহমান খাঁ সাহেব (রঃ) প্রমুখ ও অন্যান্য সকল বুজুর্গানে দ্বীন হজরতকে (কঃ) তদীয় বাল্যকাল হতে আন্তরিকভাবে সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতেন।

একদা হাকীম সিকান্দার শাহ সাহেব (রঃ), হজরতকে (কঃ) তদীয় কৈশোর জীবনে বাই-সাইকেল চালাতে দেখার পর, তিনি হিন্দুস্থানে গমন করে হজরতের (কঃ) পবিত্র সদনে এই মর্মে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। উল্লেখ্য যে, মৌলানা হাকীম সিকান্দার শাহ সাহেবের (রঃ) এমন এক উচ্চমাপের কশ্‌ফ্ ছিল, যার মাধ্যমে তিনি হজরতের (কঃ) পরবর্তী জীবনের কারামাত সমূহের ও সুপ্ত-গায়েবী আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। *'ছিরতে ফখরুল আরেফীন'* পুস্তকের ৪র্থ খন্ডে মৌলানা সিকান্দার শাহ সাহেব (রঃ) লিপিবদ্ধ করেন যে, হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ) একদা তদীয় মুরিদদিগকে ফর্মায়াছেন, "আমার ছিলছিলার (ছিলছিলায়ে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া) মধ্যে একজন অনেক বড় মাপের যুগশ্রেষ্ঠ বুজুর্গ প্রকাশিত হবে। আমার মুরিদগণের মধ্যে যদি কারো উক্ত উচ্চমার্গের মহাত্মার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটে, তবে সে যেন তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে। কেননা, তিনি অনেক শীর্ষস্তরের বুজুর্গ হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে তাঁর ঐশ্বরিক জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় করবেন "।

একদা তিনি [হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ)] ইঙ্গিত ফর্মায়াছিলেন যে, "হজরত মখদুমুল মুলক শেখ আহমদ আব্দুল হক রদৌলভীর (রঃ) জমানায় যেইরূপ ছিলছিলায়ে আলীয়া ছাবেরীয়ার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তদ্রূপ তাঁর [হজরত ৪র্থ শাহ জাহাঁগীর তাজুল আরেফীন (কঃ)] জমানায় ও ছিলছিলায়ে আলীয়া জাহাঁগীরিয়ার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে"।

হজরতের (কঃ) পবিত্র হজ্জব্রত পালনের পটভূমি: হজরত কেব্‌লা-ও-কাবা (কঃ) (তাঁর প্রতি আমাদের আত্মা সকল উৎসর্গীকৃত হউক!) একদা নিজের হজ্জ সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণনা করলেন --"একদা আমার এইরূপ বাসনা জাগরিত হলো যে, আমার দাদা হজরত কেব্‌লা-ও -কাবা [হজরত শাহ জাহাঁগীর ফখরুল আরেফীন (কঃ) (১৩১০ হিঃ)] যেরূপ সমুদ্রপথে ভ্রমণ করে হজ্জকার্য সমাধা করেছিলেন, আমিও সেইরূপে হজ্জ পালন করিব"। অতঃপর পবিত্র হস্তে *'ছিরত শরীফ'* নিয়ে হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ) এর নিম্নোক্ত পবিত্র বচন পাঠ করে শুনালেন, "বোম্বাই নগরীর উপকূল হতে যেন নিজকে নিজে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলাম। মৃতদেহের মত ভেসে ভেসে চলে গেলাম এবং ভেসে ভেসে চলিয়া আসলাম। দশ হাজার টাকার বিনিময়ে এইরূপ কার্য সম্পাদন করা যায় সত্য, কিন্তু এইরূপ শান্তিপ্রাপ্ত হওয়া যায় না"।

হজরত কেব্‌লা-ও-কাবা (কঃ) এর্শাদ ফর্মালেন, "আমি ১১ই জিলক্বদ, ১৩৯৮ হিঃ রোজ বৃহস্পতিবার আছরের নামাজের পর যখন মাজার শরীফে চাদর শরীফ পেশকালীন সময়ে নিম্নোক্ত পদ্যটি আবেদন সহকারে পাঠ করছিলাম --

অর্থাৎ-"হে আমার হজরত পীর-মুর্শিদ শাহ জাহাঁগীর শমছুল আরেফীন (কঃ), আপনি আমাকে হজরত রসুল মকবুল (সঃ)-এর রওজা শরীফে এবং আল্লাহর ঘর কাবা শরীফে দয়া করে নিজের সাথে নিয়ে যান"।

"হে আমার ধর্মরাজ, আমার কোন সহায়-সম্বল নাই। আপনি তো আল্লাহর নবীর দোস্ত ও পেয়ারা, আপনি আমাকে কৃপাবর্ষণে সকল বিষয়ে অদৃশ্য জগত হতে সহায়তা করুন"।

তখন আমার অন্তরে এক ঐশী ভাবের সঞ্চার হচ্ছিল। আমি মগরিব ও এশার নামাজের পর ওরস শরীফের রাত্রিকালীন বড় দায়রা শরীফ সম্পন্ন করে মাজার শরীফের জেয়ারত কার্য সম্পাদন করলাম এবং বড় দীঘির পূর্ব-পার্শ্বে শায়িত সকল মুরব্বিগণের জেয়ারত করে স্বীয় কামরায় এসে শুয়ে পড়লাম"।

"আমার হজ্জব্রত পালন এতই গোপনে সংগঠিত হয়েছিল যে, আমার পরম পূজনীয়া মাতা সাহেবানী (রঃ) ছাড়া আমি আর কাকেও এই ব্যাপারে প্রকাশ্যে খুলে বলিনি "।

হজরতের (কঃ) পবিত্র হজ্জ যাত্রাঃ ১২ই জিলক্বদ, ১৩৯৮ হিঃ শুক্রবার তথা হজরত ১ম শাহ জাহাঁগীর শেখুল আরেফীন (কঃ) এর পবিত্র ওরস শরীফের ১ম দিন - দায়রা শরীফ, ফাতেহা শরীফ তথা কুলখানি, জুমার নামাজ এবং আগত লোকজনকে তবররুক খাওয়ানোর পর পরম পূজনীয়া মাতা সাহেবানী (রঃ) ও পরম শ্রদ্ধাস্পদ আব্বাজান কেবলা (রঃ) কে যখন কদমবুচি করতে গেলাম, তখন শ্রদ্ধাস্পদ আব্বাজান কেবলা অতি দয়াদ্র বচনে এই পংক্তি ফর্মাইলেন, " নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে গমন কর এবং পুনরায় ফিরে আসো" ।

উল্লেখ্য, হজরত সৈয়েদুনা গৌছে পাক (রঃ) উচ্চবিদ্যা শিক্ষার্থে ইরাকের বাগদাদ নগরীতে গমন করার পূর্বে তদীয় পরম পূজনীয়া মাতা সাহেবানীকে (রঃ) যখন কদমবুচি করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনিও স্নেহের পুত্রকে উপরোক্ত পংক্তি উল্লেখপূর্বক বিদায় দিয়েছিলেন। এটা একপ্রকার দোয়া ছিল।

অতঃপর হজরত (কঃ) মাজার শরীফ জেয়ারত করে শহরের উদ্দেশ্যে গমন করার পূর্বে তদীয় মেজ ভ্রাতা জনাব মোহাম্মদ জামালুল হাই সাহেবকে ওরস শরীফ ও দরবার শরীফের যাবতীয় পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তিনি চট্টগ্রাম শহরের রুমঘাটাস্থ ডিপুটী সাহেব (রঃ) এর বাসায় অবস্থান করেন এবং ১৪ই জিলক্বদ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দর হতে 'হিজবুল বাহার' এ আরোহণ করেন।

তিনি (কঃ) 'হিজবুল বাহার' নামীয় রাজকীয় সমুদ্র জাহাজে চড়ে হজ্জযাত্রা সম্পাদন করেছিলেন। ১৪ দিন পর তিনি উক্ত রাজকীয় সমুদ্র জাহাজযোগে জেদ্দা সমুদ্র বন্দরে পৌঁছেন। তিনি (কঃ) ফর্মায়েছেন, "যাত্রাকালে আমাকে প্রায় ১৪ দিন সমুদ্রজাহাজে চড়তে হয়েছিল এবং আসার সময়ও ১৪ দিন লেগেছিল"। পথিমধ্যে জাহাজেই তিনি (কঃ) ১৭ই জিলক্বদ, ২৪শে জিল্‌কদ, ১৭ই জিলহজ্জ এবং ২৪শে জিলহজ্জের ফাতেহা শরীফের এন্তেজাম এবং পরিচালনা করেন।

হজরতের (কঃ) পবিত্র মদীনা শরীফ জেয়ারতঃ তিনি (কঃ) কাবা শরীফ জেয়ারতের পূর্বে স্বীয় পীর-মুর্শিদের ন্যায় প্রথমে মদীনা শরীফে গমন এবং রসুলের (সঃ) রওজা মোবারকে জেয়ারত করেন। এর্শাদ হল, "যখন আমি মদীনা শরীফে রওজা মোবারকের জেয়ারতের উদ্দেশ্যে পৌঁছলাম, তখন আমি খালি পায়ে চলাফেরা করা আরম্ভ করলাম। জনৈক ব্যক্তি আমাকে উক্ত ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করলে আমি তাকে এটাই বলেছিলাম যে, যেই পবিত্র স্থানের আদব রক্ষার্থে এবং ভক্তি প্রদর্শনে স্বীয় মস্তকে হেঁটে যাওয়া অত্যাবশ্যকীয়, সেখানে খালি পায়ে হাঁটাতো যোগ্য সম্মান প্রদর্শন নয় "।

হজরতের (কঃ) হিন্দুস্থান সফরের প্রেক্ষাপটঃ তিনি (কঃ) ফর্মায়েছেন, "একদা আমার ফুফা সাহেব [ডিপুটি মোস্তফিজুর রহমান খাঁ সাহেব (রঃ)] (ইন্তেকালঃ- ২৪শে সফর, ১৩৯৫ হিঃ/ ১৯৭৫ খৃঃ) আমাকে অতি দয়ার্দ্র বচনে বললেন, বাবা, আপনি কি আজমীর শরীফে জেয়ারতের জন্য গমন করবেন না? তখন আমি শ্রদ্ধার সাথে বললাম, ফুফা সাহেব আমার হজরতের [শাহ জাহাঁগীর হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ)] পবিত্র খেদমতেই তো সকল নেয়ামত রয়েছে। হজরতের (কঃ) এই ভাবপূর্ণ উত্তর শ্রবণপূর্বক ডিপুটী সাহেব (রঃ) অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে বললেন, "বাবা, তাহলে তো আর কোন কথা (অবশিষ্ট) নাই। আপনা আপনিই সকল নেয়ামত আপনার নিকট চলে আসবে"।

কিন্তু, আল্লাহতা'লার কি অপার মহিমা। হজরতের (কঃ) দাদাপীর ও পরম পূজনীয় পিতামহ হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ) (তদীয়) গদ্দীনশীন হওয়ার পর (১৯০৪ খৃঃ) পুনরায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে হিন্দুস্থানে গমন করার পবিত্র ইচ্ছে পোষণ করলে, তাঁর মুরিদগণকে এক মজযুব (আলাউদ্দীন ছর-বোরহেনাহ্) কশ্ফযোগে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে বলেছিলেন, "তোমাদের পীর-মুর্শিদ হিন্দুস্থান যেতে সক্ষম হবেন না। বরঞ্চ চট্টগ্রাম শহর হতেই ফেরত আসবেন। তবে, একবার তিনি কোন এক মহান কার্য সাধনের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান গমন করবেন"। *(ছিরত শরীফ, উর্দু ৩য় খন্ড, ১৯৮ পৃঃ)*

বলাবাহুল্য, হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ) ১৩২১ হিজরী মোতাবেক ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের পরে আর হিন্দুস্থান সফর না করলেও এবং অনুরূপ হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) ১৩৫৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের পরে হিন্দুস্থানে গমন না করলেও তাঁদেরই সুযোগ্য উত্তরসূরী ও ছাহেবে নেমত আমাদের হজরত কেব্‌লা-ও-কাবাকে (কঃ) [১৪০০হিঃ-হইতে ১৪০৪ হিঃ পর্যন্ত] আল্লাহতা'লার স্বীয় অপার করুণায় এবং উপরোস্থ পীর-মুর্শিদের অশেষ দয়ায় ***পাঁচ*** বার হিন্দুস্থান সফরে সিলসিলার নিম্নলিখিত উপরোস্থ পীর-মুর্শিদগণের পবিত্র মাজার শরীফে হাজেরী প্রদান ও জেয়ারত সম্পন্ন করেন- হজরত সুলতানুল হিন্দু, খাজায়ে খাজেগান খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (রঃ), হজরত কুতবুল আকতাব সৈয়দুনা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার

কাকী উশী (কঃ), হজরত খাজা নেজামুদ্দিন আউলিয়া (কঃ), হজরত শেখুল আলম শাহ সৈয়দ এমদাদ আলী (কঃ), হজরত সৈয়েদুনা মীর আবুল উলা (কঃ), হজরত সৈয়েদুনা মীর আব্দুল্লাহ আহরারী নক্শবন্দী (কঃ), হজরত সৈয়েদুনা আব্দুর রাজ্জাক বাঁসবী (রাঃ), সৈয়েদুনা হজরত মখদুম শরফুদ্দীন ইয়াহ্য়া মুনিরী (কঃ), হজরত সৈয়েদুনা মখদুমুল মুলক্ শেখ আহমদ আব্দুল হক রদৌলভী (রঃ), হজরত মখদুম আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবের কলিয়রী (রঃ), হজরত শেখ নজীবুদ্দীন ফেরদৌসী (কঃ), হজরত সৈয়েদুনা মখদুম হাছান আলী সানী (কঃ), হজরত ঈমামুল আরেফীন সৈয়েদুনা মখদুম মোনে'ম পাকবাজ্ (কঃ), হজরত সৈয়েদুনা মখদুম বন্দা-নেওয়াজ গেছু-দরাজ (রাঃ), হজরত গৌছুল আলম শাহ্ মোহাম্মদ মাহদী ফারুকী (কঃ), হজরত শাহ্ মাজহার হোসাইন (কঃ), হজরত শাহ হাসান দোস্ত ফরহাতুল্লাহ (রঃ), হজরত শাহুল আলামীন মখদুম-বন্দেগী কুতবুল আকতাব আব্দুল কুদ্দুস গঙ্গুহী (কঃ), সৈয়েদুনা হজরত খলিলুদ্দিন (কঃ), হজরত সৈয়েদুনা আমীর খসরু (রঃ), হজরত মীর সৈয়দ নুরুদ্দীন মোবারক গজনবী (কঃ), সৈয়েদুনা হজরত জাফর (কঃ), সৈয়েদুনা হজরত নেজামুদ্দিন (কঃ), সৈয়েদুনা হজরত মাহমুদ (কঃ), সৈয়েদুনা হজরত নাছির উদ্দীন (কঃ), সৈয়েদুনা হজরত তক্বিয়ুদ্দীন (কঃ), সৈয়েদুনা হজরত ফজলুল্লাহ ওরফে সৈয়দ গুস্সাঁয়ী (কঃ), সৈয়েদুনা হজরত আহলুল্লাহ (কঃ), হজরত সৈয়দ আশরাফ জাহাঁগীর ছিমনানী (কঃ), হজরত শাহ মোহাম্মদ ফরহাদ (কঃ), হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রঃ), হজরত শাহ শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ), হজরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ), হজরত শাহ আব্দুল আজীজ মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ), হজরত বু-আলী শাহ কলন্দর (রাঃ), হজরত সৈয়েদুনা কুতবুদ্দিন 'বিনায়ে-দিল' (কঃ), মৌলানা হাকীম সৈয়দ সিকান্দার শাহ সাহেব (রঃ), নবী রেজা খাঁ সাহেব (রঃ), হজরত কুতবে কওকন (রঃ), মৌলানা আব্দুল কুদীর শাহ (রঃ), হজরত সৈয়দ কমর আলী শাহ দরবেশ (রঃ), হজরত মৌলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রঃ)- যাতে এমন কত অসংখ্য অলৌকিক কার্যাবলীর বিকাশ ঘটিয়েছেন, যা বর্ণনাতীত এবং ধ্যান-ধারণার বহু উর্ধ্বে।

আজমীর শরীফ ও সাঁবর শরীফে হাজেরী: আজমীর শরীফে শুভাগমনের পর তিনি (কঃ) খানকাহে জাহাঁগীরিতে অবস্থান করতেন এবং তথা হতেই সকল জেয়ারত কার্যাদি সমাধা করতেন। তথায় হজরত (কঃ) সুলতানুল হিন্দ, খাজায়ে খাজেগান হজরত সৈয়েদুনা খাজা গরীব-নেওয়াজ (কঃ) এর পবিত্র সমাধি জেয়ারত ও তওয়াফকালে যেইরূপ ভক্তি ও আদবের পরাকাষ্টা দেখিয়েছেন, তা জগতে অত্যন্ত বিরল। হজরত খাজা সাহেব কেবলার (কঃ) অধঃস্তন বংশধর ও সাজ্জাদানশীন দীওয়ান হজরত সৈয়দ জয়নুল আবেদীন (রঃ) আমাদের হজরতকে (কঃ) অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাঁর সার্বক্ষণিক সমাদরের জন্য অতীব সচেষ্ট থাকতেন। ৬ই রজব, ১৪০০ হিজরীর খাজা সাহেব কেবলার (কঃ) ওরস শরীফে আজমীর শরীফে হাজেরীর পর হজরত খাজা সাহেব কেবলার (কঃ) অধঃস্তন বংশধর ও তৎকালীন সাজ্জাদানশীন হজরত দেওয়ান সৈয়দ জয়নুল আবেদীনের (রঃ) সাথে সাঁবর শরীফে হজরত খাজা গরীব-নেওয়াজের (কঃ) সুপৌত্র হজরত হেসামুদ্দীন 'সোখ্তা জীগর' ('আল্লাহতা'লার প্রেমের অগ্নিতে ভস্মীভুত হৃদয়'- ইহা তাঁহার উপাধি ছিল) এর মাজার শরীফে গমন করেন এবং তথায় ১২ই রজব, ১৪০০ হিজরী, উক্ত মহাপুরুষের বাৎসরিক ওরস শরীফ সম্পন্ন করেন। মরুর তপ্ত পাথরের বুকে ভারী কদমে জেয়ারতে তোয়াফ সমাপ্তিলগ্নে এই সাঁবর শরীফেই এক মজযুব ফকির (হজরত কেবলা (কঃ) সাঁবর শরীফ হাজেরীকালে) উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "তোমরা হিন্দুস্থানীরা কে কোথায় আছ শুনে যাও, শুনে রাখ- হিন্দুস্থানের ফকিরী লুট করে নিয়ে গেল বাঙ্গাল হতে আসা এক বুজুর্গ-ফকির।" সত্যিকার অর্থেই হজরত কেবলা (কঃ) হিন্দুস্থানের ফকিরী লুট করে তথা স্বীয় কঠোর ও কষ্ট সহিষ্ণু সাধনায় অর্জন করে নিয়েছেন- যা কিনা খোদার আরশ হতে ঘোষিত হলো খাজায়ে খাজেগানের পবিত্র লহুর অস্থিত্ব ধারণে ধন্য সাবঁর শরীফ হতে। এই অনুৎঘাটিত রহস্য ইঙ্গিত করে আরো বেশী মরিচিকার, যার মর্মর- মর্মার্থ বোঝা আমাদের সাধ্যে কুলোবেনা।

মুম্বাই নগরীতে যাত্রা বিরতি: ১৬ই জুন ১৯৮০ খৃঃ দিবসে হজরত (কঃ) বানারস হতে দিল্লী গমন করেন অতঃপর দিল্লী হতে স্বীয় গুলবর্গা শরীফ জেয়ারত যাত্রায় দিল্লী হতে গুলবর্গা শরীফ অভিমুখে যাত্রাকালে পথিমধ্যে মুম্বাই নগরীর তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার শেখ আদম মুলক সাহেবের একান্ত অনুরোধে মুম্বাই নগরীতে যাত্রা বিরতি করেন এবং তথায় তার সরকারী গৃহে কিছু সময় অবধি অবস্থান করেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত বিভাগীয় কমিশনারের স্ত্রী হজরত সৈয়েদুনা বাবা ফরিদুদ্দীন মছউদ গনজেশকর (রঃ) এর বংশোদ্ভুত ছিলেন। তাঁরা উভয়েই হজরতের (কঃ) পবিত্র খেদমতে মুরীদ হওয়ার প্রার্থনা করলে হজরত (কঃ) তাঁদের গৃহের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পবিত্র পুস্তক *"সিরাতে ফখরুল আরেফীন"* দেখিয়ে, উক্ত পুস্তক তেলাওয়াত এবং তদানুযায়ী আমল করার জন্য আদেশ প্রদান করেন। মুম্বাই অবস্থানকালে মুম্বাই হতে গুলবর্গাগামী ট্রেনের কোন টিকেটের বন্দোবস্ত না হলে হজরত কেবলা মুম্বাইয়ের 'শহর কুতুব'

এর দরগাহ জেয়ারতে গমনের ইচ্ছা পোষণ করেন। যেই বলা সেই কাজ, চলে গেলেন মুম্বাই সমুদ্র সৈকতের নিকটবর্তী হজরত সৈয়্যেদুনা গৌছ পাক (রঃ) এর সমকালীন এক বড় বুজুর্গ কুতবে কওকন হজরত মখদুম আলী মাহিমী (রঃ) এর মাজার শরীফে। জেয়ারত পরবর্তী হজরত কেবলা (কঃ) টিকেট প্রাপ্ত হয়ে গুলবর্গা শরীফ যাত্রা করেন এবং সাজ্জাদানশীন হজরত মোহাম্মদ হোসাইনী কর্তৃক অনাড়ম্বর আথিতেয়তার মাধ্যমে জেয়ারত কার্য সম্পাদন করেন।

হজরতের (কঃ) পাকিস্তান সফর: হিন্দুস্থানের পীরানপীরগণের জেয়ারতের উদ্দেশ্যে ২য় বার গমনের পর হজরত কেব্‌লা-ও-কাবা (কঃ) পাকিস্তানের পীরানপীরগণ বিশেষতঃ হজরত বাবা ফরিদউদ্দিন মছউদ গন্‌জেশকর (রঃ) এর জেয়ারতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। এমন কি তিনি (কঃ) হিন্দুস্থান সফরকালে দিল্লীতে অবস্থানকালীন পাকিস্তানের ভিসার জন্য আবেদনও করেন। কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় আইনকে সম্মান করে হজরত (কঃ) পুনরায় বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ঢাকাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসে ভিসার জন্য আবেদন করেন এবং তথা হতে ভিসা প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি (কঃ) ২৪শে জিলহজ্জ, ১৪০২ হিজরীর ফাতেহা শরীফ সুসম্পন্ন করে ২৭শে জিলহজ্জ, রোজ বৃহস্পতিবার দরবার শরীফ হতে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। হজরত কেব্‌লা কাবা (কঃ) তদীয় পাকিস্তান সফরকালে যে সকল বুজুর্গানে-দ্বীন এর জেয়ারত করেছেন তাঁদের নামসমূহ- হজরত 'দাতা গন্‌জে-বখশ্‌' 'আলী ইবনে 'উসমান হাজবিরি (রঃ), হজরত সৈয়্যেদুনা বাবা ফরিদউদ্দীন মছউদ 'গন্‌জে শকর' (রঃ), হজরত সৈয়্যেদুনা বাহাউদ্দীন জকরিয়া মুলতানী (রঃ), হজরত শেখ ছদরুদ্দীন মুহাম্মদ 'আরেফ মুলতানী (রঃ), হজরত শেখ রুকনুদ্দীন 'রুকনুল আলম' আবুল ফাতাহ্‌ মুলতানী (রঃ), হজরত শমসুদ্দীন সব্‌জ্‌ওয়ারী (রঃ), হজরত 'আবদুল লতিফ বর্‌রি ইমাম ছরকার (রঃ), হজরত খাজা মেহের 'আলী শাহ্‌ (রঃ), হজরত শাহ্‌ 'এনায়ত অলী (রঃ), হজরত সুহাইলী 'সর্‌কার' (রঃ), হজরত খাজা সুলাইমান তুঁসবী (রঃ), হজরত 'ছখী লা'ল শাহ্‌বাজ কৃলন্দর' ওসমান মরুন্দী (রঃ), শাহ্‌ সৈয়দ রহমত 'আলী সাহেব (রঃ), হাকীম সৈয়দ আহমদ শাহ্‌ সাহেব (রঃ)।

হজরত বাবা ফরিদউদ্দিন মছউদ 'গনজেশকর' (রঃ) এর সহিত আমাদের হজরত কেব্‌লা-ও-কাবা (কঃ) এর আত্মিক সম্পর্ক: হজরত কেব্‌লা-ও-কাবা (কঃ) ৫ই মহররম, ১৪০৩ হিঃ মোতাবেক ২৩শে অক্টোবর শুক্রবার, ১৯৮২ খৃঃ দিবসে হজরত বাবা ফরিদুদ্দিন মছউদ গনজেশকর (রঃ) এর মাজার শরীফে জেয়ারত সম্পন্ন করেন। হজরত কেব্‌লা-ও-কাবা (কঃ) এর্শাদ ফর্মালেন, "আমি কেন পাকপতন শরীফ গিয়েছিলাম? এইজন্য গিয়েছিলাম যে, দুনিয়ার সকল শ্রেণীর লোক আমার হজরত কেব্‌লা-ও-কাবাকে [শাহ জাহাঁগীর হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ)] 'বাবা' বলে সম্বোধন করে। তদ্রূপ 'গনজেশকর' (রাঃ)কেও 'বাবা' বলে সম্বোধন করে। এতে উভয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। যার ফলে তাঁর প্রতি আমার গভীর ভালবাসা উদ্রেক হয় এবং আমি তাঁর পবিত্র মাজার শরীফ দর্শনের জন্য যাত্রা করি"।

হজরত কেব্‌লা-ও-কাবা (কঃ) যেই ভালবাসা ও আগ্রহের সাথে অন্যান্য মহাত্মা পীরগণের ফাতেহা শরীফ বিশেষ-ব্যবস্থায় ও ভাব-গম্ভীর মর্যাদা সহকারে আয়োজন করতেন ঠিক সেই ভালবাসা ও আগ্রহের সাথে প্রতি বৎসর (১৪০৪ হিজরী হতে) হজরত 'বাবা' ফরিদউদ্দিন মছউদ গনজেশকর (রঃ) এর ফাতেহা শরীফ ও ভাব-গম্ভীর পরিবেশে এন্তেজাম করিতেন। ইহা দ্বারা এইরূপ বুঝিয়া লওয়া যায় যে, হজরত 'বাবা' ফরিদ (রঃ) ও আমাদের হজরত কেবলা-ও-কাবার (কঃ) মধ্যে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ রূহানী বা আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে।

৩য় শাহ জাহাঁগীর হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) এর সাথে আমাদের হজরত কেব্‌লা-ও-কাবার (কঃ) আধ্যাত্মিক রূহানী সম্পর্ক: ২য় শাহ জাহাঁগীর হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ) এর খলিফা লতিফ শাহ মৌলানা গোলাম ছোবহান সাহেব (রঃ) যখন ইন্তেকাল (১৪ই শাবান, ১৩৬২ হিঃ; ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩ খৃঃ, রোজ সোমবার, তৈলারদ্বীপে) করেন। তখন ৩য় শাহ জাহাঁগীর হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) জাহাঁগীরি মসনদে সমাসীন ছিলেন। কেননা, ৩য় শাহ জাহাঁগীর হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) ১৮ই জিলহজ্জ, ১৩৫৮ হিঃ মোতাবেক ২৯ শে জানুয়ারী, ১৯৪০ খৃঃ রোজ সোমবার ওরস শরীফ চলাকালীন জাহাঁগীরি মসনদে আরোহণ করেন। উক্ত খলিফা সাহেবের ইন্তেকালের বার্তা যখন একজন আগন্তুক সংবাদদাতা মারফত দরবার শরীফে আনয়ন করা হয়, তখন ৩য় শাহ জাহাঁগীর (কঃ) বর্হিবাটিতে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না; বরং কোন কারণবশত আন্দরবাটিতে তশরীফ নিয়েছিলেন। ইত্যবসরে, ২য় শাহ জাহাঁগীরের (কঃ) খাদেম ফকির মকবুল আলী আগন্তুক সংবাদদাতাকে একটি স্থানে খলিফা সাহেবকে (রঃ) দাফন করতে বলে দেন। সেই হিসেবে সংবাদদাতা আগন্তুক চলে যাবার পর ৩য় শাহ জাহাঁগীর (কঃ) বর্হিবাটিতে তশরীফ আনেন। অতঃপর হজরত (কঃ) উক্ত খলিফা সাহেবের ইন্তেকালের সংবাদ এবং তৎপরবর্তী মকবুল আলী ফকিরের সাথে আগন্তুক সংবাদদাতার বাক্য বিনিময়

তথা খলিফা সাহেবকে (রঃ) দাফনকরণের সিদ্ধান্ত প্রদানের বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে অত্যন্ত বিচলিতভাবে ফর্মায়েছিলেন, "আমাকে তথায় (তৈলারদ্বীপে) আবার বৃষ্টির দিনে কাদা মিশ্রিত অবস্থায় ভিজা কাপড়ে যেতে হবে"।

আল্লাহতালার কি অপার মহিমা! ৩য় শাহ জাহাঁগীর (কঃ) স্বয়ং সাজ্জাদানশীন থাকাকালীন অবস্থায় আর কখনো তৈলারদ্বীপে সশরীরে গমন না করলেও তাঁরই রূপে আমাদের হজরত কেব্‌লা-ও-কাবা ৪র্থ শাহ জাহাঁগীর তাজুল আরেফীন (কঃ) ১৩ই শাবান, ১৩৯৬ হিঃ মোতাবেক ৯ই আগষ্ট, ১৯৭৬ খৃঃ রোজ সোমবার; ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ঠিক শ্রাবণ মাসের অঝোরধারায় বর্ষিত বর্ষণমুখর দিনে ৩য় শাহ জাহাঁগীর (কঃ) যেরূপ ফর্মায়াছিলেন তদ্রুপ ভিজা কাপড়ে কাদা মিশ্রিত অবস্থায় তথায় (তৈলারদ্বীপে) তশরীফ নিয়ে যান। এর দ্বারা এরূপ বুঝে নেওয়া যায় যে, আমাদের হজরত কেবলা-ও-কাবার [৪র্থ শাহ জাহাঁগীর হজরত তাজুল আরেফীন (কঃ)] এবং তাঁর পীর-মুর্শিদ [৩য় শাহ জাহাঁগীর, মখদুমুল আলম, শেখুল কুল, হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ)] এর সাথে নিশ্চয়ই এমন কোন বিশেষ রূহানী এবং গায়েবী সম্পর্ক রয়েছে, যা কারো পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভবপর নয়।

হজরত কেব্‌লা-ও-কাবা (কঃ) আছরের নামাজের পূর্বে তৈলারদ্বীপে পৌঁছেন। অতঃপর সেখানে আছরের নামাজ সমাধা করেন এবং লতিফ শাহ (রঃ) এর মাজার শরীফে চাদর শরীফ পরিবেশন করান। মগরিবের নামাজের পর দায়রা শরীফ তথা মাহফিলে ছেমা আরম্ভ হয়, যা প্রায় দেড় ঘন্টাব্যাপী স্থায়ী হয়। অতঃপর হজরত কেব্‌লা-ও-কাবা (কঃ) উপস্থিত মুরিদদিগকে তরীকতের বহু নির্দেশ ও সদ-উপদেশ প্রদান করেন এবং মুরিদগণ তাহা অত্যন্ত ভক্তির সাথে নীরবে শ্রবণ করে। রাত ৯টার দিকে হজরত (কঃ) এশার আজানের হুকুম দেন এবং সাড়ে ৯টায় এশার নামাজ সম্পন্ন করে পৌনে ১০টায় পুনরায় দায়রা শরীফ আরম্ভ হয়। আনুমানিক দেড় ঘন্টা দায়রা হওয়ার পর হজরত কেব্‌লা-ও-কাবা (কঃ) মুনাজাত করেন এবং ফাতেহার পর উপস্থিত লোকদিগকে তবররুক প্রদান করেন। অতঃপর এয়াকুবকে (উক্ত খলিফা সাহেবের খাদেম) সম্বোধন করে ফর্মাইলেন, "তুমি তৈয়ার আছো তো?" সে আরজ করল যে, "হজরতের দোওয়ার বরকতে তৈরী আছি।" হজরতের (কঃ) পবিত্রাদেশে সিমেন্ট, বালু এবং মিস্ত্রিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তৎপরবর্তী হজরত কেব্‌লার (কঃ) পবিত্র নির্দেশে হজরত (কঃ) কর্তৃক লতিফ শাহ (রঃ) তৈলারদ্বীপের খলিফা সাহেব এর মাজার স্থানান্তরীকরণ ও পুনঃদাফন কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

হজরত কেবলার সাজ্জাদানশীনরূপে অভিষেক: হজরত শাহ জাহাঁগীর শমছুল আরেফীন (কঃ) এর বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণাময় অভিষিক্ত এবং তাঁর (কঃ) প্রকাশ্য ও গোপন শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত সুযোগ্য সাজ্জাদানশীনরূপে মহর্ষিকুল শিরোমণি, নিগুঢ়তত্ত্বদর্শী, তাপস প্রবর, পরম পূজনীয় পীর মুর্শিদ শাহ জাহাঁগীর তাজুল আরেফীন মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আরেফুল হাই (কঃ) ২৪ জমাদিউসসানী, ১৪০৪ হিজরী, ২৬ মার্চ, ১৯৮৪ খৃঃ, রোজ সোমবার হজরত শাহ জাহাঁগীর শমছুল আরেফীন (কঃ) এর ১৩তম পবিত্র ওরস শরীফের দায়রা শরীফের সময় স্থলাভিষিক্ত হন।

স্বীয় পূর্ববর্তী পীরানপীর ও মাশায়েখগণের পবিত্র পদাংক অনুসরণ করে অবিকলভাবে যাবতীয় কার্যাদি অতি সূচারু ও সুষ্ঠুভাবে পালনে অদ্যবধি রত আছেন। তিনি বর্তমান সময়ের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ। দুনিয়ার প্রধান মাশায়েখগণ যেমন আজমীর শরীফের সাজ্জাদানশীন, পাটনা শরীফের সাজ্জাদানশীন ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের খ্যাতমান পীর মাশায়েখগণ এ মহাপুরুষ ও কীর্তিযশা মহা-মনীষীর সদনে ও সংস্পর্শে এসে নিজদিগকে সার্থক ও গৌরবান্বিত মনে করছেন। সিল্‌সিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া চিশতীয়া জাহাঁগীরিয়ার ত্রাণকর্তা ও শরীয়ত– ত্বরীকতের সংস্কারক হিসেবে তাঁর পবিত্র অস্তিত্ব পৃথিবীবাসির জন্য রহমত ও কল্যাণ স্বরূপ। তাঁর পবিত্র হস্তক্ষেপে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তথা মুসলিম বিশ্বের মাশায়েখগণ ত্বরীকতের সু-পথ ও সু-নিয়মের জ্ঞান লাভে ধন্য হচ্ছেন অদ্যবধি।

হজরত শাহ্ জাহাঁগীর শমছুল আরেফীন (কঃ)এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মোহাম্মদ হেলালুল হাই

তাপসকূল শিরোমণি, গৌছে জমান, কুতবে দাওরান, মাহবুবে রব্বিল আলামীন, সোলতানুল আরেফীন, সৈয়েদুনা ও মুর্শিদুনা হজরত মৌলানা শাহ্ মোহাম্মদ মখছুছুর রহমান ওরফে তোয়াহা মিঞা সাহেব বমোলক্কবে গায়ব শমছুল আরেফীন (কঃ) ২৭শে জমাদিউসসানী ১৩৩৪ হিজরী মোতাবেক ১৯ই বৈশাখ ১৩২৩ বাংলা, ১লা মে ১৯১৬ ইং শুভ সোমবার দিবসে আওয়াল জোহরের শুভক্ষণে পবিত্র মির্জাখীল গ্রামে স্বীয় পবিত্র পিত্রালয়ে শুভ জন্মগ্রহণ করেন।

হজরতের (কঃ) প্রাথমিক শিক্ষার শুভ সূচনা তদীয় মান্যবর ওয়ালেদ মাজেদ হজরত ফখরুল আরেফীনের (কঃ) পবিত্র তত্ত্বাবধানে পবিত্র আস্তানা পাকেই হয়। তাঁর প্রখর স্মরণশক্তি, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, প্রবল জ্ঞান-শক্তি এবং মুখস্থ করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি (কঃ) অতি অল্প সময়ের মধ্যে পবিত্র কোরান মজিদ ও অন্যান্য প্রারম্ভিকপুস্তকাবলীর পাঠ সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি তৎকালীন চট্টগ্রাম শহরের সুপ্রসিদ্ধ "দারুল উলুম" মাদ্রাসায় বিদ্যা শিক্ষার্থে গমন করেন এবং তথাকার সকল প্রকার বিদ্যাশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি (কঃ) এক সময় নিজেই ফর্মায়েছেন, বিদ্যার্জন করার সময় আমার এইরূপ ঐকান্তিক ও দৃঢ়ভাব উৎপন্ন হলো যে, আমার মহামান্য ওয়ালেদ মাজেদ (কঃ) এবং মান্যবর দাদা হজরত (কঃ) যেইরূপ জগৎবিখ্যাত বিদ্বান ছিলেন, আমার তদ্রূপ ভুবন বিখ্যাত ও সুপরিচিত বিদ্বান হওয়া আবশ্যক। তিনি (কঃ) স্বীয় ওয়ালেদ মাজেদের অনুকরণে ১৫ বৎসর পবিত্র বয়সে দৃঢ়তা সহকারে পূজ্যতমা মাতার অনুমতি গ্রহণ করতঃ মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে ভারতবর্ষের স্বনামধন্য কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় বিদ্যা শিক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তথাকার অধ্যক্ষ মহোদয় অলীকূল শিরোমণি, উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ সাধক-প্রবর সৈয়েদুনা হজরত শেখুল আরেফীনের (কঃ) সুপৌত্র ও সৈয়েদুনা হজরত ফখরুল আরেফীনের (কঃ) এর বিশিষ্ট সাহেবজাদাকে উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরূপে পেয়ে অত্যন্ত সৌভাগ্য ও গর্বের বিষয় বলে গণ্য করলেন এবং অত্যন্ত আনন্দ ও উৎফুল্লতার সাথে বিদ্যা শিক্ষার্থে তথায় অবস্থানের সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর ইচ্ছায় হজরত (কঃ) বেশীদিন বিদ্যার্জনে ব্যাপৃত থাকতে পারলেন না। পবিত্র জাহাঁগীরিয়া তরিকার সিংহাসন অলংকৃত করার ঐশী আহবান আসল, "সাধারণ শিক্ষা নিকেতনে নয় বরং মহান আল্লাহ জাল্লাশানুহুর নিজ প্রদত্ত জ্ঞানে আপনাকে ঐশী শিক্ষায় পরিপূর্ণ করে তুলবেন।"

হজরত সৈয়েদুনা ফখরুল আরেফীন (কঃ) আরো ফর্মায়েছিলেন, "আমার ইহধাম ত্যাগ করার পর আমার পুত্র সন্তানগণের মধ্যে সাজ্জাদানশীন হওয়ার জন্য মহান আল্লাহতা'লা যাঁকে বাসনা-বরেণ্য করেন, তাঁহার ২০ বৎসর বয়সকালে তাঁর মধ্যে আমার মহামান্য পিতার (কঃ) ও আমার পবিত্র স্বভাব-চরিত্র, প্রকৃতি ও চাল-চলন বিকশিত হবে। লোক সকল দেখে নিজেরাই বলবে যে, ইনি পরম পূজনীয় পিতা (কঃ) ও পুজ্যবর পিতামহের (কঃ) অবিকল পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণকারী এবং তিনিই আমার সাজ্জাদানশীনরূপে অধিষ্ঠিত হবেন। তাঁর বাতেনী ও রুহানী (আত্মিক ও আধ্যাত্মিক) শিক্ষা আল্লাহতা'লার পক্ষ হতে গায়বীভাবে অদৃশ্য জগৎ হতে সাধিত হবে। পরম করুণাময় আল্লাহতা'লার অপার কৃপায় যখন সৈয়েদুনা শাহ্ জাহাঁগীর হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ) এর সাহেবজাদার পবিত্র বয়স ২০ (বিশ) বৎসর অতিক্রান্ত হল, তখন হজরত শমছুল আরেফীনের (কঃ) শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের সুমহান ঐশী গুণাবলী বিকশিত হতে লাগল। ফলতঃ তাঁর (কঃ) পবিত্র অস্তিত্বের প্রতি সকল পুণ্যাত্মা আত্মীয়স্বজন, মহাত্মা খলিফাগণ ও শিষ্যমন্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। কেননা তিনি পূর্বোক্ত ভবিষ্যৎবাণীর ও অছিয়তের গুণাবলীদ্বারা ভূষিত ছিলেন। অতঃপর তিনি তদীয় পবিত্র ২৪ বৎসর বয়সে সৈয়েদুনা হজরত ফখরুল আরেফীনের (কঃ) পবিত্র ওরস শরীফের ৩য় দিন মহান সোমবার দিবসে পবিত্র জাহাঁগীরিয়া সিলসিলার মসনদনশীন হলেন এবং আধ্যাত্মিক জগতের মহা সম্রাট হিসাবে প্রকাশিত হলেন। গগনে-পবনে, চন্দ্রে-সূর্য্যে, গ্রহ-তারকায়, উদ্দাম লহরী মালায়, শান্তির হিল্লোলের দোদুল দোলে গুঞ্জন উঠল 'মারহাবা ইয়া সৈয়দুনা শমছুল আরেফীন (কঃ)'!

হজরত সৈয়েদুনা ফখরুল আরেফীন (কঃ) ফর্মায়েছেন, "মজালিছুচ ছিত্তীন শরীফে আছে, হজরত গৌছুচ্ছকলাইন ফর্মায়েছেন "কতেক আল্লাহর অলি যাঁরা অত্যন্ত বিরল (নাদেরুল ওজুদ) কেবল তাঁদেরকে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশিত হবার পূর্বে পরলোক গমনের সংবাদ দান করা হয়।" এই সংবাদ সাধারণতঃ বিশিষ্ট আউলিয়া ব্যতীত প্রত্যেক অলি-আল্লাকে দেওয়া হয়না।" যেহেতু তাঁর (কঃ) ওফাত শরীফের চিহ্ন প্রকাশ পাবার পূর্বে বহুবার পরলোক গমনের সংবাদ আলেমে গায়েব হতে দেওয়া হয়েছিল, সুতরাং এই দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খোদাতা'লার বিশিষ্ট মহর্ষিগণের মধ্যে হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) এর অস্তিত্ব বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট।

১৩৮২ হিজরী ১৯৬৩ ইং হতে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পবিত্র কাবা শরীফে গিলাফ শরীফ পেশ করার কেবল মাত্র একবারই সৌভাগ্য অর্জন করেন। পাকিস্তান সরকার এই মহান পবিত্রতম কার্য্য কার নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা যায় ভাবতে লাগল এবং যুগ সম্রাট বিশ্ববরেণ্য পীর মুর্শিদ ছৈয়েদুনা শাহ্ জাহাঁগীর হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) এর নেতৃত্বে ও মাধ্যমে কাবা শরীফে উক্ত পবিত্র গিলাফ শরীফ পেশ করাকে দেশের জন্য সৌভাগ্য, মঙ্গল ও যথাযথ বলে গণ্য করলেন। অতএব পাকিস্তান সরকার উক্ত মহান দায়িত্ব পালনের জন্য হজরত (কঃ) এর নিকট আবেদন করলেন। তিনি (কঃ) উক্ত মহান দায়িত্ব পালনে সম্মতি দান করতঃ ছয় জন শিষ্যসহ উক্ত হজ্জ ডেলিগেটের প্রধান ও সৌদি সরকারের সুসম্মানিত ও রাজকীয় মেহমান হিসেবে পবিত্র হজ্জ পালনে গমন করেন।

হজরত শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী স্বীয় "মাসাবাতা বিসছুন্নাহ্ ফি আইয়ামিসসানা" গ্রন্থে ৩৩ পৃষ্টায় মসনদে ইমাম আহাম্মদ (রঃ) এর সূত্র দিয়ে বলেন, "হজরত ছৈয়েদুনা ইবনে আব্বাস (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হজরত ছৈয়েদুনা রসুলে মকবুল (সাঃ) এর পবিত্র শুভজন্ম, নবুয়ত প্রাপ্তি, হিজরত এবং পবিত্র বেছাল শরীফ শুভ সোমবার দিবসেই হয়েছিল।" তদ্রূপ হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) তদীয় (কঃ) পবিত্র মাতৃগর্ভে শুভাগমন, পবিত্র শুভজন্ম, তদীয় (কঃ) মহামান্য পীর মুর্শিদের গদ্দীনশীন হওয়া এবং পবিত্র বেছাল শরীফও মহান সোমবার দিবসেই হয়েছিল। হজরত রছুলে মকবুল (সাঃ) পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে শুভ জন্ম গ্রহণ করেন এবং পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসেই তাঁর বেছাল শরীফ হয়। তদ্রূপ হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) ও পবিত্র জমাদিউসসানী মাসে শুভ জন্মগ্রহণ করেন এবং পবিত্র জমাদিউসসানী মাসেই হজরতের (কঃ) প্রভুমিলন হয়।

হজরতের গোপনীয় মহাত্মা বুজর্গী ও অলৌকিক শ্রেষ্ঠ্যত্ব সম্পর্কে তাঁর পূর্ববর্তী অনেক মশায়েখগণ সংবাদ দিয়ে গিয়েছেন। সমস্ত সংসারের পীরগণের পীর, জগতের কুতুব, গৌছে আলম, ধর্ম ও মজহাবের পূর্ণ চন্দ্র, শাহ্ জাহাঁগীর হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ) হজরতের (কঃ) মাহাত্ম্য সম্পর্কে ফর্মায়েছেন, "আমার পর যিনি আমার স্থলাভিষিক্ত ও ছাজ্জাদানশীন হবেন তাঁর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য ও পরমাত্বিক উন্নতি আমাপেক্ষা ও অধিক হবে।" তাঁর এই পবিত্র বাক্যটি হজরতের প্রধান প্রশংসা বাণী সমূহের মধ্যে পরিগণিত ও সমস্ত পৃথিবীতে বিঘোষিত।

হজরতের (কঃ) সমস্ত জীবনে সকল বিষয়ে অলৌকিক ঘটনাবলী একের পর এক তা হতে প্রকাশ পেয়েছে ও পৃথিবীর কোন অলি আল্লাহর কেরামত হজরতের (কঃ) কেরামতের ন্যায় এত অধিক দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাঁর কেরামত রাজি সূত্র গাঁথা মুক্তার হারের ন্যায় একটি পর একটি প্রকাশ পেয়েছে।

একদা এক মহাত্মা মক্কা শরীফ হতে হজ্জ্ করার পর স্বীয় বাড়িতে আগমন করে অতঃপর পবিত্র দরবার শরীফে উপস্থিত হলেন। উক্ত মহাত্মা হজরতকে বলতে লাগলেন, "আমি আপনাকে মক্কা শরীফে আরাফাতের ময়দানে দর্শন করেছি এবং আপনার সাথে সাক্ষাত করেছি। হজরত (কঃ) মুচকি হেসে ফর্মাইলেন, "তুমি আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে নিলে? যাহা হউক এই বিষয় কারো সাথে বাক্যালাপ করিওনা। এটি একটি আল্লাহতা'লার গোপন বিষয়। উক্ত মহাত্মা বলতেন, বহুদিন পর্যন্ত আমার ধারণা রয়ে গেল যে, পূর্বোক্ত সফর হজরত স্বয়ং স্বশরীরেই করেছিলেন। কিন্তু তত্ত্ব তালাসের পর জানা গেল হজরত (কঃ) পবিত্র খানকাহ্ শরীফ হতে কোথাও গমন করেননি।

একদা হজরত (কঃ) জিজ্ঞাসা করা হয়, "আপনি কোন সময় হতে বুঝতে পারলেন যে, আপনি খোদাতা'লার অলী? তিনি (কঃ) ফর্মাইলেন, "যখন আমি গৃহ হতে বাহির হয়ে মাদ্রাসার দিকে গমন করতাম তখন ফেরেস্তাগণ আমার চতুর্দিকে চলিতে দেখতে পেতাম একটি মেঘখন্ড আমাকে ছায়া প্রদান করত। অতঃপর আমি মাদ্রাসায় পৌছালে উক্ত ছায়াটি কোথায় সরে যেত।" তাঁর জনৈক শিক্ষক মহোদয় হঠাৎ একদিন উক্ত কার্য্যালাপ দর্শন করে বলে উঠলেন" এই ছেলে কে?" অদৃশ্য জগত হতে উত্তর হল, "ইনি একটি ছেলে যাকে বড় মরতবা দেওয়া হবে এবং খোদাতা'লার অতি নিকটবর্তী করা হবে।"

লক্ষ-কোটি ভক্ত-মুরিদানদের শোক সাগরে নিমজ্জিত করে মহাপুণ্যময় ২৪শে জমাদিউস্‌সানী, ১৬ই আগষ্ট ১৯৭১ ইংরেজী, ১লা ভাদ্র ১৩৭৮ বাংলা সোমবার দিবসে তিনি (কঃ) মহান প্রভুর সাথে মিলিত হন। সোমবার রাত্রে হঠাৎ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে, সকাল হতে না হতে চারিদিকের পানি শুকিয়ে গেলে মঙ্গলবার যোহরের নামাজের পর পবিত্র হুজুরা শরীফে গোসল দেওয়া হয়। পবিত্র ওছিয়ত অনুযায়ী তাঁরই (কঃ) সুযোগ্য সুনির্বাচিত, একমাত্র মোরাদ শাহ্ জাহাঁগীর সৈয়দুনা হজরত তাজুল আরেফীন সৈয়দ মৌলানা মোহাম্মদ আরেফুল হাই (কঃ) সাহেব কেবলা ও কাবা আজিমুশ্শান জামাতের সহিত জানাযার নামাজ পড়ালেন।

"আদরের মোরাদ তব হজরত তাজুল আরেফীন
গৌছিয়তের সিংহাসনে যিনি আছেন সমাসীন
যেন মোরাদ, হেন পীর জগতে তুলনাহীন।"

হজরতের পবিত্র রওজা শরীফ ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে জগতবাসীর জেয়ারতগাহ্ এবং খোদা প্রাপ্তির প্রধান ওয়াছিলা বলে প্রসিদ্ধ ও সম্মানের সাথে সমর্থিত। প্রতি বছর ২৩ জমাদিউস্‌সানি হতে ২৭ জমাদিউস্‌সানী পাঁচ দিন ব্যাপী ওরস শরীফ বর্তমান সাজ্জাদানশীন হজরত তাজুল 'আরেফীন (কঃ) এর পবিত্র নির্দেশে জগৎবিখ্যাত আলেমেদ্বীন, ফকিহ্, তাফসীর, হাদীস শরীফ বিশারদ ড. মৌলানা মোহাম্মদ মকছুদুর রহমান পীরানে পীরগণের, অনুপম দক্ষতায়, অপরূপ সৌন্দর্যে ও জাকঁজমকের সাথে আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। উক্ত ওরস শরীফে নানা দেশবাসী শতশত মোতাকেদীন রওজা শরীফে অবস্থান ও জেয়ারত করে নিজ নিজ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে।

(মির্জাখীল দরবার শরীফ, হতে প্রকাশিত মৌলানা মোহাম্মদ মকছুদুর রহমান কর্তৃক লিখিত "হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) এর পবিত্র জীবন চরিত" হতে সংক্ষেপিত)

এক নজরে 'শাহ্ জাহাঁগীর' হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ) এর পবিত্র জীবনী

এডভোকেট হেমায়তুল্লাহ খান
প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ মানবধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, সাতকানিয়া শাখা, চট্টগ্রাম।

কুতবে আলম, গৌছে জমান হজরত মৌলানা মোহাম্মদ আবদুল হাই ছাহেব কেব্‌লা চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সাতকানিয়া থানার ঐতিহ্যবাহী পবিত্র মির্জাখীল গ্রামে ১২৭৬ হিঃ; ১৮৬০ খৃঃ; ২৪ শে বৈশাখ ১২৬৭ বাংলা রোজ রবিবার সম্মানিত ফাতেমী বংশোদ্ভুত ছৈয়দ পরিবারে শুভ জন্মগ্রহণ করেন। **'ফখরুল আরেফীন'** তাঁর খোদাপ্রদত্ত গায়বী লকব। **'শাহ্ জাহাঁগীর'** তাঁর মহান পিতা ও পীর মুর্শিদের দরবার হতে পাওয়া খেতাব। এতদাঞ্চলে সকল মহলে তাঁর প্রিয় নাম **'হজরত ছাহেব (কঃ)'**।

হজরত শাহ্ ছুফি মৌলানা মোখলেছুর রহমান (কঃ) তাঁর মহান পিতার পবিত্র নাম এবং মহিয়ষী মাতা ছাহেবার নাম হজরত লুৎফুন্নেছা (রঃ)। মহান পিতা ১২২৯ হিঃ; ১৮১৪ খৃঃ রোজ সোমবার শুভ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হতে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে স্বর্ণ পদকসহ সর্বোচ্চ সনদ বা সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। তাঁর অসীম জ্ঞানের সুখ্যাতিতে সর্বত্র সেই যুগের **'বড় মৌলানা'** নামে খ্যাতি লাভ করেন। অতঃপর তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করেন এবং ঐ জমানার কুতুব ভাগলপুর শরীফ নিবাসী হজরত শাহ্ ছৈয়দ এমদাদ আলী ছাহেবের (কঃ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রভূত উন্নতি সাধন করে পীর মুর্শিদের খেলাফত (মুরিদ তলকিন করার অনুমতি) প্রাপ্তির সৌভাগ্য অর্জন করতঃ পীর মুর্শিদের পাক দরবার থেকে **'শাহ্ জাহাঁগীর'** খেতাবে ভূষিত হন এবং খোদা প্রদত্ত **'শেখুল আরেফীন'** গায়বী লকব প্রাপ্ত হন। হজরত শেখুল আরেফীন (কঃ) তৎপর পীর মুর্শেদের পবিত্র নির্দেশে নিজগৃহে ১৮৫০ খৃঃ প্রত্যাবর্তন করে **'কাদেরীয়া চিশ্‌তীয়া আবুল উলাইয়া'** তরীকা অনুসারে যুগোপযোগী **'জাহাঁগীরিয়া'** ছিলছিলা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যে পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় দেশ বিদেশে জগতের অদ্বিতীয় পীর রূপে স্বীকৃতি ও খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে, আম্বিয়া আলাইহিমুছ সালাম ও উচ্চ মর্যাদাবান আউলিয়ায়ে কেরামের মোজেজা ও কেরামত সম্পর্কিত ফার্সি ভাষায় প্রণীত **"শরহুচ্ছুদুর ফি দফয়িশ শুরুর"** উল্লেখযোগ্য। তিনি অন্তিম কালে হজরত কেব্‌লার (কঃ) নাম উল্লেখ করে তাঁকেই (সম্মানিত) **'সাজ্জাদানশীন'** নিযুক্ত করেন। হজরত শেখুল আরেফীন (কঃ) এভাবে ৩০ বৎসর কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনার শেষে ১২ ই জিলকৃদ ১৩০২ হিঃ; ২৪ আগষ্ট ১৮৮৫ খৃঃ নবী করিম (সাঃ) এর অনুসরণে সোমবার দিবসে ৭৩ বৎসর বয়সে নশ্বরজগৎ ত্যাগ করে মহান প্রভুর দীদার লাভ করেন। তাঁর আস্তানাপাক মির্জাখীল দরবার শরীফ নামে দেশ বিদেশে খ্যাতি লাভ করে।

বাংলাদেশ ও পাক ভারতের খ্যাতনামা কবিগণ কর্তৃক তাঁর প্রশংসা ও শোকগাঁথা স্বরূপ রচিত গজল সমূহ **'এয়াদ গারে জাহাঁগীরি'** ও **'আয়নায়ে জাহাঁগীরি'** নামক পুস্তিকায় সংকলিত হয়েছে। হজরত কেবলা (কঃ) মহান পিতার সান্নিধ্যে থেকে তাঁর নিকট হতেই শৈশবের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তৎকালে হজরত শেখুল আরেফীন (কঃ) মাঝে-মধ্যে চট্টগ্রাম শহরে পবিত্র কদম মোবারক মসজিদে অবস্থান করতেন। হজরত কেবলাও তখন সঙ্গে থাকতেন এবং তাঁর খেদমতে থেকে পাঠ গ্রহণ করতেন।

হজরত কেবলা (কঃ) শৈশব থেকেই এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। মহান পিতার মতো ভুবন বিখ্যাত আলেম হওয়ার জন্য দৃঢ় পণ করে মাত্র ১৫ বৎসর বয়সেই তিনি দেশত্যাগ করে কলকাতার প্রসিদ্ধ আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তথায় কয়েক বৎসর গভীর মনোনিবেশ সহকারে শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু তথাকার সীমাবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। পবিত্র হাদিস, ফেকাহ্ শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রের জ্ঞানে পরিপূর্ণতা লাভের বৃহত্তর উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতা হতে হিন্দুস্থানের তৎকালীন আরবী শিক্ষার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ফেরিঙ্গীমহলে একাগ্র চিত্তে গভীর মনোযোগ সহকারে শিক্ষা অর্জনে ব্রতী হন। ফেরেঙ্গীমহলে বিজ্ঞান ও ধর্মবিষয়ক সকল বিদ্যা অর্জনের শেষ পর্যায়ে তদীয় মহান ওস্তাদ হজরত মৌলানা আব্দুল হাই ফেরিঙ্গীমহল্লী ছাহেব ১৩০৪ হিজরী সালে লোকান্তরিত হলে, তিনি (কঃ) গঙ্গুহ'র ছাহারানপুরের বিখ্যাত আলেম মৌলানা রশীদ আহমদ ছাহেবের কাছে গিয়ে পবিত্র হাদিস গ্রন্থ সমূহের কিছু অসমাপ্ত পাঠ শেষ করে তাঁর নিকট হতেও সনদ বা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।

বিদ্যা অর্জনের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে তিনি তন্ময় থাকতেন। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে বই পড়তে পড়তে রাত শেষ হয়ে যেত। একবার তদ্রূপ গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠরত অবস্থায় রাতে কূপির (বাতি) তেল নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন দোকান-পাঠও বন্ধ ছিল। উক্ত অবস্থায় অনন্যোপায় হয়ে তিনি মাথার মূল্যবান তেল ঢেলে কূপি (বাতি) জ্বালিয়ে পুনরায় পাঠে নিমগ্ন হন।

সে সময় পাটনার প্রসিদ্ধ খোদাবখ্শ লাইব্রেরীতে বিশেষ কতেক দুর্লভ পুস্তকের সন্ধান পেয়ে তিনি কয়েকমাস তথায় অবস্থান করে উক্ত পুস্তক সমূহও আয়ত্তে আনেন। পুস্তকপাঠে হজরত কেবলার উক্তরূপ উদগ্রিব আকাঙ্ক্ষা দেখে জনাব খোদা বখ্শ ছাহেব মোহিত হয়ে মন্তব্য করেন যে, "তাঁর লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার শ্রম সার্থক হয়েছে এবং তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে"।

হজরত কেবলা পবিত্র বচনে ফরমান যে, "পাঠ্যাবস্থায় একরাত্রে হজরত খাজা খিজির (আঃ) স্বপ্নে তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, মনুষ্য-লব্ধ পরিশ্রম দ্বারা আল্লাহর জ্ঞান সম্পূর্ণ করা যায় না। আপনি এইরূপ কষ্ট স্বীকার করে আপনার জীবন বিনষ্ট করে ফেলবেন? আচ্ছা তবে হা করুন। আমি হা করলাম। হজরত খিজির (আঃ) নিজের মুখের পবিত্র লালা আমার মুখে নিক্ষেপ করলেন। ইহা আমার নিকট সুস্বাদু মনে হল। পরে হঠাৎ স্বপ্ন হতে জাগ্রত হয়ে পড়লাম। এ সময় আমার উপর এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটছিল"। পূর্বে তিনি জাহেরী বা প্রকাশ্য বিদ্যায় পূর্ণতা লাভ করেন। এবার এলমে **'লদুনি'** খোদাপ্রদত্ত বাতেনী (গোপনীয়) মারফতি বিদ্যারও অধিকারী হলেন। অতঃপর তাঁর নিকট কঠিন কঠিন বিষয়যুক্ত পুস্তকও গল্পের বইয়ের মতো অতি সহজ ও সরল হয়ে গেল। এভাবে জাহেরী বাতেনী সকল বিদ্যা অর্জনের সফল পরিণতিতে ১৮৮৮ ইং সনে শেষ সনদ বা সার্টিফিকেট নিয়ে তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে তশরিফ নেন।

তখন উপরোক্ত প্রসিদ্ধ **'গাজীপুর চশমায়ে রহমত মাদ্রাসার'** সম্মানিত অধ্যক্ষের শূন্য পদে ১৩০৭ হিঃ; ১৮৮৯ ইং সনে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তৎপূর্বে কোন বাঙ্গালী সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারেননি। হজরত কেবলা লক্ষ্ণৌ থাকাকালীন (১৩০৫-১৩০৭হিঃ পর্যন্ত) ফেরেঙ্গীমহলের মৌলানা ছাহেবের সম্মানিত পরিবারের সন্তানসন্ততিদিগকে শিক্ষা প্রদানের দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন। হজরত কেবলা অতি দক্ষতা ও সুখ্যাতির সাথে প্রায় ছয় বৎসর উক্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে চাকরিতে এস্তেফা দিয়ে স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। চাকরি ত্যাগের বিশেষ কারণ ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি ফরমান- "একদা মাদ্রাসার সেক্রেটারীসহ গাজীপুরের কালেক্টর সাহেব মাদ্রাসা পরিদর্শনে আসেন। তখন হজরত কেবলা পবিত্র হাদিস শরীফের পাঠদানে রত ছিলেন। হাদিস শরীফের সম্মানহানি হবে মনে করে তিনি কালেক্টর সাহেবের সম্মানার্থে দাঁড়াতে অনীহা প্রকাশ করলেন। কিন্তু সেক্রেটারী সাহেবের একান্ত অনুরোধে তিনি দাঁড়ালেন"। কিন্তু পরেরদিনই তিনি এস্তেফানামা পেশ করেন এবং ফরমান "ভবিষ্যতে আমার দ্বারা বান্দার তাবেদারী করা আর সম্ভব হবেনা"। গাজীপুরের সর্বশ্রেণীর লোকের মনে এই সংবাদ আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য গাজীপুরের সকল শ্রেণীর লোকের অনুরোধে তিনি রক্ষা না করে চলে আসেন।

হজরত কেবলা চাকরিরত অবস্থায় সীমাবদ্ধতার মধ্যদিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় রত থাকেন। অতঃপর তিনি স্বাধীন মনে তদীয় দাদা পীর বিহারের ভাগলপুর নিবাসী হজরত এমদাদ আলী ছাহেব কেবলার (কঃ) মাজার এবং আগ্রা, দিল্লী, আজমীর, বানারস ও পাটনা ইত্যাদি স্থানের উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন উপরিস্থ পীরান পীরগণের জেয়ারতের উদ্দেশ্যে ব্যাপক ভাবে ভ্রমণ করেন ও গোপনীয় ফয়েজ হাসিল করেন। তিনি ১৮৯৩ ইং, ১৩১০ হিঃ সালে পবিত্র হজ্জ পালন করেন। পবিত্র হজ্জ সমাপনের পর তিনি মুরিদ তলকিন করার ব্যাপক অনুমতি লাভ করেন বলে ঘোষণা করেন। ১৩২১ হিঃ সালে তিনি মহান পিতা ও পীর মুর্শিদের স্থলাভিষিক্ত **'সাজ্জাদানশীন'** রূপে অধিষ্ঠিত হন। তিনি **'সাত ছিলছিলায়'** বয়াত করার পবিত্র আদেশ প্রাপ্তির গৌরব অর্জন করলেও মহান পিতার প্রবর্তিত **'জাহাঁগীরিয়া'** ছিলছিলার নিয়মে **'কাদেরিয়া'** তরিকা মতেই বয়াত করেন। অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র উপমহাদেশে জাহাঁগীরিয়া ছিলছিলা ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করে। সমগ্র উপমহাদেশে তিনি পবিত্র ছিলছিলা মতে মুরিদ তলকিন করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য প্রাপ্ত বহু খলিফা নিয়োগ করেন, তাঁদের মাধ্যমেও দেশ বিদেশে এই ছিলছিলার প্রসার লাভ করান।

হজরত কেবলা (কঃ) দুর্লভ জোতির্ময় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি অতিশয় বিনয়ী ছিলেন। ছোট বড় ধনী নির্ধন সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি তাঁর সমান অনুগ্রহ ও আদর বাসনা ছিল। তাঁর উদার ও সরলতায় মোহিত হয়ে স্বীয় মুরিদ

ও জনগণের মধ্যে প্রত্যেকেই মনে করত যে, তাকেই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসেন। তিনি গোপনে বা প্রকাশ্যে কারও প্রতি কখনও রাগ প্রদর্শন করতেন না। তিনি ফরমান "আমি রাগের অশ্বকে জ্বিন ও লাগাম দিয়ে আবদ্ধ করে রেখেছি"। তিনি দোষীর প্রতি ক্ষমাশীল, বিরুদ্ধবাদীর প্রতি নম্র ও সহনশীল ছিলেন। ধনী ও আমীর লোকের সংস্পর্শ তাঁর পছন্দনীয় ছিলনা। গরীবের প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়াশীল ছিলেন। তিনি নির্লোভ ছিলেন। একদা তাঁর মুরিদ ময়মনসিংহের করটিয়া নিবাসী নওয়াব হায়দর আলী খাঁ ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ হজরত কেবলার (কঃ) খেদমতে ১১০০ (এগারশত টাকা) নজর পেশ করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফর্মান "তোমার জমিদারী যেখানে ঋণ-গ্রস্ত, সেখানে তোমার কাছ হতে আমি এত টাকা নজর নেবো না।" এই বলে তিনি মাত্র দুই টাকা নিয়ে অবশিষ্ট টাকা ফেরৎ দিলেন। অন্য এক দরিদ্র মুরিদ ফকির তাঁকে বলেন, "সকল খেয়া পারাপারের মাঝিই দুই পয়সা বা একআনা ঘাট পয়সা নেয়, আমি পরপারের ঘাট পার করে দেয়ার জন্য আপনাকেও দু'পয়সা বা এক আনার বেশী দেব কেন"? এই অনুরোধ করে হজরত কেবলার খেদমতে দু'পয়সা কি এক আনা নজর পেশ করল। তিনি সহাস্যে দরিদ্র ফকিরের অন্তরের নজর গ্রহণ করলেন। সকলের প্রতি তাঁর পবিত্র উপদেশ ছিল, "নিজেকে সবসময় তুচ্ছ ও অধম মনে করবে"। তিনি অতিশয় সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। তিনি প্রথমদিকে মশারী খাটিয়ে পালঙ্কে শুইতেন। পরের ১৮ বৎসর ধরে মশারীবিহীন মাটিতে শয়ন করতেন। তাঁর পবিত্র শরীরে মশা বসত না। শিশুদের প্রতি হজরত কেবলা অতিশয় সদয় ছিলেন। তাদের অনাচারেও কখনও রাগান্বিত হতেন না। 'অল্প আহার, অল্প নিদ্রা ও বেশী পরিশ্রম'- তাঁর চরিত্রের আরেক বৈশিষ্ট্য ছিল। সম্মানিতা স্ত্রী-গণের প্রতি তিনি একইরূপ ব্যবহার করতেন। যার যার হক ও অধিকার তিনি সঠিকভাবে প্রদান করে গেছেন। পাড়া-পড়শী, আত্মীয়-স্বজন, সকলের প্রতিই তিনি সদয় ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। উপরিস্থ পীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তাঁর দেব দুর্লভ চরিত্রের আরেক বৈশিষ্ট্য। তিনি এই ব্যাপারে এর্শাদ ফরমান "আমি সংসারের সকল স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু কিছুই প্রাপ্ত হইনি; যা কিছু পেয়েছি পীর মুর্শিদের ভক্তি প্রদর্শন দ্বারাই প্রাপ্ত হয়েছি। তিনি নামাজের জন্য বিশেষত জমাতে নামাজ আদায়ের জন্য বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন।

হজরত কেবলা বিভিন্ন বিষয়ে দুইশতের অধিক পুস্তক ও রেসালা প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে নির্দোষ সঙ্গিতের সিদ্ধাসিদ্ধের বিষয়ে আরবী ভাষায় প্রণীত **"তাহকিকুল আজাবীর ফি ছেমায়িল মজামীর"** নামক কিতাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হজরত কেবলা বিশেষভাবে কশ্‌ফ (দিব্যজ্ঞান) অধিকারী ছিলেন। তাঁর কেরামত ছিল অসংখ্য। তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল।

* হজরত কেবলার (কঃ) কাছে দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগী এসে করুণা ভিক্ষা করে। হজরত কেবলা কিছু তেলে ফুঁ দিয়ে তা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। কুষ্ঠ রোগী তা কয়েকদিন ব্যবহারেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।
* ভারতের কানপুর নিবাসী এক পুরাতন কঠিন যক্ষা রোগীকে পবিত্র মুখের চর্বিত পানের অংশ বের করে খেতে দেন। তাতেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে নবজীবন লাভ করে।
* বহুদিনের দুরারোগ্য হাঁপানী রোগীকে কেবল পা মোবারক লাগিয়ে দিয়ে আরোগ্য করেন।
* জ্বীনে ও ভূতে পাওয়া রোগীগণ কেবল চেহারা মোবারকের প্রতি নজর দিতেই আরোগ্য লাভ করত। একবার এইরূপ জ্বিনে পাওয়া ব্যক্তিকে তাঁর (হজরতের) পবিত্র টুপির দিকে দেখে থাকতে বলেন এবং তার উপর আস্তে করে এক চাপড় মেরে 'দূর হও' বলার সাথে সাথে সে ভাল হয়ে যায়।
* পেট কামড়ির রোগীকে কেবল পা মোবারক লাগিয়ে দিয়েই তিনি আরোগ্য করতেন।
* একবার চুনতি নিবাসী বখ্‌শে আলী নামক ব্যক্তিকে এক অপ্রকৃতিস্থ ফকির লাঠির প্রচন্ড আঘাতে মাথা দুই টুকরা করে ফেলে। ফকির প্রাণ ভয়ে হজরত কেবলার কাছে বখ্‌শে আলীকে নিয়ে এলে, সেখানে হুলস্থুল অবস্থার সৃষ্টি হল। কান্নার রোল পড়ে গেল। তার শ্বাসপ্রশ্বাস রহিত হল। হজরত কেবলার নির্দেশে বখ্‌শে আলীকে মাথায় পট্টি দিয়ে তাঁর হুজুরা শরীফে (এবাদত গাহ্) রাখা হল। হজরতের বিশেষ দোয়ার বরকতে মৃত বখ্‌শে আলী জিন্দা বখ্‌শে আলী রূপে ফিরে এল।
* একবার হজরত কেবলা কতেক মুরীদ তাঁর নিকট হতে বিদায় প্রাপ্ত হয়ে মির্জাখীল হতে রাত্রে দুর্গম পাহাড়ী পথে বাঁশখালীর দিকে রওনা হয়। বন্য পশুর ভয়ে তারা সন্তর্পণে পথ চলছিল। এমন সময় তারা দেখলেন চলার পথ নূরে আলোকিত হয়ে গেছে এবং আশেপাশের সকল গাছের পাতায় পাতায় হজরত কেবলা (কঃ) বসে আছেন।

* একবার তাঁর অন্যতম বিবি ছাহেবা কোন কারণে গভীর রাত্রে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁর শরীর মোবারক খন্ড খন্ড অবস্থায় দেখে ভয়ে পেছন দিকে চলে গেলেন। গাজীপুরে অবস্থান কালেও এক মুরিদ তাঁকে তাঁর হুজুরা শরীফে-মাথা, শরীর, হাত ও পা মোবারক খন্ড খন্ড অবস্থায় দেখে ভোরে সন্দেহ ভঙ্গের জন্য গেলে তাঁকে সশরীরে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়। হজরত কেবলা (কঃ) তাঁকে ডেকে বলেন, "আমার জীবিত কালে এ ঘটনা কাউকেও বলো না, তাতে তোমার মঙ্গল হবে"।
* ফেনী নিবাসী জনৈক মৌলানা আবদুর রশীদ হজরত কেবলার বিদ্যা ও বুজর্গী পরীক্ষার্থে ৩২টি কঠিন প্রশ্ন তৈরী করে তা কাগজে লিখে বাক্সে আবদ্ধ করে হজরত কেবলার কাছে আসেন। তিনি তাঁর খলিফাগণ ও মুরিদান নিয়ে মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। মৌলানা সাহেব তালাবদ্ধ বাক্সটি একঘরে রেখে তাঁর কাছে এসে ঐ বৈঠকে সামিল হন। হজরত তাঁকে দেখেই নিজ থেকে তার প্রশ্নের একটি একটি করে উত্তর দিতে লাগলেন। এভাবে ৩২টি সওয়াল বা প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার সাথে সাথেই মৌলানা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বেয়াদবী মাফ চেয়ে তাঁর চরণে লুটে পড়েন এবং তাঁর মুরিদ হয়ে যান। উক্ত মৌলানা ঐ ঘটনার পর থেকে "বত্রিশ ছওয়ালী মৌলভী" রূপে আখ্যায়িত হয়।

হজরত কেবলার সঙ্গে মহামান্য পীরান পীর হজরত গৌছে পাক (রঃ), হজরত খাজা ছাহেব কেবলা (রঃ) ও অন্যান্য পীরানে এজাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের সঙ্গে গোপনীয় আত্মিক ও রূহানী সম্পর্ক ছিল। লক্ষ্ণৌ শহরের নছরত আলী চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি হজরত গৌছে পাক (রঃ) এর দর্শন অভিলাষে বিভোর হয়ে অনেক পীর বুজর্গের কাছে গমন করেন। কিন্তু কেহই তার মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারেননি। ডেপুটি ছাহেবের মাধ্যমে তিনি হজরত কেবলার কাছে তার অভিলাষ নিবেদন করেন। হজরত কেবলার নির্দেশে নছরত আলী চৌধুরী অজুসহ ঘুমিয়ে পড়েন এবং রাত্রে দেখতে পান এক আজিমুশ্বান মজলিসে অনেক অলিআল্লাহ পরিবেষ্টিত হজরত গৌছে পাক (রঃ) উপবিষ্ট। হজরত কেবলা নছরত আলীকে তথায় হাজির করেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে বিভোর চিত্তে হজরত কেবলার চরণে পড়ে শুকরিয়া আদায় করেন। জনাব হেফাজতুর রহমান হজরত কেবলার শান্ প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন:-

"আল্লাহ ও নবীর প্রিয় শাহে জাহাঁগীর।
কল্পনারও চেয়ে বড় শানে জাহাঁগীর ।
গৌছুল আজমের প্রিয় পেয়ারা আলীর
মা'রফতে হাকিকতে যেন বড় পীর,
হাল ও ক্বালেতে যেন খাজায়ে আজমীর"।

হজরত কেবলার শানে অন্যভাবে মরমী কবি জনাব আবদুল জলীল সিকদার লিখেছেন:-

গৌছি নিশান, জাহাঁগীরের শান গো।
জাহাঁগীরের শান ।।
যেন শরিয়ত, হেন তরিকত, হোঁসে বাজাই দোনখান।
সাধি মা'রফত, ধরি হাকিকত, রছুলের পিছে পিছে যান।।
(সংক্ষিপ্ত)

এভাবে জগতের অনন্য প্রতিভাশীল মহাজ্ঞানী ও সাধক ভুবন বরেণ্য পীর হজরত কেবলা (কঃ) ১৭ ই জিলহজ্জ ১৩৩৯ হিঃ, ৬ই ভাদ্র ১৩৩০ বাংলা, ২২শে আগষ্ট ১৯২১ ইং সনে রোজ সোমবার, ৬৩ বৎসর বয়সে অসংখ্য মুরিদান ও ভক্তবৃন্দকে শোক সাগরে নিমজ্জিত করে মহানবীর পবিত্র পদচিহ্ন অনুসরণ করে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে যাত্রা করেন।

"সেদিন ছয় ভাদরে।
সতর জিলহজ্জ তেরশ উনচল্লিশ হিজরীতে লুকালে সোমবারে।
ধরণী ধরিল প্রয়াণ গান, স্মরণে বাজিল আগমনী বিষাণ।
নবীর দিবসে আলীর তারিখে বরিল প্রভু তোমায় সাদরে"।
(ডাঃ ছরওয়ারজামান খাঁ)

হজরত কেবলা (কঃ) এর্শাদ ফর্মান- "তাঁর বংশে সাত পুরুষ পর্যন্ত পীরী-মুরিদী নিয়ম জারী থাকবে"। সে মতেই তাঁর অছিয়ৎ অনুসরণে তাঁর পঞ্চম স্ত্রী ছাহেবার গর্ভজাত পুত্র নয়নমনি শমছুল আরেফীন হজরত মৌলানা মখছুছুর রহমান ছাহেব (কঃ) ৩য় শাহ্ জাহাঁগীর সোমবারে শুভ কদর রজনীতে মাতৃগর্ভে এসে সোমবার দিনে শুভজন্ম লাভ করেন। সোমবারে ৩য় শাহ্ জাহাঁগীর নামে হজরত কেবলার **'সাজ্জাদানশীন'** রূপে অধিষ্ঠিত হয়ে ১৩৯১ হিঃ জমাদিউচ্ছানী সোমবার দিবসেই নবী করিম (সাঃ) এবং মহান পিতা ও পিতামহের পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করে বেছাল প্রাপ্ত হন।

জাহাঁগীরিয়া ছিলছিলার ধারাবাহিকতায় ৩য় শাহ জাহাঁগীরের (কঃ) অছিয়ৎ মতে তদ্‌প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৪র্থ শাহ্ জাহাঁগীর হিসেবে তাজুল আরেফীন হজরত মৌলানা মোহাম্মদ আরেফুল হাই ছাহেব (কঃ) বর্তমানে ছিলছিলার কর্ণধার **(সাজ্জাদানশীন)** রূপে অধিষ্ঠিত আছেন।

গৌছিয়তের সিংহাসনে যিনি আছেন সমাসীন
হজরত তাজুল আরেফীন।
হজরত ফখরুল আরেফীনের বেছাল পুণ্য তারিখে
জগতে আসিলেন তাঁহার সুসংবাদের আলোকে
নবীর দিবস মতে সোমবারে সাজ্জাদানশীন।।

হজরত কেবলার (কঃ) পবিত্র ওরস বার্ষিকী প্রতি বৎসর ১৭ই জিলহজ্জ বিনাপ্রচারে ও বিনাবিজ্ঞপ্তিতে পবিত্র মির্জাখীল দরবার শরীফে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এ ওরস শরীফে দেশ-বিদেশ হতে আগত লাখো মুরিদান ও ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে এক অভাবনীয় ধর্মীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। হজরত কেবলার পবিত্র জীবনী ও রচনাবলী সম্পর্কে তাঁর প্রধান খলিফা শেখুল ইসলাম হজরত হাকিম সৈয়দ সিকান্দর শাহ্ ছাহেব (রঃ) চার খন্ডে "ছিরতে ফখরুল আরেফীন" নামক উর্দু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। শুধুমাত্র প্রথম খন্ডই জনাব মৌলানা শেহাবুল্লাহ খাঁ কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

হজরত কেবলার মত জগদ্বিখ্যাত পীরের মুরিদ ও খলিফা হওয়ার সৌভাগ্যে হজরত ফৈয়াজুর রহমান খাঁ (রওনক) লিখেছেন–

"গোলামী দরকি রওনক কো হ্যা শাহি ছে কঁহি বেহ্‌তর।
রঁহে ছর তেরী কদমোঁ পার এহি ফখরো ছাআদৎ হ্যায়"।

অর্থ:- "হজরতের আস্তানা পাকে গোলামী করা বাদশাহী হতেও উত্তম। তাঁহার চরণে পড়ে থাকা গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়"।

এই আস্তানা পাকে দুনিয়ার মানুষকে আহবান করে হাফেজ জনাব মকবুল আহমদ বানারসি (কওকব) গেয়েছেন:

"বিয়া বাবে এজাবত রওজায়ে শাহে্ জাহাঁগীরাস্ত
কলিদে বাবে জান্নাত রওজায়ে শাহে্ জাহাঁগীরাস্ত"।

অর্থ: শাহ্ জাহাঁগীররের রওজায় আসুন। ইহা দোওয়া কবুল হওয়ার স্থান। শাহ্ জাহাঁগীরের রওজা হচ্ছে বেহেস্তের দুয়ারের কুঞ্জি বা চাবি।

শাহ্ জাহাঁগীর হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ) এর জীবনী এই লেখার স্বল্প পরিসরে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। এই ক্ষুদ্র প্রয়াস মহাসাগরের অথৈ জলরাশি হতে নেওয়া একটি বিন্দুমাত্র।

তথ্য সংগ্রহ:

১. ছিরতে ফখরুল আরেফীন (কঃ) উর্দ্দু (১ম খন্ড)
- হজরত সিকান্দর শাহ ছাহেব (রাঃ)।

২. ছিরতে ফখরুল আরেফীন (কঃ) বঙ্গানুবাদ,(১ম খন্ড)
- জনাব মৌলানা শেহাবুল্লাহ খাঁ ছাহেব।

৩. আমার পীর- জনাব শাহ বদিউল আলম শাহ্ ছাহেব।

৪. হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) এর পবিত্র জীবন চরিত
-জনাব মৌলানা মোহাম্মদ মকছুদুর রহমান ছাহেব।

সিল্‌সিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া জাহাঁগীরিয়ার প্রবর্তক হজরত শাহ জাহাঁগীর শেখুল আরেফীন (কঃ)

"জাহাঁগীর" শব্দের অর্থ বিশ্বরাজ। ইহা একটি আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চপদের পরিচয়বাহক খ্যাতি। খুব কম সংখ্যক মহাত্মা সাধকগণই এ উপাধি দ্বারা ভূষিত হয়েছেন। ছয়শত হিজরীতে এ উপাধি দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন হজরত সৈয়েদুনা আশরাফ জাহাঁগীর ছিমনানী (রঃ) এ জন্য তাঁকে আশরাফ জাহাঁগীর ছিমনানী বলা হয়ে থাকেন। তাঁর আরো ছয়শত বৎসর পর আধ্যাত্মিক জগতে এ উপাধি দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন হজরত সৈয়েদুনা শাহ সৈয়দ মোখলেছুর রহমান মির্জাখীলি (কঃ) এ জন্য পাক-ভারত উপমহাদেশে মোখলেছুর রহমান জাহাঁগীর শাহ হিসেবে খ্যাত আর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ত্বরিকত "ছিলছিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া জাহাঁগীরিয়া" নামে উপমহাদেশে সুপ্রসিদ্ধ ও সুখ্যাত। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, আমেরিকা, ইউকে ও বার্মায় এ সুপ্রসিদ্ধ ত্বরিকতের অসংখ্য অনুসারী, ভক্ত, মুরীদ ও খলীফা রয়েছে। এ ত্বরিকতের প্রাণকেন্দ্র হল চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত **"মির্জাখীল দরবার শরীফ"** এ ছিলছিলার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এপর্যন্ত আধ্যাত্মিক পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত চারজন ক্ষণজন্মা মহাত্মা সম্রাটের পরপর আবির্ভাব ঘটে। এ চারজন প্রত্যেকে আপন আপন যুগে "শাহ জাহাঁগীর" খেতাব দ্বারা ভূষিত হন।

হজরত শাহ জাহাঁগীর সৈয়দ মৌলানা মোখলেছুর রহমান শাহ (রঃ) স্বীয় যুগের অবতার, অদ্বিতীয় আলেম, বিশ্বজগতের গৌছ ও কুতুব ছিলেন। তিনি ১২২৯ হিঃ মোতাবেক সোমবার দিবসে শুভ জম্ম গ্রহণ করেন। তিনি রসূল করিম (দঃ) এর পবিত্র সৈয়দ বংশের ফাতেমী বংশোদ্ভূত সৈয়দ ছিলেন। তিনি প্রাথমিক জ্ঞান সমাপ্ত করে উচ্চ জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তি করার জন্য **"কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায়"** ভর্তি হন। তথায় কাজিউল কুজ্জাত কাজী আব্দুল বারী ছাহেবের নিকট তফসীর, হাদিস, ফিক্‌হ, উসূল, আরবী শাস্ত্র ও উচ্চতর জৌতিবিদ্যা ইত্যাদিতে অসাধারণ বৃৎপত্তি লাভ করেন।

অতঃপর কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার প্রধান মোদাররেছ মৌলানা মোহাম্মদ ওয়াজিহ (শিক্ষকতাকাল ১৮৩৭-৪৭) এর কাছে শরহে বেকায়া ও মানতেক শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ "কুতবী" ও "মীর কুতবী" ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন। তিনি জমাতে উলায় কলিকাতা মাদ্রাসা হতে ১ম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক ও বৃত্তি লাভ করে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও পান্ডিত্যের জন্য ভারতের সর্বস্তরের প্রাজ্ঞ মহল তাঁকে ***"ছফিনাতুল উলুম"*** বিদ্যার জাহাজ (Ship of Learning) উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ***"শরহুছ ছুদুর ফি দফয়ীশ শুরুর"*** সহ ইলমে তফসীর, ইলমে হাদীস, আরবী গ্রামার, ইলমে মানতিক, হেকমত ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের উপর শতাধিক গ্রন্থ রচনা করে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যান।

বাইয়্যাত ও দীক্ষা: ধর্ম বিদ্যা উপার্জন সমাপ্ত করার পর তাঁর (রঃ) অন্তরে আল্লাহতালা'র প্রেমের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ জন্মলাভ করল। তিনি ভাবলেন যে মূল বিদ্যা আল্লাহতালা'র মারেফত ও তাঁর পরিচয় প্রাপ্তি ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং এই বিদ্যা কামেল পীর ব্যতীত উপার্জন করা যাবে না। এই জন্য তিনি কামেল পীরের তালাশ করতে লাগলেন। বাঞ্চিত কামনার উদ্দেশ্যে ও তালাশে তিনি কলকাতা হতে যাত্রা করে লক্ষৌ মৌলানা বোরহান ছাহেব ফেরিঙ্গী মহল্লীর খেদমতে উপস্থিত হলেন। উক্ত হজরত মৌলানা ছাহেব একজন কামেল দরবেশ ছিলেন। কিন্তু তাঁর তওজ্জোতে পরিবর্তনকারী শক্তির অভাব ছিল। তিনি তাঁকে (কঃ) এর্শাদ ফর্মাইলেন, "হজরত মৌলানা ছৈয়েদ এমদাদ আলী (রঃ) ভাগলপুরী ছাহেব এই জমানার সর্বাপেক্ষা পূর্ণতাপ্রাপ্ত সিদ্ধপুরুষ। তাঁর কল্‌ব (অন্তর) জ্যোতির্ময়। আল্লাহতালা'র ইচ্ছায় আপনার মনোবাসনা তাঁর সংসর্গে এবং সেবাতেই পূর্ণ হবে। (আপনার ভোগ সেখানেই রয়েছে) আপনি সেখানে গমন করুন। আমি "হেজবুল বাহার" পাঠ করার ও পড়ানোর অনুমতি প্রদান করে আপনাকে বিদায় দান করছি।" সুতরাং তিনি লক্ষৌ হতে ভাগলপুর অভিমুখে রওয়ানা হবার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু অনুসন্ধানে জানতে পারলেন যে, হজরত এখন বকশার শহরে সাব-জজের পদে নিযুক্ত আছেন এ জন্য তিনি (রঃ) বকশার তশরিফ নিয়ে গেলেন ও বয়াত হবার সৌভাগ্য লাভ করলেন এবং হজরতের (রঃ) খেদমতে তিনি ছয়মাস কাল অবস্থান করলেন। ইতিমধ্যে তিনি স্বীয় পীর মুর্শিদের

ইঙ্গিতানুসারে নিজের দাদা পীর হজরত শাহ্ মোহাম্মদ মাহ্দী ফারুকী (রঃ) এর খেদমতে পবিত্র ছাপরা নগরে উপস্থিত হলেন। কয়েকদিন পর তিনি সেই স্থান হতে নিজের হজরত পীর মুর্শিদ কেবলা শাহ্ এমদাদ আলী (কঃ)'র খেদমতে ভাগলপুর উপস্থিত হলেন। এই ছয়মাস সময়ের মধ্যে তাঁর বাতেনি শিক্ষা পূর্ণতার দ্বারে উপনীত হল। ১০ই মহররম ১২৬৬ হিঃ মোতাবেক ২৬ নভেম্বর, ১৮৪৯ খৃঃ রোজ সোমবার তাঁহার পীর মোর্শেদ বিহারের ভাগলপুর নিবাসী শাহ সৈয়দ এমদাদ আলী মাহদী ফারুকী মোনেমী (কঃ) এর কাছ থেকে পবিত্র সিল্‌সিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ার তথা সমস্ত জগতের পীরগণের পীর, আল্লাহতালা'র গোপনীয় আদেশক্রমে তাঁকে খেলাফত ও অনুমতি প্রদান করলেন। তাঁর অমানসিক সাধনা ও আধ্যাত্মিক জগতে সুউচ্চ উন্নতি প্রাপ্তির জন্য তাঁর পীর মোর্শেদ তাঁকে "শাহ জাহাঁগীর" খেতাব দ্বারা ভূষিত করেন এবং পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে **"শেখুল আরেফীন"** লকব প্রাপ্ত হন। তিনিও চিরস্থায়ী ধনের অধিকারী হয়ে নিজের পবিত্র আলয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি নিজ গৃহে বাহ্যিক ধর্ম সম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষার বিদ্যাগার খুলে দিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ত্বরীকত ভারতবর্ষে "সিল্‌সিলায়ে আলীয়া জাহাঁগীরিয়া" নামে পরিচিত। তিনি জীবনব্যাপী পবিত্র হাদিস ও তফসির শিক্ষা দিতে থাকতেন। বিদ্যা এবং দক্ষতার দিক দিয়ে ধরতে গেলেও তিনি নিজ যুগের বিদ্বান-মন্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। জনসাধারণ তাকে "বড় মৌলানা" উপাধি দ্বারা স্মরণ করত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁর (রঃ) পাল্কী তাদের স্কন্ধে বহন করতেন। তিনি শরীয়ত ও তরিকতের সংগ্রহকারী এবং প্রকৃতপক্ষে এই দুই সমুদ্রের সংযোগকারী ছিলেন। কঠিন হতে কঠিনতর সমস্যা (মছায়েল) সমূহ অতি সহজে সমাধান করে দিতেন। তাঁর জ্ঞানের প্রসার, বিদ্যার গভীরতা এবং মান ও সম্ভ্রমের অবস্থা এরূপ ছিল যে তাঁর সম্মুখে কোন ব্যক্তির মুখ খোলার সাহস হত না। স্মরণ-শক্তি এতই প্রখর ছিল যে তিনি ফর্মাতেন, "একবার পড়ে নেয়ার পর তাঁর সার-মর্ম আমার চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত স্মরণ থাকে।"

হজরত শাহ জাহাঁগীর ফখরুল আরেফীন (কঃ) ফর্মাইছেন, "হজরত ওয়ালেদ মাজেদ পীর মুর্শিদ (কঃ) নিজেকে নিজে সর্বদা গোপন রাখতেন এবং লোকগণ হতে অন্তরালে থেকে সর্বদা আল্লাহতালা'র স্মরণে, ধ্যান-ধারণায় মোরাকেবা মোশাহেদায় নিমগ্ন থাকতেন। রাত্রে তাঁর পবিত্র কক্ষে একটি জল পূর্ণ পাত্র রাখা হত যাহা সকালে জল-শূন্য পাওয়া যেত কিন্তু কেউ জানতে পারতনা যে রাত্রে তিনি কোন সময়ে "ওজু" করেছিলেন। তাঁর নিদ্রার এই অবস্থা ছিল, যে কেহ তাঁকে সে অবস্থায় ডাকত, তিনি জাগ্রত ব্যক্তির ন্যায় তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতেন যেন তিনি নিদ্রিত নয় তাঁর কখনও আলস্য-জড়িত নিদ্রা হতোনা।

তর্ক-বিতর্ক- ফিকহ্ শাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞানের বিস্তার: তাঁর বিদ্যার গভীরতা, হঠাৎ উত্তর দান, এবং খোদাতা'লা প্রদত্ত গাম্ভীর্য ও সম্ভ্রমের অগণিত ঘটনা বিদ্যমান। এক সময় জৌনপুর নিবাসী জনাব মৌলভী কেরামত আলী ছাহেব চট্টগ্রাম এসেছিলেন। তিনি (ঈছালে ছওয়াব) ছওয়াব রছানী বা পরলোকগত আত্মার প্রতি পুণ্য প্রেরণ এবং বুজূর্গানে দ্বীনের (ধার্মিক পুরুষগণের) নিয়াজ ও ফাতেহার মছলা সমূহ সম্বন্ধে শরীয়ত এবং পূর্ববর্তী মহাত্মাগণের বাক্য এবং ক্রিয়ার বিপরীত বক্তৃতা দিতে লাগলেন। শহরে এই সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগল এবং মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমত, পার্থক্য এবং কলহের সৃষ্টি হতে লাগল। এই শহরে মৌলবী আবুল হাছান ছাহেব নামক এক প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তিনি এই অবস্থা দেখে ছৈয়েদুনা হজরত শেখুল আরেফীনের (কঃ) নিকট শহরে তশরীফ আনার জন্য প্রার্থনা জানালেন, যেন উক্ত মছলা সমূহ উভয় দলের মধ্যে মুখোমুখি তর্ক-বিতর্ক হয়ে প্রকৃত অবস্থা ভাল রূপে প্রমাণ হয়ে জায়েজ-নাজায়েজের মধ্যে যা সত্য বিবেচিত হয় জনসাধারণের মধ্যে তাঁর প্রকাশ ও ঘোষণা হয়ে যায়। তিনি (কঃ) এই আবেদন মঞ্জুর ও কবুল ফর্মালেন এবং পবিত্র দৌলতখানা হতে শহরে তশরীফ নিয়ে আসলেন এবং কদম মোবারক মসজিদে অবস্থান করতে লাগলেন। তথা হতে মৌলভী আবুল হাছান ছাহেব তাঁকে অনেক অনুনয় বিনয় করে নিজ বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তাঁর খেদমতে মৌলভী কেরামত আলী ছাহেবের বক্তব্য এবং দলিল সমূহ সম্বন্ধে আরজ করার পর প্রার্থনা জানালেন যে এখন এর বিরুদ্ধে কি যুক্তি আছে তা যেন বর্ণনা করেন। তিনি ফর্মালেন, "কেরামত আলী ছাহেবকে সামনে আসতে দেন। সামনা-সামনি সব কিছু বলা হবে।" শহরে এই সংবাদ প্রচার হল যে উপরোক্ত কারণে হজরত (কঃ) তশরীফ আনয়ন করেছেন। লালদিঘীর পাড়ের বড় ময়দানে তর্ক-বিতর্ক সভার স্থান নির্দিষ্ট হল। এই স্থান নির্ধারিত সময়ে লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতে লাগল। শহরের শাসনকর্তাগণ (ইংরেজ হাকিমগণ) শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ মোতায়েন করলেন। স্বয়ং কালেক্টর বাহাদুর এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীগণ সভার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সভা-স্থলে উপস্থিত

হলেন। মৌলভী কেরামত আলী ছাহেব নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে গাড়ী বোঝাই করে তাঁর পুস্তকগুলি সভা-মন্ডপে পাঠিয়ে দিলেন। পুস্তকের বৃহৎ স্তুপ হয়ে গেল, যা দেখে কালেক্টর ছাহেব হজরত শেখুল আরেফীনকে (কঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার পুস্তকগুলি কোথায়?" তিনি (কঃ) ফর্মালেন, মৌলভী কেরামত আলী ছাহেবের বিদ্যা পুস্তকের মধ্যে, আমার বিদ্যা আমার বক্ষের মধ্যে। এরূপ কথাবার্তা হচ্ছিল এমন সময় মৌলভী কেরামত আলী ছাহেব গাড়ী করে সেখানে উপস্থিত হলেন। গাড়ী সভা মন্ডপের দরজায় দাঁড়াল, তিনি গাড়ি থেকে নামলেন না। লোকজন হতে জিজ্ঞাসা করলেন, "যাঁর সাথে তর্ক-বিতর্ক হবে তিনি কে এবং কোথায়?" লোকজন ইঙ্গিতে হজরত শেখুল আরেফীনকে (কঃ) দেখিয়ে বলল, 'উনিই তিনি'। মৌলভী কেরামত আলী ছাহেব তাঁকে দেখলেন এবং তাঁর প্রতি তাকিয়ে থাকলেন। গাড়ীতে থেকেই তিনি গাড়োয়ানকে গাড়ী ফিরিয়ে চালাতে বললেন। আল্লাহতালা'র ভয়ে এরূপ ভীত ও সন্ত্রস্ত হলেন যে সভা-মন্ডপে দাঁড়াতে পারলেন না এবং অবিলম্বে ফিরে গেলেন। এই ঘটনা দ্বারা প্রত্যেকে বুঝতে পারল যে তর্ক-সভায় উপস্থিত নিজের বিশ্বাস ও দাবীর সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেন না বলেই তিনি হজরতের সম্মুখীন হলেন না এবং পবিত্র বদন মন্ডল দেখা মাত্রই পালিয়ে গেলেন। অতঃপর উপস্থিত লোকগণের ইচ্ছা হল যে তিনি স্বয়ং এই মছালা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিত পবিত্র বাক্যে বর্ণনা করেন। অতএব তিনি আহলে ছুন্নতের মজহাবের এবং পূর্ববর্তী বুজুর্গানেদ্বীনগণের তরিকার (প্রক্রিয়ার) স্বপক্ষে কোরান শরীফ, হাদীস শরীফ বুজুর্গানেদ্বীন এবং পূর্ববর্তী পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গের দলিল এবং ইঙ্গিত সমূহ হতে প্রমাণ সংগ্রহ করে এরূপ এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করলেন যা'দ্বারা এই মছালা সম্বন্ধে সত্য আদেশ পরিষ্কাররূপে প্রমাণ হয়ে গেল। পক্ষাবলম্বী কেন বিপক্ষ দলের লোকগণ পর্যন্ত পূর্ণ সন্তোষ লাভ করল এবং তাঁর (কঃ) উপলক্ষে আল্লাহতালা'র অগণিত বান্দা পথ-ভ্রান্তি হতে রক্ষা প্রাপ্ত হল।

হজরত শাহ জাহাঁগীর শেখুল আরেফীন (কঃ) সর্ম্পকে মৌলানা হাকীম ছৈয়দ সিকান্দার শাহ কানপুরী (রঃ) স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থ **Light of the World** এ বলেনঃ His God gifted title was Sheikul Arefeen and he received the title of shah Jahangir from his Pir-Murshid. On account of his profound ereditition he was known as the ship of learning. Thousands of disciples were enlisted in his silsila or system of Sufism.

শাহ মোহাম্মদ বদিউল আলম (রঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **What is Man and the universal Religion of man in the light of Islam** এর মুখ বন্ধে বলেনঃ- He (Hazrat sheikhul Arefeen) gradually occupied the first place among the Musalman Ulema of time then he took his mitiation in Sufism in the hand of Hazrat Moulana syed Imdad Ali (Q.S.A.) of Bhagalpur in Behar. He made Most extraordinary progress in spiritual advancement and after about six months only he was vested with khelafat (Pirsviceroyality) and orderd by his pir to return to his own home in chittagong and guide the people there in the path to God.

পবিত্র পরলোকগমনঃ তিনি (কঃ) ৭৩ বৎসর বয়সে ১৩০২ হিজরী জিলক্বদ মাসের ১২ই তারিখ সোমবার দিবসে খোদাতা'লার সম্মিলন লাভ করেন। তাঁর পবিত্র মাজার শরীফ উক্ত গ্রামে জন-সাধারণের জেয়ারতের স্থান রূপে বিরাজ করছে। সেই স্থানে লোকে জেয়ারত করে পুণ্য লাভ করে থাকে। প্রথম শাহ জাহাঁগীর হজরত শেখুল আরেফীন (কঃ) বেছাল শরীফের অব্যবহিত পরে সাজ্জাদানশীনরূপে স্থলাভিষিক্ত হন তাপসকুল শিরোমণি গৌছে জমান শাহ জাহাঁগীর সৈয়দ মৌলানা মোহাম্মদ আব্দুল হাই (কঃ)।

[হাকীম সৈয়দ সিকান্দার শাহ্ (রহঃ) কর্তৃক লিখিত ছিরত-ই-ফখরুল আরেফীন (কঃ) শরীফ হতে সংকলিত]

হজরত শাহ জাহাঁগীর তাজুল আরেফীন (কঃ) এর অপরিসীম দয়া ও অনন্য কারামত: মৌলানা মোহাম্মদ মকছুদুর রহমান

মোহাম্মদ মছউদুর রহমান

মাহবুবে ছোবহানী, কুতুবে রব্বানী, গউছে ছমদানী হজরত শমসুল আরেফীনের (কঃ) একান্ত মুরাদ ও সাজ্জাদানশীন বিশ্ব জগতের শ্রেষ্ঠ পীর, আধ্যাত্মিক জগতের একচ্ছত্র সম্রাট গৌছে আলম মাহবুবে রহমানী হজরত শাহ জাহাঁগীর তাজুল আরেফীনের (কঃ) পুরো জীবনেই কারামতে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে কারামতের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন মৌলানা মেহাম্মদ মকছুদুর রহমান।

মৌলানা মেহাম্মদ মকছুদুর রহমান ২৪শে রমজান দিবসের পূর্বরাত ১৩৯৪ হিজরী, মোতাবেক, ৮ই অক্টোবর, ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ রোজ বুধবার ইসলাম ধর্মের স্মৃতিস্তম্ভ ও কীর্তিসৌধ, কামেল পীর-মাশায়েখগণের শুভ পদার্পণে ধন্য এবং পুণ্যবান মহর্ষিগণের শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা আলোকিত ও গৌরবান্বিত ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত পবিত্র মির্জাখীল গ্রাামের ছিলছিলায়ে আলীয়া জাহাঁগীরিয়ার প্রাণকেন্দ্র পবিত্র মির্জাখীল দরবার শরীফে ফাতেমী বংশোদ্ভূত হজরত রসুলে মকবুল (দঃ) এর পবিত্র বংশের সুউচ্চ ও সুখ্যাত সম্ভ্রান্ত পরিবারে শুভ জন্ম গ্রহণ করেন।

তিনি সিল্‌সিলায়ে আলীয়া জাহাঁগীরিয়ার মহাত্মা পীরানে পীরগণের দয়া ও দানের উপর ভরসা করে, সমসাময়িক কালের অন্যান্য ছাত্রদের ব্যতিক্রম নিয়মে, আস্তানা পাকের সুনিয়মে, অন্য কোথাও বাহিরে না গিয়ে, শুধুমাত্র আস্তানা পাকের কুতুবখানায় তথা পবিত্র দায়রাগৃহে পূর্ববর্তী উপরস্থ পরম পূজনীয় পীরানে পীরগণের সংরক্ষিত ও দুষ্প্রাপ্য কিতাবাদি অধ্যয়ন করে, রীতিমত পবিত্র মাজার শরীফে হাজিরা দিয়ে ও খেদমত করে পরমারাধ্য পীর মুর্শিদগণ তথা রসুলে মকবুল (দঃ) এর বংশধর মহাত্মা সৈয়দগণের কুলতিলক ও নয়ন পুত্তলি, সিল্‌সিলায়ে আলীয়া জাহাঁগীরিয়ার আবিষ্কারক, স্বীয় যুগের গৌছ ও কুতুব প্রথম শাহ জাহাঁগীর হজরত শেখুল আরেফীন (কঃ) ও বিশ্বজগতের গৌছ ও কুতুব, স্বীয় যুগের অবতার, দ্বীন ও মাজহাবের উদীয়মান সূর্য দ্বিতীয় শাহ জাহাঁগীর হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ) এর অশেষ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা এবং ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, মহর্ষিকুল শিরোমণি, নিগুঢ়তত্ত্বদর্শী, সংসারে পীরানেপীর, আমাদের পরম পুজনীয় দাদা পীর গৌছুছাকলাইন, কুতুবুদ্দারাইন তৃতীয় শাহ জাহঁগীর হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) এর একমাত্র অশেষ, অবর্ণনীয়, অকৃত্রিম দয়া, দান ও মেহেরবাণীতে এবং স্বীয় পীর মুর্শিদ ও ওয়ালেদ মাজেদ, যুগশ্রেষ্ঠ ও ভুবন বরেণ্য মহাপুরুষ, গৌছে জমান, কুতুবে দাওরান, সোলতানুল আরেফীন, বোরহানুল আশেকীন, সৈয়েদুনা ওয়া মোর্শেদুনা শাহ জাহাঁগীর হজরত তাজুল আরেফীন (কঃ) এর পবিত্র তত্ত্বাবধানে ও তাঁর সুউপদেশ ও করুণার বদৌলতে উত্তরোত্তর সকল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সর্বকালের ও সর্বযুগের রেকর্ড ভঙ্গ করে অসামান্য ও অসাধারণ গৌরব অর্জন করেন। এমনকি তাঁর জন্মলগ্ন হতে অদ্যবধি প্রতি মুহূর্ত ও বিষয় সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ তৃতীয় শাহ জাহাঁগীর হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) এর অশেষ কৃপা ও দয়া দ্বারা অভিষিক্ত। এর স্বীকৃতিস্বরূপ পরম পূজনীয় পীর মুর্শিদ ও ওয়ালেদ মাজেদ (কঃ) এর পবিত্র ইশারায় শুকরিয়া স্বরূপ ২৩শে জমাদিউসসানি, হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) এর পবিত্র ওরশ উপলক্ষে চাদর শরীফ দিবসে যে গজল পেশ করেন যার ভাবার্থ নিম্নরূপ–

"হে হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) আমি শুধুমাত্র আপানারই করুণার ফসল এবং ইহার সৃষ্টিলগ্ন হতে আমার পরম সৌভাগ্যের একমাত্র উপলক্ষ"।

'আপনার পবিত্র হস্ত দিয়েই আমার গলায় আপনার দাসত্বের শিকল মাল্য ভূষিত করুন এবং আমার উপর এই রকম করুণা বর্ষন করুন যাতে আমার মস্তক সর্বদা আপনার পবিত্র দ্বারেই অবনত হয়'।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মহাত্মা পীরগণের অনুরূপ পবিত্র বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করে জগৎবিখ্যাত সুখ্যাতি ও সুনামের অধিকারী হতে সক্ষম হন । তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল- বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে ১৯৮৯ সালে'দাখিল 'পরীক্ষায় টেলেন্টপুল বৃত্তি অর্জন করেন। ১৯91 সালে বাংলাদেশ মাদ্রাসা

শিক্ষা বোর্ডের অধীনে 'আলিম' পরীক্ষায় সাধারণ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সম্মিলিত মেধাতালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে 'ফাজিল' পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে 'কামিল' (হাদীস শরীফ) পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ স্থান অধিকার করেন। ১৯৯৭ সালে একই বোর্ডের অধীনে 'কামিল' (ফিক্‌হ বা ইসলামী ধর্মতত্ত্ব) পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় (বি,এ, বি.এস.সি, বি.কম, বি.এস.এস.) ইংরেজী ও আরবীতে ডিসটিংশন নম্বরসহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ২০০১ সালে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে 'কামিল' (তফসীর শরীফ) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতঃ রেকর্ড সংখ্যক সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। উল্লেখ্য 'কামিল' (তফসীর শরীফ) বিভাগের কোন ছাত্র কর্তৃক সম্মিলিত মেধা তালিকায় এ রেকর্ড পরিমাণ নম্বর প্রাপ্ত হয়ে প্রথম স্থান অধিকার করা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ইতিহাসে এটাই সর্বপ্রথম। তিনি ২০০৩ সালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ হতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম.এ (ইসলামিক ষ্টাডিজ) ফাইনাল পরীক্ষায় মেধাতালিকায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ২০০৯ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম, ফিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে কৃতকার্য হন এবং দু' দুই বার ইউ.জি.সি স্কলারশিপ লাভ করেন।

বিদ্যা শিক্ষায় তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, অসাধারণ কৃতিত্বে ও অনন্য প্রতিভার ফসল স্বরূপ যেই সমস্ত পুরস্কার সমূহ অর্জন করেন তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপঃ- ১৯৯৩ সালে 'ফাজিল' পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ঘোষিত-**'ডঃ সুলতান আহমেদ ফাউন্ডেশন পুরস্কার'-১৯৯৩ অর্জন**। ১৯৯৪ সালে ইন্টারন্যাশনাল ইনার হুইল ক্লাব চিটাগাং আয়োজিত ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে **"স্বর্ণপদক"** অর্জন। ১৯৯৭ সালে 'কামিল' (ফিক্‌হ) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার জন্য ১৯৯৮ সালে ইন্টারন্যাশনাল ইনার হুইল ক্লাব চিটাগাং আয়োজিত ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে **"স্বর্ণপদক"** অর্জন এবং দেশ ও বিদেশ থেকে আরো বহু পদক প্রাপ্তি। ১৯৯৮ সালে ডিগ্রি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার জন্য **'লিটল জুয়েলস স্কুল স্বর্ণ পদক'** অর্জন। এছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদানীন্তন মাননীয় সচিব মহোদয় ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রকিব উদ্দীন আহমেদ (বর্তমানে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার) এবং তৎকালীন চীফ অব স্টাফ লেফটেনেন্ট জেনারেল নূর উদ্দীন খান তাঁর বহু গুণাবলী বিবরণ উল্লেখ পূর্বক তাঁকে প্রশংসা পত্র প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম সরকারী সিটি কলেজ কর্তৃক বিরল সংবর্ধনাঃ– চট্টগ্রাম সরকারী সিটি কলেজ থেকে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ইংরেজী ও আরবীতে ডিস্টিংশ্যন নম্বরসহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করায় অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন ও সিটি কলেজকে গৌরবান্বিত করায় উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ জনাব শামসুদ্দোহা, উপাধ্যক্ষ মহোদয় ও অধ্যাপক মন্ডলী কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষর স্বরূপ গত ১৪ই নভেম্বর, ২০০৭ খৃঃ সিটি কলেজ অঙ্গনে এ কীর্তিমান মহামান্য ব্যাক্তিত্বকে বিরল সংবর্ধনা প্রদান করেন। তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব ও অনন্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে অধ্যক্ষ মহোদয় কলেজের পক্ষ হতে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, অধ্যাপক মন্ডলী ও সুধী জনের উপস্থিতিতে সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করেন। অধ্যক্ষ মহোদয় তাহার ভাষণে মৌলানা মোহাম্মদ মকছুদুর রহমানের বহুগুণাবলীর উল্লেখ পুর্বক তাঁকে বিশ্বের জ্ঞান তাপস ও সাধকদের **'Generator of Knowledge'** হিসেবে অভিহিত করেন।

আরবী, উর্দ্দু, ইংরেজী ও বাংলায় ইতোমধ্যে তিনি শতাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য ও পারদর্শিতার স্বাক্ষর রাখেন। তন্মধ্যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল: আদদুরারুল মনছুরা মিনাত্ তাফাসীরিল মশ্‌হুরা, আল-মারুফ বিতুহ্‌ফাতু আহলিননুহা ফি তফসীরে সূরাতে ত্বা-হা:এই মহান গ্রন্থটি হজরত কেবলা ও কাবা (কঃ) এর পবিত্র নির্দেশে বহু দুর্লভ তফসীর শরীফের গ্রন্থ সমূহ হইতে সূরা ত্বা-হা শরীফের উপর ৪ খন্ডে সংকলন করেন। আল-ফুতুহাতু জাহাঁগীরিয়া মিনাল ফুয়ুজাতিন্ নববিয়তিল জারিয়া: পবিত্র ছহীহ বোখারী শরীফের প্রথম হাদীছ শরীফ "ইন্নামাল আমালূ বিন নিয়াত" এর উপর ২ খন্ডে এই ব্যাখ্যা গ্রন্থ হাদীস

শরীফের উল্লেখযোগ্য শরাহসমূহ হতে আরবী ভাষায় সংকলন করেন। আন্‌নাফহাতুল ফায়েহাতুল জাহাঁগীরিয়া ফি জাওয়াজিল ফাতেহাতির রাছমিয়া: প্রচলিত ফাতেহার সিদ্ধতার উপর আরবী ভাষায় প্রণয়ন করেন। ফতহু জুলমেনান ফি জাওয়াজে ওয়াজয়ে ওয়ারকিশশজরাহ ফিল কফন: এই ফত্ওয়াটি হজরত রসুলে মকবুল (দঃ) পর্যন্ত পীরানে পীরগণের পরম্পর নামসম্বলিত শজরা শরীফ- মৃত ব্যক্তির কাফনের উপর রাখার বৈধতার উপর আরবী ভাষায় প্রণয়ন করেন। আলখজীনাতুল জাহাঁগীরিয়াতুল জলীয়া ফি শরহিল বছমালা ওয়াল হামদালা ওয়াত্ তছলিয়া:এই কিতাবটি বিছমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ও দরূদ শরীফের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার উপর ২ খন্ডে আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। মজমাউল বাহরাইন ওয়া মানবায়ুন্ নাহরাইন ফি ফজায়েল ইয়াউমিল ইছনাইন: এই কিতাবটি সোমবার দিবসের ফজিলত বর্ণনায় আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। আদদুরারুল গুরার ফি আছরারিশ্ শুকর: এই কিতাবটি আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতার রহস্য বিবরণের উপর আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। আল আসালুল মুসাফফা মিন নাহলিল মুস্তফা (দঃ): এই পবিত্র কিতাবটি প্রথম শাহ জাঁহাগীর হজরত শেখুল আরেফীন (কঃ) ও দ্বিতীয় শাহ জাঁহাগীর হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ) এবং তৃতীয় শাহ জাঁহগীর হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনীর উপর আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। অননজুমছ্ ছাকেব ফি মানাকেবে আমীরিল মুমিনীন আলী বিন আবি তালেব: এই কিতাবটি আরবী ভাষায় হজরত আলী (রঃ) এর জীবন চরিত। খজায়েনুল আছরার ওয়া লতায়েফুল আবরার ফি মানাকেবে গৌছিল আবরার ওয়া কুতুবিল আখয়ার (রঃ): এই মহাগ্রন্থটি বড়পীর হজরত গৌছুল আজম (রঃ) এর পবিত্র জীবনের উপর ২ খন্ডে লিপিবদ্ধ করেন (আরবী), তাওয়ালিউল হক ওয়া লাওয়ামেউল বরক ফি মানাকেবেশ শেখ আহমদ আবদুল হক (রঃ) (আরবী), আল বাহরুত্তামি ফি মানাকেবে সুলতানিল আরেফীন আল্‌বিছতামি (রঃ) (আরবী), আদ্‌দুরুর মনজুম ওয়াছ্ ছিররুল মকতুম (আরবী), মরজানুল আইলম ফি মানাকেবে শেখে শুয়ুখিল আলম (রঃ): এই কিতাবটি প্রথম শাহ জাঁহাগীর (কঃ) এর পীর মুর্শিদ, শমছুলবারী শরহে সহীহ আল বুখারী (আরবী), হজরত শাহ্ জাহাঁগীর তাজুল আরেফীন (কঃ): ভুবনবরেণ্য মহাপুরুষ ও যুগশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী, হজরত শমছুল আরেফীনের (ক.) পবিত্র জীবন চরিত, আশ্‌শামাইমুল আনবরিয়া ফী জিক্‌রিল মাশায়েখীল জাহাঁগীরিয়া, আজ জখিরাতুল জাহাঁগীরিয়া ফী জিক্‌রে আইম্মাতিত তরকিল আলীয়াহ্, Hazrat Shah Jahangir Tajul Arefin (Q.S.A): The Shining Crown of the Exalted Saints, Hazrat Ashraf Jahangir Simnani (R.A.) and his odd encounters in Sultanat-e-Bangalah: Mirzakhil Darbar Sharif, a case study, The Greatest Saint of the World.

তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পি.এইচ.ডি গবেষণার সাথে সাথে স্বীয় পীর মুর্শিদের [হজরত চর্তুথ শাহ জাহাঁগীর (কঃ)] একান্ত ইচ্ছা ও পবিত্র নির্দেশে তথা সিলসিলায়ে আলীয়া জাহাঁগীরিয়ার পূর্ববর্তী পীর মুর্শিদগণের প্রদর্শিত পথে পীরের মর্জি মোবারকের তাগিদে দরবার শরীফের গায়েবী সংসারের সকল প্রকার সাংসারিক ও দাপ্তরিক কর্মকান্ডের ব্যবস্থাপনার সমন্বয়কারীরূপে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

"তুমি তোমার পীরের কোন্ কোন্ দয়া ও দানের কথা অস্বীকার করবে,
যিনি তোমাকে দয়া ও দানের বর্ষণে সিক্ত করছেন অবিরত।"

মির্জাখীল দরবার শরীফের অজানা কথা

দিদারুল আলম বি এস সি
শিক্ষক, বড় হাতিয়া মাল পুকুরিয়া এম ইউ মাদ্রাসা

"মরণের সাথে সাথে যদি মানুষের মন থেকে মুছে যেতে না চাও তাহলে
এমন কিছু লিখে যাও যা পড়ার মতো অথবা এমন কিছু করে যাও যা লিখার মতো।"

-বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

মহাপুরুষগণ সব সময় জন্মায় না। মানুষকে অপেক্ষা করতে হয় যুগ যুগ ধরে, এমনকী শতাব্দী পর্যন্ত। সময়ের আবর্তে কতো মানুষ জন্মাচ্ছে আর মরে যাচ্ছে– তাঁদের সকলকে মনে রাখার প্রয়োজনীয়তা মানুষ অনুভব করেনা। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ কালের পাতায় তো বটে অনাগত ভবিষ্যতের জন্যে ও স্মৃতিত হন, বরণীয় হন পরম শ্রদ্ধায়-মমতায়, ভালবাসায়, যারা তাঁদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন জ্ঞানের সাধনায়, মানুষের কল্যাণে, সর্বোপরি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে। যাঁদের উদ্দেশ্যে বলা যায়- "হে মহৎ কে বলে আজ তুমি নাই? তোমার কীর্তির মাঝে তুমি নিয়াছ যে ঠাঁই।" এ রকম এক মহান স্থান সাতকানিয়া উপজেলার ১৭নং সোনাকানিয়া ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী পীর আউলিয়ার পুণ্যস্থান "মির্জাখীল দরবার শরীফ"। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি ও অনুপম বৈচিত্রে আড়ম্বরপূর্ণ এই দরবার শরীফ। জনশ্রুতি আছে, এ দরবার শরীফ সর্বাধিক প্রাচীন একটি পীরের স্থান। প্রতিনিয়ত এ দরবার শরীফ মানুষকে সত্যের পক্ষে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মির্জাখীল দরবার শরীফ জাহাঁগীরিয়া তরিকার এক মহামিলনের প্রাণকেন্দ্র। অনধিক দু'শ বছর পূর্বে এ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ দরবার প্রতিষ্ঠাতাদের পূর্ব পুরুষগণ মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর পবিত্র বংশধারী সৈয়দ ছিলেন। তাঁরা ভারতের দিল্লী হতে নবী করিম (সঃ) এর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার দেয়াং এলাকায় প্রথম আগমন করেন। তাদেরই এক জন পুণ্যাত্মা সাতকানিয়া উপজেলার মির্জাখীল গ্রামে এ দরবারের গোড়াপত্তন করেন। তিনি হলেন ছৈয়েদুনা শাহ্ জাহাঁগীর (১ম) হজরত শেখুল আরেফীন (কঃ)। এই মহান ব্যক্তিত্বের পবিত্র নাম হজরত শাহ জাহাঁগীর মৌলানা মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান ছাহেব (কঃ)।

জীবন বৃত্তান্তঃ হজরত শেখুল আরেফীনের (কঃ) ওয়ালেদ ছাহেব হজরত ছৈয়দ গোলাম আলী (রঃ)। তিনি ১২২৯-১৩০২ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং যেদিন দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন সেদিনও ছিল সোমবার। তিনি সমগ্র ভারত উপমহাদেশে জমাতে উলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি বিখ্যাত, "শরহুছ ছুদুর ফি দফয়িশ শুরুর" গ্রন্থসহ দু'শর অধিক গ্রন্থের প্রণেতা।

ছৈয়েদুনা শাহ জাহাঁগীর (২য়) হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ) হজরত শাহ্ জাহাঁগীর মৌলানা মোহাম্মদ আবদুল হাই ছাহেব (কঃ) হলেন হজরত শাহ্ জাহাঁগীর শেখুল আরেফীন (কঃ) এর পুত্র। ১২৭৬ হিজরী সোমবার তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৩৩৯ হিঃ, ১৩৩০ বাংলা ৬ ভাদ্র, সোমবার আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৩০৫-১৩০৭ হিজরী ফেরিঙ্গি মহলে শিক্ষাদান ও চশমায়ে রহমত মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তিনি প্রায় আড়াইশয়েরও অধিক পুস্তকের প্রণেতা।

ছৈয়েদুনা শাহ্ জাহাঁগীর (৩য়) হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) হজরত শাহ্ জাহাঁগীর মৌলানা মোহাম্মদ মখছুছুর রহমান ছাহেব (কঃ)। হজরত শাহ্ জাহাঁগীর ফখরুল আরেফীন (কঃ) এর পুত্র। ১৩৩৩ হিজরী সোমবার শবেকদর রাতে তিনি মায়ের গর্ভে শুভাগমন ও ১৩৩৪ হিজরী ২৭ জমাদিউসসানী জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৯১ হিজরী ২৪ জমাদিউসসানী সোমবার আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জাহাঁগীর ১২৬৭, ১৩২১ ও ১৩৫৮ হিজরী পবিত্র গৃহে প্রত্যাবর্তন ও মছনদনসীন হন। এ মনিষীগণের অনেক স্মরণীয় দিক রয়েছে। যার মধ্যে প্রথম শাহ জাহাঁগীরের শুভদিন সোমবার ধরাধামে আগমন এবং মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ওফাত দিবসের তারিখ অনুযায়ী ১২ তারিখ বেছাল

শরীফ। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের কঠোর সাধনা, যে কোন বিষয়ের মূল ভাবার্থ ১৪ বৎসর পর্যন্ত স্মরণ থাকা। দ্বিতীয় শাহ জাহাঁগীরের মায়ের গর্ভে 'আনাল হক' হওয়ার শুভ সংবাদ, হজরত খিজির (আঃ) কর্তৃক তদীয় পবিত্র থুথু নিক্ষেপ, জ্ঞানের গভীরতা ও পান্ডিত্য সম্পর্কে তাঁর ওস্তাদ মহোদয়গণের স্বীকৃতি দান, যে কোন বিষয়ের মূলভাব সুদীর্ঘ ৭ বছর পর্যন্ত স্মরণ রাখা। তৃতীয় শাহ জাহাঁগীরের শিশুকালে মাতৃস্তন্য বিবর্জিত হওয়া, ধাত্রীমাতার পরিপোষণ, বাল্যকালে পিতৃহীন হয়ে লালন পালন, মেঘ খন্ড কর্তৃক ছায়াদান প্রভৃতি অন্যতম গায়েবী ঘটনা। দরবার শরীফে উনাদের পবিত্র মাজার শরীফ রয়েছে।

বর্তমানে ছিলছিলার একমাত্র কর্ণধাররূপে শাহ্ জাহাঁগীর শমছুল আরেফীন (কঃ) এর বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণায় অভিষিক্ত সুযোগ্য সাজ্জাদানশীন মহর্ষিকূল শিরোমণি পীর মুর্শিদ শাহ্ জাহাঁগীর হজরত তাজুল আরেফীন মৌলানা ছৈয়দ মোহাম্মদ আরেফুল হাই ছাহেব কেবলায়ে আলম (কঃ) ৪র্থ শাহ্ জাহাঁগীরের পবিত্র তত্ত্বাবধানে উনার (কঃ) রূহানী জানশীন মৌলানা মোহাম্মদ মকছুদুর রহমান স্বীয় পীরের নির্দেশ পালনের সাথে সাথে পূর্ববর্তী পীরাণে পীর ও মাশায়েখগণের পদাঙ্ক অনুসরনক্রমে তরিকার যাবতীয় কাজ পালনে রত রয়েছেন।

তরিকতে জাহাঁগীরিয়া সিল্‌সিলা উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে পরিচিত। শুধু বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেই এ পাক দরবার শরীফের ভক্ত মুরিদান সীমাবদ্ধ নেই। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ভারত, পাকিস্তান, বার্মা, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়াসহ পৃথিবীর বহুদেশে এ দরবার শরীফের মুরিদান রয়েছে। তাঁরা সময় মতো ঠিকই এসে ওরস মোবারকে শরীক হন। মির্জাখীল দরবার শরীফ বছরে ৩ বার ওরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। দেশের কোথাও এ তরীকতে দরবারী চাঁদার রেওয়াজ নেই। দরবারী খাওয়ার রেওয়াজ আছে। ফাতেহা পাঠ ছাড়া দরবার শরীফে কোন খাদ্য পরিবেশন হয়না। মির্জাখীল দরবার শরীফে মহিলা মুরিদানের পর্দার বাইরে আসার নিয়ম নেই। গভীর রাত্রে পুরুষরা ঘুমিয়ে যাওয়ার পরই তারা মাজার জিয়ারত করতে পারে। মহিলাদের সার্বক্ষণিক পর্দার ভেতরে থাকতে হয়। যে জিনিসটি খুব বেশী লক্ষণীয়, সেটি হল ভক্ত মুরীদগণের মাথায় চাঁদ টুপি পরিধান করা। তাছাড়াও সকলের জন্য এই দরবার শরীফে প্রবেশ ও নির্গমনে কিছু কায়দা-কানুন রয়েছে। দরবার শরীফের পরম পূজনীয় সাজ্জাদানশীনগণের একান্ত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় মির্জাখীল দরবার শরীফকে ঘিরে বাংলা বাজার প্রতিষ্ঠা করাসহ মির্জাখীল গ্রামে অগ্রণী ব্যাংক, বাংলা বাজার শাখা, সাতকানিয়া সদর বিদ্যুতায়নের আগে মির্জাখীল গ্রামে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন, ডাকঘর প্রতিষ্ঠা ছাড়াও বহুমুখী জনহিতকর ও মানবতার জন্য কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। দু'মাইল দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ৬০ ফুট, উচ্চতা ৬ ফুট বিস্তৃত দরবার শরীফ হতে সাতকানিয়া রাস্তাটি হজরত শাহ্ জাহাঁগীর শমসুল আরেফীন (কঃ) এর পবিত্র নির্দেশেই দরবার শরীফের অনুসারীরাই তৈরী করেছেন। মানবতার কল্যাণে তথা কৃষিপ্রধান দেশ বাংলাদেশের কৃষি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মির্জাখীল দরবার শরীফের নিকটবর্তী ঘোনায় বিশাল এলাকাজুড়ে কৃষি জমিতে শুষ্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থাকল্পে 'ক্রস ডেম' নির্মাণ করতঃ পানির সুষ্ঠু বন্টনের নিশ্চয়তা বিধান করে চলেছে অনতিকাল ধরে। ইসলামের প্রচার-প্রসারে সুফী তত্ত্বের অন্তর্ভুক্তির ধারণার স্পষ্ঠ দৃষ্টান্তরূপে পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বত্র মির্জাখীল গ্রাম তথা মির্জাখীল দরবার শরীফে এসকল কালজয়ী মহাপুরুষগণের সুদৃঢ় অবস্থান স্বমহিমায় চির অম্লান হয়ে থাকবে। এ দরবার শরীফের নিয়ম-কানুন সমাজের একটি মহল মেনে নিতে পারেনা বলে হয়তো বিরুদ্ধবাদীরা দরবার শরীফ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। যুগেযুগে মিথ্যা, ভুল ও বিভ্রান্তিকর, মনগড়া এমন কোন কিছুই যেমন সদা সত্যের উজ্জ্বলতার কাছে পরিষ্কারভাবে পরাভূত হয়েছে। মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করি যেন মির্জাখীল দরবার শরীফের অমূল্য কীর্তি আলোকিত সূর্য্যের ন্যায় চিরদিন জাগরুক থাকে।

হজরত কেবলা (কঃ) এর একান্ত দয়ায় ড. মৌলানা মোহাম্মদ মকছুদুর রহমান সিল্‌সিলা আলীয়া জাহাঁগীরিয়ার মহাত্মা পীরানপীরগণের ওরস শরীফে মুরীদানগণের যাতায়তের সুবিধার জন্য সরকারীভাবে ঢাকা, সিলেট, চাঁদপুর হতে চট্টগ্রাম প্রভৃতি দূরবর্তী এলাকার মানুষের যাতায়াতের জন্য ট্রেনের ও দূরপালার গাড়ীর সুবন্দোবস্ত করেন। তাছাড়া ওরশ শরীফে লক্ষ ভক্ত মুরীদানের যথার্থ চিকিৎসার জন্য সরকারীভাবে ডাক্তারের ব্যবস্থা করেন। ওরস শরীফে আইন-শৃঙ্খলা জন্য সরকারী আইজি থেকে অনুমতির ব্যবস্থা করেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে দুর্লভ কিতাব সংগৃহীত করে।

সুফি তত্ত্বে সেমা বা ঐশ্বরিক সঙ্গিত শ্রবণের সিদ্ধতা

মৌলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, শাহচান্দ আউলিয়া কামিল (এম.এ) মাদ্রাসা,পটিয়া।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। তাসাওফ ও তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রসূলের নৈকট্য লাভই হল ইসলাম ধর্মের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। কুরআন মজিদে ২৯টি আয়াতে তাযকিয়ার কথা বলা হয়েছে। নবী রসুলগণের প্রধান চারটি দায়িত্বের মধ্যে তাযকিয়া অন্যতম দায়িত্ব। তিলাওয়াতে আয়াত, তাযকিয়া, তালিমুল কিতাব ও তালিমুল হিকমা-এ চারটি বিষয়ের কোন একটি বাদ দিলে রসুলকে মানা হয় না। এজন্যই তাসাউফ ও তাযকিয়ার ইলম অর্জন করা ফরজে আইন। সালাত, সওম, যাকাত, হজ্জ যেভাবে শেখা ও আমল করা ফরজে আইন। ঠিক একইভাবে ইলমুত তাযকিয়া ও তাসাওফের জ্ঞান অর্জন করা এবং আমলে পরিণত করা ও ফরজে আইন। মানুষের শারীরিক রোগ চিকিৎসার জন্য যেভাবে ডাক্তার প্রয়োজন, তদ্রূপ আত্মিক রোগের জন্য শায়খের প্রয়োজন যিনি আল্লাহ, রসূল ও সালেহ বান্দাগণের ত্বরিকা মোতাবেক তাযকিয়ার জ্ঞান দান করবেন। সোলতানুল আরেফীন হজরত বায়েজীদ বোস্তামি (রঃ) এরশাদ করেছেন–

من ليس شيخ له فشيخه شيطان

অর্থাৎ: যার কোন শেখ বা আত্মিক শিক্ষক নেই তার শেখ হল শয়তান। আল্লাহতায়ালা তাযকিয়া অর্জনকারীদের সফলকাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে -

قد افلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي

অর্থাৎ: সে ব্যক্তিই সফলকাম যে তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধি লাভ করে, তাঁর রবের নামের যিকির করে অত:পর সালাতে মনোনিবেশ করে।

অতএব, তাসাওফ বা ত্বরিকত হল শরীয়তের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, শরীয়ত শুধুমাত্র ফিক্‌হ এর নাম নয়, বর্তমান সময়ে যেমন এক শ্রেণীর লোকেরা মনে করে থাকে। বরঞ্চ ফিক্‌হ ও তাসাওফ উভয়ের সম্মিলিত নাম হল শরীয়ত। ফিক্‌হ শাস্ত্র হতে ঈমান ও ইসলামের আমলী তথা বাহ্যিক শিক্ষা অর্জন হয়। আর এর মূল ও বাস্তব জ্ঞান অর্জন হয় মহাত্মা পীরানে এজামের সংস্পর্শে। “মা লা বুদ্দা মিনহু” নামক ফিক্‌হ গ্রন্থে বর্ণিত আছে: “নূরে বাতেন পয়গাম্বরে খোদা (সাঃ) আজ সিনায়ে দরবেশাঁ বায়দ জুছত ওয়া বেদাঁ নূর সিনায়ে খোদরা রওশন বায়দ করদ তা খাইর ওয়া শর বফেরাছতে ছহীহা দরয়াফত শুদ”।

অর্থাৎ: বাতেনী নূর রাসূলের (দঃ) পবিত্র সত্তা থেকে দরশেগণের বক্ষে অর্জিত হয় আর সেই নূর দ্বারা নিজ নিজ বক্ষকে আলোকিত কর। যাতে করে কল্যাণ ও অকল্যাণ সঠিক দৃষ্টি শক্তি দ্বারা জানা যায়। সুতরাং তাসাওফকে শরীয়ত থেকে ভিন্ন মনে করা ও অস্বীকার করা নিরেট মূর্খতা ও কুফরী। শরীয়তের ফিক্‌হ আমল করার জন্য যেমন চার মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম হজরত আবু হানিফা (রঃ), হজরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ), হজরত ইমাম মালেক (রঃ), হজরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ)– এ চার জনের যেকোন এক জনকে অনুসরণ করা ওয়াজিব অনুরূপ শরীয়তের তাসাওফ অনুসরণের জন্য চার ত্বরিকতের প্রসিদ্ধ ইমাম তথা হজরত সৈয়দুনা মাহবুবে ছোবহানী গৌছে ছমদানী হজরত শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ), হজরত খাজায়ে খাজেগান খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ), হজরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (রঃ)ও হজরত শেখুশ শুয়ুখ শেখ শেহাবুদ্দীন সাহরাওয়ার্দী (রঃ) এ চারজন মহাত্মার যে কোন এক জনের অনুসরণ করা অপরিহার্য। ফিক্‌হ শাস্ত্রের কিছু মাসলা মাসায়েলের ক্ষেত্রে যেভাবে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে অনুরূপ ত্বরিকতের কিছু মাসলা মাসায়েলের ক্ষেত্রেও মশায়েখে এজামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ত্বরিকতের সেমা তথা বাদ্য যন্ত্রের সহিত ঐশ্বরিক সঙ্গীত শ্রবণ সম্পর্কে শরীয়তের ফিক্‌হ শাস্ত্রের ইমাম ও ত্বরিকতের ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। শরীয়তের ফিকহ শাস্ত্রের ও ত্বরিকতের অধিকাংশ ইমামদের মতে সেমা মোবাহ বা জায়েজ। নিম্নে সেমা বা বাদ্যযন্ত্রের সাথে সঙ্গীত শ্রবণের সিদ্ধতার উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

'সেমা' তথা বাদ্য যন্ত্রের সাথে ঐশ্বরিক সঙ্গীত শ্রবণঃ

'সেমা' আরবী শব্দ এর শাব্দিক অর্থ শ্রবণ করা। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম শেখ আব্দুল গণী আননাবলেসী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইযাহুদদালালাত ফি সেমাইল আলাত' গ্রন্থে সেমার পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- "জেনে রাখুন, আরবী ভাষাবিশারদগণের মতে সেমা শব্দটি عام তথা সাধারণ শব্দ। এটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর হউক অথবা অনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর, সুফী সঙ্গীত, প্রেম সঙ্গীত- উভয়কে অন্তর্ভূক্ত করে। যন্ত্রের সাথে হোক অথবা ছাড়া অথবা শুধু মাত্র যন্ত্রের সুর শ্রবণ হওক । আর যন্ত্র বলতে ঢোল, বাঁশী, খাসা যেটাই হোক না কেন। আর এসব যন্ত্র গানের সাথে ব্যবহারের সঙ্গে নৃত্য ও প্রেমোল্লাস মিলিত থাকুক অথবা না থাকুক। আর বিবাহ, ঈদ, কোন অতিথি আগমন, যিকির মাহফিল কিংবা দরূদ শরীফ পাঠ উপলক্ষ্যে হওক অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে হওক। আর সেমা মাহফিল কারও ঘরে অথবা মসজিদে অথবা ওলামায়েকেরাম ও বুজর্গদের আমন্ত্রিত বৈঠকে হঠাৎ করে অথবা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হোক অথবা অনির্দিষ্ট সময়ে হোক। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য হউক অথবা শুধু মহিলা বা শুধু পরুষের জন্য হোক। এসব কিছু সেমার অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে"।

আল কোরানের দলিল:
মহান আল্লাহতা'লা এরশাদ করেন:- ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

অর্থাৎ: তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তু সমূহ বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু সমূহ হারাম বা অবৈধ করে।

অত্র আয়াতে الطيبات দ্বারা المستلذات অর্থাৎ তৃপ্তি দায়ক বিষয় উদ্দেশ্য। যেমন প্রখ্যাত ফকিহ ইবনে আবদুছ ছালাম তাঁর রচিত গ্রন্থ دلائل الاحكام এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, আরবী ভাষাবিশারদগণের দৃষ্টিতেও طيبات দ্বারা তৃপ্তিদায়ক পবিত্র ও বৈধ বিষয়কে বুঝায়।

সুতারাং পবিত্র কোরান পাকের দলীল দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে সমস্ত সঙ্গীতে অবৈধ কোন কিছুর সংমিশ্রণ নাই যা মানুষের আত্মাকে তৃপ্তি প্রদান করে প্রাণস্পন্দন যোগায় তা শ্রবণ করা মুবাহ বা জায়েজ।

আর সুফীতত্ত্বের মাশায়েখগণ যে সেমা বা সঙ্গীত শ্রবণ করেন তা শুধু জায়েজ নয় পরম করুণাময় আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও আল্লাহর নূর দ্বারা স্বীয় আত্মাকে আলোকিত করার অন্যতম একটি মাধ্যম বটে। সুফীতত্ত্বে মাশায়েখগণের সেমা বা সঙ্গীতশ্রবণকে যারা খেল তামাশা (لهو لعب) মনে করে তাদেরকে স্মরণ করে দিচ্ছি যে আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে এরশাদ করেছেন–

انما الحيوة الدنيا لعب ولهو

অর্থাৎ: পার্থিব জীবন খেল তামাশা মাত্র। অত্র আয়াতের আলোকেও প্রমাণিত হচ্ছে যে দুনিয়ার সব কিছুই لهو لعب বা খেল তামাশা। সুতরাং সেমা বা সঙ্গীতশ্রবণকে (لهو لعب) খেল তামাসা বলে যদি অবৈধ কোন কিছু মনে করা হয় তাহলে দুনিয়ার সমস্ত কিছুই অবৈধ হিসেবে পরিগণিত হবে। পবিত্র কোরান পাকের অপর আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন-

ان انكر الاصوات لصوت الحمير

অর্থাৎ: নিশ্চয় সূরের মধ্যে গর্দভের সূরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর (সূরা লোকমান-১৯) । এ আয়াত দ্বারা সুন্দর সুর প্রিয় ও প্রশংসনীয় হওয়া বুঝায়। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ما بعث الله نبيا الاحسن الصوت

অর্থাৎ: আল্লাহ পাক নবীদেরকে সুন্দর সুর দ্বারা প্রেরণ করেছেন।

হযরত দাউদ (অ:) এর প্রশংসায় হাদীসের মধ্যে বর্ণিত আছে

انه كان حسن الصوت في النياحة علي نفسه وفي تلاوة الزبور حتي كان يجمع الانس والوحش والطير لسماع صوته وكان يحمل من مجلسه اربعمأة جنازة وما يقرب منها في الاوقات-

অর্থাৎ: হজরত দাউদ (আঃ) যবুর কিতাব তিলাওয়াত ও ক্রন্দনের ক্ষেত্রে সুন্দর সুরের অধিকারী ছিলেন। অতঃপর যবুর কিতাব তিলাওয়াতের সময় তাঁর পবিত্র কণ্ঠের সুর শুনার জন্য মানুষ, বন্যপ্রাণী, পাখিরা ভিড় জমাত। তাঁর মাহফিল থেকে চারশত বা তার কাছাকাছি মনুষ্য লাশ বের করা হত। সুতরাং হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হল সুন্দর সুর হল নবীগণের একটি বিশেষ গুণ। আর সাহাবাদের মধ্যে যারা সুন্দর সুরের অধিকারী ছিলেন তারা আল্লাহর রসূলের কাছে প্রশংসনীয় ছিলেন। যেমন-

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في مدح ابي موسي الاشعرى لقد اعطي مزمارا من مزامير ال داؤد-

রাসুল (দঃ) হজরত আবু মুসা আল আশ আরীর প্রশংসায় বর্ণনা করেন-আবু মুসা আশ আরীকে দাউদ (আঃ) এর বাঁশীর ন্যায় সুন্দর সুর প্রদান করা হয়েছে। অতএব সুন্দর সুরে হামদ, নাত, গজল, আধ্যাত্মিক সঙ্গীত শ্রবণ পবিত্র কোরআনের আলোকে বৈধ। কেউ যদি বলে থাকেন সুন্দর সুর শ্রবণ শুধু মাত্র কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে জায়েজ হবে অন্য কোন সঙ্গীত ও গানের ক্ষেত্রে জায়েজ নয়। তাহলে কোকিলের সুললিত কণ্ঠের সুর ও বুলবুলির মিষ্টি মিষ্টি আওয়াজ শ্রবণ করাও না জায়েজ হবে। কারণ এটা কোরআন শরীফ নয়। এধরনের খোঁড়া যুক্তি মূর্খতা বৈ অন্য কিছু নয়। অতঃপর যদি কোকিল পাখির সুললিত কণ্ঠের সুর ও বুলবুলির মিষ্টি মিষ্টি আওয়াজ যার কোন অর্থ নাই সে গুলো শ্রবণ করা যদি মুবাহ বা জায়েজ হয়ে থাকে তাহলে বিশুদ্ধ অর্থ ও জ্ঞানপূর্ণ ছন্দ যা দ্বারা বান্দার কলবে আল্লাহর প্রেম সৃষ্টি করে, তা শ্রবণ করা কি হারাম হবে? কখনো না। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে মুবাহ বা জায়েজ কাজ হলেও মশায়েখে এজামের দৃষ্টি তথা সুফীতত্ত্বে একটি উত্তম পদ্ধতি বটে।

হাদীস শরীফের দলীল:

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে–

عن عائشة رضى الله عنها قالت دخل علي النبي صلي الله عليه وسلم وعندى جاريتان تغنيان بغناءبعاث فاضطجع علي الفراش وحول وجهه ودخل ابوبكر رضى الله عنه فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما خرجتا-(رواه البخارى)

অর্থাৎ: হজরত আয়েশা (রঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, দুজন বালিকা বুয়াসের যুদ্ধের গান পরিবেশন অবস্থায় আল্লাহর রসুল (দঃ) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর মুখ ফিরিয়ে বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় আবু বকর (রঃ) প্রবেশ করলেন এবং আমাকে দমক দিয়ে বললেন আল্লাহর নবীর কাছে শয়তানের যন্ত্র। তখন রসুল (দঃ) আবু বকরের দিকে ফিরে বললেন তাদের কাজ তাদেরকে করতে দাও। যখন আবু বকর (রঃ) অন্যমনস্ক হলেন তখন আমি বালিকাদ্বয়কে চোখে ইঙ্গিত করলে বালিকাদ্বয় বেরিয়ে গেলেন। বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে- হে আবু বকর (রঃ) প্রত্যেক গোত্রের জন্য ঈদ রয়েছে আজ আমাদের ঈদ বা খুশির দিন।

পবিত্র 'নছাই শরীফের হাদীছে' বিবাহ ঘোষণা করা পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত হাদিছটি বর্ণিত আছে-

عن عامربن سعدرضى الله عنه قال دخلت علي قرظة بن كعب وابي مسعود الانصارى في عرس واذا جواريغنين اى فقلت صاحبئ رسول صلي الله عليه وسلم واهل بدر يفعل هذا عندكم فقال اجلس ان شئت فاسمع معناوان شئت فاذهب فانه قد رخص لنا في اللهو عند العرس (رواه النسائى)

অর্থাৎ: সাদের পুত্র আমের হতে বর্ণিত আছে ,আমি একবার বিবাহের মজলিছে কাবের পুত্র কোরজাতার এবং আবু মসউদ আনছারীর নিকট গেলাম। ঘটনাক্রমে সেখানে গৃহপরিচালিকা মেয়ে সকল গান করছিল। আমি বললাম আপনারা হজরত রসুলে করিম (দঃ) এর সঙ্গী এবং বদরের যুদ্ধের সাথী আপনাদের সম্মুখে এরূপ গান বাজনা হচ্ছে এটা কিরূপ? শ্রবণ

মাত্র রসুলুল্লাহর উভয় আছহাবরা বললেন যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে আমাদের সাথে বসে এই গীত বাদ্য শ্রবণ করতে পার, নতুবা চলে যাও। নিঃসন্দেহে আমাদিগকে হজরত রসুলে করিম (দঃ) হতে বিবাহ উপলক্ষে এই কার্য্যের জন্য অনুমতি দেওয়া গিয়াছে।

সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে-

عن عائشة رضي الله عنها ان ابابكر دخل عليها وعندها جاريتان تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا ابابكر فانها ايام عيد فانتهر هما ا بوبكر فكشف

অর্থ্যাৎ: হজরত আয়েশা (রঃ) হতে বর্ণিত হজরত আবু বকর (রঃ) আয়েশা (রঃ) এর ঘরে প্রবেশ করলেন এমতাবস্থায় দুজন বালিকা তাঁর ঘরে দফ (ঢোল) বাজাচ্ছেন আর আল্লাহর রসুল (দঃ) চাদর মুড়িয়ে শুয়ে আছেন। হজরত আবু বকর (রাঃ) বালিকাদ্বয়কে ধমক দিলে আলস্নাহর রসুল চেহেরা থেকে চাদর উন্মুক্ত করে বলেন, আবু বকর বালিকারা যা করতেছে করতে দাও কারণ এদিনটি হল ঈদের দিন। বাস্তব পক্ষে ঐদিন সমূহ হল মিনা দিবস।

উপরোল্লেখিত হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত আবু বকর (রঃ) গান পরিরেশন ও দফ তথা ঢোল বাজানোকে মন্দ জেনে রাসুল (দঃ) এর সম্মুখে বালিকাদ্বয়কে ধমক দিলেন। বাস্তবে হজরত আবু বকর (রঃ) এর ধারণা সঠিক ছিলনা তাই রাসুল (দঃ) হজরত আবু বকর (রঃ) কে সংশোধন করে দিলেন এবং ঈদ বা খুশির দিন এসব কাজ মুবাহ বা জায়েজ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করলেন।

অনুরূপ সহীহ তিরমিযি শরীফের হাদীস শরীফে আছে -

اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربو عليه بالدفوف-

অর্থাৎ: বিবাহ কার্যকে ঘোষণা কর এবং বিবাহের আকদ মসজিদে সম্পাদন কর। বিবাহের অনুষ্ঠানে দফ তথা ঢোল বাজাও। যাতে করে اعلان বা ঘোষণা হয়ে যায়।

অতএব বুঝা যায় যে, ঈদ বা কোন আনন্দকে উপলক্ষ করে ঢোল বা অন্য কোন বাদ্য যন্ত্রের সাথে সঙ্গীত পরিবেশন করা অথবা বিবাহ উপলক্ষে ঢোল বাজানো এটা শরীয়ত বিরোধী কাজ নয়। আল্লাহর রসুলের নির্দ্দেশ বটে। তাহলে সুফীতত্ত্বে মাশায়েখগণের বাদ্যযন্ত্রের সাথে সঙ্গীত পরিবেশন ও শ্রবণ শরীয়ত বিরোধী কাজ হওয়ার কোন অর্থ হতে পারে না।

আহমদ, তিরমিযী, ইবনে হেব্বান, বায়হাকী হজরত বুরাইদ থেকে এবং আবু দাউদ আবদুলস্নাহ ইবনে ওমর (রঃ) থেকে, ইমাম ফাকেহানী সহীহ সনদে আয়েশা (রঃ) থেকে কাঁছাকাছি শব্দে বর্ণনা করেন হজরত বুরাইদা বর্ণনা করেন যে রাসুল (দঃ) কোন এক যুদ্ধে বের হলেন যখন ফিরে আসলেন কৃষ্ণ বর্ণের একজন মহিলা আসলেন এবং বললেন হে আল্লাহর রসুল আমি মানত করেছি যে যদি আল্লাহতা'লা আপনাকে যুদ্ধ থেকে সুস্থ ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন তাহলে আমি আপনার সম্মুখে দফ তথা ঢোল বাজাব আর গান পরিবেশন করব। আল্লাহর রসুল (দঃ) এরশাদ করলেন যদি তুমি মানত করে থাক দফ বাজাও অন্যথায় বাজাইওনা। আর আবু দাউদ শরীফের বর্ণনা মতে আল্লাহর রসুল (দঃ) এরশাদ করেছেন তুমি তোমার মান্নত পূর্ণ কর। এ হাদীস শরীফের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, সঙ্গীত পরিবেশন ও দফ বাজানো জায়েজ বা মুবাহ। কারণ শরীয়তে হারাম কাজের কোন মান্নত নেই। ইমাম আজম হজরত আবু হানিফা (রঃ) এর মতে মুবাহ বা বৈধ কাজকে নিজের উপর অপরিহার্য করে নেয়ার নাম হল মান্নত। যদি দফ বাজানো ও সঙ্গীত পরিবেশন মূলত নাজায়েজ বা অবৈধ হতো তাহলে রসূল (দঃ) কখনো এ কাজের মানতকে পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ দিতেন না।

এজমায়ে উম্মতের দলীল:

সাহাবীদের মধ্যে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীগণ বাদ্যযন্ত্রের সাথে ঐশ্বরিক সঙ্গীত শ্রবণ করেছেন । যেমন ওমদা প্রণেতা উল্লেখ করেছেন "সাহাবীদের মধ্যে হজরত ওমর (রঃ), হজরত ওসমান (রঃ), হজরত আলী (রঃ), হজরত আবদুর রহমান ইবনে অউফ (রঃ), হজরত আবু ওবাইদা আল জররাহ (রঃ), হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রঃ),

হজরত আবু মাসউদ আল আনসারী (রঃ), হজরত বেলাল (রঃ), হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকম (রঃ), হজরত ওসামা বিন জায়েদ (রঃ), হজরত ইবনে ওমর (রঃ), হজরত বরা বিন মালিক (রঃ), হজরত আবদুল্লাহ বিন জাফর (রঃ), হজরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রঃ), হজরত হাসসান (রঃ), হজরত খাওয়াত বিন জুবাইর (রঃ), হজরত মুগিরা বিন শোবা (রঃ), হজরত আমর ইবনুল আস (রঃ), হজরত আয়েশা (রঃ), হজরত রবী (রঃ) সহ বহু সাহাবীগণ সঙ্গীত শ্রবণ করেছেন এবং একে বৈধ মনে করেছেন।

তাবেয়ীদের মধ্যে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন তাবেয়ী যেমন, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাঈব (রঃ), হজরত সালেম বিন আমর (রঃ), হজরত খারেজা বিন জায়েদ (রঃ), হজরত কাজী শুরাইহ (রঃ), হজরত সাঈদ বিন জুবাইর (রঃ), হজরত আমের শাবী (রঃ), হজরত আবদুল্লাহ বিন আবি আতিক (রঃ), হজরত আতা বিন আবি রেবাহ (রঃ), হজরত মুহাম্মদ ইবনে শিহাব জুহরী (রঃ), হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ), হজরত সাদ ইবনে ইব্রাহিম আয জুহরী (রঃ)সহ বহু তাবেয়ীগণ যন্ত্রের সাথে সঙ্গীতকে জায়েজ ও বৈধ মনে করে শ্রবণ করতেন। আর অসংখ্য অগণিত তবে তাবেয়ীগণ যেমন চার মাযহাবের ইমাম হজরত আবু হানিফা (রঃ), হজরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ), হজরত ইমাম মালেক (রঃ), হজরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ), হজরত ইবনে ওয়াইনা (রঃ) ও জমহুর শাফেয়ীগণ যন্ত্রের সহিত সঙ্গীত শ্রবণ করতেন এবং জায়েজ হিসাবে ফতওয়া প্রদান করতেন।

কেয়াসের দলীল:

আকল ও কেয়াস দ্বারা ও প্রমাণিত হয় যে, যন্ত্রের সুর, সঙ্গীত শ্রবণ শরীয়তের পরিপন্থী নয়। কারণ পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট এ পৃথিবী অসংখ্য কুদরতী রহস্য দ্বারা পরিপুর্ণ। যখন আমরা আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের দিকে মনোনিবেশ করি তখন দেখতে পাই বৈচিত্রময় দৃশ্য, শুনতে পাই হরেক রকম পাখির কলতান ও সুর। অরণ্যে যদি পথচলি শুনতে পাই বন্য প্রাণীদের অদ্ভুদ ধ্বনি, কিচিমিচির পাখির কলরব। সমুদ্র তটে যদি পদার্পণ করি শুনতে পাই পানির গুঞ্জন। যদি সুর ধ্বনি, সঙ্গীত শ্রবণ হারাম বা অবৈধ হয় তাহলে আল্লাহর এই সৃষ্টিকুলের সব সুর ধ্বনি শ্রবণই হারাম হয়ে যাবে। উসুলুল ফিক্‌হ এর বিধান মতে اصل الاشياء اباحة **অর্থাৎ:** প্রত্যেক বস্তুর মূল হল বৈধ। আনুষাঙ্গিক কারণে হারাম সাব্যস্থ হয়। যন্ত্রের সাথে সেমা বা সঙ্গীত শ্রবণ মূলত বৈধ তবে তখনই হারাম বা অবৈধ সাব্যস্থ হবে যদি সঙ্গীত নারীর প্রতি আকৃষ্টতা, ব্যভিচারের প্রতি উৎসাহ, মদ, জুয়া ইত্যাদি অশ্লীলতা পূর্ণ হয়।

সুতরাং প্রমাণিত হল যে, সেমা বা সঙ্গীত শ্রবণ مباح لعينه **অর্থ্যাৎ:** স্বভাবগত বৈধ। যন্ত্রের সাথে সেমা হারাম হওয়ার পক্ষে পবিত্র কুরান, হাদীস, এজমা ও কেয়াসের মধ্যে কোন প্রমাণ বিদ্যমান নেই। (নাইলুল আউতার)। হ্যাঁ যদি শরীয়ত বিরোধী কোন কথা, অশ্লীলতা, যদি এর মধ্যে পাওয়া যায় তখন হারাম বা অবৈধ হবে। তাহলে বুঝা গেল সেমা বা যন্ত্রের সহযোগে সঙ্গীত শ্রবণ مباح لعينه **অর্থাৎ:** স্বভাবগত বৈধ আর حرام لغيره **অর্থাৎ:** অবৈধতার সংমিশ্রণে হারাম বা অবৈধ।

সেমা সম্পর্কে শরীয়তের ইমামদের মন্তব্য:

التذكرة (আত তাযকেরা) গ্রন্থের প্রণেতা বর্ণনা করেন, হজরত আবু হানিফা নুমান বিন ছাবেত কুফী ও আবু আব্দিল্লাহ সুফিয়ান ইবনে সাঈদ আসসাউরী থেকে সঙ্গীত শ্রবণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা বলেন, সঙ্গীত শ্রবণ করা গুনাহ নয়তো, মন্দ ছগিরা গুনাহর কাজও নয়। ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ الايضاح (আল ইযাহ) এর মধ্যে বর্ণিত আছে হজরত ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ) থেকে ইবনে কুতাইবা ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেন, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) একজন প্রতিবেশি যার নাম আমর তিনি প্রত্যেক রাত্রে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন আর ইমাম আবু হানিফার তা মনোযোগের সাথে শুনতেন। كشف القناع عن اباحة السماع গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হজরত আবু ইফসুফ (রঃ) বাদশাহ হারুনুর রশীদের সভায় উপস্থিত হতেন, যে সভায় সঙ্গীত ও গান পরিবেশন হত। ইমাম আবু ইফসুফ (রঃ) মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন আর ক্রন্দন করতেন। সঙ্গীত শ্রবণ সম্পর্কে কেউ ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এর কাছে প্রশ্ন করলে তিনি ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর প্রতিবেশির সঙ্গীত শ্রবণের ঘটনা তুলে ধরতেন।

বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সেমা বা সঙ্গীত শ্রবণের সিদ্ধতার উপর ফতোয়া গ্রন্থ সমূহের ভাষ্য:

১. রদ্দুল মোহতার তথা ফতোয়া শামী পুস্তকের ৫ম খন্ড ৩৪৩ পৃষ্ঠায় সেমার সিদ্ধতা সর্ম্পকে লিখিত আছে, যে সমস্ত যন্ত্র যোগে হজরত সুফী মাহাত্মাগণ গান শ্রবণ করেছেন, সে সমুদয় যন্ত্রের প্রতি لهو لعب বা খেল তামাশার যে আদেশ নির্দিষ্ট আছে তাহা এস্থলে প্রজোয্য হবে না। যেমন আল্লামা শামী ফরমাইয়াছেন:

وهذا يفيدان الة اللهو ليست محرمت لعينها بل لقصد اللهو منها اما من سا معها او من المشتغل بها وبه تشعر الاضافة الاترى ان ضرب تلك الالة بعينها حل تارة وحرم اخرى باختلاف النية والامور بمقاصدها وفيه دليل ساداتنا الصوفيه الذين يقصدون بسما عها الخ-

অর্থ্যাৎ: নাককারা বাজনা সম্পর্কে যা লিখিত আছে তা দ্বারা বুঝা যায় যে নিঃসন্দেহে কোন বাদ্যযন্ত্র আপন অস্তিত্বে হারাম নয় কেবল যখন উহা খেল তামাশার জন্য বাজনো হয় তখনই মাত্র উহা হারাম হবে। খেলা তামাশার উদ্দেশ্য শ্রোতা বা বাদকের উদ্দেশ্য দ্বারা নির্দিষ্ট করতে হবে। যদি শ্রোতা ও বাদকের উদ্দেশ্য আমোদ, খেলা ও তামশার হয় তবে হারাম হবে নতুবা হারাম হবেনা। সুতরাং প্রত্যেক যন্ত্র নিজে বিলাস যন্ত্র নয়। (এই জন্য যন্ত্রের সাথে বিলাস যোগ করা হয়েছে) তোমরা কি দেখ নাই? এযন্ত্র গুলোর বাজনা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের (কখনো হালাল কখনো হারাম) হয়ে থাকে। অতএব কার্য্য সমূহের প্রতি আদেশ উদ্দেশ্য অনুযায়ী হয়ে থাকে। ইহা দ্বারা আমাদের সুফীগণের গান বাজনা সিদ্ধ বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং সমালোচকগণের উচিত যে মাহাত্মাগণের কার্য্যের উপর হঠাৎ করে কোনরূপ মত গ্রহণ না করেন যা দ্বারা আল্লাহতাআলার প্রতি বিরুদ্ধবাদিতা ও অবিশ্বাসের দায়ে পড়তে হয় এবং উক্ত মাহাত্মাগণের অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হতে হয়। উক্ত পুণ্যবান মাহাত্মাবৃন্দের আশীর্বাদ ও তাওয়াজ্জোদ্বারা আল্লাহতা'লা আমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করেন। আল্লাহতা'লা সেই পুণ্যাত্মাদের মঙ্গলময় আর্শীবাদ ও পুণ্যদান সমূহ যেন বার বার আমাদের প্রতি প্রদান করে থাকেন।

২. প্রসিদ্ধ ফতোয়া গ্রন্থ بدائع الصنائع কিতাবে রয়েছে-

السماع فى اوقات السرور تاكيداً للسرور وتهيجا له مباح ان كان ذالك السرور مباحا كالغناء فى ايام العيد وفى العرس وفى وقت قدوم الغا ئب ووقت الوليمة والعقيقة وعند ولادة الولد وعندالختان و عندحفظ القران -

অর্থাৎ: আনন্দের সময় আনন্দকে গতিশীল করার জন্য সঙ্গীত শ্রবণ মুবাহ বা বৈধ। যদি আনন্দটি বৈধ বিষয়কে কেন্দ্র করে হয় যেমন: ঈদ, বিবাহ, অতিথি আগমনের সময়, ওয়লিমা, আকিকা, সন্তান প্রসব, খতনা ও কোরআন শরীফ হেফজের সময় হয়ে থাকে।

৩. প্রসিদ্ধ ফতোয়া গ্রন্থ البحر الرائق কিতাবে রয়েছে-

ان الامام السرخسى جوزه فى العرس وعند قدوم الغائب وعند حصول رقة قلوب عبادالله المرضية-

অর্থাৎ: ইমাম সরাখসী (রঃ) সঙ্গীত শ্রবণকে বিবাহ, অতিথি আগমনের সময় ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের আত্মার কোমলতা ও প্রশান্তি অর্জনের সময় বৈধ হিসাবে ফতোয়া প্রধান করেছেন।

সেমা সম্পর্কে মহাত্মা সুফীগণ ও মাশায়েখগণের অভিমত:

সুফিয়ানেকেরামের মধ্যে তাপসকুল শিরোমনি, মাহবুবে ছোবহানী গৌছে ছমদানী পীরানেপীর দস্তগীর হজরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ), হজরত সৈয়দুনা জুনাইদ বাগদাদী (রঃ), হজরত মমশাদ উলু দাইনুরী (রঃ), হজরত ইসহাক ইব্রাহীম আল খাওয়াছ (রঃ), হজরত জুন্নুন মিশরী (রঃ), শেখুল কবীর আরেফ বিল্লাহ আবিল হাছান বিন ছালেম (রঃ), শেখুল কবীর আবুতালেব মক্কী (রঃ), শেখ রসলান (রঃ), শেখ ইব্রাহীম আল আজব (রঃ), সোলতানুল হিন্দ মাহবুবে ছোবহানী হজরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ), খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ), সোলতানুল মাশায়েখ খাজা নেজামুদ্দীন মাহবুবে এলাহী (রঃ), শেখুল কবীর আহমদ আবদুল হক রদৌলভী (রঃ), শেখ আব্দুল কুদ্দুস গঙ্গুহী

(রঃ), শেখ জালাল উদ্দীন তানিসর (রাঃ), খাজা ফরিদুদ্দীন গনজে শকর (রঃ), মাহবুবে ছোবহানী গৌছে ছমদানী হজরত শাহ জাহাঁগীর শেখুল আরেফীন শাহ সৈয়দ মৌলানা মোখলেছুর রহমান (রঃ), মাহবুবে ছোবহানী কুত্‌বে রব্বানী হজরত শাহ জাহাঁগীর ফখরুল আরেফীন শাহ সৈয়দ মৌলানা মোহাম্মদ আব্দুল হাই (রঃ), মাহবুবে ছোবহানী সোলতানুল মাশায়েখ শাহ জাহাঁগীর হজরত শমছুল আরেফীন সৈয়দ মৌলানা মোহাম্মদ মখছুছুর রহমান (রঃ), মাহবুবে ছোবহানী গৌছে দাওরান মুজাদ্দেদে জমান শাহ জাহাঁগীর তাজুল আরেফীন হজরত সৈয়দ মৌলানা মোহাম্মদ আরেফুল হাই (রঃ), আপন আপন যুগে ইলমে জাহের ও ইলমে বাতেনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সেমা তথা আধ্যাত্মিক সঙ্গীত শ্রবণ করতেন এবং সেমার মাধ্যমে রূহানী উন্নতি লাভ করে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রাপ্ত হয়েছেন। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রঃ) 'এহয়াউল উলুমিদ্দীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত আবুল খাইর আসকালানী (রঃ) যিনি স্বীয় যুগের আল্লাহর অলী ছিলেন তিনি সঙ্গীত শ্রবণ করতেন এবং শ্রবণের সময় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন। সেমা বিরোধীদের মত খন্ডনার্থে একটি কিতাব ও রচনা করেছেন। শেখুশ শুয়ুখ হজরত শেখ শেহাবুদ্দীন সহরওয়ার্দী (রঃ) তাঁর রচিত অনবদ্য গ্রন্থ 'আওয়ারেফুল মায়ারেফ' এ বলেন-

السماع يستجلب الرحمة من الله الكريم

অর্থ্যাৎ: সেমা করুণাময় আল্লাহর কাছ থেকে রহমত টেনে আনে।

উল্লেখ্য যে, মাহবুবে ছোবহানী, গৌছে ছমদানী, গৌছে মশরেক শাহ জাহাঁগীর হজরত ফখরুল আরেফীন সৈয়দ মৌলানা মোহাম্মদ আব্দুল হাই (কঃ) সেমা বা ঐশ্বরিক সঙ্গীত শ্রবণের সিদ্ধতার উপর *"তাহকীকুল আযাবীর ফী সেমায়ীল মাযামীর"* নামক আরবী ভাষায় এক অনবদ্য কিতাব রচনা করেন যা সর্বকালের জন্য সেমার সিদ্ধতার উপর এক চূড়ান্ত ফয়সালাকারী গ্রন্থ। আমি উক্ত মহা গ্রন্থের অনুসরণে আমার এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি প্রস্তুত করেছি। এতদ্ব্যতীত পরম পূজনীয় পীর মুর্শিদ তাপসকুল শিরোমনিম গৌছে জমান, কুতবে দাওরান শাহ জাহাঁগীর হজরত তাজুল আরেফীন (কঃ) এর বড় ছাহেবজাদা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞাপ তাপস, অলিকূলের অলংকার বর্ষিয়ান আলেমে দ্বীন মুফতি, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মকছুদুর রহমান উক্ত **"তাহকীকুল আযাবীর ফী সেমায়ীল মাযামীর"** গ্রন্থের আরবী ভাষায় এক অনন্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ **"তাদকীকুল আছাতীর ফি শরহে তাহকীকুল আযাবীর ফী সেমায়ীল মাযামীর"** রচনা করেছেন।

মূল কথা হল 'সেমা' বা বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে সঙ্গীত শ্রবণ ফকীহগণের মতে এখতেলাফী মাসআলা। এ বিষয়ে ফকিহ সম্প্রদায় দুদলে বিভক্ত। একদল সঙ্গীত শ্রবণকে সম্পূর্ণরূপে সর্বাবস্থায় হারাম মনে করেন। দ্বিতীয় দল বলেন, যদি হারাম কার্য তদসঙ্গে মিশ্রিত না থাকে তবে 'সেমা' বা বাদ্য যন্ত্রের সাথে সঙ্গীত শ্রবণ মুবাহ (পাপ পুণ্য শূন্য)। সঙ্গীত শ্রবণ যে কত্‌য়ী অকাট্যপে হারাম কোরান ও হাদীস শরীফে কোন প্রমাণ নাই। তাসাউফের মহাত্মা পীরানে পীরগণ, তাসাউফ বিশ্বাসী ফকিহগণ সেমা বা সঙ্গীত শ্রবণকে শুধু (মোবাহ) বা জায়েজ মনে করেন না বরং রূহানী তরক্কী তথা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য একটি বিরাট ওয়াছিলা বা মাধ্যম মনে করেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দা আউলিয়া-কেরামের সুপথ অনুসরণের মাধ্যমে উভয় জগতে সৌভাগ্যশালী করুন। আমিন! বেহুরমতে সৈয়দুল মোরছালীন।

সারা বিশ্বে একইদিনে ইসলামিক সকল আনুষ্ঠানিকতাঃ ঈদ ও রমজান

মৌলানা মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

বাংলাদেশে অধিকাংশ মুসলমান সুন্নি মতাদর্শে বিশ্বাসী, হানাফী মাযহাবের অনুসারী ও সত্য প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন সংগ্রামী। কেউ তাওহীদ-রেসালতের শানে বেয়াদবী ও ইসলাম ধর্মের ভাবমূর্তিতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ আঘাত করলে তার বিরুদ্ধে এ দেশের সচেতন ওলামায়ে কেরাম ও সুন্নি মুসলিম জনতা যথোপযুক্ত জবাব ও নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। কর্তব্যও তাই- যেমন রাসুল মকবুল (দঃ) এরশাদ করেছেন- 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ মন্দ কাজ হতে দেখবে সে অবশ্যই তা পরিবর্তন করে ভালোটা প্রতিষ্ঠা করবে তার হাত দিয়ে (অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করে) তা সম্ভব না হলে মুখ দিয়ে আর তাও সম্ভব না হলে তার মন দিয়ে (অর্থাৎ মনে মনে ঘৃণা করবে) আর শেষোক্তটা হল দুর্বল ঈমান।

রমজান মাসে রোযা পালন করা ইসলামের পাঁচ রোকনের অন্যতম একটি রোকন। তাছাড়া ঈদ, কোরবানী, হজ্ব, ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ), শবেবরাত ও শবে কদর ইত্যাদি ইসলামী অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপন করা চাঁদের সাথে সম্পর্কিত বিধায় একজন মাযহাব অনুসারীকে এ বিষয়ে স্বীয় ইমামের সিদ্ধান্ত জানা থাকা উচিত। প্রথম উদিত চন্দ্রকে অনুসরণ করে একই দিনে সারা বিশ্বে রোযা, ঈদ ও ইসলামী অনুষ্ঠানাদি পালন করাই হল ইমামে আজম তথা হানাফী মাযহাবর চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত। মুহাক্কেক আলেমগণ এ বিষয়ে ভাল ভাবে অবগত থাকলেও তাঁরা তাদের জবান দিয়ে এ সত্য বিষয়টি প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ উদাসীন। অথচ রাসূল মকবুল (দঃ) এরশাদ করেছেন -'সত্য বলা থেকে যে নিরব থাকে সে হল বোবা শয়তান'।

আর একদল আলেম ফতোয়া গ্রন্থ থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত খোঁজে বের করার যোগ্যতা না থাকার কারণে হানাফী মাযহাবের বিপরীত ভুল সিদ্ধান্তকে সঠিক মনে করে জোরগলায় বলে যে, আমরা অন্য দেশের চাঁদ দেখা দিয়ে রোযা ও ঈদ পালন করব না। আমরা বাংলাদেশের অধিবাসী বাংলাদেশের আকাশে চাঁদ দেখা দিয়ে রোযা রাখব ও ঈদ করব। তাদের সাথে কণ্ঠ মিলায় সাধারণ জনগণ। যার ফলে এদেশের ৯৯% মুসলমান হানাফী মাযহাব অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও রোযা ও ঈদ পালনে দু'দলে বিভক্ত হয়ে এক হাস্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। কেউ প্রথম উদিত চন্দ্রকে অনুসরণ করে বাংলাদেশের চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণার ২/১ দিন আগে রোযা রাখে ও ঈদ করে এবং অবশিষ্টরা বাংলাদেশের চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণা মতে ২/১ দিন পরে রোযা রাখে ও ঈদ করে। এমনকি আরব বিশ্বের ৩ দিন পরে রোযা ও ঈদ পালন হওয়ার বিরল দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমনঃ ১৯৮৬ সালে আমাদের দেশে ঈদ-উল-ফিতর মক্কা শরীফে উদযাপিত হওয়ার ৩ দিন পরে উদযাপিত হল।

বিগত প্রায় দু'শত বছর ধরে মির্জাখীল দরবার শরীফের মহাত্মা পীরান-পীরগণ তথা মাহবুবে ছোবাহানী গৌছে ছমদানী শাহ্ জাহাঁগীর হজরত শেখুল আরেফীন (কঃ), মাহবুবে ছোবহানী গৌছে মাশরীক শাহ্ জাহাঁগীর হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ), মাহবুবে ছোবহানী গৌছে ছমদানী সোলতানুল মাশায়েখ শাহ জাহাঁগীর হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ), তাপসকুল শিরোমনি গৌছে জমান কুতবে দাওরান, মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত শাহ জাহাঁগীর হজরত তাজুল আরেফীন (কঃ) ও হক্কানী আলেমগণ হানাফী মাযহাব অনুসারে প্রথম চন্দ্র উদয়ের ভিত্তিতে সারা বিশ্বে একই চন্দ্র ক্যালেন্ডার অনুসরণ করছেন এবং এর ভিত্তিতে ফরজ রোযা, ওয়াজিব ঈদ ও তাকবীরে তাশরীক সঠিক ভাবে পালনের জন্য জনগণকে সচেতন করে আসছেন। বিশেষ করে দ্রুত সংবাদ আদান প্রদানের মাধ্যমসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর মূল মাসআলা বা ফতোয়া অনুসারে আমল করতে আর কোন সমস্যা না থাকায় সচেতন জনগণ এখন জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে না। কারণ এই জাতীয় কমিটি আবার ও,আই,সি এর সিদ্ধান্ত মানছেন না। যদিও এর ওপর সারা বিশ্বের আলেমগণ জেদ্দা ভিত্তিক সম্মেলন ১৯৯৯ সালে ইজমা করেছেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধিও একই দিনে ঈদের পক্ষে রায় দিয়ে এসেছেন।

আল-হেলাল বা নতুন চাঁদ দেখার মাধ্যমেই প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীতে রমজান এসে গেছে। বিশ্বময় এ মেহমানের আগমনের সাড়া পড়ে যায়। কারণ এ নতুন চাঁদটি যে বিশ্বের সবার জন্য আল্লাহতায়ালার কালামে রয়েছে- "হে নবী! আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলে দিন, এটা সকল মানবমন্ডলীর জন্য চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার ও হজ্বের সময় নির্ধারক।" হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত এসেছে যেমন- নতুন চাঁদ দেখে সওম আরম্ভ কর আর তা দেখেই ঈদ কর। যদি আকাশ আচ্ছন্ন থাকে তাহলে ৩০ দিন পুরা কর। অন্য বর্ণনায় রয়েছে - সময়কে নির্ধারণ কর। (বুখারী ও মুসলিম রঃ) এ হাদীসে যেহেতু রাসুল (দঃ) তাঁর উম্মতকে ব্যাপকভাবে সম্বোধন করেছেন কাজেই চাঁদের উদয়ের স্থান কোন দেশ বা জাতি নয়, নির্বিশেষে এ নির্দেশ সবার উপর আরোপিত হয়েছে। এজন্য এ হাদীসটিকেই মাযহাবের ইমামগণ সারা দুনিয়ায় এক হুকমের সুদৃঢ় ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম মালেক (রাঃ), ইমাম আহমদ (রাঃ), ও প্রখ্যাত আলেমগণ এ হাদীসের সম্বোধন ব্যাপক ও বিশ্বজনীন হওয়ার যুক্তিতেই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যদি পৃথিবীর এক প্রান্তে চাঁদ দেখা যায় তাহলে অন্য প্রান্তে সে খবর নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হলে তাদের উপরও একই দিনে রোযা শুরুর ও ঈদ করা ফরজ। কারণ চাঁদের উদয় স্থানের বিভিন্নতার কোন গুরুত্ব নেই এবং সর্বপ্রথম উদিত চাঁদকেই সারা বিশ্বের সকলের অনুসরণ করতে হবে। এ বক্তব্যের প্রমাণের জন্য সিয়াম অধ্যায়-ফতাওয়া শামী, আলমগীরি, মারাকিউল ফালাহ, বাহরুর রায়েক, কাজীখাঁন, ফাতহুল কাদীর, বাজাজিয়াহ, আল ইখতিয়ার, আল ফিকহুল-ইসলামী। মালেকী মাযহাবের আল-মুনতাকা, শরহে জুরকানী, আশ সরহুছ ছগীর, ফাতহুর রাহীম, হাম্বলী মাযহাবের - মুগনী, রওদুন নাদী, জাদুল মুসতাকান, আস-আলসাবীল ফি মারেফতিদ্ দালীল, আল-কাফী আল-মুহার্রের ইত্যাদি কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য।

ইমামে আজম হজরত আবু হানীফা (রঃ) এর 'জাহেরে রেওয়ায়েত' অনুযায়ী চাঁদের উদয়স্থানের মাসের হিসাব সম্বন্ধে একই ধরনের ফয়ছালা দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব ফতোয়ায়ে আলমগীরির ১ম খন্ড ১৫৮ পৃষ্ঠাতে বলা হয়েছে, 'জাহেরে রেওয়ায়েত' অনুযায়ী চাঁদ উদয়ের স্থানের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। পাশ্চাত্যবাসীদের দেখার দ্বারা প্রাচ্যের উপর রোযা রাখা ওয়াজিব হবে- চাই সে দেশ কাছে হোক বা দূরে। আর যে চাঁদ দেখেনি সে শরীয়তের দৃষ্টিতে তারই মত আমল করবে যে চাঁদ দেখেছে। চাঁদ উদয়ের কাল ও স্থান ভিন্ন হোক তাতে পার্থক্য নেই- মুগনী, পৃষ্ঠা-৭৯ উমদাতুল ফিকহ পৃষ্ঠা ৪৯, বিশ্বের প্রধান ফতোয়া গ্রন্থেও চন্দ্র মাসের হিসেব সম্বন্ধে এ ধরণের ফায়সালা দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত ফতাওয়া আলমগীরিতে আছে ১ম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। চাঁদ দেখার তাৎপর্য সম্পর্কে আল্লামা বদর উদ্দিন আইনী (রহঃ) তাঁর 'উমদাতুল ক্বারী' গ্রন্থে লিখেছেন, "চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দর্শন শর্ত নয়। রাসুল (সাঃ) এর বাণী 'চাঁদ দেখে রোযা রাখ ' হাদীসটির কয়েকজনের দেখাই যথেষ্ট। (আইনি, খন্ড ১০ পৃষ্ঠা-২৭২ ও ২৮১) কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের দেশে স্থানীয় চাঁদ দেখার উপর নির্ভরের যুক্তি দেখিয়ে বলে- চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখে ছাড়ো। প্রশ্ন হচ্ছে যে, কারা দেখবে, কি বিশ্বের সকল রোযাদারকেই চাঁদ দেখতে হবে ? না, কিছু লোক দেখলেই চলবে। সে কিছু কতজন কমপক্ষে ? আবার তারা, কি প্রত্যেকে দেশের হতে হবে, না কি কোন একদেশের হলেই চলবে। ইত্যকার প্রশ্নাদির জওয়াব উপরোক্ত হাদীসেই রয়েছে - সম্বোধন যেহেতু আ'ম (ব্যাপক) কাজেই যে কোন কেউ দেখলে হবে। রমজান শুরুর বেলায় মেঘলা আকাশে চাঁদ দেখা গেছে বলে একজন সাক্ষ্য দিলেই তা গ্রহনীয়তা অবশ্যই সমাপ্তির বেলায় কমপক্ষে দু'জন স্বাক্ষী লাগবে। আর আকাশ পরিষ্কার থাকলে কয়েকজন স্বাক্ষীর দরকার হবে। তবে নির্দিষ্ট কোন দেশের লোক হওয়া শর্ত নয়। প্রথম দেখাই বড় কথা। আমরা হানাফী মাযহাবের হয়েও এতকাল যাবৎ শাফেয়ী মাযহাবের অনুকরণকে স্থানীয় দেখার উপর ঈদ ও রোযা করে আসছিলাম ওজরের কারণে। কিন্তু দ্রুত যোগাযোগ মাধ্যম আবিস্কৃত ও সহজলভ্য হওয়ার কারণে বহু পূর্বেই সেই ওজর দূর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও আমরা অবচেতনভাবে আগের মত করে যাচ্ছি। অনেক আলেম তো রেডিও টিভিকে যাদুর বক্স বলেই দায়িত্ব সেরে ফেলছেন। অনেকের ধারণা, নতুন করে করতে গেলে ফেতনা বাড়বে। প্রশ্ন হচ্ছে, ফরজ সিয়াম ও ওয়াজিব ঈদ সঠিকভাবে করার পদক্ষেপকে ফেতনা বল্লেন, তাহলে ফেতনা জিনিসটা কি তা জানতে ইচ্ছে হয়। সরকারীভাবে উদ্যেগ নিলে তো আর এ ধরনের মতানৈক্যের প্রশ্ন উঠতো না।

ঢাকায় ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে ওআইসি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে অভিন্ন তারিখে গোটা মুসলিম বিশ্বে ইবাদত অনুষ্ঠানগুলো করা হবে। ইস্তাম্বুল ভিত্তিক চাঁদ দেখা কমিটি -যা ওআইসি-এর একটি শাখা-এতে প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকেও প্রতিনিধি পাঠানো হয়। তারা এসে রিপোর্ট দেন যে, সারা বিশ্বের আলেমদের মতৈক্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে যে, একই দিনে পুরো বিশ্বে রোজা আরম্ভ ও ঈদ করাই শরীয়তের বিধান এবং আধুনিক বেতার যোগে পালন করা সম্ভব। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের মত ইসলামের এ রুকনটিও কাগুজে সিদ্ধান্তই রয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি এটা এখন আমাদের জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সমস্যা। হানাফী মাযহাবের যে সিদ্ধান্ত রয়েছে তা গ্রহণ করে বৃহত্তম মুসলিম বিশ্বের সাথে প্রথম চাঁদ দর্শনকে ভিত্তি করে একই দিন রোজা শুরু করে একই দিন ঈদ পালন করলে একদিকে যেমন কিতাব অনুযায়ী আমল হবে অন্যদিকে এক উম্মাহ্ চেতনা আরো জোরদার হবে।

বর্তমানে আমরা যেভাবে রোযা ও ঈদ পালন করছি এটা শাফেয়ী মাযহাবের অনুসরণ হচ্ছে। এমনকি শাফেয়ী মাযহাবে যে ৪৮০ মাইলকে একটি চাঁদ - দর্শনের আওতা বলে রায় দিয়েছেন সে হিসেবেও ভারতের আসাম-মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে আমাদের ঈদ করতে হয়। কারণ সেখানে আমাদের এক দিন আগে ঈদ হয়। অভিন্ন পাকিস্থান আমলে লাহোর- পিন্ডিতে চাঁদ দেখলে পূর্ব পাকিস্থানেও ঈদ করা হতো । দূরত্বের দিক থেকে একই সমান থাকা সত্ত্বেও এখন তারা আমাদের ২/১ দিন আগে ঈদ করে যাচ্ছে। সন্দেহ নিরসনের জন্য বলতে হয় হানাফী মাযহাবসহ তিনটি মাযহাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো দেশে সময়ের যে ব্যবধান তাতে ২৪ ঘন্টার একটি পুরো দিনের পার্থক্য হয় না। শুধু আদায়ের বেলায় (ফরজ হওয়ার বেলায় নয়) স্থানীয় সময়কে অনুসরণ করলেই সর্বোচ্চ ১০ ঘন্টার ভিতর পুরো বিশ্বে এবং ৯ ঘন্টার ভিতর মুসলিম বিশ্বে ঈদ করা যায়। তেমনি রোযাও রাখা যায়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। মনে করি, একই দিনে জুমা ও ঈদ হলো। এখন আমরা সকাল ৮টায় ঈদের নামাজ পড়লাম, ১টার সময় জুমা আদায় করলাম। সৌদি আরব আমাদের তিন ঘন্টা পর ঈদ ও জুমার নামাজ আদায় করল।

আমরা টিভিতে দেখি আজ আরফাতে হজ্ব হচ্ছে, কিতাব মতে কালই তো ঈদ হবে। কিন্তু আসলে আমরা করি আরো ২/৩ দিন পর। আমরা যে আলাদা হিসেবে ১০ তারিখে ঈদ করব সে আলাদা হিসেবের স্বীকৃতিই তো হানাফী মাযহাবে নেই। কোন ওজরের কারণে শাফেয়ী মাযহাবের অনুশাসন অনুসরণ করছি আমরা? অনেকে নামাজের সাথে রোযাও তুলনা করেন। এটা ঠিক নয়। কারণ নামাজ ফরজ হয় এবং আদায় করা হয় সূর্যের উদয়াস্থ দিয়ে, রোযা কিন্তু ফরজ হয় চন্দ্র দিয়ে-সচেতন পাঠকগণ বুঝে নিবেন। সম্মানিত আলেম সমাজ, গবেষক, বুদ্ধিজীবি, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফতি ছাহেবান ও সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ লোকদের কাছে আমার সবিনয় আরজ, শরীয়তের এ ধরনের একটি অতীব গুরুত্বপুর্ণ রুকনের বেলায় মৌলিক, মনগড়া ও গতানুগতিক কথা দিয়ে তর্ক বিতর্ক না করে স্বীয় মাযহাবের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে ফতোয়া গ্রন্থের উদ্ধৃতি তথা কিতাবের মতকে আমল করে ইহকালীন জীবনকে সুন্দর ও পরকালীন জীবনকে সার্থক ও সুশোভিত করবেন এই প্রত্যাশা রাখি।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের পবিত্র আলীশান দরবারে বিনীত ফরিয়াদ, আল্লাহপাক যেন আমাদের মধ্যে সত্যকে অকাতরে ও নির্বিঘ্নে গ্রহণ করার তৌফিক দিন এবং বাংলাদেশ সরকারের সরকারী ব্যবস্থাপনায়, সচেতন মুসলিম জনতা ও সর্বশ্রদ্ধেয় ওলমায়েকেরামের যৌথ উদ্যোগে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত মতে প্রথম উদিত চন্দ্রের উপর নির্ভর করে এদেশে যথাযথভাবে ধর্মীয় মর্যাদার সাথে রোযা, ইসলামী ঐক্য-ভ্রাতৃত্বের প্রতীক ঈদ ও যাবতীয় ধর্মীয় উৎসবাদি পালনের একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টিকরার ব্যবস্থা করবেন।

ছিরত-ই-ফখরুল আরেফীন (কঃ) শরীফের আলোকে তরিকতপন্থীদের জন্য সুশিক্ষাসমূহ

সিল্‌সিলাহ্‌-ই-আলীয়াহ্‌ জাহাঁগীরিয়ার প্রর্বতক শাহ্‌ জাহাঁগীর হজরত শেখুল আরেফীন (কঃ) এর সুযোগ্য ও সুনির্বাচিত পুত্র এবং মৌলানা রুমি (রঃ) ছাহেবের মছনবী শরীফে উল্লেখিত কুতবুল আকতাব শাহ্‌ জাহাঁগীর হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ) এর পবিত্র জীবন চরিত বিষয়ে হিন্দুস্থানের উত্তর প্রদেশের কানপুর নিবাসী জাহাঁগীরিয়াহ্‌ সিল্‌সিলার খলিফায়ে আজম হাকীম সৈয়দ সিকান্দার শাহ্‌ কর্তৃক লিখিত ছিরত-ই-ফখরুল আরেফীন শরীফ মুসলিম বিশ্বে পীরানে এজাম ও অলি আল্লাহগণের যত জীবন চরিত রচিত হয়েছে তন্মধ্যে অনন্য ও অতুলনীয়। পৃথিবীতে এর সদৃশ্য এটিই। সর্বকালের আল্লাহতা'লার প্রেম পিয়াসু, খোদা প্রেমিক বান্দাদের শরীয়ত ও ত্বরীকতের সুশিক্ষা অর্জনের জন্য এটিই একমাত্র অবলম্বন বটে। পীর বুজুর্গানে দ্বীনের জীবন চরিতের আলোকে অদ্যবধি রচিত ছিরত গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক স্বয়ং সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ পন্থার বলেও বিবেচিত। উক্ত গ্রন্থে স্বীয় পীর মুর্শিদের প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুটনসহ মুরিদানগণ তথা তরিকত পন্থীদের জন্য যাবতীয় সুশিক্ষা সমূহ সহজ ও সুখপাঠ্য করে বিবৃত হয়েছে যা পীর মুর্শিদের জাতে ফানা বা লয় প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়। তন্মধ্যে কতিপয় সুশিক্ষার আলোকপাত করা হল-

অতি উৎকৃষ্ট ইবাদত: নামাজ

নামাজ উত্তম উপাসনা। যাকাত প্রদানের জন্য ধন সম্পদের অধিকারী হওয়ার শর্ত সংযুক্ত আছে, হজ্জ্ব সম্পাদনের জন্য এই প্রকার শর্ত বর্তমান যেমন রাস্তা বিঘ্নহীন হওয়া, রোজার জন্য স্বাস্থ্য এবং এক জায়গায় স্থায়ী থাকা প্রয়োজন, রুগ্ন এবং ভ্রমণাবস্থায় রোজা রাখা বা নারাখার অধিকার আছে, কেবল নামাজই একমাত্র এই প্রকার উপাসনা যে যার জন্য কোন ধরনের শর্ত সংযুক্ত নাই। এর্শাদ ফর্মালেন, নামাজ অত্যন্ত সুন্দর উপাসনা (এই ধরনের সমষ্টিগত, উত্তম, সুন্দর এবাদত আর অন্য কোন ধর্মে নাই। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী এই সুন্দর উপাসনার প্রতি আক্ষেপ করে থাকে যে এই প্রকার উপাসনা তাদের ধর্মে নাই। দিনে পাঁচবার আল্লাহতা'লার দরবারে উপস্থিত হয় এবং পঞ্জে-গানা নামাজ আদায় করে এবং খোদাতা'লার আদেশ প্রতিপালন করে তখন এই অবস্থায় এই বান্দার প্রতি খোদাতা'লা দয়াশীল না হওয়ার কোন কারণ বিদ্যমান থাকেনা। বিশ্বাস করে বলা যায় যে এই বান্দা বেহেস্তী (স্বর্গে গমন করার অধিকারী) এবং নিশ্চয় বেহেস্তে গমন করবে। ফর্মাইলেন, যখন আমি মসজিদে জমাতে নামাজ পড়ি তখন আমার মন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে থাকে। এর্শাদ ফর্মালেন, "স্মরণ রাখিও নামাজ আদায় করা ব্যতীত কেউ অলি হতে পারেনা, বেনামাজির কখনও বেলায়ত পদে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়।

তরিকতের মূল:

এর্শাদ ফর্মায়াছেন, "আমাদের তরিকতের মূল কি, তা কি জান?" পুনঃ নিজেই উত্তর করলেন, "১. ফানা ফিশ শেখ" অর্থাৎ পীরের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হওয়া। ২. "ফানা ফির রছুল" অর্থাৎ রছুলের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হওয়া। ৩. "ফানাফিল্লাহ্‌" অর্থাৎ আল্লাহর মধ্যে লয় প্রাপ্ত হওয়া। এই ত্রিবিধ সাধনাই তরিকতের মূল। এতদ্ভিন্ন যে সমুদয় জিকির ও সাধনা আছে তা এদের শাখা প্রশাখা মাত্র। "ফানা" (লয় প্রাপ্ত হওয়া) শিক্ষা এদের মধ্যেও বিদ্যমান আছে, কিন্তু তোমরা তা এখন বুঝতে পারবে না।

আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসা:

আমাদের হজরত কেব্‌লা (কঃ) এর্শাদ ফর্মালেন, পবিত্র কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আছে "বল হে মোহাম্মদ আমি তোমাদের নিকট হতে পবিত্র কুরআনের মজুরি চায়না, আমি আমার পরিবার পরিজনের প্রতি ভালবাসা চায়। অতএব, রসুলে মকবুল (দঃ) এর পরিবার-পরিজনবর্গের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা শ্রেষ্ঠ ফরজ কার্য্যাবলীর মধ্যে গণ্য।

পীরের প্রতি সম্মান:

পীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম সম্বন্ধে এশাদ ফর্মালেন, "মুরিদ স্বীয় পীরের সম্মুখে ওজুর সহিত থাকবে।" পীর যাহা কিছু এর্শাদ করে তা জ্ঞানের কর্ণে শুনে রাখবে। যদি পীর কোন তরল বস্তু যেমন জল, শরবৎ বা চা তবররুক স্বরূপ দান করেন তবে তা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে তাঁর (কঃ) সম্মুখে পান করে নিবে। চারটি দ্রব্য আছে যা সম্মানের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে পান করা উচিত। ১. জমজমের জল ২.পথে স্থাপিত জল-ছত্রের জল ৩. ওজু করার পর যা অবশিষ্ট থেকে যায় সে জল ৪. পীর মুর্শিদের দেওয়া তরল বস্তু।

ভিন্ন তরিকার পীরগণের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধার চরম যত্ন ও চেষ্টা ছিল। এমনকি তিনি তাঁর শিষ্য ও সেবকগণকে পর্য্যন্ত উপদেশ দান করে গেছেন যে,"আমি পৃথিবীর সকল মহর্ষি (বুজুর্গ) গণের প্রতি সম্মান করেছি, তোমরা ও তদ্রূপ করিও। তাঁর এক মুরিদ বর্ণনা করেছেন, "আমি হিন্দুস্থান এবং ভিন্ন স্থানের প্রায় প্রত্যেক মহর্ষির খানকাহে (আশ্রমে) উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু, এস্থানে যা দর্শন করেছি অন্য স্থানে কোথাও আমার জীবন-কালে তদ্রূপ দর্শন করি নাই।" একদা তাঁর মুখ হতে হঠাৎ নির্গত হয়ে পড়লে যে এই দরবার শরীফের বর্ণনাতীত ব্যাপার অন্য কোথাও দেখা যায় না। তা শ্রবণ করে হজরত কেবলা ফর্মালেন, "এরুপ কথা বলিও না"। বলিও যে এই স্থানে বুজুর্গগণের স্মরণ অধিক মাত্রায় হয়ে থাকে। যেমন, আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি প্রত্যহ সর্বাগ্রে বুজুর্গগণের উদ্দেশ্যে ফাতেহা পড়া হয়। অতঃপর তা লোকগণকে বন্টন করে দেওয়া হয়। ফাতেহার উদ্দেশ্যে কি? বুজুর্গগণের উদ্দেশ্যে স্মরণই"।

জমানার কুতুবের সম্মান:

পীর মুর্শিদ যদি জমানার কুতুব হয়ে থাকেন তবে তাঁর সম্মুখে পুস্তক বের করে পড়ে শুনান পাপ। এর্শাদ ফর্মালেন, "জমানার কুতুবের সম্মুখে পুস্তক উপস্থিত করা কিংবা দলিল (প্রমাণ) ইত্যাদি দেখানো (তরিকতে) নিষেধ, যা হতে এটিই প্রকাশিত হয় যে তিনি কিছুই জানেন না।"

সকলের সাথে দয়ালু এবং নম্র ব্যবহার:

হজরত কেবলা (কঃ) বালক বালিকাগণের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করতেন; বৃদ্ধগণের প্রতি সম্মান করতেন। দুর্বল ও বিপদাপন্ন লোকগণকে অধিক করুণা করতেন। কারও সাথে কথা বলার সময় অপর কোন ব্যক্তি মধ্য ভাগে কিছু বলে উঠলে তার কথাই শ্রবণ করতেন। কখনও এরূপ বলতেন না, "আমাকে অগ্রে যা বলছে তা সম্পূর্ণ করতে দাও।" মহল্লার ছেলেপিলেগণ খেলা করতে করতে তাঁর সম্মুখে এসে চলার পথে বিঘ্ন জম্মাত। তখন তিনি থেমে যেতেন। তাঁর (কঃ) নম্রতার বিশেষত্ব এই প্রকার ছিল যে তিনি নিজের মুরিদ ও সেবকগণকে প্রায় নিজের বলে বলতেন না। প্রায়ই, "আমার হজরতের পীর মোর্শেদের আস্তানার মুরিদ" এবং "আমার হজরত ওয়ালেদ (পিতা) (কঃ) ছাহেবের আস্তানার খলিফাগণ" বলেই সম্বোধন করতেন।

বিনয় বিষয়ে হজরত গৌছুচ্ছকলাইন ফর্মায়াছেন, "বিনয় গুণ দ্বারা আবেদের (অচ্চণাকারীর) স্থান উচ্চ এবং পদ উন্নত করে দেওয়া হয়, এবং সৃষ্টির মধ্যে ও খোদাতা'লার কাছে তাঁর সম্মান এবং উচ্চ পুর্ণ হয়ে থাকে এবং তিনি ইহকালের এবং পরকালের যে কাজের বাসনা করেন তা করতে সক্ষম হয়ে থাকেন। এই স্বভাবটি প্রত্যেক এবাদতের মূল (শিকড়) এবং পূর্ণতা। এটি হতে বান্দাগণ ঐ সাধু পুরুষের পদ প্রাপ্ত হয়, যারা সুখে দুঃখে উভয় অবস্থায়ই আল্লার প্রতি তুষ্ট থাকেন।

বয়োজ্যেষ্ঠগণের সম্মান:

তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাঁকে দেখা মাত্রই সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। এক দিন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কোন দিকে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর প্রতি হজরত কেবলার দৃষ্টি পতিত হল, যদি ও তিনি দূরবর্তী দিক দিয়া যাচ্ছিলেন এবং হজরত কেবলাকে দেখতে পান নাই, তথাপি হজরত কেবলা তাঁর সম্মানার্থে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন। যতক্ষণ তিনি দৃষ্টি-বহির্ভূত না হলেন ততক্ষণ পর্যন্ত হজরত কেবলা বসলেন না।

আদব, সম্মান ও ভক্তি-ভালবাসা:

তরিকত ও তছওফ সম্পূর্ণ একটি আদব এবং সম্মানের রাস্তা। যুগে যুগে ধর্ম্মের বুজুর্গগণ (আল্লাহতা'লা তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন) আদব শিক্ষা সম্বন্ধে জোরে-শোরে বলেছেন। আদবকে প্রশংসিত এবং আদবহীনতাকে কলঙ্কিত করে দেখিয়েছেন। মৌলানা রুম (রঃ) ফর্মাতেছেন; "বেয়াদব আল্লাহতা'লার করুণা হইতে বঞ্চিত রয়েছে"। নবীর প্রতি যে উম্মতের এবং পীরের প্রতি যে মুরিদের ভক্তি এবং ভালবাসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় [সেই ভালবাসা এবং বৃদ্ধি প্রাপ্তির উন্নতি অনুসারে] খোদাতা'লার কাছে উক্ত মুরিদের পদোন্নতি হতে থাকে। এতদূর পর্য্যন্ত উন্নতি হয় যে সে খোদাতা'লার কাছে গৃহীত (মকবুল) এবং তাঁর দরগাহের একজন প্রিয় জন হয়ে যায়। 'ছিয়রুল আউলিয়া' পুস্তকে হজরত মাহবুবে এলাহি (রঃ)'র পবিত্র বাক্য নকল করা হয়েছে। হজরত সোলতানুল মশায়েখ আল্লার ভালবাসার পরিমাণের নিক্তি পীরের ভালবাসা বলে ফর্মায়াছেন। তাঁর পবিত্র শব্দগুলি: মুরিদের মহান ও মহীয়ান আল্লাহতা'লার প্রতি ভালবাসা স্বীয় পীরের প্রতি ভালবাসার পরিমাণানুসারে লাভ হয়ে থাকে। ছালেকের নিজের পীরের প্রতি যতদূর ভালবাসা আছে আল্লার প্রতিও ততদূর ভালবাসা জম্মে। ফর্মালেন, "তরিকতের শিক্ষা ভালবাসার সহিত সম্পর্ক রাখে। কোন মুরিদের প্রথমে ভালবাসা উৎপন্ন হয়ে পরে বিশ্বাস জম্মে। কারও প্রথমে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়ে পরে ভালবাসা জম্মে। কারও বা ভালবাসা হতে বিশ্বাসের জন্ম হয়। কারও বা বিশ্বাস হতে ভালবাসার জন্ম হয়।

শরিয়ত ও তরিকতের অনুসরণ: হজরত কেবলার সন্তুষ্টি”

এর্শাদ হলো “দেখুন আপনাদের হতে যেন কখনও এরূপ কার্য্য সংগঠিত না হয় যা শরিয়ত ও তরিকতের বিরুদ্ধে। এরূপ হলে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকগণ যারা তরিকতের সাথে সম্পর্ক রাখেন দেখলে চিন্তিত হয়ে পড়বেন, এবং আপনাদের অনুকরণ করা ত্যাগ করবেন। সুতরাং যেন আপনাদের গতিবিধি দ্বারা এরূপ কোন ফল উৎপন্ন না হয় যা বাহ্যিক ও আন্তরিক আলেমগণের মতের বিপরীত হয়। যদি তদ্রূপ হয় তবে আমি জিম্মাদার নই (প্রতিভু হতে পারবনা)। স্মরণ রাখবেন, যে কার্য্যে আল্লাহ এবং আল্লার রছুল (দঃ) সন্তুষ্ট আমিও তাতে সন্তুষ্ট এবং যে বাক্য ও কার্য্য আল্লাহ্ ও তাঁর রছুলের মতের বিপরীত তা আমারও মতের বিপরীত। যে কার্য্যে আল্লাহ্ ও আল্লার রছুল অসন্তুষ্ট আমিও তাতে অসন্তুষ্ট।

মুরিদের শিক্ষা ও দীক্ষা

এর্শাদ হল, “যখন কেহ মুরিদ হয়, তখন আমি তাকে শিক্ষা, দীক্ষা ও তওজ্জো দান করি; এবং বলে দিই যে (যাও গিয়ে দুনিয়াদারী কর) নামাজ পড়তে যত্নবান হবে। অল্প জিকির এবং তরিকতের কাজও করবে। কোন কোন মুরিদকে কোন কারণ বশতঃ শিক্ষা দিইনা, কেবল মাত্র “শজরা” পড়বার জন্য বলে দিয়ে থাকি। শিক্ষার্থী ছাত্র-গণকে তাদের অধ্যয়ন কালে তলকিন করিনা এবং তওজ্জো দিইনা। কারণ এই যে যদি বাসনা জাগ্রত হয়ে পড়ে, তবে হয়তো বাহ্যিক বিদ্যা শিক্ষার কার্য্যে অনিষ্ট ঘটতে পারে। আবশ্যক বশতঃ যদি কাউকেও শিক্ষা দিয়ে থাকি, যেন বাহ্যিক বিদ্যার্জন সমাপন হতে নিবৃত্ত করে থাকি, যেন বাহ্যিক বিদ্যার্জন সমাপন করার পর আভ্যন্তরীন জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করতে পারে। পীর মুরিদের অন্তরের আকর্ষণ ফকিরির দিকে হয়, যদি সেই মুরিদ বাহ্যিক বিদ্যা শিক্ষার্থী হয় তবে তার অন্তরের আকর্ষণ ভিন্নমুখী করে দেওয়া আবশ্যক, না হয় তার বিদ্যা শিক্ষা বাধা প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

আলস্য ও অসাবধানতা দাসত্বের চিহ্ন:

“আমাদের হজরত (কঃ) এইরূপ প্রার্থনা করতেন যে, হে পালনকর্তা! এইরূপ ধনাঢ্যতা হতে রক্ষা করিও যা তোমার প্রতি অসাবধানতা উৎপন্ন করে, আর এইরূপ দরিদ্রতা হতে রক্ষা করিও যা তোমার স্মরণে আলস্যতা জন্মায়।’ অলসতা, দীর্ঘসূত্রিতা এবং অসাবধানতা হতে তিনি অত্যন্ত আত্মরক্ষা করে থাকতেন। ফর্মাতেন, আলস্য ঔদাস্য ভদ্রলোকের কার্য্য নয়, বরং ভৃত্যগণের কার্য্য। মান সম্ভ্রমের স্থায়ীত্ব পরিশ্রম ও চালাকি দ্বারা স্থায়ী থাকে । তিনি কখনও সাংসারিক কিংবা পারলৌকিক কর্ম হতে বিরত থাকতেন না। হয়তঃ সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকতেন, নতুবা পারলৌকিক কার্য্যে মগ্ন থাকতেন। নিষ্কর্ম সময় ক্ষেপন করা অত্যন্ত নাপছন্দ করতেন এবং এটা হতে ভীত থাকতেন।

নিজেকে নিজে অক্ষম এবং হীন বলিয়া মনে করা:

এর্শাদ ফর্মালেন, নিজেকে নিজে সকল সময়ে হীন, তুচ্ছ, অক্ষম এবং নিরূপায় বলে মনে করতে থাকবে। কখনও এরকম ভাববেনা যে আমি একজন কামেল পীর অথবা অলি অথবা কুতুব অথবা গৌছের পদে স্থান পেয়েছি। যেই পর্য্যন্ত আল্লাহতা'লার দয়া না হয় নিজের পূর্ণতা, বিদ্যা-দক্ষতা দ্বারা কোন কাজ সাধন হয়না।”

কুফর এবং পাপকে ঘৃণা করা কাফেরকে এবং পাপীকে নহে:

ফর্মালেন, “এই পথ ভদ্রতা, বিনয় এবং নম্রতার পথ; এই সমুদয় গুণ ব্যতিরেকে কিছুই হতে পারেনা। স্মরণ রাখিও আমি “কুফর” (ধর্মদ্রোহিতার কার্য্য) কে মন্দ বিবেচনা করি, কাফের'কে ঘৃণ্য এবং তুচ্ছ জ্ঞান করিনা; আমি পাপ হতে বিমুখ. কিন্তু পাপীকে ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্যের চোখে দেখিনা।”

তরিকতপন্থিদের কাছে তরিকতের সুশিক্ষাসমূহ অনুসরণের পাশাপাশি স্বীয় পীর মুর্শিদ তথা তরিকত সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্যে স্বীয় সিল্‌সিলার পীর মুর্শিদগণের জীবন চরিত ও তরিকত সংক্রান্ত পাঠে মনোনিবেশ করা উচিত।

[হাকীম সৈয়দ সিকান্দার শাহ্ (রহঃ) কর্তৃক লিখিত ছিরত-ই-ফখরুল আরেফীন (কঃ) শরীফ হতে সংকলিত]

বিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহর অলীদের ভূমিকা

ডঃ শব্বির আহমদ
সাবেক ডীন-কলা অনুষদ ও সাবেক চেয়ারম্যান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, চ.বি.

মহান আল্লাহতা'লা হজরত রছুলে মকবুল (দঃ)-কে এ ধরাধামে পাঠিয়েছেন সমগ্র বিশ্বের সকল মানবজাতির মুক্তি ও হেদায়তের লক্ষ্যে পবিত্র সওগাত ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠাকল্পে। সৈয়দুল মোরছালীন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সারা বিশ্বের রহমত বা আশীর্বাদরূপে। কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক অনুশীলনের মাধ্যমে কিভাবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, জগৎ ও জীবনকে সুন্দর করা যায় এবং স্রষ্টাকে পাওয়া যায় তিনি বিশ্বের সকল মানবজাতিকে সে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। বিশ্বনবী (সঃ) এর তিরোধানের পর নবুয়্যতের সমাপ্তি ঘটে এবং বেলায়ত যুগের সূচনা হয়। দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জাহানের কর্মকান্ডে খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণের জন্য তখনকার মুসলমানগণ চার খলিফার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব আলাদা হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় কার্য্যাদির ব্যাপারে আনুগত্য প্রকাশের পদ্ধতি প্রচলিত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এ ধর্মীয় ইমামগণই হচ্ছেন আল্লাহর অলীগণ। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ডের নেতৃত্ব দানকারী অলীগণ হচ্ছেন আল্লাহ্ ও রাসূল (সঃ)'র সকল প্রকার রহস্যজ্ঞানের ধারক ও বাহক। আল্লাহর অলীদের দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে আধ্যাত্মিক জগতের নেতৃত্ব দিয়ে যাবার বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে হজরত রছুল মকবুল (সঃ) প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "জেনে রাখ! আল্লাহর অলীদের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা দুঃখিত হবেন না (যারা আল্লাহর অলী) তাঁরা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল এবং খোদাভীরু। তাঁদের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালে, আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, উহা মহা সাফল্য।" মহান আল্লাহ্ আরও বলেন: " এবং যারা আল্লাহর পথে গমন করেছে এবং পরে নিহত হয়েছে অথবা (স্বাভাবিক) মৃত্যুবরণ করেছে তাঁদেরকে আল্লাহতা'লা অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবে এবং তিনিইতো (আল্লাহতা'লা) সর্বোৎকষ্ঠ জীবিকা দাতা। তিনি তাদেরকে (পরকালে) অবশ্যই এমন জায়গায় স্থান দেবেন যা তাঁরা পছন্দ করবে এবং আল্লাহতো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম সহনশীল।" (সুরা হজ্ব, আয়াত ৫৮-৫৯)

এ বিশ্ব শাসন ব্যবস্থায় অলীদের একটি বিরাট ভুমিকা রয়েছে। দুনিয়ার প্রশাসন চালাবার জন্য যেরূপ প্রশাসনিক কাঠামো আছে; তদ্রূপ এ বিশ্বের আধ্যাত্মিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্যও অলীদের স্তর অনুযায়ী দায়িত্ব বন্টন করে দিয়েছেন মহান আল্লাহতা'লা। বিশ্বের শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর গঠন প্রণালী অনেকটা ত্রিভুজ আকৃতির। অর্থাৎ নিচের দিকে বড় এবং উপরের দিকে ছোট। এটি নিচের দিক হতে ছোট হয়ে উঠতে উঠতে উপরে দিয়ে একটি বিন্দুতে শেষ হয়। আবার উপর দিক হতে নিচের দিকে যত যাওয়া যায় তা তত বাড়তে থাকে।

পার্থিব জগতের প্রশাসন কাঠামোর মতো আধ্যাত্মিক জগতেও একটি প্রশাসন কাঠামো আছে বলে কোন কোন সুফী সাধক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী (রাঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হজরত রছুল মকবুল (সঃ)-এর হাদীস শরীফেও এ সম্পর্কে সমর্থন পাওয়া যায়। অবশ্য আধ্যাত্মিকভাবে বিশ্ব প্রশাসনের প্রকৃতি একটু ভিন্ন। সমস্ত বিশ্ব ভ্রহ্মান্ডের মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহতা'লা। তিনি সমস্ত সিদ্ধান্তের মালিক। মহান আল্লাহ বলেন, "আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান" (সুরা মায়েদা, আয়াত: ৪৩) মহান আল্লাহ্ বলেন, "কর্ম বিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সুরা নেছা, আয়াত: ১৩২)

সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক আল্লাহ্ হলেও তিনি মকবুল বান্দাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে থাকেন। যাঁরা আল্লাহর অলী অর্থাৎ যাঁরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন তাঁরা আল্লাহাতা'লার কাছে আধ্যাত্মিকভাবে বিশ্ব শাসনের জন্য আরজি পেশ করতে পারেন। এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন অলীদের মধ্যে অনেককে চেনা যায়, আবার অনেককে চেনা যায়না। অলীদের আরজী বা প্রার্থনার ক্ষমতা অসীম, যেহেতু মহান আল্লাহতালা প্রার্থনা ভালবাসেন। তাই অলীদের প্রার্থনা যে খোদার দরবারে গৃহীত হবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অলীগণের সুপারিশে আল্লাহতা'লা বিশ্বশাসনের ব্যাপারে এমন সব সিদ্ধান্ত

দিতে পারেন যা মানুষের কল্পনার উর্ধ্বে। গাউছুল আজম হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ), হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ), সৈয়েদুনা কুতবুদ্দিন বখতীয়ার কাকী উশী (রঃ) হজরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ), হজরত সৈয়েদুনা মীর আবুল উলা (রঃ), হজরত আলী আহমদ সাবের কলিয়রী (রাঃ), হজরত আব্দুল হক রদৌলভী (রঃ), হজরত আশরাফ জাহাঁগীর সিমনানী (রঃ), হজরত শেখুল আলম শাহ্ সৈয়দ এমদাদ আলী (কঃ), হজরত শাহ্ জাহাঁগীর (কঃ) প্রমুখ অলী বুজুর্গদের কেরামতসমূহ পর্যালোচনা করলে এর সত্যতা অনুধাবন করা যায়। মৌলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) বলেন, "অলীগণ আল্লাহর নিকট হতে এমন ক্ষমতা লাভ করেন যে তাঁরা নিক্ষিপ্ত তীরকে মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন"। হজরত সোরাইহ ইবনে ওবায়দ (রঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত আলী (রঃ) বলেছেন, "আমি হজরত রছুল মকবুল (সঃ)-কে বলতে শুনেছি আবদাল নামক অলী-আল্লাহ্ সারা দেশে হয়। তাঁরা চল্লিশ জন পুরুষ। তাঁদের মধ্য হতে কেহ পরলোকগমন করলে তাঁর স্থানে অন্য একজনকে নিয়োগ করেন। তাঁদের ওছিলায় বৃষ্টিপাত হয়, শত্রুদের উপর বিজয় দান করা হয়। তাঁদের ওছিলায় শ্যাম দেশের অধিবাসীরা আল্লাহর গজব থেকে পরিত্রাণ পায়"।

হজরত মালিক বিন আনাস (রঃ) বর্ণনা করেন যে, "হজরত রছুল মকবুল (সঃ) ফরমায়েছেন আমাদের জন্য ৪০ জন অলী আছেন। এদের মধ্যে ১২ জন সিরিয়ায় এবং ১৮ জন ইরাকে রয়েছেন।"

উল্লেখিত হজরত সোরাইহ ইবনে ওবায়দ (রঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটির ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী রচিত মিরকাত স্মরণে মিশকাতুল মছাবীহ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের অংশ প্রণিধানযোগ্য। ইবনে আসাকের (রঃ) হজরত আবদুল্লা ইবনে মাসউদ (রঃ) হতে মারফু হাদীসটি বর্ণনা করেন। হাদীসের মর্মমতে, "নিশ্চয়ই আল্লাহতা'লা তিনশত জন অলী আল্লাহ হজরত আদম (আঃ) এর কলবের ন্যায়, চল্লিশ জন মুসা (আঃ)-এর কলবের ন্যায়, সাতজন অলী হজরত ঈসা (আঃ)-এর কলবের ন্যায়, পাঁচজন অলী হজরত জিব্রাইল (আঃ)-এর কলবের ন্যায়, তিনজন অলী মিকাঈল (আঃ)-এর কলবের ন্যায় এবং একজন অলী হজরত ইস্রাফীল (আঃ) এর কলবের ন্যায় সৃষ্টি করেছেন। যখন তাদের মধ্যে একজন পরলোক গমন করেন, তখন তাদের তিনজনের দলের একজন তাঁর স্থানে, পাঁচজনের দলের একজন তিনজনের দলে, সাতজনের দলের একজন পাঁচজনের দলে, চল্লিশ জনের দলের একজন সাতজনের দলে এবং তিনশত জনের দলের একজন চল্লিশজনের দলে, চল্লিশ জনের দলের এবং কোন একজন সৎকর্ম পরায়ণ মুসলমানকে সেই তিনশত জনের দলের মনোনয়ন দান করে তাঁদের সংখ্যা পরিপূর্ণ রাখা হয়। তাঁদের ওছিলায় রছুল মকবুল (সঃ) এর উম্মতদেরকে আল্লাহতালা বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন। "ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থেও অলীদের প্রশাসনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী ধার্মিক লোক হচ্ছে এ পৃথিবীর ভিত্তি। ধার্মিক লোক না থাকলে পৃথিবীর কল্যাণ লোপ পাবে। পৃথিবীতে কমপক্ষে ত্রিশজন ধার্মিক লোক আছেন, তাঁরা না থাকলে এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এ সকল ধর্মগ্রন্থের কোন সংস্করণে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে ৪৫ জন ধার্মিক লোক আছেন যাঁরা এ পৃথিবীকে টিকে থাকতে সাহায্য করেন। এদের মধ্যে বেবিলনে রয়েছেন ত্রিশজন, প্যালেস্টাইনে ১৫ জন। পরবর্তীতে এ সকল ধর্মের বিশেষজ্ঞগণ এসকল ধার্মিক ব্যক্তির সংখ্যা ৩৬ জন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ সকল ধর্মীয় পন্ডিতগণ মনে করেন যে, এ সকল ধার্মিক লোক না থাকলে পৃথিবী থাকবে না এবং এদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর জায়গায় অন্যজন চলে আসবেন। {আদি পুস্তক, ৯: Old Testament (Midas Version)}

জুন্নুন মিশরী (রঃ) এর মতে, পৃথিবীতে ৩০০ জন অলী আছেন। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন গাউছ বা মূল খুঁটি। তাঁকে একটি বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। তিনিই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের কেন্দ্র। হাকিম তিরমিজি বর্ণনা করেছেন যে, হজরত রছুল মকবুল (সঃ) মানুষের মধ্যে ৪০ জন সিদ্দিক রেখে যান যাঁরা এ পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখেন। এদের একজনের মৃত্যু হলে আর একজন তাঁর জায়গায় আসেন। এদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আল্লাহতা'লা মোহর দিয়ে একজন অলীকে পাঠিয়ে দেন। কিতাবে খতম-আল আউলিয়া (হাকিম তিরমিজি, ৮৯৮ খৃঃ) কাশফ আল মাহজুব (আল-হাজবেরী, ১০৬৩ খৃঃ)।

হজরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী (রঃ) বলেন, হজরত রছুলে মকবুল (সঃ)-এর প্রতিনিধি ছাড়া এ পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন থাকেন যাঁকে কুতুব বা খুঁটি বলা যায়। কোন এক যুগে এবং কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে তাঁর জন্ম হয়, তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা থাকে এবং তাঁকে সাধারণত ছাহেবে জমান বলা হয়"।

গাউছ কিংবা কুতুবকে অনেক সময় মানুষ চিনতে পারেনা। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এ শ্রেণীর অলীদের মধ্যে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর সমন্বয় ঘটে। এ শ্রেণীর অলীদের মধ্যে হজরত আবু বকর (রঃ), হজরত ওমর (রঃ), হজরত আলী (রঃ) অন্তর্ভুক্ত। হজরত মুহিউদ্দীন আরবী (রঃ)-এর মতে "গউছ হলেন বিশ্বভ্রহ্মান্ডের প্রাণকেন্দ্র। তাঁর নিকট থেকে চতুর্দিক আলো বিচ্ছুরিত হয়ে সমস্ত জীবের প্রাণে প্রবেশ করে। গউছকে দুজন ইমাম প্রতিনিয়ত সাহায্য করেন। গউছের পরে হলেন চারজন আউতাদ বা স্তম্ভ। আউতাদের অধীনে আছেন সাতজন আবদাল। এদের কাজ হলো আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা। এদের পরে রয়েছেন বারজন নুকাবা বা মনোনীত পরহেজগার ব্যক্তি। এসকল নুকাবাগণ মানুষের অন্তর্নিহিত চিন্তাসমূহ সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারেন। এদের পরে আরও আটজন নুকাপ আছেন যাদের মধ্যে মহান আল্লাহতালা আট রকমের গুণ দিয়েছেন। সবার শেষে আছেন হুয়ারী বা শিষ্যগণ এবং তাঁদের পশ্চাতে রয়েছেন আরও ৪০ জন লোক।" হজরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী (রঃ)-এর মতে, "পয়গাম্বরদের মধ্যে যেমন শেষ পয়গাম্বর আছেন, "অলীদের মধ্যেও তেমনি শেষ অলী রয়েছেন যার কাছে সীলমোহর রয়েছে।"

তাঁর মতে, "দুটি সীল মোহর রয়েছে-একটি হজরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে এবং অপরটি সর্বশ্রেষ্ট অলীর সঙ্গে"। প্রখ্যাত সুফী আশ শাধিলী বলেন, "প্রত্যেক পীর হলেন নিজ নিজ তরিকার কুতুব, খুঁটি বা গউছ হলেন একজন।" (Alnafakhir al-Aliya Fi Alma-Atnir-Osh-Shadhiliya by Ahmad-Ibn-Ayas).

পল বি, ফেন্টনের মতে, "বহু সুফী সাধক তাঁদের পীরকে গউছুল আজম বা মূল খুঁটি দাবি করেছেন। যেহেতু অনেক সময় গউছুল আজম দৃশ্যমান নহেন। এ অবস্থায় একটি সময়গত মুল খুঁটি (কুতুবুজ্জমান) ধারণার সৃষ্টি হয়েছে"। (Journal of the Muhiuddin-Ibn-Arabi Society, Vol.X, 1991, Oxford University press Ltd. এ বাণীটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একজন অলী কোন নির্দিষ্ট যুগের বা সময়ের জন্য শেষ অলী হতে পারেন। কিন্তু সমস্ত যুগ বা আবহমান কালের জন্য নহেন। কুতুব বা গউছুল আজম যিনিই হউন না কেন বেলায়তের দরজা বন্ধ নয়, যেহেতু আধ্যাত্মিক উন্নতি বা উৎকর্ষের কোন সীমা পরিসীমা নেই।

নবীদের ন্যায় অলীদের দুটো দিক রয়েছে, একটি হল জাহেরী বা 'ব্যক্ত' দিক এবং অপরটি হল বাতেনী বা 'অব্যক্ত' দিক। বাতেনী শক্তি দিয়ে তাঁরা দিলের খবর বলতে পারেন। মৌলানা রুমীর ভাষায়, 'নগর পাল হলো শরীরের বাদশাহ, আর অলী হলেন দীলের বাদশাহ। ইমাম রাযী বিখ্যাত গ্রন্থ তফসিরে কবিরের রিভিউ "উল্লেখিত যে, আমাদের ঘাড়ের উপর যারা আরোড়, তারা পার্থিব শাসক এবং আমাদের হৃদয়ে বা অন্তর আত্মায় যারা দখল করে আছেন তারা হলেন আউলিয়া, বিশেষতঃ ইমামবৃন্দ যাদের সম্পর্ক আহলে বাইতের সাথে রয়েছে। তাই বুঝা যায়, ওলীদের প্রভাব পার্থিব শাসকদের পাশাপাশি বর্তমান।" মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণের ব্যাপারে তিনি (নগর পাল) মানুষের উপর প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু মানুষের দীলের উপর তাঁর কোন ক্ষমতা চলেনা। অলী মানুষের দীলের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে সমর্থ এবং দীলের মঙ্গল সাধন করার ক্ষমতা রাখেন"। একদা হজরত ওমর (রঃ) মদীনার এক মসজিদে খুৎবা পাঠ করছিলেন, এমন সময় তিনি হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, "শারিয়া! জবল, জবল" অর্থাৎ "শারিয়া! পাহাড়, পাহাড়"। তখন ইরাকে কাফেরদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ চলছিল। শারিয়া ছিলেন মুসলিম সৈন্যদের সেনাপতি। হজরত ওমর (রঃ) মদীনায় থেকে ইরাকে যুদ্ধরত শারিয়াকে পাহাড়ের দিকে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশ শারিয়া শুনেছিলেন এবং তাঁর নির্দেশমত কাজ করেছিলেন। এটা হচ্ছে অলীদের বাতেনী রূপ। এটা মানুষ দেখতে পায়না। বদরের যুদ্ধে শত্রুদের লক্ষ্য করে হজরত রছুল মকবুল (সঃ) কাঁকর নিক্ষেপ করেছিলেন। এ যুদ্ধে কাফেররা পরাজয় বরণ করেছিলেন। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, "তোমরা তাদের বধ করেনি, আল্লাহ্ তাদের বধ করেছিলেন; আর যখন তুমি কাঁকর ছুড়েছিলে তখন তুমি [হজরত রছুলে মকবুল (সঃ)] কাঁকড় ছুড়েনি, আল্লাহই ছুড়েছিলেন।" (সুরা আনফাল, আয়াত- ১৭)।

আমাদের হজরত রছুল মকবুল (সঃ) এর কাঁকর নিক্ষেপ করা এবং উহা শত্রুদের পরাজিত হওয়ার কারণ হওয়ায় বিষয়টি হজরত রছুল মকবুল (সঃ) এর বাতেনী দিক যা সাধারণ লোকের বোধগম্য নয়। হজরত বড় পীর (রঃ) রমজান মাসে মায়ের কোলে থাকার সময় দুধ না খাওয়া, ইফতারের সময় দুধ খাওয়া, মায়ের উদরে থাকাকালীন কোরআন শরীফের

পনেরো পারা মুখস্থ করা, ক্রমাগত চল্লিশ দিন আল্লাহর উপর নির্ভর করে কোন কিছু না খেয়ে বেঁচে থাকা, কোন প্রকার যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া হাজার হাজার লোকের সমাবেশে তাঁর বক্তৃতা শোনা, আজমীর শরীফে খাজা সাহেব কেবলা (রঃ) এর ঘটিতে আনা সাগরের সমস্ত পানি নিয়ে আসা, অন্যদিকে অলীদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি প্রভৃতি হচ্ছে তাঁদের জাহেরী রূপ। এ বাতেনী ক্ষমতার বলেই বাতাস বাদশাহ সোলেমানের বাহক বনে গিয়েছিল, সাগর হজরত মূসা (আঃ) এর কথা শুনেছিল, চন্দ্র হজরত রছুল মকবুল (সঃ)-এর ইশার বুঝতে পেরেছিল, হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর জন্য আগুন-ফুলে পরিণত হয়েছিল, পাথর হজরত রছুল মকবুল (সঃ)-কে সালাম জানিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যারা আল্লাহর ধ্যান করেন, যারা আল্লাহর অলী তাঁদের সঙ্গে পাথরও আত্মীয়ের মত কথা বলে। তাঁরা পাথরের নিকট গেলে পাথরও প্রাণ সঞ্চারিত হয়। তাই মৌলানা রুমী (রঃ) বলেন, “আল্লাহ্‌র অলীর সাথে এক মুহূর্তের সাহচর্য্য লাভ করা শত বৎসরের এবাদতের চাইতে উত্তম”। তিনি আরও বলেছেন, “যারা অলী আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকবে তারা খোদার রহমত লাভের পথ থেকে দূরে সরে পড়বে”। উল্লেখ্য যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁদের জীবন মানবের কল্যাণার্থে উৎসর্গ করে গেছেন, তারা সর্বকালের জন্য আদর্শ মহাপুরুষ হিসেবে অমর হয়ে আছেন। এ সকল অলী আল্লাহগণের সাথে তাঁদের ভক্ত অনুরক্তদের রুহানী সম্পর্ক বজায় থাকে। ভক্ত অনুরক্তদের আকুতি-মিনতি তাঁরা শুনতে পান। ভক্ত অনুরক্তদের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য মহান আল্লাহতা'লার নিকট তাঁরা আরজি পেশ করেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে আসেন। প্রকৃতপক্ষে অলী হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যিনি নিজের অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বকে ধ্বংস (ফানা) করে দেন। তিনি আলাহর সত্ত্বার সাথে একাত্মতা লাভ করেন। কখনও বিলুপ্ত হন না। পবিত্র কোরআন মজীদে মহান আলাহ্‌ বলেন, “ফালানাহ্‌ ইয়ান্নহু হায়াতান তাইয়্যেবান” অর্থাৎ তাঁকে পবিত্র হায়ৎ (জীবন) দেব মৃত্যু থেকে। সত্যিকার অলীগণ হচ্ছেন বিশ্বের হৃদয় ও প্রাণস্বরূপ এবং সমগ্র বিশ্ব হচ্ছে তাঁদের ও আবরণ স্বরপ। আগুনের স্ফুলিঙ্গের ক্ষেত্র যেমন লোহা অনুরূপ খোদার তজলীর ক্ষেত্র হল বিশ্বের হৃদয়রূপ গাউছে জমান বা যুগের অলী। তাইতো হজরত মনছুর হাল্লাজ (রঃ) এর রক্ত মোবারকও বলেছিল, “আনাল হক” অর্থাৎ “আমিই সত্য”।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, একজন মহান অলীর ইহকাল ও পরকালে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা অসাধারণ। এরূপ মহান অলীর সান্নিধ্য যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা সত্যি ভাগ্যবান। অলীর সান্নিধ্য পেতে হলে দীল পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, আল্লাহ্‌ ও রাসুল (সঃ) জন্য আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা রাখতে হবে। রাসুল (দঃ) মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় অনুশাসন পরিপালন করা ফরজ তা কোন ওজরহীন পালন করতে বদ্ধপরিকর থাকা এবং খোদায়ী প্রেম ও ভক্তির রসে হৃদয়কে সিক্ত করা। আল্লাহ্‌, রাসুল (সঃ) এবং অলীর প্রতি প্রেম ও ভক্তি না থাকলে ঈমান হবে দুর্বল, নামাজ হবে ব্যায়াম, রোজা হবে নিছক উপবাস, হজ্ব হবে নিছক দেশ ভ্রমণ, জাকাত হবে দম্ভের নিশান এবং বিদ্যা হবে অসার। সুতরাং স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হৃদয় নিয়ে আমাদেরকে সত্যিকার অলীর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করতে হবে এবং প্রেম ও ভক্তির সাথে অলী-বুজুর্গগণের খেদমত ও ছোহবতে থেকে রাসূল (সঃ) এর শাফায়াত নসীব হবার জন্য ও খোদার সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে চেষ্টা চালাতে হবে। তবেই আমাদের পার্থিব ও পরকালীন জীবন সার্থক ও সুন্দর হবে। অন্যথায় আমরা কূলহীন সাগরে শ্যাওলার মত ভাসতে থাকব শুধু, গন্তব্যস্থলে কোনদিন পৌঁছতে পারবনা। খোদা আমাদের সকলকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছার তওফিক দিন। আমিন।

আল্লাহর অলীগণ সর্বাবস্থায় বর্তমান: অবস্থান পরিবর্তনের অন্য নাম ওফাত

প্রফেসর ড. মঈনউদ্দিন আহমদ খান
সাবেক ডীন-কলা অনুষদ ও সাবেক চেয়ারম্যান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, চ.বি.

হজরত রছুল মকবুল (সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে মহান আল্লাহতা'লা বিশ্বজগৎ সংরক্ষণের জন্য তাঁর বিশেষ বান্দা অলীগণের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। অলীগণ রছুলে পাক (সঃ) এর খাস প্রতিনিধি বা নায়েবে রছুল। তাঁরা রছুলে পাক (সঃ) এর রূহানী ফয়েজের ধারক ও বাহকরূপে জগতের বিভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে সৃষ্টির শৃঙ্খলা বিধান করে চলেছেন এবং বিপথগামী লোকদের হেদায়ত করে সৎপথ প্রদর্শন করছেন। তাঁরা আল্লাহ্ এবং মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী। অলীগণকে আল্লাহর রাস্তায় পথ প্রদর্শক বলা যায়। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে তারা কশফ বা দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন। তাঁদের দিলে 'এলহাম' পয়দা হয়। তাঁরা ভক্তের মনের গোপন খবর রাখেন এবং লওহ মাহফুজের পাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম। তাঁরা তাদের অনুগামীগণকে খোদার পথের সন্ধান দিয়ে নির্দিষ্ট মঞ্জিলে পৌঁছিয়ে দেন। অলী শব্দের অর্থ আল্লাহর বন্ধু। সুতরাং, এক বন্ধু অপর বন্ধুর গোপন ঠিকানা ও হাল হাকিকত সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত থাকেন। পরম বন্ধুর নাগাল পেতে হলে কখন কোন মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে এবং কোথায় কোন ঘাটে অবস্থান করলে বন্ধুর ঠিকানা মিলবে তা অপর বন্ধু (অলী)'র জানা থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, "আমার অলীগণ আমার জামার (আজমত ও সম্মানের জামার) নিচে লুকায়িত। আমি ব্যতীত কেউ তাদেরকে চেনে না। তাঁরাও আমি ব্যতীত অপর কাউকে চেনেনা।" (হাদীসে কুদসী)

নবুয়্যতের পরিসমাপ্তির পর দ্বীনের পূর্ণতাকে সুসংহত ও সংঘবদ্ধ রাখার অপরিহার্য্যতায় আহলে বায়তের পবিত্র রক্তধারায় বেলায়তী যুগের সূচনা হয়। ইমাম মেহেদী (আঃ) এর আগমন পর্যন্ত বেলায়তের কর্ণধার অলীগণ দুনিয়াতে দ্বীনের হেফাজত করবেন। তাঁরা আল্লাহর প্রতি মানুষের ঈমানকে সক্রিয় ও মজবুত রাখবেন এবং তাঁরা ইসলামের সঞ্জীবনী সুধারূপে বিরাজিত থাকবেন। মহান আল্লাহ বলেন, "কিন্তু তাদের মধ্যে পাকা জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যারা বাতেনী এলমের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তাঁরাই রছুলে পাক (সঃ) এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী"।

হজরত রছুলে মকবুল (সঃ) বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে হাক্কানী আলেমগণ (অলীগণ) বনী ঈসরাইল সম্প্রদায়ের নবীগণের মর্যাদাপ্রাপ্ত।"

পরম প্রিয়তমের মিলনাকাঙ্ক্ষী বেপরোয়া সাধক অলীগণ সহাস্য পর্দাকে উন্মোচিত করে তাঁর প্রেমাভিসারে ফানাফিস শায়খ, ফানাফির রাসুল, ফানাফিল্লাহর দুর্গম স্তর পেরিয়ে বাকিবিল্লায় এসে নির্বাণ লাভ করেন। এ মোকামে পরম প্রেমাস্পদের দর্শন মিলে, অনির্বচনীয় ভাবের স্থায়ী মিলন ঘটে। চিরকাঙ্ক্ষিত প্রশান্তির 'জান্নাতুল কোরবাত' হাসিল হয়। অতঃপর 'হালে মোকামে' উপনীত হয়ে 'আশেক মাশুক' প্রেমের মিলনে একাকার হয়ে যায়। প্রেমিক প্রেমাস্পদের মিলনের মাঝে আত্মহারা হয়ে নির্বাক হয়ে যান।

হজরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ), "এবং যখন তুমি তোমার সকল এরাদা, মোহ, বা ইচ্ছা থেকে ফানা হবে, তখন আল্লাহতা'লা তোমাকে রহম করবেন এবং চিরস্থায়ী জীবন দান করবেন। যেহেতু, 'ফানার' পরেই 'বাকি' হাসিল করতে হয়, যখন তুমি বাকিবিল্লা হয়ে যাবে, তখন তোমার আর মৃত্যু নাই। তোমাকে এরূপ নেয়ামত দান করা হবে যার ধ্বংস নেই। এ পর্যায়ের অলীগণ আল্লাহতা'লার নৈকট্য লাভ করে আল্লাহর ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়ে তাঁরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। আল্লাহ ভিন্ন অপর কেউ তাঁদেরকে জানতে ও চিনতে পারো।"

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক বলেন, "আমার বান্দা যখন নফল এবাদত করতে থাকে তখন তাকে ভালোবাসি। যখন সে আমার ভালবাসা প্রাপ্ত হয়, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে, আমি তার ভাষা হয়ে যাই যা দ্বারা সে কথা বলে, তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে কাজ করে, আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দ্বারা সে চলাফেরা করে।"

অলীগণ মারেফাতের সাধনায় সফলকাম হয়ে তাঁদের মর্যাদা অনুসারে সৃষ্টিজগতের পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তাঁরা বিভিন্ন মোকামে 'খলিফায়ে রাসুলুল্লাহ' 'ওয়ারেসুল আম্বিয়া' ইত্যাদি পদবী লাভ করেন। বাকাবিল্লাহ্ ও হালে মোকামে উপনীত অলীগণ প্রত্যেক যুগে কুতবুল আকতাব, গাউছে জমান, মোজাদ্দেদ ইত্যাদি খেতাব লাভ করে স্রষ্টার পক্ষে রছুল মকবুল (সঃ) এর তত্ত্বাবধানে সৃষ্ট জগতের নিয়ন্ত্রণ ও ত্রাণকর্তৃত্ব লাভ করেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "অলীগণ পার্থিব জীবনে এবং আখেরাতে কোনরূপ শোকাতর হবে না"। (হা-মীম, আয়াত- ৩১)

হজরত গাউছুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) বলেন, "আল্লাহর সাম্রাজ্যসমূহ আমারই সাম্রাজ্য, যা আমার হুকুমের নিচে অবস্থিত। আল্লাহতা'লার মর্জি মতো আমি হুকুম জারি করি"।

বিপুল অধ্যবসায় ও সাধ্য-সাধনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতে সাফল্য লাভকারী ব্যক্তিগণ তাদের আত্নার জাগতিক কামনা-বাসনা ও নাছুতি স্বত্বাকে নির্মূল করে স্রষ্টার প্রতিনিধিরূপে অলীর মর্যাদা প্রাপ্ত হন। একখন্ড লৌহ বা কয়লা আগুনের মধ্যে রাখলে তা পুড়ে লাল অগ্নিময় হয়ে যায়। ঐ লৌহাকে স্পর্শ করলে তখন হাত পুড়ে যায়। তদ্রুপ খোদার প্রেমানলে পোড়া সঠিক ব্যক্তি খোদার গুণে গুণান্বিত ও খোদার রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে নুরানী ছুরতে অলীতে পরিণত হন। তখন অলীর হাতে হাত দিলে বা ছোহবতে এলে খোদাকে পাওয়া যায়। প্রাণের মধ্যে এক এশকে এলাহীর মামলা শুরু হয়ে যায়। একটি প্রজ্জ্বলিত লণ্ঠন প্রখর সূর্য্যালোকে রাখলে এর আলো ম্রিয়মান দেখায়। কিন্তু রাতের আধারে লণ্ঠনের প্রয়োজনীতা অপরিসীম।

সুর্যরূপী আল্লাহর রাজত্বে পথহারা মানব-হৃদয়ের তমশা বিদূরিত করে ঐশী আলো দানের ভান্ডার লণ্ঠনরূপী অলীগণের মর্যাদা ও ক্ষমতা অতুলনীয় এবং তাদের এ ক্ষমতা ও পার্থিব জগৎ থেকে তাঁদের শারীরিক প্রস্থানের পরেও সমানভাবে কার্যকরী। হজরত মৌলানা রুমী (রঃ) বলেন, "আফসোস, হে মুসলিম ভ্রাতৃগণ। আমি আমার পরিচয় উদঘাটনে সমর্থ নই। প্রকৃতির মাঝে কিংবা গমনেও নয় আমার বিচরণের স্থান। নাম নিশানাহীন স্থান কালের উর্দ্ধে অপরূপের মাঝে যে প্রেমচেতনা মানবাত্মা, সে অদৃশ্য লোকেই আমি গ্রহণ করেছি এক চিরস্থায়ী আসন।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন সাধক তাঁর দুনিয়াবী নাছুতি স্বভাব পরিত্যাগ করে অগ্নিময় লৌহের মত খোদার নুরে নূরময় হয়ে অলীতে পরিণত হন, যেরুপ বসন্তের আগমনে গাছের পুরাতন পাতা ঝরে নতুন পাতায় পল্লবিত হয়ে উঠে। মানবাত্মার মৃত্যু নেই। কিন্তু জীবাত্মার মৃত্যু হলে মানবাত্মা দেহপিঞ্জর মুক্ত হয়। সৃষ্টির নিয়মানুসারে অলীরা ওফাতের মাধ্যমে কায়া বদল করে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করেন। লোকান্তরিত হওয়ার পরে অলীগণের পবিত্র আত্মা অধিকতর সক্রিয় হয়। তাঁরা ভক্তবৃন্দের মাঝে রুহানী ফয়েজ-নেয়াজ বিতরণ করেন। তাদের পবিত্র আত্মা একই সঙ্গে উপস্থিত হয়ে কার্য্য সম্পন্ন করতে সক্ষম। আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদনের জন্য দৈহিক শক্তি নিস্প্রয়োজন। দুনিয়াতে অবস্থানকালেও তাঁরা আত্মার শক্তিতে বা রূহানীয়তের দ্বারা কার্য্য পরিচালনা করতেন। সুতরাং জীবনমৃত্যুর দ্বারা অলীগণের উদ্দীষ্ট কার্য্য পরিচালনায় কোন ব্যাঘাত ঘটেনা।

"আল আউলিয়া লা-ইয়ামুত" অর্থাৎ অলীগণের কোন মৃত্যু নেই। হজরত রছুলে মকবুল (সঃ) বলেন, "নবী ও অলীগণ স্বগৃহে যেমন নামাজ পড়েন, তেমনি লোকান্তরিত হবার পরেও রওজার মধ্যে নামাজ পড়েন"।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন, "আমি ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ) এর রওজা হতে তাবাররুক লাভ করি। আমি প্রতিদিন তাঁর মাজার জেয়ারত করি। যখন আমি কোন বিপদগ্রস্ত হই, তখন তাঁর মাজারে গিয়ে দুরাকাত সালাত আদায় করতঃ সাহায্যের জন্য কাকুতি মিনতির সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি এবং আমি যা চাই, আল্লাহ আমাকে তা দান করেন"। আল্লামা আবদুর রহমান জামী (রঃ) ছিলেন এক মহান রছুল প্রেমিক। নবী প্রেমের কারণেই তিনি একজন কালোত্তীর্ণ মহাপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। একদা না'ত লিখে রওজায়ে আকদাসের জেয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় গমন করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা রওজা পাকের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর লিখিত কবিতাটি পাঠ করা। যখন আল্লামা জামী (রঃ) নবী প্রেমে বিভোর হয়ে মদীনা পানে ছুটলেন, তখন মক্কার তৎকালীন গভর্ণর তাকে পাকড়াও করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এরপর গভর্ণর আবার হুজুর (সঃ) কে স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) বলেন, "আবদুর রহমান জামী (রঃ) কোন অপরাধী নয়, বরং সে কিছু কবিতা রচনা করেছে। এখানে এসে সেগুলো আমার রওজার পাশে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতে চায়। যদি এমন হয়, তাহলে রওজা হতে আমার হাত মাসাফাহার জন্য বের হয়ে আসে। তা ঠিক হবে না, তাই তাকে বলো এখনো সে যেন কবিতা পাঠ না করে"।

স্বপ্নের মাধ্যমে এ সুসংবাদ শুনে গভর্ণর কারাগার হতে তাকে মুক্ত করেন এবং তাঁর প্রতি বিরাট সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করেন। (কসিদা-ই-নুমান, পৃঃ ৩১২-১৩)

একদা হজরত গাউছুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর খলিফা বিখ্যাত অলী শায়খ সৈয়দ আহমদ কবির রেফাঈ (রঃ) মদীনা মনোয়ারা গিয়ে হজরত রছুলে মকবুল (সঃ) এর রওজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নিম্মোক্ত কবিতা পাঠ করেন-

"ফী হালাতীল বুদি রুহী কুনতু উরসিলুহা
তুকাববিলুল আরদা আন্নী ওয়াহিয়া নায়িবাতী।
ওয়া হাযিহী নবাতুল আশবাহী কাদ হাদারতু
ফামদুদ ইয়মী নাকা কায় তাহযা বিহা শ্বাফাতী"।

অর্থাৎ, "হে রাসুল (সঃ)! দূরে অবস্থানকালে স্বীয় রূহকে রওজা আকদাসে পাঠিয়ে দিতাম যেন আমার পক্ষ থেকে আপনাকে কদমবুচি করে আসে। এখনতো আমি সশরীরে আপনার মহান দরবারে উপস্থিত হয়েছি। সুতরাং দয়া করে আপনার হাত মোবারক বাড়িয়ে দিন যে আমার ওষ্ঠ তা চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করে"। এ কবিতা পাঠ করা মাত্র হজরত রছুলে মকবুল (সঃ) এর হাত মোবারক রওজা থেকে বের হয়ে আসে। (১. আল বুরহানুল মুশায়্যাদ, পৃঃ- ১৪-১৫, ২. আল-বুরহানুল মআইয়্যাদ, পৃঃ- জ, ৩. কসিদা-ই-নুমান পৃঃ- ৩৩৩-৩৩৪)

১৯২৪ সনে ইরাকের তৎকালীন বাদশাহ্ ও প্রধান মুফতী স্বপ্নাদেশ পেলেন যে, প্রিয়নবী (সঃ) এর বিখ্যাত সাহাবা হজরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামন (রঃ) ও হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রঃ) এর লাশ মোবারক যে তাইগ্রীস নদীর উপকূলে অবস্থিত সমাধি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। তথায় লবণাক্ত পানি ঢুকছে। ইরাকের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নূরী সাইয়্যেদ পাশাও তদ্রুপ স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নাদেশক্রমে ঈদুল আযহার দশদিন পর পাঁচলাখ লোকের উপস্থিতিতে লাশ মোবারকদ্বয় তোলা হয়েছিল। বহু রাষ্ট্র থেকে সরকারী প্রতিনিধি ও গণমান্য ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, লাশ মোবারকদ্বয় তো দূরের কথা, লাশ মোবারকদ্বয়ের কাফনদ্বয় পর্যন্ত অবিকৃত দেখা গেল। পরে হজরত সালমান ফারসী (রঃ) এর মাজারের পাশে তাঁদেরকে পুনরায় দাফন করা হয়। (সূত্রঃ সৈয়দ মোহাম্মদ সৈয়দুল হাছান শাহ্, সীরাতে ইমামুল আম্বিয়া কোরআন আওর বাইবেল কি রোশনমে)।

এপ্রসঙ্গে ২য় শাহ জাহাঁগীর হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ) এর খলিফা লতিফ শাহ মৌলানা গোলাম ছোবহান সাহেবের মাজার স্থানান্তরীকরণ ও পুনঃদাফনের ঘটনা উল্লেখ করার মতো- তিনি (রঃ) ১৪ই শাবান, ১৩৬২ হিঃ; ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩ খৃঃ, রোজ সোমবার, তৈলারদ্বীপে ইন্তেকাল করেন। তখন ৩য় শাহ জাহাঁগীর হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) জাহাঁগীরি মসনদে সমাসীন ছিলেন। উক্ত খলিফা সাহেবের ইন্তেকালের বার্তা যখন একজন আগন্তুক সংবাদদাতা মারফত দরবার শরীফে আনয়ন করা হয়, তখন ৩য় শাহ জাহাঁগীর (কঃ) আন্দরবাড়িতে তশরীফ নিয়েছিলেন। ইত্যবসরে, ২য় শাহ জাহাঁগীরের (কঃ) খাদেম ফকির মকবুল আলী আগন্তুক সংবাদদাতাকে একটি স্থানে খলিফা সাহেবকে (রঃ) দাফন করতে বলে দেন। সেই হিসেবে সংবাদদাতা আগন্তুক চলে যাবার পর ৩য় শাহ জাহাঁগীর (কঃ) বর্হিবাড়িতে তদীয় হুজরা শরীফে তশরীফ আনেন। অতঃপর হজরত (কঃ) উক্ত খলিফা সাহেবের ইন্তেকালের সংবাদ এবং তৎপরবর্তী মকবুল আলী ফকিরের সাথে আগন্তুক সংবাদদাতার বাক্য বিনিময় তথা খলিফা সাহেবকে (রঃ) দাফনকরণের সিদ্ধান্ত প্রদানের বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে অত্যন্ত বিচলিতভাবে ফর্মায়েছিলেন, "আমাকে তথায় (তৈলারদ্বীপে) আবার বৃষ্টির দিনে কাদা মিশ্রিত অবস্থায় ভিজা কাপড়ে যেতে হবে"।

মির্জাখীল দরবার শরীফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন শাহ জাহাঁগীর হজরত তাজুল আরেফীন মৌলানা মোহাম্মদ আরেফুল হাই (কঃ) সাহেব ১৩ই শাবান, ১৩৯৬ হিঃ মোতাবেক ৯ই আগষ্ট, ১৯৭৬ খৃঃ রোজ সোমবার; ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ঠিক শ্রাবণ মাসের অঝোরধারায় বর্ষিত বর্ষণমুখর দিনে ৩য় শাহ জাহাঁগীর (কঃ) যেরূপ ফর্মায়েছিলেন তদ্রূপ শাহ জাহাঁগীর হজরত তাজুল আরেফীন (কঃ) তৈলারদ্বীপে তশরীফ নিয়ে যান। অতঃপর সেখানে আছরের নামাজ সমাধা করেন এবং লতিফ শাহ (রঃ) এর মাজার শরীফে চাদর শরীফ পরিবেশন করান। মগরিবের নামাজের পর দেড় ঘন্টাব্যাপী দায়রা শরীফ হয়। সাড়ে ৯টায় এশার নামাজ পরবর্তী পুনরায় দায়রা শরীফ হয়। দায়রা শরীফের পর হজরত কেবলা (কঃ) মুনাজাত করেন এবং ফাতেহার পর উপস্থিত লোকদিগকে তবররুক প্রদান করেন। অতঃপর এয়াকুবকে (উক্ত খলিফা সাহেবের খাদেম) সম্বোধন করে ফর্মালেন, "তুমি তৈয়ার আছো তো?" হজরতের (কঃ) পবিত্রাদেশে সিমেন্ট, বালু এবং মিস্ত্রিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তৎপরবর্তী হজরত কেবলার (কঃ) পবিত্র নির্দেশে এবং উপস্থিতিতে- তৈলারদ্বীপের খলিফা লতিফ শাহ (রঃ) সাহেবের কাফন জড়ানো দেহ উত্তোলন করলে দেখা যায়- দেহতো দূরের কথা, কাফনের কাপড়ও হুবহু অপরিবর্তীত অবস্থায় রয়েছে। তৎপরবর্তী উত্তোলিত কাফন জড়ানো দেহ বর্তমান মাজার শরীফ যে স্থানে অবস্থিত সেখানে স্থানান্তর করে পুনরায় দাফন কার্য্য সুসম্পন্ন করা হয়। (সূত্রঃ মৌলানা মোহাম্মদ মকছুদুর রহমান, " হজরত শাহ্ জাহাঁগীর তাজুল আরেফীন (কঃ): ভুবনবরেণ্য মহাপুরুষ ও যুগশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী নামক গ্রন্থ হতে)।

আরও একটি ঘটনা। হজরত আমর বিন আ'স (রাঃ) মিশরে সমাহিত হন। হিজরী ৪৩ সনের ১লা শাওয়াল তিনি ওফাত করেন। এক ব্যক্তি পায়ের ইশারায় এক আগন্তুককে তাঁর মাজার দেখিয়ে দিলে লোকটির চলার ক্ষমতা সাথে সাথে রহিত হয়ে যায়। "এবং যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলোনা, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা জানো না। (আল কোরআন)

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, আলাহর অলীগণ ওফাতের পরেও সশরীরে বর্তমান এবং সমভাবে সক্রিয়। এতে কোন সন্দেহ বা দ্বিমতের অবকাশ নেই।

সুফীবাদ ও আত্মদর্শন

প্রফেসর ড. আহসান সাইয়েদ
চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চ.বি.

সত্য এক। কিন্তু সময় ও যুগের প্রয়োজনে সত্যের প্রকাশ ঘটে নানান রুপে। আর তাইতো পৃথিবীর সকল ধর্মের মূল নির্যাস এক হলেও বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদীর মাঝে ব্যাপক বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রতিটি ধর্মীয় আচার-ব্যবস্থাই সমসাময়িক সংস্কৃতি, প্রথা, রীতি প্রভৃতি কর্তৃক প্রভাবিত। শুধুমাত্র বিভিন্ন ধর্মের মাঝে নয় বরং যুগ ও সময়ের বিবর্তনে একই ধর্মের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাঝেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন ইসলামের আদিযুগ থেকে শেষযুগ পর্যন্ত অর্থাৎ হজরত আদম (আঃ) থেকে হজরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত বিভিন্ন নবী রাসূলগণের শরীয়ত (ধর্মীয় আচার-ব্যবস্থা) একই রকম ছিলনা। অর্থাৎ প্রতিটি ধর্ম ব্যবস্থাই সময় ও সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী মহাপ্রভু কর্তৃক নির্ধারিত তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে পরিমার্জিত হয়ে এসেছে। এ পরিবর্তন ও পরিমার্জন ধর্মকে যুগোপযোগী ও সমৃদ্ধতর করার মানসেই হয়ে থাকে। অথচ এ সাধারণ সত্যটুকু অনুধাবনে সচেষ্ট না হয়ে আমরা আত্মনির্ভরতা ও স্বার্থের কলহে লিপ্ত হই এবং ক্ষেত্রবিশেষে আপন পার্থিব স্বার্থসিদ্ধিতে ধর্মকে নিজের মতো করে প্রচার ও ব্যবহার করতেও কুণ্ঠাবোধ করি না। অন্যদিকে জ্ঞান ও বুদ্ধির বিভিন্নতার কারণে প্রতিটি মানুষের উপলব্ধি ক্ষমতাও ভিন্ন। যার ফলে একই বিষয়ে প্রতিটি মানুষের উপলব্ধিও একই রকম হয় না। অতঃপর মানব প্রবৃত্তি আমিত্ব, দম্ভ ও অহংকারের সাথে সমঝোতা করতে ব্যর্থ হয়ে আত্মোপলব্ধিকেই শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক অপরের মত ও পথকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে। যার ফলশ্রুতিতে ভৌগলিক সীমারেখার মতোই পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বোপরি সমগ্র মানব সমাজেও সৃষ্টি হয় পারস্পরিক অশ্রদ্ধা ও পরমতসহিষ্ণুতার বিভাজন প্রাচীর। এরই ধারাবাহিকতায় সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বমানবতার মানচিত্র বিভাজিত হতে হতে আজ নানান দেশ, জাতি, ধর্ম, গোত্র নামক ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর টুকরোয় বিভক্ত। ফলে মানবাত্মাকে বিকশিত করতে প্রবর্তিত ধর্ম মানব নামক কতিপয় দানবের হাতে বারংবার ব্যবহৃত ও বিকৃত হয়ে আধ্যাত্মবোধহীন নৈতিকতাবিবর্জিত অনুষ্ঠানসর্বস্ব এক অধর্মে পরিণত হয়। যার ফলশ্রুতিতে কিছু সংখ্যক মানুষ আজ ধর্ম ব্যবসায়ী ও ধর্ম ব্যবহারকারীদের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে এবং অপর অংশ, বিশেষ করে, যুক্তিবাদী তরুণ সমাজ ধর্মের এ অবস্থা দেখে ধর্ম ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে অন্যদিকে ঝুঁকে পড়ছে। অপরপক্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে বারংবার বিপর্যস্ত, বিকৃত ও পরিবর্তিত ইতিহাসের পাতা থেকে সত্যকে অনুসন্ধান করে উদঘাটন করাও বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এমতাবস্থায় কিছুটা অপরিচিত ও বিচিত্র এক পথের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই পথ সুফীবাদ।

সুফীবাদ এক সুবিশাল মহাসমুদ্র। এই সমুদ্রে অবগাহন ব্যতিরেকে এর বর্ণনা অসম্ভব। তাই এই প্রবন্ধটি কোন জ্ঞানগর্ভ আলোচনা নয় বরং আপন জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা স্বীকারপূর্বক সত্যান্বেষী এক মানবমনের আত্মোপলব্ধি উপস্থাপনেরই সীমিত প্রয়াস মাত্র।

বিশ্বের বিখ্যাত সুফী দার্শনিক, গবেষক, কবিগণ বিভিন্ন সময়ে আপন দৃষ্টিকোণ ও উপলব্ধি থেকে সুফীবাদকে সংজ্ঞায়িত ও বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মাঝে মুহীউদ্দীন ইবনুল আরবী (১১৬৫-১২৫৩ খৃঃ), যুননুন মিসরী (৮৬০ খৃঃ) বায়েজীদ বোস্তামী (৮৭০ খৃঃ), মনছুর হালাজ (৮৫৪-৯২২ খৃঃ), ইমাম গাজ্জালী (১০৫৮-১১১১ খৃঃ), কবি ফরিদউদ্দীন আত্তার (১২২৮-১২২৯), সানায়ী (১১৫০ খৃঃ), মৌলানা জালালুদ্দীন রুমী (১২০৭-১২৭৩ খৃঃ), শেখ সাদী (১১৭৫-১২৯৫ খৃঃ), কবি হাফিজ (১৩১৫-১৩৯১ খৃঃ), মোল্লা জামী (১৪১৪-১৪৯২ খৃঃ) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের রচিত বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের আলোকে সুফীবাদকে নিম্নরুপে সংজ্ঞায়িত করা যায় অধিকাংশ সুফী দার্শনিকের মতে সূফী শব্দের

উৎপত্তি 'সুফ' শব্দ হতে যার অর্থ পশম। পূর্বে সংসারত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীগণ মোটা কর্কশ পশমী বস্ত্র পরিধান করতেন। এই পশমী কাপড় তাঁদের অতি সাধারণ নির্বিলাস জীবনযাপনেরই পরিচায়ক ছিল।

অনেকের মতে সুফী শব্দের উদ্ভব আরবী 'সাফা' যার অর্থ পবিত্রতা। তাঁদের মতে যে সকল মহাত্মা সাংসারিক পাপ-পঙ্কিলতা হতে কায়মনোবাক্যে পবিত্র, তাঁরাই সুফী।

আবার অনেকের মতে 'আসহাবে সুফফা' হতে সুফী শব্দের উৎপত্তি। নবী করিম (সঃ) এর সময়ে একদল নবীপ্রেমী সংসারধর্ম ত্যাগ করে নবীজির (সঃ) মদীনা মুনাওয়ারাস্থ আবাসস্থল সংলগ্ন স্থানে বসবাস করতেন এবং সর্বদা আল্লাহর ধ্যান ও ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাঁদের আসহাবে সুফফা নামে অভিহিত করা হয়। বস্তুত পার্থিব কামনা-বাসনা মুক্ত, নির্বিলাস সহজ সরল জীবনযাপনকারী মহা সাধু পুরুষগণ যারা সাধারণত্বের সীমা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছেন, পার্থিব জ্ঞানের পাশাপাশি যাদের অন্তরে সৃষ্টিকর্তা তাঁর গুপ্ত রহস্যময় জগতকে উন্মুক্ত করেছেন, যারা বহুত্বকে অতিক্রম করে একক মহাসত্যকে খুঁজে পেয়েছেন এবং আপন 'আমিত্ব' এর বিনাশে সমর্থ হয়েছেন, তাঁরাই সুফী। তাঁরাই প্রকৃত জ্ঞানী, পূর্ণমানব, সিদ্ধপুরুষ, তাঁরাই যোগ্যতম পথপ্রদর্শক, যেহেতু তাঁরা জগৎপথ অতিক্রমে মহাসত্যের আলোকপ্রাপ্ত পবিত্র আত্মা। তাঁদের শারীরিক অবয়ব ভিন্ন হলেও তাঁদের আত্মা মহাপ্রভুর সত্ত্বায় সম্পূর্ণরুপে বিলীন। তাঁদের কথাবার্তায়, কাজে-কর্মে, চা-চলনে তাই কেবলমাত্র সত্যের নূর তথা আলো প্রকাশিত ও বিচ্ছুরিত হয়। তাঁরা কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনার বলে আপন প্রবৃত্তি তথা কামনা, বাসনা, হিংসা, ক্রোধ, লালসা হতে মুক্ত ও পবিত্র বিধায় খোদার খোদায়ীর প্রকাশস্থল সাব্যস্থ হন। যার ফলে তাঁদের মাধ্যমে প্রায়শ নানান অলৌকিকত্ব প্রকাশ পায়, যা প্রকৃতপক্ষে খোদার কুদরতেরই পরিচায়ক। আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন "বান্দাগণ নফল ইবাদতের দ্বারা আমার সান্নিধ্যের প্রতি অগ্রসর হতে থাকে যে পর্যন্ত না আমি তাকে ভালোবাসি এবং আমি যখন ভালোবাসি তকন তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই যা দ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে"। (হাদীসে কুদসী)

তাই তাঁদের কথাবার্তা, কাজকর্ম আপন ইচ্ছায় নয় বরং খোদার ইচ্ছানুযায়ী হয়ে থাকে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ পাকের সগৌরব ঘোষণা-

"আর তুমি মাটির দলা নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিল বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং।"(সুরা আল আনফাল, আয়াত- ১৭)

সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকেই যখনই মানবজাতি অন্যায়, অবিচার, অসত্য ও পাপাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে তখনই বিশ্বকর্তা মহাপ্রভু আল্লাহ জাল্লা শানুহু স্বীয় নির্ধারিত প্রতিনিধি তথা নবী-রাসুল প্রেরণের মাধ্যমে মানবজাতিকে হেদায়েত ও মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। এই সকল নবী-রাসুলগণের প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট জাতি, গোত্র, কিংবা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মানবগোষ্ঠীর হেদায়তের দায়িত্বভার নিয়ে ধরাধমে আগমন করেন এবং স্ব স্ব দায়িত্ব যথার্থতার সহিত সুসম্পন্ন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মানব ইতিহাসের কোন এক সুকঠিন সন্ধিক্ষণে নিকষ কালো রাত্রির শেষে প্রভাত রবির ন্যায় আবির্ভূত হন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তিত্ব, সর্বশ্রেষ্ট নবী, সরোয়ারে কায়েনাত, শাহেনশাহে মদীনা, নুরে মুজাসসাম, হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা (সঃ)। তিনি আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ট নিদর্শনরূপে এ ধরায় আগমন করেন এবং জাতি বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে এমনকি শুধুমাত্র মানবজাতিকে নয় বরং সমগ্র সৃষ্টিজগতকে তাঁর রহমতের আওতাভুক্ত করে 'রাহমাতুল্লীল আলামীন' রূপে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর তিনি বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করেন এবং 'খাতামুন নবীঈন' রূপে নবুয়্যত যুগের পরিসমাপ্তি করেন।

পরম করুণাময় আল্লাহতা'লার প্রিয়তম মাহবুব সৈয়্যদুল মুরসালীন নবী করীম (সঃ) তাঁর রবের পক্ষ হতে দুইটি সর্বশ্রেষ্ট নেয়ামত অর্জন করেন। এর একটি হল নবুয়্যত (অহীর মাধ্যমে খোদায়ী নির্দেশ লাভ) এবং অপরটি হল বেলায়ত (খোদার নিকটতম রহস্যপূর্ণ সম্পর্ক)। একমাত্র নবীজির (সঃ) সত্ত্বাই এই দুইটি নেয়ামত পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয় বিধায় তিনিই সমগ্র জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, স্রষ্টার শ্রেষ্টত্বের সর্বশ্রেষ্ট রূপ। নবুয়্যত যুগের পরিসমাপ্তির সাথে

হুজুর পাক (সঃ) বিপদগ্রস্থ বিশ্বমানবতার জন্য হেদায়তের ধারা অব্যাহত রাখার মানসে হজরত আলী (রঃ) কে বেলায়তের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার মাধ্যমে বেলায়ত যুগের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন (যদিও সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকেই নবুয়্যতের মাঝেই বেলায়ত বিদ্যমান ছিল) এবং বেলায়তকে রিসালাতের প্রতিনিধিত্বকারী সাব্যস্ত করেন। অতঃপর তাঁরই পবিত্র বংশধারায় অসংখ্য আউলিয়া কেরাম তাঁরই আদর্শের মশাল হাতে যুগে যুগে এ ধরায় আগমন করেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব হৃদয়ে আল্লাহাতালা ও তাঁর মাহবুবের প্রেমের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনপূর্বক পথভ্রষ্ট ও দিকভ্রান্ত মানবজাতিকে হেকমত সহকারে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' এর পথে আহ্বান করেন। যুগে যুগে বেলায়তের এ ক্রমপ্রবাহমান ধারায় গুপ্ত ও ব্যক্ত অসংখ্য অলী-উল্লাহর আবির্ভাব ঘটে এবং এই ধারা পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত জারি থাকবে। এই সকল সুফীসাধক কিংবা আউলিয়াকেরাম মূলতঃ আল্লাহর প্রশাসনের প্রশাসনিক কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত থাকেন এবং তাঁরই নির্দেশে সমস্ত কার্য সমাধা করে থাকেন। এখন বর্তমান সময়ে এই সুফীবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। বিশ্বের প্রসিদ্ধ বহু আলেম আজ পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মাধ্যমে আপন অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করার পাশাপাশি সরলমনা সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তি আরও বৃদ্ধি করেছেন। এমতাবস্থায় সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বিভ্রান্ত, দ্বিধান্বিত হয়ে হতাশ হয়ে পড়ছে।

দ্বিধাগ্রস্থ এই মানবজাতির জন্যই কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তাআলার সুস্পষ্ট নির্দেশনা-

"আমদের সরল পথ দেখাও। সেই সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাঁদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।" (সুরা ফাতিহা- আয়াত- ৬-৭)

"অনুসরণ কর তাঁদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করেনা, অথচ তা'লা সুপথপ্রাপ্ত।" (সুরা ইয়াসীন, আয়অত- ২১)

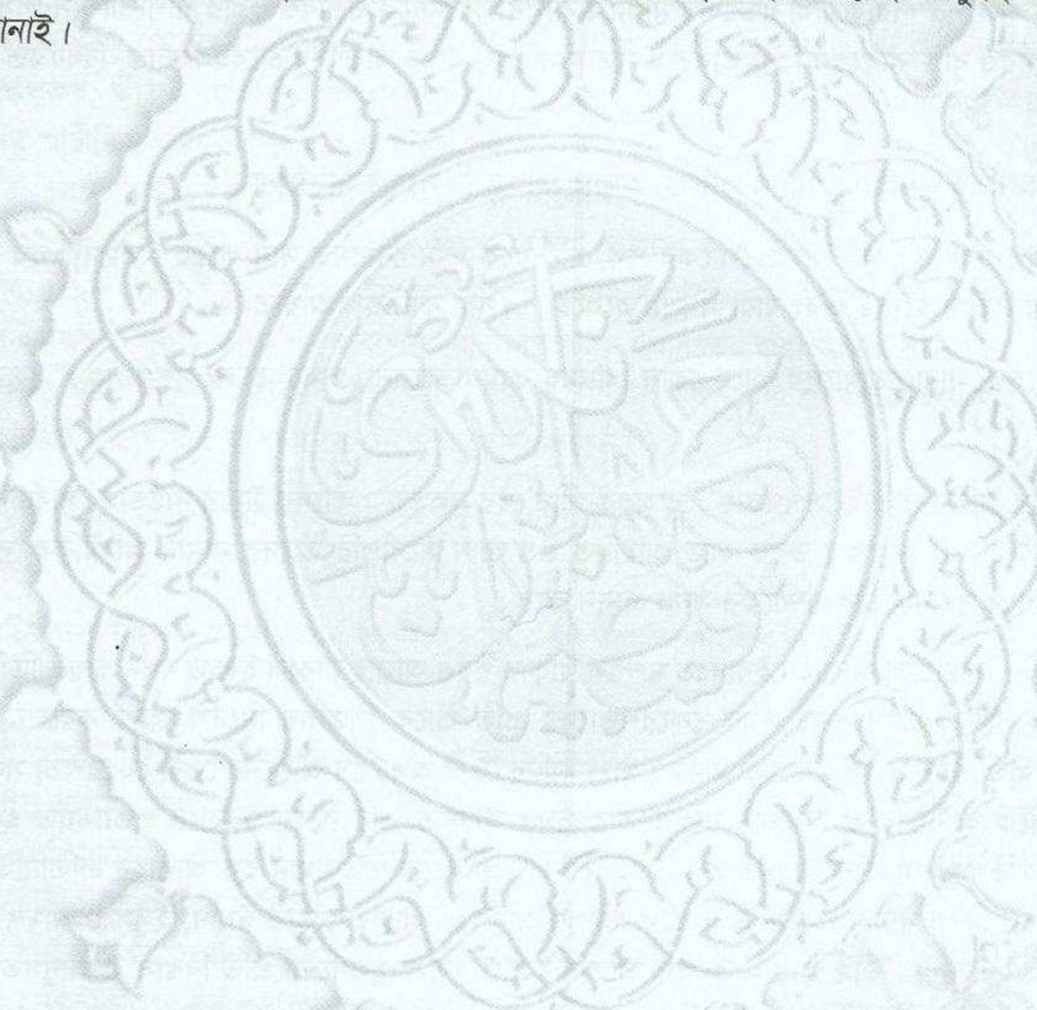
নিঃসন্দেহে আল্লাহর অলিগণই এই 'সুপথপ্রাপ্ত' ও 'অনুকরণীয়'দের দলভুক্ত। তাঁদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি, সার্বজনীন প্রেমময় জীবন দর্শন, উন্নত চরিত্র, আল্লাহর তরফ হতে আহরিত গুপ্ত জ্ঞান সর্বোপরি তাঁদের নানান অলৌকিক ঘটনাবলী বা কারামত তাঁদের সাথে স্রষ্টার গভীর সম্পর্কের সনদ প্রদান করে।

ফেরেশতাদের সর্দার আজাজীল আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকার পরও আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যখন স্বীয় প্রতিনিধি হজরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করলেন এবং সমস্ত ফেরেশতাদের প্রতি তাঁকে সিজদার নির্দেশ জারী করলেন, আজাজীল অহংকারবশত তা প্রত্যাখ্যান করল, যেহেতু আদম (আঃ) মাটির তৈরী অথচ সে আগুনের তৈরী ফেরেশতা সর্দার শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতিনিধিকে অস্বীকার ও অসম্মান করায় তার সমস্ত ইবাদত তার রবের দরবারে প্রত্যাখ্যাত হল এবং সে চিরকালের জন্য অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হল। এই ঘটনার আলোকে প্রতীয়মান হয় আল্লাহর প্রতিনিধিকে স্বীকৃতি প্রদান, তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য স্বীকার ব্যতীত ঈমাণ, ইলম ও আমল সবই স্রষ্টার নিকট অপূর্ণ ও অগ্রহণযোগ্য। তাই আল্লাহ তা'লার প্রতিনিধিরূপে নবী-রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য অপরিহার্য তেমনিভাবে নবুয়ত যুগের পরবর্তী এ যুগে আমিত্বের বিনাশ ও অহংকার পরিহারপূর্বক স্রষ্টার প্রতিনিধিরূপে যে সকল মহান অলী আবির্ভূত হন তাদের অনুসরণের মাধ্যমে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

অতএব বোঝা যায়, বর্তমান দ্বিধাবিভক্ত বিশ্বের এই অস্থির সময়ে যখন বিশ্বাস তথা ঈমাণ সংরক্ষণ হাদীসে নববী অনুসারে 'হাতের তালুতে জ্বলন্ত কয়লার টুকরো ধারণের চাইতেও কঠিনতর' এরূপ অবস্থায় একজন প্রকৃত জ্ঞানী শিক্ষক কিংবা পথপ্রদর্শক ব্যতিরেকে সত্যানুসন্ধান তথা মহান সৃষ্টিকর্তার পরিচয় ও সন্ধান লাভ অসম্ভব। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য যেরূপ উক্ত বিষয়ে পারদর্শী শিক্ষক নির্ধারিত, মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ কিংবা তন্ত্রের রোগের চিকিৎসার জন্য যেরুপ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সুনির্দিষ্ট, ঠিক তেমনিখাবে মানবাত্মা যখন অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির (কামনা, হিংসা, লালসা, ক্রোধ, ভোগবৃত্তি) বশবর্তী হয়ে রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে, তখন একজন রূহানী চিকিৎসকের আবশ্যকতা প্রকট হয়ে পড়ে। বস্তুত নবী-রাসুলগণের পর এই সকল সুফীসাধক, আউলিয়াকেরামগণই যুগ যুগ ধরে

রোগাক্রান্ত মানবাত্মার সুচিকিৎসার মহান ব্রত নিয়ে আল্লাহ তা'লার নির্দেশে নীরবে নিভৃতে কাজ করে আসছেন। এই চিকিৎসক, শিক্ষক তথা পথপ্রদর্শকের অনুসন্ধান পূর্বক তাঁর পবিত্র সত্ত্বায় পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন এবং তাঁর দর্শন বা তরীকার অনুশীলন প্রতিটি সত্যান্বেষী মানুষের জন্য অপরিহার্য্য। উল্লেখ্য বিশ্বে সময় ও যুগের প্রয়োজনে অসংখ্য সুফীদর্শন তথা তরীকার উদ্ভব ও বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। তম্মধ্যে কাদেরীয়া, চিশতীয়া, নকশবন্দীয়া, শাহ্ জাহাঁগীরি তরিকাসহ বহু তরীকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে যখন লোকেরা বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট, তখন তাসাউফ বা সুফীবাদ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় মানব অন্তরে প্রেম, ধর্মসাম্য, পরচর্চা পরিহারপূর্বক আত্মসমালোচনা ও আত্মসংশোধন, আমিত্বের বিনাশ, অহংকারের পরিহার ও আদবের দীক্ষার আলো বিকিরণে তৎপর। তাই সুফীবাদ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানার্জন ও এর চর্চার মাধ্যমে বর্তমান বিক্ষুব্ধ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্টার প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ ও নৈকট্য অর্জনের আহবান জানাই।



ইসলাম, কোরআন ও বিজ্ঞান

মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।

ইসলাম হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যার কোন সমাধান ইসলামে নেই। মানব জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে তথ্যের প্রধান উৎস হচ্ছে ইসলাম। আর ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে পবিত্র কোরআন মাজীদ এবং হজরত রসূল করিম (সঃ) এর সুন্নাহ। বিশ্বভ্রক্ষ্মান্ডের প্রতিটি সৃষ্টিরাশির অনু-পরমাণুতে খোদার অস্থিত্ব যে বিদ্যমান আছে, এ সত্যটি প্রচার করাই হচ্ছে ইসলামের মূল লক্ষ্য। সুতরাং যে মূহুর্তে এ বিশ্বভ্রক্ষ্মান্ড সৃষ্টি হয়েছে, সে মূহুর্ত থেকেই ইসলামের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং ইসলাম শাশ্বত এবং চিরন্তন। ইসলাম কোন মানবগড়া মতবাদ নয়। উহা স্রষ্টা প্রদত্ত মতবাদ। এ মতবাদের কোন তুলনা নেই। এ মতবাদের তুলনা এ মতবাদ নিজেই। সৃষ্টির আদি থেকেই ইসলাম এ ধরাধামে বিদ্যমান রয়েছে যার মূল কথা হচ্ছে মহান স্রষ্টার একত্ববাদ ঘোষণা। হজরত রসূলে করিম (সঃ) এর মাধ্যমে ইসলামের বিকাশ ঘটেছে এবং এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ঘটেছে। তাই হজরত রসূলে করিম (সঃ) হচ্ছেন পরিপূর্ণ ইসলামের বাস্তবায়ক এবং মহান স্রষ্টা হচ্ছেন ইসলামরূপ একমাত্র আদর্শ জীবন ব্যবস্থার উদ্ভাবক, প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিপূর্ণতা দানকারী। মহান আল্লাহতা'লা তাই বলেন,
"আলইয়াওমা আকমালতু লাকুম দিইনাকুম ওয়াতমামতু আলাইকুম নেমাতিই ওয়ারাদীতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা"।

অর্থাৎ, "আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করে দিলাম। - (সুরা মায়েদা, ৫:৩)

যেহেতু ইসলাম একটি সামগ্রীক ব্যবস্থা, সেহেতু জীবন বা জ্ঞানের এমন কোন দিক নেই যে বিষয়ে ইসলামের মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারীমে আলোচিত হয়নি। কারণ ইসলামের মূল লক্ষ্য হল মানবের কল্যাণ সাধন এবং মানুষকে সকল প্রকার পাপাচার, অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্চনা ও শোষণ থেকে মুক্তি প্রদান। তাই মানব জীবনের কল্যাণ ও মুক্তির সাথে জড়িত প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে ইসলামে সুস্পষ্ট নীতিমালা ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। এ ইসলামরূপ বৃক্ষের বিজ্ঞান একটি শাখা মাত্র। সুতরাং ইসলামের ব্যাপ্তি বিজ্ঞান থেকে অনেক বেশী ব্যাপক এবং গভীরতর।

বিজ্ঞান অর্থ হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান। আর একটু ব্যাখ্যা করলে বলা যায়, বিজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি বিশেষ জ্ঞান যে জ্ঞান সুশৃঙ্কলভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যা। অথাৎ "Science means systematizing things to reach a goal within a definite period of time." এ বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান খোদা প্রদত্ত। মানুষ এর ব্যবহারকারী মাত্র। কতগুলো অনুমানের উপর ভিত্তি করে খোদা প্রদত্ত দ্রব্য বা বস্তু সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর পর বৈজ্ঞানিক যে সিদ্ধান্ত বা ফলাফল লাভ করেন তা হচ্ছে গবেষণলব্ধ ফল বা আবিষ্কার এবং যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ ফল বা আবিষ্কার অর্জন করা হয় তা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল চুড়ান্ত বা সর্বশেষ নয়। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ এ পর্যন্ত ১১টি গ্রহ আবিষ্কার করেছে। এর অর্থ এ নয় যে, এ বিশ্বভ্রক্ষ্মান্ডের গ্রহের সংখ্যা মাত্র ১১টি। আরও গ্রহ থাকতে পারে যা এখনও মানুষের অজানা। তাই মানব কর্তৃক পরিচালিত বিজ্ঞানের ফলাফলে ভুলভ্রান্তি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তাই বিজ্ঞানের কোন ফলাফল বা উপসংহার আপাতঃ দৃষ্টিতে ইসলামের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হলে এটা বলা ঠিক হবে না যে, বিজ্ঞান ইসলামের বিরোধী। আসল জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে বিজ্ঞানের কোন কোন ফলাফল ইসলামের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়। কিন্তু পরিপূর্ণ জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত চুড়ান্ত ফলাফল কখনও ইসলামের বিরুদ্ধে যেতে পারেনা। কারণ ইসলাম থেকে বিজ্ঞান এসেছে। ইসলাম খোদার সৃষ্টি এবং বিজ্ঞানলব্ধ ফলাফল মানুষের সৃষ্টি, যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মহান আলাহাতালা। খোদার সৃষ্টি এবং খোদা কর্তৃক সৃষ্ট মানুষের সৃষ্টি কোনদিন তুলনীয় হতে পারেনা। মানুষের সৃষ্টিতে ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। সত্যিকার অর্থে ইসলাম বা বিজ্ঞান এক অপরের বিরোধী নয়, বরং ইসলামই হচ্ছে বিজ্ঞানের মূল শেকড় বা উৎস। ইসলামের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বের মানব জাতির কল্যাণ এবং প্রকৃত বিজ্ঞানের লক্ষ্যও তাই। সুতরাং উভয়ের লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন।

পূর্বেই বলেছি ইসলামের পরিধি হচ্ছে ব্যাপক এবং বিজ্ঞানের পরিধি হচ্ছে সীমিত। এমন কতগুলো বিষয় আছে যেগুলোর ব্যাপারে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করার কোন ক্ষমতা নেই কিংবা বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা নেই। উদাহরণ স্বরূপ, বিজ্ঞান মানুষের মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না, হয়তো কিছুটা বিলম্বিত করতে পারে। কেন? প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আমরা এমন একটি পর্যায়ে পৌছাই যার পরে বিজ্ঞান আর কোন "কেন" প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়না। আবার এমন কতগুলো ঘটনা আছে যেগুলো বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ঘটেছে বলে মনে হয়না, কিন্তু আসলে ঘটনাগুলো ঘটেছে। সুতরাং এমন একটি জগৎ আছে যে জগৎ বিজ্ঞানের ও আওতার বাইরে। কিন্তু এরূপ অজানা জগৎ কিংবা বিষয় সম্পর্কে ইসলামের মূল ভিত্তি কুরআনুল করিমকে বিশ্লেষণ করলে উত্তর মিলবে। এ প্রসঙ্গে আমি বিশ্বলোক সৃষ্টির বিষয়টি সম্পর্কে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষণ করে ইসলামের যথার্থ শ্রেষ্টত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করব।

বিশ্বলোক সৃষ্টি সম্পর্কে তিনটি ব্যাখ্যা বিজ্ঞান আমাদেরকে প্রদান করেছে। এ তিনটি ব্যাখ্যা যথাক্রমে "লাপাসের নীহারিকা মতবাদ" অনুযায়ী আজ থেকে ২লক্ষ কোটি বছর আগে সুক্ষ বিন্দু 'অনু'র একটি পূঞ্জীভূত মেঘমালা ছিল। এ মেঘমালায় একটা কম্পন সৃষ্টির ফলে মেঘমালা (উষ্ণ গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জ) ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয় এবং ঘণীভূত হয়ে গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারীকা (Nebula) ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। এ নীহারিকা ক্রমশঃ পাক খেতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে ঘনপিন্ডে রূপান্তরিত হয় যাকে আমরা সূর্য বলি। সূর্যের চারপাশের অবস্থিত বস্তুপুঞ্জ ক্রমশঃ ঠান্ডা হয়ে আকারে ছোট হয়ে আসে। ফলে এ সকল বস্তুপুঞ্জের পাক খাওয়ার গতি বেড়ে যায় এবং ক্রমশঃ পৃথক হয়ে জমাট বাঁধতে থাকে। ফলশ্রুতিতে গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি হয়।

"জীনসের আকস্মিক নৈকট্যবাদ" অনুসারে একটি বিশাল নক্ষত্র সূর্যের নিকট দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় উহার আকর্ষণে সূর্যেও বুক থেকে গ্যাসীয় বস্তুপিঞ্জ পটলের মত টুকরা টুকরা হয়ে যায় এবং এ টুকরাগুলো সূর্যের চারপাশে চাকার মত ঘুরতে ঘুরতে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে পরিণত হয়।

"কার্য-কারণ মতবাদ অনুযায়ী কণিকাপুঞ্জের নিরন্তর গতিশীলতার ফলে অসংখ্য ছোট-বড় পাকের সৃষ্টি হয। অপেক্ষাকৃত বড় একটি বস্তুকণা ঘনীভূত হয়ে সূর্যের কেন্দ্রবস্তু সৃষ্টি হয। এর চারপাশে বস্তুকণার সমন্বয়ে বিভিন্ন আকারের গ্রহ, কণিক, পিন্ড সৃষ্টি করে। ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন সংঘাত ও তেজস্ক্রিয় বিবিরণের ফলে সূর্যতাপের সৃষ্টি হয় এবং সুর্যের প্রচন্ড তাপে পরবর্তীকালে ধুমকেতু, উল্কা প্রভৃতির সৃষ্টি হয় এবং বিশ্বলোকের উদ্ভব ঘটে। এ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে (Serries Accident) এবং দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে কার্যকারণ বিধি। (Law of Causation)। প্রাথমিক স্তরে দুর্ঘটনাবশতঃ কম্পনের সৃষ্টি হয় এবং দ্বিতীয় স্তরে কার্যকারণ বিধি (অর্থাৎ প্রত্যেক কারণের ফলাফল আছে) অনুসারে স্বাভাবিক নিয়মে অন্যান্য বিবর্তন সংঘটিত হয়। এখন প্রশ্ন হল, বস্তুপুঞ্জ পাক খেতে খেতে জমে উঠলো কেন? ঘন পিন্ড হল কেন? সূর্যের সাথে সৌরজগতের আকর্ষণে সৌরজগত সৃষ্টি না হয়ে অন্য কিছু সৃষ্টি হল না কেন? বিশাল নক্ষত্রটি সূর্যের দিকে ছুটে গেল না কেন? আকর্ষণে গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জ ছিটকে পড়ল কেন? ধুমকেতু বা উল্কার সৃষ্টি না হয়ে অন্য কিছু সৃষ্টি হলনা কেন? নিয়মশৃঙ্খলা মাফিক চলছে কেন? বৈজ্ঞানিকেরা বলতে চান কারণের সাথেই ফলাফলের সৃষ্টি হয়েছে। এ 'কারণ-ফলাফল' (Law of Causation) এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই যান্ত্রিক দর্শন বা (Mechanical Philosophy) এর সুষ্টি হয়েছে যে দর্শন নিউটন, বাখ এবং মাইকেল এঙ্গেলো (Michael Anglo) এর মত বৈজ্ঞানিক ও একটি সুক্ষ মস্তিস্ক মূদ্রণ যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার এ 'কার্য্য-কারণ' তত্ত্ব পরিত্যাগ করেছে এবং আপেক্ষিকতা তত্ত্বের (Theory of Relativity) জন্ম দিয়েছে। 'কার্য্য-কারণ' তত্ত্ব দ্বারা মধ্যাকর্ষণ বিধি ও আলোর বিধি এখন আর ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। কারণ নিউটনের আগেও গাছ থেকে আপেল পড়ত, কিন্তু সেটা যে মধ্যাকর্ষণ শক্তির ফল এটা কেউ বলেনি। সুতরাং উপরোক্ত সব 'কেন' যে আল্লাহতা'লার আদেশেই হয়েছে এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাই সাম্প্রতিককালে অযান্ত্রিক বাস্তবতা (Theory of non mechanical reality) উদ্ভব হয়েছে তাতে স্রষ্টার চূড়ান্ত ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। খোদার অস্থিত্বকে দুটো কারণে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে:

১. আল্লাহ্ সব সৃষ্টি আশ্চর্য্যজনক এবং মানুষের সাধারণ জ্ঞানের আইরে। আল্লাহর এ মহান ক্ষমতার জন্য তাঁর প্রতি অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে।
২. মানুষ সত্যি বড় অসহায় এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহর কাছেই মিলবে চূড়ান্ত আশ্রয়।

আল কোরআন ও বিজ্ঞান

মোহাম্মদ আবু তৈয়ব
সহকারী অধ্যাপক, শাহচান্দ আউলিয়া কামিল (এম.এ) মাদ্রাসা, পটিয়া।

ইসলামী বিশ্বাসের মূল উৎস হচ্ছে, আল-কোরআন।
মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, এটা আল্লাহ পক্ষ থেকে এসেছে এবং তা গোটা মানব জাতির জন্য হেদায়েত। কোরআন যেহেতু সকল যুগের জন্য, তাই তা সকল যুগের জন্যই সামঞ্জস্যপণ্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোরআন কিসের পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হয়েছে। কোরআনের ঐশী উৎসের আলোকে প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নিরীখে মুসলমানের ধর্মীয় বিশ্বাসের বস্তুনিষ্ঠ কিছু ব্যাখ্যা দিতে চাই।

কোরআন তার যে কোন একটি মাত্র সুরার মত অনুরূপ আরেকটি সূরা তৈরির চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। কোরআনে বহুবার একই ধরণের চ্যালেঞ্জের পুনরাবৃত্তিও হয়েছে। বর্তমান কাল পর্যন্ত কোরআনের সূরার মত সৌন্দর্য, অলংকার, গভীরতা ও অর্থের দিক থেকে সমমানের আরেকটি সূরা চ্যালেঞ্জ অপূরণকৃত রয়ে গেছে। বর্তমান যুগের কোন লোক পৃথিবী চ্যাপ্টা এ মর্মে সর্বোত্তম কাব্যিক ভঙ্গীতে কোন ধর্মীয় পুস্তকের বক্তব্যকে মেনে নিতে চাইবে না। কোর ঐশী গ্রন্থের দাবীদার কে অবশ্যই যুক্তি ও কারণের শক্তির দিক থেকে ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

প্রখ্যাত নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনেস্টাইন বলেছেন ঃ বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ। আসুন আমরা কোরআন নিয়ে গবেষণা চালাই যে, তা বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কোরআন কোন বিজ্ঞান গ্রন্থ নয় বরং নিদর্শন গ্রন্থ। এতে ৬ হাজার নির্দশন (আয়াত) আছে। এক হাজারেরও বেশী আয়াত বিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছে।

আমরা সকলে জানি যে, বিজ্ঞান অনেক সময় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। এই পুস্তিকায় আমি কেবল বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য নিয়ে আলোচনা করবো, কল্পনা বা ধারণার উপর নির্ভরশীল তত্ত্ব নয়, যা প্রমাণিত হয়নি।

বিশ্ব সৃষ্টি সর্ম্পকে জ্যোতিবিদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা ব্যাপকহারে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে এবং দীর্ঘ সময় ধরে নভোচারী ও জ্যোর্তিবিদদের সংগৃহীত ও পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক উপাত্ত দ্বারাও তা সর্মথিত হয়েছে। মহা বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে ছায়া পথ তৈরী হয়। এগুলো পরে তারকা, গ্রহ, সূর্য ও চন্দ্র ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়। বিশ্বের সূচনা বিস্ময়কর এবং দৈবক্রমে তা ঘটার সম্ভাবনা শূন্য পর্যায়ে।

পবিত্র কোরআন মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতে বলেছে– কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মূখ বন্ধ ছিল, তারপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম। - (সূরা আম্বিয়া-৩০)

চাঁদেও আলো হচ্ছে প্রতিফলিত আলো

আগের সভ্যতা গুলোর ধারণা ছিল, চাঁদের নিজস্ব আলো আছে। কিন্তু বিজ্ঞান বর্তমানে আমাদেরকে বলে যে, চাঁদের আলো হচ্ছে প্রতিফলিত আলো। এ সত্যটি কোরআন আমাদেরকে আজ থেকে ১৪শ বছর আগে বলেছে। আল্লাহ বলেনঃ

কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমন্ডলকে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র। - (সূরা ইউনুস-৫)

তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহ কিভাবে সাত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন, সেখানে চাঁদকে রেখেছেন স্নিগ্ধ আলোরূপে এবং রেখেছেন প্রদীপরূপে? - (সূরা নূহ-১৫-১৬)

মহান কোরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান চাঁদ ও সূর্যের আলোর ব্যবধানের ব্যাপারে অভিন্ন কথা বলে।

দীর্ঘদিন ব্যাপী ইউরোপীয় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করত যে, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং সূর্য সহ অন্যান্য জিনিসগুলো একে কেন্দ্র করে চারদিকে ঘুরে। এ ভূকেন্দ্রিক ধারণা,পাশ্চাত্যে খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে টলেমীর যুগ থেকে বিদ্যামান ছিল। ১৫১২ খৃঃ নিকোলাস কোপারনিকাস গ্রহের গতি আছে মর্মে-সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব দেন। এই তত্ত্বে বলা হয়, সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু সূর্য গতিহীন। কিন্তু অন্যান্য গ্রহগুলো একে কেন্দ্র করে চারিদিকে ঘুরে।

১৬০৯ খৃঃ জার্মান বিজ্ঞানী ইউহান্নাস কেপলার 'Astronomia Nova' নামক একটি বই প্রকাশ করেন। তিনি তাতে মত প্রকাশ করেন যে, গ্রহগুলো শুধুমাত্র সূর্যের চারদিকে ডিম্বাকৃতির কক্ষপথেই চলে না, বরং সেগুলো নিজ নিজ কক্ষপথে অনিয়মিত

গতিতে আবর্তিত হয়। এ জ্ঞানের আলোকে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের পক্ষে সৌরজগতের বহু বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয়েছে, যার মধ্যে দিন রাতের বিষয়টি অন্যতম। এ সকল আবিষ্কারের পর ধারণা করা হয় যে, সূর্য স্থিতিশীল যা পৃথিবীর মত নিজ কক্ষপথে আবর্তন করে না।

আমরা এখন কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি ব্যাখ্যা করবো। আল্লাহ বলেন, তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং চাঁদ ও সূর্য। সবাই আপন কক্ষপথে বিচরণ করে। - (সুরা আম্বিয়া-৩৩)

বৃষ্টির কাছে আসি ১৫৮০ খৃঃ বর্ণার্ড পলিসি সর্বপ্রথম বর্তমান যুগের পানি চক্র সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি সাগর থেকে বাষ্পাকারেও পানির উড়ে যাওয়া এবং পওে ঠান্ডা হয়ে মেঘে পরিণত হওয়ায় বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। মেঘমালা সাগর থেকে দূরবর্তী ভূখন্ডের উপর ঘনীভূত হয়ে পরে বৃষ্টি আকারে নীচে পতিত হয়। খৃষ্টপূর্ব ৭ শতাব্দী আগে মিলেটাসের থেলসের মতে সাগরের উপরিভাগের ছিঁটানো পানি কণাকে ধারণকারী বাতাস ভূখন্ডে তা বৃষ্টি আকারে ছড়িয়ে দেয়।

আগের যুগের লোকেরা ভূগর্ভস্থ পানির উৎস সম্পর্কে জানতনা। তারা ভাবত যে, সাগরের পারি দমকা বাতাসের মাধ্যমে সজোরে ভূখন্ডে এসে পতিত হয়। তারা আরও বিশ্বাস করত যে, গোপন পথে কিংবা গভীর জলরাশি থেকে পানি পুনরায় ফিরে আসে যা সাগরের সাথে জড়িত। পেটোর যুগ থেকে এটাকে তারাতারূস বলা হত। এমন কি ১৮শ শতাব্দীর বিখ্যাত চিন্তাবিদ ডেস কার্টেজও এমত পোষণ করতেন। ১৯শতকে এরিস্টটলের তত্ত্ব সর্বত্র বিদ্যমান ছিল । ঐ তত্ত্বে বলা হয় যে, পাহাড়ের ঠান্ডা গভীর গুহায় পানি ঘনীভূত হয় এবং মাটির নীচ দিয়ে প্রবাহিত হ্রদ ঝর্ণাগুলোকে পানি সরবরাহ করে। বর্তমান যুগে আমরা জানতে পেরেছি যে, বৃষ্টির পানি মাটির ফাটল দিয়ে ভেতরে চুইয়ে পড়ার কারণে ঐ পানি পাওয়া যায়।

একথাই কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে– তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর সে পানি যমীনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন, এর দ্বারা বিভিন্ন রংয়ের ফসল উৎপন্ন করেন? -(সুরা যোমার- ২১)

তিনি আরো বলেন– তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং মৃত্যুর পর ভুমির পুনরুজ্জীবন করেন। নিশ্চয়ই এতে, বুদ্ধিমান লোকদের জন্য রয়েছে নিদর্শনাবলী। - (সুরা আররুম- ২৪)

আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মত, তারপর তাকে যমীনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণ ও করতে সক্ষম। - (সুরা আল মুমিনুন- ১৮)

১৪০০ বছরের আগের অন্য কোন বই পানি চক্রের এরূপ নিখুত বর্ণনা দেয়নি।

আল্লাহ বলেন– তুমি কি দেখনা, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চারিত করেন, তারপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন, তারপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়, তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তুপ থেকে শিলা বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টি শক্তিকে যেন বিলীন দিতে চায়। - (সুরা আননূর- ৪৩)

আল্লাহ্ আরো বলেন– তিনি আল্লাহ্, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা পৌছান। তখন তারা আনন্দিত হয়। - (সুরা আর-রুম- ৪৮)

পানি বিজ্ঞানের আধুনিক উপায় এই বিষয়ে কোরআনের বর্ণনার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোরআন মজীদের নিম্মোক্ত সূরা সমূহেও পানি চক্র সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

সুরা আরাফ- ৫৭, সুরা রাদ- ১৭, সুরা ফোরকান- ৪৮-৪৯; সুরা ফাতির- ৯; সুরা ইয়াছিন-৩; সুরা জাসিয়া- ৫; সুরা আল ক্বাক-৯-১১; সুরা ওয়াকেয়া- ৬৮-৭০; এবং সুরা আল মূলক- ৩০ ।

বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষনা করে প্রাণীদের কথা বের করল তা হল এই যে, প্রত্যেক প্রাণীরা তাদের আত্মীয়গোষ্ঠি নিয়ে বসবাস করে। কিন্তু একথা বিজ্ঞানীরা বলছে আজ-

১৪০০ বছর আগে রাসুল (সাঃ) এর মাধ্যমে, আলাহ বলেন– আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু'ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই এককেটি শ্রেণী। - (সুরা আনআম- ৩৭)

'Mirzakhil Darbar Sharif'
– A History of its Ancestral Genesis and Spiritual Establishment

Maulana Mohammad Maksudur Rahman

'Mirzakhil Darbar Sharif', as it is well known to the people throughout the Sub-continent and beyond since more than two centuries last, was located at the village of Mirzakhil, two Kilometers away from Satkania Headquarter, a reputed Trade-Centre widely connected with the Chittagong Seaport having linkages with far off entrepots and cross-wise emporiums scattered all over the British-Indian Dominion.

Belonging to the Fatemite Stalwarts, the first person, a reverend sage named Hazrat Saiyid Jafar (R.A.) was lodged in Bukhara in the twelfth century during Buaihid regime and his grandson Hazrat Jalal-ud-Din Husain Bukhari (R.A.) (d. 695 A.H. / 1296 C.E.)[1] amidst sturdy movements journeyed up to Hindustan and reached Uch in the early 13th century; while Hazrat Saiyid Abul Ghaith Bukhari (R.A.) (995 A.H. /1587 C.E.) afterwards was settled at a place in Delhi,[2] whence the family in their further flight reached Chittagong coastland- 'Diyang' by Karnafully River. For long, they stayed up there with honour and dignity sometime with dignified assignments as *Shaikh al-Islam* and *Qazi* (Judicial Service). Needless to say, Satkania with its vast suburb and vicinity, since ancient times, used to furrow through Dalu River leading to the Port-city via Karnafully River thus making frequent touches with Diyang. This respected family moved to the village nearby Satkania bordered on hillocks to the west; and the rural area took after the 'Khil' (barren land) of 'Mirza', a renowned appellation within which the certain personnel was famous beforehand as the surname spells out.[3]

It is noteworthy that Hazrat Mir Saiyid Jalal-ud-Din Bukhari II (R.A.), his brother Mir Saiyid Jamal-ud-Din Bukhari, his son Hazrat Mir Saiyid Afzal Bukhari (R.A.) and his grandson Hazrat Mir Saiyid Qutbullah are commemorated in Diyang renowned as *'Chahar Pir Awliar Mazar'*[4]; Mir Choto Saiyid Sahib, his son Mir Saiyid Habib and his grandson Mir Saiyid Ghulam Ali (d. 1232 A.H. / 1817 C.E.) were settled at Mirzakhil; Shah Jahangir I Shaikhul Arefin Mir Saiyid Maulana Mukhlisur Rahman (R.A.) (d. 1302 A.H. / 1885), his son Shah Jahangir II Fakhrul Arefin M aulana Saiyid Muhammad Abdul Hai (R.A.) (d. 1339 A.H. / 1921 C.E.), his grandson Shah Jahangir III Shamsul Arefin Maulana Saiyid Muhammad Makhsusur Rahman (R.A.) (d. 1391 A.H. / 1971) and his great-grandson Shah Jahangir IV Hazrat Tajul Arefin Maulana Muhammad Areful Hai (R.A.) (b. 1359 A.H. / 1940) at 'Mirzakhil Darbar Sharif'; as the village took after the same name-sake of the homesteads of the chosen saints, as they were.[5]

Near about the region, the illustrious family flourished in name and fame sooner than usual. 'Mirzakhil' by the name-sake denotes the homestead of Mir Sahib–a barren land (uncultivable) and mostly fallen land almost without habitat wherein somebody pioneered to settle and thus the area bears the particular name in accord with the owner–hence the

large area took the appellation of 'Mirza-Khil', a belonging estate for the owner as a token of auspicious acknowledgement. And the region, remaining uninhabited for long, gradually became a good resort to which noted families flocked up.[6]

It may be remembered that in 1666 C.E. during Mughal Emperor Awrangazeb's (d. Zilkad 1118 A.H. / Feb., 1707) rule, he chose Hazrat Mir Saiyid Jalal-ud-Din Bukhari, called 'Baro Saiyid' who placing him under Shaistah Khan (son of Yamin-ud-Dawlah Asif Khan 'Khan-i-Khanan'), arranged towards preaching Islam upto Chittagong and Southward; hence Chittagong was renamed 'Islamabad' wherein Buzurgh Umid Khan had had positive hand.[7] In the struggle against the local Magh Chief, the age-worn Saiyid Mir Afzal Bukhari, son of Hazrat Mir Saiyid Jalal-ud-Din Bukhari laid his life. Afterwards, Mir Saiyid Qutbullah son of Saiyid Mir Afzal Bukhari asked his youngest son, called 'Choto Saiyid' to migrate, at least, for his own security.[8]

On his (Choto Saiyid's) way-out to Arakan, Ali Muhammad, the local Zamindar and fief-holder, intercepted and made him stop and got him settled down at his own area, having wedded him with his own daughter; wherefrom Mir Saiyid Habib was born in the mid 18th Century.[9]

His (Mir Saiyid Habib's) yet more illustrious son Saiyid Ghulam Ali, a noted pleader and 'Secretary' to the Munsif (Justice) in the Satkania Munsif Court (Estd.-1802) died in 1232 A.H. / 1817 C.E.. Mention may be made that he was blessed with a son, the most reputed sage and saint Maulana Shah Mukhlisur Rahman, the Founder of the **'Mirzakhil Darbar Sharif'**.[10]

In terms of cultural continuity, British Imperialism deeply appreciated the Stalwarts highly esteemed and respected by all and sundry. Though via media East-India Company, the Monarchical rule was found to be established, as usual, through tested agencies; and the local agencies were prima-facie fell upon the highly learned people of established reputation and the Zamindars (Land-aristocrats) side-by-side. Needless to say, as early as, in the 19th Century local Muslim Aristocrats were, most of them, men of wisdom and spirituality. At the same time, strong men of 'head and heart' came forward to the great assignments with princely status–we find the predecessors of the illustrious family of Mirzakhil Darbar Sharif,[3] some of them, enjoyed top positions here and there in their long march from Central Asia to Hindustan. For long time, constant companions of Shaistah Khan and his son Buzargh Umid Khan (d. 1105 A.H. / Dec.,1693) very many scions of the family enjoyed and suffered from the aristocratic dooms to make at the end august survival of the personnel who dominated the intellectual firmament at home and abroad while the high-spiritual nomenclature was, in no way, weakened; rather rose up to the most celebrated title of 'Shah Jahangir' in the arena of Spiritualism making linkages with so much dignified a savant as Hazrat Makhdum[11] Ashraf Jahangir Simnani (R.A.) (d. 832 A.H. / 1428).

Our concern for the title (Shah Jahangir) to both came out to be supplementary and complementary attributes to add to the luster and repute of personaliae belonging to the most respectable family whose names and fames were renowned across the country and beyond.

Spiritual assemblage presented spectacular phenomenon in the middle ages up to modern times–'Modernism' in Islam is said to have deep and wider bearing with the scientific ages of modernism, though Spiritualism is considered to be the phenomenon of devoutness of piety and consecration–pure and simple. In this respect, **'Mirzakhil Darbar Sharif'** possesses an unusual distinction of acquiring knowledge and wisdom of all kinds to its further limit in as much as the earliest Shaikhain (Shah Jahangir I and Shah Jahangir II) accumulated and amassed all kinds of knowledge not to be qualified as Divine, Secular, Technical, Earthly and so on.

There is nothing to wonder to see that Shah Jahangir I Shaikhul Arefin Maulana Saiyid Mukhlisur Rahman (d. 1302 A.H. / 1885), after finishing top acquisitions of Time-Honoured Degrees, he was immediately confined within the deep corner of his own village?Mirzakhil, but never abstained from editing standard works current in high thoughts commenting on books of terminal knowledge of every kind?his comments and compositions are enumerated to the range of 70 to 100 in number.

Again, Hazrat Shah Jahangir II Fakhrul Arefin Maulana Abdul Hai (R.A.) (d. 1339 A.H. / 1921) is called to be the Supreme Talent of an area that never had shown itself to be counted by noneelse than himself. While as a student, he had been extra-ordinary influential on his colleagues, classmates even on his teachers. It was current on everybody's lips that his teacher Allamah Hazrat Abdul Hai Ferungimahalli (d. 1304 A.H. / Dec., 1886) as he was composing the Sharh of **Al-Hisn al-Hasin** {by- Imam Jazari (R.A.)}, the total participation of his own student Maulana Abdul Hai Chatgami has been enclosed in the draft as in Arabic version. This conglomeration of the teacher and the taught has become proverbial in those good old-days. Maulana Abdul Hai dared to utter Aqulu (اقول) i.e. 'I say' which meant interaliae the supplement in the main statement of Allamah Jazari via Ferungimahalli. This practice adequately drew the attention of the stalwarts which they appreciated and talked about as a novelty in the Frontier of exercising knowledge.

In a number of times, it is said Allamah Rashid Ahmad Ganguhi (d. 1323 A.H. / 1905) read only three books of Hadith Sharif with him and permitted him to teach the rest of Sihah Sittah and all his Masanid and Marwiyat (Hadith Monographs). While in holy pilgrimage during 1893 he was chanced to see Hazrat Haji Imdadullah Muhajir Makki (R.A.) (d. 1317 A.H. / 1899) and snatched time out of his business to read 'Mathnawi Sharif' who readily bestowed on him the Ijazat of Silsilah-i-Nizamiyah Quddusiyah and Silsilah-i-Sabiriyah Quddusiyah.[12]

It is said that Hazrat Saiyid Rizwan took Maulana Abdul Hai under him to teach Dalail al-Khairat. It is further known that his spiritual ancestor Hazrat Shah Saiyid Imdad Ali (R.A.) (d. 1304 A.H. / 1887) too read the book under him–this very fact convinced Shah Jahangir II to read the same book again under him in his old age whereby, per chance, he heard Saiyid Rizwan saying that for the last 45 years he has been teaching the Book there without break.[13]

In fine, his discipleship with the illustrious savants of the time became renowned to be reciprocal in both Ifadah and Istifadah. Shah Jahangir II was thus acknowledged to be Universal Teacher of the time and both the Tarfain i.e. Shah Jahangir III and Shah Jahangir IV magnificently contributed to the management, rearrangement of their forefather's contributions in terms of Scanning, Microfilming and Editing thereof in perfect order.[14]

In and across the ancestral linkage comes up next to the august name-sake of Shah Jahangir Shamsul Arefin Maulana Saiyid Muhammad Makhsusur Rahman (Q.S.A.), renowned as Taha Mia(n) Sahib, attaining 'Succession' (Gaddinashinship) in the year 1940 (18 Zilhadj, 1358 A.H., 29 January 1940 C.E., Monday, during 'Urs Sharif)[15] along with the usual Khithab (خطاب) Shah Jahangir III. He was vested with it for long 33 years, over and above, his traditional preoccupation with the noble tasks of spiritualism and all those his special undertakings were seen into the filial pursuits of public works of egalitarianism in terms of constructing High-ways, Tele-communication, Banks, Crossdams and the like. It is mention-worthy that he was born on Monday, 27 *Jamadiussani,* 1334 A.H., 1 May 1916 C.E. and he performed Hajj on Friday, 1382 A.H., 1963 C.E. He joined his Creator on Monday, 24 Jumada al-Akhirah, 1391 A.H., 16 August, 1971, 1st Bhadra, 1378 Bangla.[16]

Hazrat Shamsul Arefin had his elementary education at home under the direct supervision of his reverend father Hazrat Fakhrul Arefin. After completion of the holy Quran and other elementary books of religion, he at the age of 17 left for Kolkata for higher education. There he got himself admitted in *Madrasah-i-Aliyah* (estd. 1780 C.E.), the most noted Madrasah of the age. He studied hard and obtained distinction in studies there under the special care of the Head Maulana Shamsul Ulama Muhammad Yahya Sahsrami who was Sadr Mudarris of that Madrasah-Aliyah, Calcutta during 1929-1942. It is to be noted that hearing the worldwide name and fame of his father Hazrat Maulana Abdul Hai in the arena of Ilm and Marifat, Shamsul Ulama Khan Bahadur Muhammad Musa M.A., the then Principal (during 1934-1937, 1938-1941) also took very special care of him[17]. He once himself said, "During studies I had developed such spirit that I became determined to be an eminent scholar like my respected father and reverend grandfather". But he was not allowed to pursue studies for long. He received a divine call to adorn the vacant throne of the holy *Silsilah-i-Aliyah Jahangiriyah.* Meanwhile, while he was in his respected mother's womb, his reverend father once predicted, "This son will be divinely bestowed with celestial knowledge and erudition".[18]

Hazrat Fakhrul Arefin once declared to his followers and devotees, "One, among my sons whom Allah, the Almighty would choose and select as *Sajjadanashin* will, at the age of twenty, manifest in him the qualities, virtues, manners, dispositions exactly similar to that of mine as well as my reverend father and *Pir-o-Murshid.* People will spontaneously speak out, "this son accurately and exactly strides along the foot print of his reverend father and respected grandfather. And he will become my Sajjadahnashin, "His spiritual learning will be divinely accomplished by Almighty Allah".[19]

Hazrat Fakhrul Arefin once said, "Spiritual teaching was mysteriously given to me by my reverend *Pir-o-Murshid* after his holy demise. I will also offer such teaching to only one after I leave for Eternity".[20]

In the **Hashiyah of Mathnawi Sharif** (By Hazrat Haji Imdadullah *Muhajir Makki* (R.A.) (d. 1317 A.H. / 1899 C.E.), it is said that "There are four **Awtad** (the leaders of the saints) at the four different corners of the world (West, East, North and South) through whom these four corners will be eternally directed and guided. In the West there is Hazrat Shaikh Abdul Alim (R.A.); Hazrat Shaikh Abdul Hai (R.A.) in the East; Hazrat Shaikh Abdul Murid (R.A.) in the North; and Hazrat Shaikh Abdul Qadir (R.A.) in the South.[21] Among them, who is dominating the East is regarded as Hazrat Fakhrul Arefin, the reverend father of Hazrat Shamsul Arefin.[22]

With regard to his nobility and magnificence, Hazrat Fakhrul Arefin also remarked, "He, who will succeed me as *Sajjadahnashin* after my eternal departure will attain even greater spiritual power and progress than me[23]." This holy remark by such an exalted saint assumes the transcendental glory and tremendous exaltation of Hazrat Shamsul Arefin, Shah Jahangir III.[24]

Yet more illustrious a saint, gifted with grandiloquent workmanship succeeded to **'Gaddinashinship'** in 1984 (24 Jumada al-Akhirah, 1404 A.H., 26 March, 1984 C.E., Monday, during 'Urs Sharif)[25] amidst the certain tumult and turmoil that he successfully over-came much to the seemingly insurmountable opposition. People wondered at his all-round capability as regards enshrined responsibilities befalling him with particular mention of the most painstaking entrepreneurship of reformulation of the Books and Manuscripts of all sorts lying awfully scattered in every nook and corner of different rooms that contained the volumes without any regular number whatsoever for identity and denotations. It goes to singular credit of the present 'Sajjadahnashin' Hazrat Maulana Areful Hai, Tajul Arefin Shah Jahangir IV, who, within long 12 years of time-length searched, researched and intensified 'the inquest' towards identifying the Manuscripts and Monographs out of the huge lot, numbered upto 17 thousands copies composed on innumerable subjects of bygone Past and up-coming Modernism. The up-to-date conditions in which the books and Rare Collections of the remote-past have been enlisted and rescheduled on 'priority', 'rarity' and different subject matter of the most importance and amplification attributed before and afterwards. Any visitor of Librarian - mindset and acumen will likely to stand still at the superb arrangement and placement of innumerable books of typical size from tiny one to tremendous volumes so much well-kept in order that the up-to-date science of Librarianship shall come short of all calculations and estimations. An approximate Audit may be put into estimation in terms of Binding of the Books, Rebinding thereof, Pasting, Lamination, Enlargement, Illumination, Leather-binding, Micro-filming and all that are likely to cost different specialized labor and skill which have been commissioned from different Sponsors of Books' working and books-binding at the cost of huge expenditure up to the tune of lakhs of rupees at home and abroad.

This sort of sweatening labour 'head to foot' consumption, has been actualized under indescribable loss of energy and spirit, needs to be estimated and appreciated in terms of **'LIBRARIANSHIP'** that has been initiated at first in British Museum in London. Out of very many related events one or two are considered quite apt to be described herein - *'Tahqiq al-Azabir Fi Simaa al-Mazamir* '(تحقيق الاضابير في سماع المزامير)' one of the works composed in 1894 C.E., called to be one of the earliest compositions of Hazrat Maulana Abdul Hai, Shah Jahangir-II, happened to be the most precious work found in 1922 C.E. into the remarkable list of 'Valuable Finds' of the Dhaka University Library Book Register; while the University was established in 1921 C.E.. The famous researcher, Dr. Abdullah called him and counted him in his book *'Bangladesher Kheathanama Arabibid'* ('The Most Illustrious Arabicist in Bangladesh') underlining his contribution to be the supreme and notable work in Arabic in Hindustan, nay, in Arab Zone of Muslimdom.[26]

Besides, a good number of *'Risalahs'* written by him and issued in different times (supporting and refuting burning issues of the time) which are still worthy of study available in the time-honored libraries of Hindustan; - *'Chasmah-i-Rahmat',* Deoband and Rampur etc. Throughout the decade (1986-1997) the venerable Shah Jahangir-IV, left no stone unturned to gather all those rare works and installed them in the *'Home-collection'*. Researcher and Man of inquest can, by no means, afford to miss the valuable stock that has been taken into *'valuable collection'* made ready for study and academic inculcations of all and sundry.

Needless to say, the present *Gaddinashin* Shah Jahangir IV took immediate steps one after another as soon as he could have traced it down over there into the Library. The collection of the 'sanctified book' has been made in as many ways as possible -- Scanning, Microfilming, Photocopying, etc. It may be mentioned that it was the holy family tradition to maintain 'Two Big and *'Oversized Trunks'* containing the most important works authored by them and certain world-famous works of *'terminal wisdom'*.

A brief life-sketch of his student-life seems to be quite in-order here as an estimate thereof. Having completed his *'Ibtidai Talim'* at home under the benevolent care of his illustrious Spiritual Guide Shah Jahangir III, he was betaken to *'Garangiyah Aliyah Madrasah'* (estd.-1920) near-by where he obtained Fazil in 1960; then he joined *'Darul Ulum Aliyah Madrasah'* (estd. 1913 C.E.) of Chittagong and secured Kamil Degree in Hadith Sharif in 1963. Out of his own curiosity, he immediately turned to *South-Satkania Ghulam Bari High School* (estd. 1937) and matriculated in the year 1966 through incessant labour and rigorous attainment to cope up with the necessary syllabus and study within only 2 years and a half. It is to be noted that his spiritual preceptor Shah Jahangir III undertook inhuman labour and care towards the fulfilment of his schooling that led upto his acquiring B.A. degree in 1970. Within the same tempo, he never stopped and took to Madrasah Education again till he achieved Kamil Degree in Fiqh in the year 1973 from *'Wajidiyah Aliyah Madrasah'* (estd. 1900 C.E.) as the young scholar thought himself in order to attain a holy ancestral linkage up to his great-grandfather (maternal) Mufti Yar Muhammad of Sadaha, a renowned celebrity of 19th century throughout the Bengal and out-side.[27]

Most of his contemporaries in *'Darul Ulum Aliyah'* and *'Wajidiyah Aliyah'* refer to him as sound and sober boy; but he was in fact very much alert and alive to the circumstances prevailing all around. While in his prime youth, he put himself into all avenues of Academic reputation and extra-curricular aptitudes of all sorts. People still remember how young Maulana Hazrat Shah endorsed himself in Ansar Training, Survey and a number of professional undertakings and organized work of public utility in terms of building Crossdam, Local post office, establishing Agrani Bank, introducing Electricity, T & T and development of Routes under Roads and Highways. Though the Darbar Sharif owns in itself most time-old sanctity and reverence of the public at-large, the separate Households and Establishments ear-marked for various people of different localities at home and abroad, were seen to exist from British Era, huge Construction works of all-out kinds and dimensions were started and accomplished by his sole initiative and undertaking. Even the illustrious tomb of surpassing beauty along with the expansion, innovation and renovation was done in 1974 C.E. by the present *Sajjadahnashin,* Hazrat Shah Jahangir IV.

It is noteworthy that he was born on Wednesday, 17 *Jamadiussani,* 1359 A.H., 24 July 1940 C.E..[28] Leading a very strenuous life, he had voluntarily undergone super human sacrifice and suffering to attain appeasement of Almighty Allah. In prayers and worship his spiritual exercise reached the peak of austerity. Following his reverend forefathers **Seven** (7) **Tariqahs of Silsila Aliyah Jahangiriah** comprising.[29]

1) Qadiriyah Sahrowardiyah,
2) Chishtiyah Qalandariyah,
3) Naqsh-bandiyah Abul Ulayiyah,
4) Firdawsiyah,
5) Qadiriyah Razzaqiyah,
6) Nizamiyah Quddusiyah and
7) Sabiriyah Quddusiyah;

The present Shah Jahangir, in fact, holds the most esteemed position in the domain of spiritualism. By following his advice and instructions innumerable people are achieving nearness of God and getting contented with the attainment of worldly and eternal salvation.

Our *'Mamduh'* (ممدوح) having been head-long busy with multifarious and enshrined responsibilities 'within and without' the *'Darbar Sharif',* was found undertaking constant journeys towards Holy Souls–dead and alive–lying scattered far and near inland and outside all over the Sub-Continent and beyond.[30]

All these seemingly extravagant performances occurred and distinguished his life-long achievements were activated before his acknowledgement as an heir-apparent to the sanctified pedestal of *Khilafat.* He succeeded to the esteemed *'Gaddinashinship'* in the year 1404 A.H. / 1984 C.E. while he was 45 after 13 years of vacuum following the demise of his 'Spiritual Guide' Shah Jahangir III Hazrat Shamsul Arefin (R.A.) (d. 1391 A.H. / 1971). He immediately put himself to the tasks of reforms and reconstructions falling overdue relating to *Darbar* within and without.

It is to be remembered that the Establishment works of *'Mirzakhil Darbar Sharif'* has been done (and are still being done) in keeping with the Forms and Formats enunciated by the Ancestors long before which used to be regarded as unique and unparallel as the like of which was found very few and far between.

In this respect, mention may be made of the building of–

1. *'Mazar Sharif'* (built in 1885),
2. *'Masjid'* (Mosque-- built in 1912),
3. *'Khanqah Sharif'* i.e. 'Dairah Ghar' (first erected in 1851),
4. Two Shahi Gates of Mazar Sharif (named as *'Bab al-Salam'* and *'Bab al-Rahmat'*– both are erected in 1988).
5. *'Baworchi Khanah'* (first erected in 1895),
6. *'Bhandar Khanah'*.
7. *'Hindustani Building'* (built in 1360 A.H. / 1941 C.E.),
8. *'Buland Darwazah'* (rebuilt in 1991)
9. *'Mazar of Deputy Sahib'* (first erected in 1975)
10. *'Lamba Ghar'* (erected in 1965),
11. *'Ansar Ghar'* (erected in 1965),
12. *'Teener Ghar'* (erected in 1994),
13. *'Lakrir Ghar'*.
14. *'Tailardiper Ghar'*,
15. *'Barumchara Ghar'*,
16. *'Teknafer Ghar'*,
17. *'Mosonir Ghar'*,
18. *'Hat-hazarir Ghar'*
19. *'Mehman Khanah'*(erected in 1927)
20. *'Natun Veeta'*.
21. *'Pashwimer Veeta'* etc.

were all these rebuilt, reformed, reconstructed and renovated. The huge cost of maintenance thereof is estimated in public lore as matters of *Sarkari Khajanah* (Govt. Treasury). Over and above, the large number of constructions as well, may be counted in and about *'Andar Bari'*.

Namely:

1. *'Baro Ghar'* (Home stead)
2. *'Bawarchi Khanah'*
3. *'Diwar Khanah'* (seclusion maintained by walls)
4. *'Murgi Khanah'*
5. *'Naya Ghar'*.

All these were meant for dwellers of different classifications – *'Amirs'*, *'Nawabs'*, Dignified status and position holders, Rural Zamindars and Chiefs irrespective of race and religion. It may be mentioned here that the *'Andar Bari'* was, in no way, erected as pucca building which is considered overdue to be as such since long before.[31]

Hazrat Shah Jahangir IV has, to his credit, been keeping the old intact, all the sanctuaries, homesteads and necessary Establishments as and when the needs and requirements arose at the cost of huge Funds to meet the Expenditure recurring and repeated in and out of reason. From time immemorial, *'Urs, Ziarat,* Up-turn of Hajatis and countless *'Mannatkaria(n)s'* make their presence daily that adds to the problems already are there where *'the Man in the front rank'* (i.e. Sajjadahnashin) has to manage all these phenomenal Observations (the number of 'Urs-being 41 and the number of Fatihah being 24) in perfect sanctity.

Even Islamic Days-Nights of celebrations *(i.e. Shab-i-Miraj, Shab-i-Barat, Shab-i-Qadr, Aashura, Miladunnabi, Eid-ul-Fitr and Eid-ul-Azha)* along with innumerable Fatihah-Darud (i.e. daily 3 times Fatihah Khani) Pahela Bhadra, Sasta Bhadra and Nabam Bhadra – commemorating the Death-dates of Shah Jahangir I, II & III – are ceremonially observed by him which are considered rare and impossible in the famous Darbars here and there now-a-days. Unlike other found in innumerable numbers who are acknowledged to be the professionals, Shah Jahangir IV, is very much keen to Discipline and up-keepment of 'Shariah' and upholding Social Customs in perfect serenity. Having been himself astutely following and observing tit-bits of ancestral modes of Restrictions and Obligations in day-to-day affairs sometime he comes out with exceptional vintages assuming tight-up venerations within family etiquettes and effulgence.

Thus the *'Mirzakhil Darbar Sharif'* acquired the time-honoured distinction which, other than otherwise, was a distinctive feature of the family–undertaking of cultivation of knowledge and culture. Needless to say, cultivation of knowledge has been identified to be the *'Hazz-i-Wafir'* (حظ وافر capital share) of the Divinity as stretched out for the benefit of entire creature–best of them to be the human being–along the Apostleship (رسالت). This particular phenomenon in the Darbar Sharif was considered quite aptly fit in the classical mode of inculcation of Asceticism.

In the right track, this Darbar and its Associates are always found head-long busy with the acquisition of knowledge–academic and spiritual. People from the nook and corner of the world seemingly dumb-founded (صم بكم) about the scions of the family who all along put their earnest labour and enthuasism towards the cultivation and inculcation of terminal wisdom. Surprisingly enough, this striking phenomenon made the Darbar distinguised with certain special features. Unlike otherwise, herein womenfolk are seldom to be met with publicly; even with the exclusive movements in their homeward congregation are few and far between. Promulgation and practice of *Sharii Pardah* (شرعی پرده) are strictly maintained here without a parallel. Hundreds and thousands of people being engrossed in their particular duties and assignments are full-time Devotees! They are found hardly answerable to the tasks other than their own. From time immemorial, *Fatihah* and Urs with *Futuhat* (فتوحات), *Khairat* (خيرات) and *Tabarrukat* (تبركات) are timely and neatly celebrated here as if to welcome in advance one in passing as soon as it comes to an end.

Most surprisingly, it is a singular Darbar that attracts devotees and disciples from the farthest country (Sub-continent) and many other adjacent regions through centuries where

the connected people roam about and make so-journs on their ways upward and downward journeys. Here it is also notable that the raiway authority has been senctioning special coaches for the devotes and disciples to cover their upward and downward journey to the Darbar Sharif during the Holy Urs-sharif since the British period.

Since then, very many houses and homesteads are found ear-marked as *Mahfil Khanah (Dairah Ghar-* دائرہ گھر), Hindustani Building (خانہ خدام ہند), Burma House, Akiyab-Arakani House, Asami House, Bombay House, etc, etc.

It needs to be mentioned that the same Darbar was found to maintain a huge structure of manpower–most of whom were / are busy twenty-four hours to attend some sort of manual works of toughmost implication. Hence, people use to say, evernew houses and homesteads used to be constructed and reconstructed along with the pressing needs as and when arose.

Over and above, *Arbab-i-Rushd-O-Hidayat* (the Authenticated Sages of Darbar) sincerely wanted that the visitors from far-off places should stay back there even for months together so that they can closely observe and follow day-to-day Adhkar wa Ashghal, Ibadat wa Riyazat (أذکار وأشغال، عبادات ورياضات) of their own *Mashaikh.*

This, in fact, served as a *'Spiritual Training Centre'* of a deep meaningfulness of the spiritual Services being done in and out of season.

The *Khanqah* of Nizam-ud-Din Awlia (R.A.), they say, does have very much scanty parallalism in the subsequent Darbars as they emerged; but some certain Darbars flourished laterly much more than usual while ***Mirzakhil Darbar Sharif*** in its growth and spread knows very little bounds as it is said to have been squarely widespread. This is why uptil now Mirzakhil Darbar Sharif, in letter and spirit, poignantly indicates purity of heart as much as it demonstrates cleanliness of mind and body together.

Mirzakhil Darbar Sharif is found to be very much conjoined up with classical aura of Ahl-i-Bait on top and in utter flourishment it maintained almost living attachments to the already widely pronounced *Tariqahs i.e. Qadiriyah, Chistiyah, Naqshbandiyah, Sahrowardiyah, Firdawsiyah* and the like; while with *Abul-Ulaiyah,* in particular, it has close relation with *Sabiriyah Quddusiyah* (of Ganguhi), *Nizamiyah Quddusiyah* and *Razzaqiyah* alongwith total stalwarts flourished along *Ferungimahal, Saharanpur, Jaunpur, Delhi and Kolkata.* Along with certain particularities (Simaa- سماع), they say, it is almost the solo Darbar that had kept originality and unaltering formality in the spirit of real asceticism in the long walk of centuries.

Quite surprisingly, it sticks to *Isal-i-Sawab Mahfil (Fatihah wa Niaz and Aaras),* over and above, making particular stress on Islamic Ayyam and Layali in terms of *Milad-un-Nabi, 'Ashura, Lailat al-Qadr, Lailat al-Baraat* and the like. It needs particular mention that every day and night–all the time–there occure *Majalis* and *Mahafil of Adyiyah* (ادعيه) alongwith hundreds and thousands of people sharing the Tabarruk round the clock.

From the very beginning, owners of the title unusually did not rest satisfied with spiritual

bounty as they attained rather they put themselves forward to the acquisition and extension of knowledge and wisdom in the top most seminaries–here, there and everywhere.

Mirzakhil Darbar, in popular parlance, is treated of late, in particular to have belonged to *Bidati Stock* (nakedly innovative in trait and character); in reality, it is a *'view in the air'* (على الهواء كالبناء) – anybody visiting the shrine shall stand dumb-founded witnessing the picture otherwise.

In the Post-Modern estimation nothing bereft of social service and Egaliterianism is to be held within the purview of humanism. In fact, the said Darbar and its architect *(Gaddinashin)* is found always doing social services of all kinds?official, institutional, mechanical and monumental. His life, most of it, passed in qualifying the jobs of public-works–the beneficiaries are usually helpless men in the street. As for instances, construction of Cross-Dam, Irrigation, Hospital, Bank, Post-office, compulsory Survey-training, Public Defence etc. So, immense numbers of populace are its beneficiaries which are never banned against the Fold. The stricken phenomenon is so much impressive that the custom is running as such as it had started long before.

References :

1. Allamah Abdul Hai Hasani Nadawi, ***Nuzhat al-Khawatir wa Bahjat al-Masami wa al-Nawazir,*** Vol. VIII, Darul Arafat, Rai Berali, India, 1993, pp. 256-257.

2. ***Ibid.,*** Vol. VII, p. 391.

3. Hazrat Hakim Saiyid Sikandar Shah, ***Sirat-i-Fakhrul Arefin,*** Vol. I, Kotob Khana-i- Rahimiyah, Delhi, India, 1935, p. 3; cf Shaikh al-Islam Hakim Saiyid Sikandar Shah (R.A.), ***Sirat-i-Jahangiri,*** Delhi Printing Works, Delhi, India, 1338 A.H. / 1920, pp. 3-4.

4. Jamal Uddin, ***Diyang Parganar Itihas,*** Balaka, Chittagong, 2006, pp. 294-297; cf. Mahabubul Alam, ***Chattagramer Itihas (Katipaya Bishista Paribar),*** Nayalok Prakashana, Chittagong, 1967, pp. 5-6.

5. Maulana Muhammad Maksudur Rahman, ***Hazrat Shamsul Arefeen er Pabitra Jibon Charit,*** 2nd Ed., Al-Aqsa Printing & Packages, Chittagong, 2003, pp. 1-2.

6. ***Ibid,*** pp. 4-17.

7. Abdul Haq, ***Chattagramer Samaj O Sanskritir Ruparekha,*** Bangla Academy, Dhaka, May, 1988, pp. 38-39; cf. Abdul Haq, Chattagramer Itihas Prashanga, Bangla Academy, Dhaka, 1982, p. 19.

8. Mahabubul Alam, ***Chattagramer Itihas(Wali Darveshgan),*** Nayalok Prakashana, Chittagong, 1968, pp. 11-12, 27, 58-60.

9. Mafzalur Rahman, ***Hazrat Fakhrul Arefeen er Pabitra Jibon Charit,*** MS., Mirzakhil Darbar Sharif Library, Chittagong, p. 6.

10. Hazrat Hakim Saiyid Sikandar Shah, ***Op.*** cit., pp. 27-30.

11. ***Makhdum*** is an Arabic word carrying deep respect and resonance with the pre-dominant prerogatives of the personliae in terms of Ahl-i-Bait, in particular. General people, out of them Puritanic Muslims tend to locate their piety in and around the personages of the same cadre. Mostly after 'fall of Baghdad' and

beforehand as well, most notable families making the crux and cores of the Muslimdom were increasingly reputed to be the Makhdum meaning that they ifsofacto deserve to be readily and rewardingly served by all around. Certain Persian poetry denotes incumbent and immediate fulfillment of total attendance upon those who perchance made their emergence among the Muslim community?even the poet Kumait equated the self-same service as good as the Ibadat and Itaat to be performed by the faithful, in general. Prof. Khaliq Ahmad Nizami is well convinced to say that earlier Guides and Imams are invariably called Makhdums rather than Shaikhs that deserve intellectual and spiritual homage of the attendants, in general. cf. Khalique Ahmad Nizami, ***Tarikh-i-Mashaikh-i-Chist,*** Nadwatul Mussanefin, Urdu Bazar, India, 1372 A.H. (Muqaddamah).

12. It is to be seen that at the end of Nineteenth Century, while Deoband cultural Movement in spiritual and intellectual Islam occupying topmost positions all over the Muslim world, one of his students in Hindustan, nay, Bengal (farthest end of Chittagong named Hazrat Abdul Hai) perchance joined in the holy pilgrimage travel of his illustrious Shaikh (Muhajir Makki) and availed himself of the opportunity to attend on the lecture of Mathnawi Sharif as an when time permitted and obtained his Khilafat on *Silsilah-i-Nizamiyah Quddusiyah* and *Sabiria Quddusiyah.* In the same tour, he had accomplished Dalail al-Khairat from Saiyid Muhammad Rizwan known to be 'Shaikh al-Dalail'. The statement provided here pinpoints to the universal wisdom of a person belonging to the illustrious family of Mirzakhil, was beyond doubt the eye-doll (قرة العين) of intelligentia of Deoband who felt proud of his wisdom and name-sake - pure and simple. His composition ***Tahqiq al-Azabir fi Simaa al-Mazamir***-a book of critical study and wisdom ejected dumb-founding appreciation of all and sundry without denouncement for century, as they call it. cf. Shaikh al-Islam Hakim Saiyid Sikandar Shah (R.A.), ***Sirat-i-Jahangiri,*** Delhi Printing Works, Delhi, India, 1338 A.H. / 1920, pp. 1-4.

13. Hazrat Hakim Saiyid Sikandar Shah, ***Sirat-i-Fakhrul Arefin,*** Vol. I, Kotob Khana-i-Rahimiyah, Delhi, India, 1935, p. 50.

14. M.M. Rahman, ***"Hazrat Ashraf Jahangir Simnani (R.A.) and his odd encounters in Sultanat-i-Bangalah: Mirzakhil Darbar Sharif- a case study",*** M. Phil. Thesis, CU., pp. 6-8.

15. Shaikh al-Islam Hakim Saiyid Sikandar Shah, ***Sirat-i-Fakhrul Arefin,*** Vol. 3, Kotob Khana-i-Rahimiah, Delhi, India, 1948, pp. 72-76.

16. Maulana Muhammad Maksudur Rahman, ***Hazrat Shamsul Arefeen er Pabitra Jibon Charit,*** 2nd Ed., Al-Aqsa Printing & Packages, Chittagong, 2003, pp. 22-24, 69-72.

17. ***Ibid.,*** pp. 25-27; **Dawn** (Commemoration Volume of the 225 years i.e. Post Bi-Centenary Silver Jubilee Celebration of Calcutta Madrasah-i-Aliyah, 2006, pp. 31-32.

18. ***Ibid.,*** p. 28.

19. Shaikh al-Islam Hakim Saiyid Sikandar Shah, loc. cit., vol. 3, p. 212; For further references see Shah Abdul Aziz Muhaddith Dihlawi, ***Fath al-Aziz ,*** Fathul Karim Press, Mumbai, India, 1306A.H. / 1889, p. 140; Shaikhul Arefin Shah Jahangir I Maulana Mukhlisur Rahman, ***Sharh al-Sudur fi Dafa al-Shurur,*** Mujtabai Press, Kolkata, India, 1322 A.H. / Sep., 1904, p. 111.

20. ***Ibid.,*** Vol. 1, p. 61, vol. 3, p. 74; See for the details of Tariqah-i-Waisiyah Saiyid Zamir-ud-Din Ahmad Bihari Azimabadi, ***Sirat al-Sharaf,*** Patna, India, n.d. p. 73-75 ; Maulana Faiz Ahmad 'Faiz', ***Mahr-i-Munir,*** Pakistan International Printers, Lahore, 1973, p. 24 ; Shah Waliullah Muhaddith Dihlawī, ***Fuyuz al-Haramain,*** Delhi, India, n.d., p. 17 ; Shah Abdul Aziz Muhaddith Dihlawi, ***Shifa al-Alil,*** Delhi, India, 1324 A.H., p. 101 ; Im?m Abdull?h Yaf´e?, (d. 768 A.H.), ***Rawd al-Riyahin Fi Hikayat al-Salihin,*** Maimunia Press, Egypt, 1307 A.H., p. 96; Allamah Nizam-ud-Din Ferungimahalli, ***Man-qib-i-Razzaqiyah,*** Shahi Press, Lucknow, India, 1339 A.H. / 1921, p. 8 ; Allamah Nur-ud-Din Abdur

Rahman, Jami (R.), *Nafhat al-Uns,* Nawl Kishore Press, Lucknow, India, 1328 A.H. / 1910 ; Allamah Jalal-ud-Din Rumi, Mathnawi Manawi, vol. IV, Nami Press, Kanpur, India, 1317 A.H., p. 146 ; Shah Waliullah Dihlawi, ***Al-Qawl al-Jamil fi Bayan Sawa al-Sabil,*** Razzaqi Press, Kanpur, 1317 A.H., pp. 160-162.

21. Allamah Jalal-ud-Din Rumi, ***Mathnawi Manawi',*** vol. II, Nami Press, Kanpur, India, 1317 A.H., p. 180 ; For further references see – Ismail Haqqi Al-Baghdadi, ***Ruh al-Bayan fi Tafsir al-Quran,*** vol. X, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, Lebanon, 1985, p. 294 ; Abdur Rahman Chisti, ***Mirat al-Asrar,*** Maktaba-i-Jam-i-Nur, Delhi, India, 1418 A.H. / 1997 C.E., p. 96 ; Abdul Jalil Shikdar, ***Pravu Parichaya,*** 8th Ed., Al-Aqsa Printing & Packages, Chittagong, 2003, p. 45, Song No. 95; Shaikh-i-Akbar Muhiuddin Ibn 'Arabi, Al-Futuhat al-Makkiyah, vol- II, Dar Ihya Al-Turath Al-'Arabi, Beirut, 1418 A.H. 1st Ed. P. 10; Yusuf Nibhani, Jami Karamat Al-Awlia, Vol. I, Al-Maktabah al-Thiqafiyah, Beirut, Lebanon, 1991 C.E., p. 69.

22. Maulana Muhammad Maksudur Rahman, ***The Greatest Saint of the World',*** Al-Aqsa Printing & Packages, Chittagong, Bangladesh, 1999, pp. 7-8.

23. Hakim Saiyid Sikandar Shah, Shaikh al-Islam (R.), ***Op. cit.,*** vol. III, p. 212.

24. ***Ibid.,*** vol. 3, p. 75.

25. Maulana Muhammad Maksudur Rahman, ***Al-Dhakhirat al-Jahangiriyah fi Dhikr-i-Aimmah al-Turuq al-Aliyah,*** MS. No. 63, Mirzakhil Darbar Sharif Library, Chittagong, Bangladesh, p. 62.

26. Abdullah, Dr. Muhammad, ***Bangladesher Khayatanama Arabibid (1801-1971),*** Islamic Foundation, Bangladesh, 1986, pp. 125-127; cf. Abdullah, Dr. Muhammad : ***Bangladeshe Farsi Sahittaya,*** Islamic Foundation, Bangladesh, 1983, p. 282.

27. Maulana Muhammad Maksudur Rahman, ***Hazrat Shah Jahangir Tajul Arefin—the Shinning Crown of the Exalted Saints,*** Barik Printing Press, Dhaka, 2011, pp. 13-18.

28. Maulana Muhammad Maksudur Rahman, ***Al-Shamaim al-Ambariyah fi Dhikr al-Mashaikh al-Jahangiriyah,*** MS. No. 73, Mirzakhil Darbar Sharif Library, 24 Ramadan, 1420 A.H., p. 1.

29. Shaikh al-Islam Hakim Saiyid Sikandar Shah, ***Sirat-i-Fakhrul Arefin,*** Vol. 3, Kotob Khana-i-Rahimiah, Delhi, India, 1948, pp. 221-240.

30. Maulana Muhammad Maksudur Rahman, ***Al Hasanat al-Jahangiriyah Fi al-Waqeat al-Safariyah,*** Ms. No. 91, Mirzakhil Darbar Sharif Library.

31. ***Faizan-i-Rahmat,*** PP. 84-87.

Sufism: Origin and Development

Dr. Abdul Hameed Qureshi Jahangiri

Sufism *(Islamic mysticism)* is the inner dimension of Islam and Holy Prophet Muhammad (PBUH) is the sole and direct source and foundation of Tasawwuf *(Tariqah)*. A tradition of the Holy Prophet (PBUH) is often quoted in respect of Tasawwuf. He said, "Shariah is my words *(Aqwal)* Tariqah is my deeds *(Afaal)* Haqiqah is my spiritual states *(Ahwal)* and Marifat is my secrects *(Asrar)*." Thus the combination of Shariah, Tariqah, and Haqiqah is termed as Tasawwuf or Sufism *(Islamic Mysticism)*. It is in fact the sincere and art of developing the spiritual faculties of mind and trying to understand, as far as possible, the Deity *(God)*, Divine Attributes, Divine works and Mysteries. It is theory and practice combined. After the Holy Prophet, the main source of spiritual inspiration are the first Caliph Hazrat Abu Bakr Siddique (R.A.) and the fourth caliph Hazrat Ali al-Murtaza *(May God ennoble his countenance)*, the latter described in a Hadith as "The gate-way of the city of knowledge," the city being the Holy Prophet (PBUH) himself. All the Sufi orders are linked with the Holy Prophet (PBUH) either through Ali or Abu Bakr Siddique (R.A.) but mostly through the former. Hazrat Abu Bakr Siddique was succeeded by Hazrat Salman Farsi as his spiritual successor. Naqshbandiyya order traces its origin to Hazrat Abu Bakr through Salman Farsi.

The remaining three great orders *(salasil)* are originated from the headship of Hazrat Ali in the following manner. Hazrat Ali had four Caliphs:-

1. Hazrat Imam Hasan
2. Hazrat Imam Hussain
3. Kumail ibn Zuiyad
4. Imam Hasan Basri

Imam Hasan and Imam Hussain the sons of Hazrat Ali were succeeded by their sons and the sons known as Aima-i-Ahl Bait (Leaders of the family of the Prophet) who continued to guide the Muslim Ummah for centuries together.

Hazrat Imam Hasan of Basra had many caliphs, two of them were prominent:-

1. Abdul Wahid bin Zaid
2. Habib Ajmal

Habib was the second Person, after Hazrat Salman Farsi who illuminated his homeland Iran and many other Arab regions with the spiritual light of them.

Origin of Sufism:

As stated above, Islamic mysticism *(Tasawwuf)* is entirely spiritual property of Islam whose source and Fountain-head is Muhammad (PBUH), the Apostle of Allah. After him Ali is the representative of Islamic esotericism *(spirituality)* as the esoteric wisdom (Marifat) was transmitted to him by the Holy Prophet (PBUH) himself.

Sahl Tustari was probably the first and after him many a radiant mystic man has explained the origin of the "Tasawwuf. It is indeed the light of Muhammad, the first emanation of Divine light. His heart is the source of divine revelation and mystical union for the believing

and obedient creatures. Muhammad, the Muhammad of pre-existence, was created of divine light. When he had stood as a column of light before God for a million years in primordial adoration, "God created Adam from the light of Muhammad, or according to another passage of the Tafsir, He created Adam from the clay of might from the light of Muhammad." Tustari says that not only Adam is formed from Muhammad's light, but the whole Universe participates in this imanation of light. The "light of the prophets is from his Muhammad's light and the light of the heavenly kingdom *(malakut)* is from his light and the light of this world and the hereafter is from his light." God in his inaccessibility has become accessible in the heart of Muhammad in which He is made manifest through his divine Attributes, symbolized by the image of light *(nur-e-Muhammad)* Thus the crystal like column of divine light represents Muhammad as the First creation in pre-existence and as the corporate luminous totality of the universe that engulf the heavenly spheres and enshrines the archetypes of the created beings. His heart, fortified by divine knowledge and saturated with divine love becomes the well-spring for the illumination of the hearts of men and a treasure mine of God's revelation to mankind. Therefore the love of every mystic lover is bound to come from that mine *(madin)* which is the heart of Muhammad. His heart is the mine of the precious substance *(gauhar)* which is the mystical union *(tawhid)* of those who experience God's unification. It is the font of the intuitive knowledge of God *(marifat)* of the Gnostics *(arifeen)* and the well-spring of the saturation of the hearts of the lovers of God; his heart is seen as the font of man's mystical union with God. Sufism or Tasawwuf, therefore is entirely the emanation from the heart of Muhammad *(nur-e-Muhammad)*. Thus by his radiant personality, by his teachings and by his virtues and blessings, the Apostle Muhammad (PBUH) exemplified and demonstrated that he was the first Sufi, the model that would inspire mystics *(Auliya Allah)* for all the generation to come. (1)

Views of Some Orientalists:

Some western Orientalists are seen giving narrow view of sainthood. For example Nicholson identified ecstasy as the necessary qualification of sainthood. He says, "Neither deep learning in divinity, nor devotion to good work, nor asceticism, nor moral purity makes the Muhammad a saint; he may have all or none of these things, but the only indispensable qualification is that of ecstasy or rapture which is the outward sign of passing-away from the phenomenal self."

This is not the whole truth. Ecstasy is no doubt there, but this is not always the case with the consummate mystics. They rarely go into ecstasy; they are seen in sobriety. Miracles are also vouchsafed; but it is not necessary condition not hereditary factor is always demanded.

Turner suggests 'a necessary but not sufficient condition for Islamic saint-ship is descent from an established holy founder and ultimately from the Holy Prophet (PBUH).' The too is misleading. There are many top-ranking saints *(Auliya)* who have no such claims. (2)

O Brien says, "It is not essential that saints should be of known piety. They are approved because of their magical power and not for their spiritual quality." (3) It is more funny and ridiculous approach that O Brien equates saint of Islam with magician. Only quacks or pretender mystics are jugglers who display such magic.

Temple agrees which O Brien and says: "It does not matter who your Pir or saintly guardian is, or what his personal character, as long as you can rely on his magical power or help you in distress and look after you generally." (4)

Another study is given by Westermarck in these words: "There is… a class of holy men and women that is recruited from idiots and mammen. Derangement of the mind is in any case attributed to supernatural influence… Harmless lunatics are venerated as saints, whose reason is in heaven while the body is on earth. They are not held responsible for any absurdities they commit." (5)

These examples amply demonstrate the idea of sainthood (wilayet) of the Orientelists, and give us knowledge as how far are they from the sense of Islamic spirituality. These examples prove that they don't have even the remotest idea of Islamic Sufism in true sense of the term. Therefore they deserve "applause".

But there are some Orientalists who hold positive view and understanding of Sufism. For instance, F.A.D. Tholuck, a German professor of divinity, declared that the Sufi doctrine was both generated and must be illustrated by Muhammad (PBUH)'s own mysticism. (6)

William Stoddart testifies to the Islamic genesis of Sufism in these word: "One cannot be Benedictine without being a Christian, or sufi without being a Muslim. There is no Sufism without Islam. (7)

Martin Lings appears to have much better experience of Sufism. He says, "From time to time a Revelation 'flows' like a great tidal wave from the ocean of Infinitude to the shores of our finite world; and Sufism is the vocation and the discipline and the science of plunging into the ebb of one of these waves being drawn back with it to its Eternal and Infinite source… Sufism is a kind of mysticism. By definition concerned above all with 'the mysteries of the kingdom of Heaven.' The Ocean is within as well as without; and the path of the mystics is a gradual awakening as it were 'backwards' in the direction of the root of one's being, a remembrance of the Supreme Self which infinitely transcends the human ego and which is none other than the Deep towards which the wave ebbs… And by spiritual realization means center of consciousness. (8)

Lings also quotes a definition of an early Sufi: "Nearly 1000 years ago a great Sufi defined Sufism as 'taste' because its aim and its end could be summed up as direct knowledge of transcendent truths, suck knowledge being, insofar as its directness is concerned, more comparable to the experiences of the senses that to mental knowledge." (9)

Annemarie Schiemmel, too affirms that definitions merely point out way. For the reality, that is the goal of the mystic and ineffable, cannot be understood or explained by any normal mode of perception, neither philosophy nor reason can reveal it. Only the wisdom of the heart, gnosis may give insight into some of its aspects. A spiritual experience that depends upon neither sensual nor rational method is needed. Once the seeker (of Truth) has set forth upon the way to this last Reality, he will be led by an inner light. This light becomes stronger as he frees himself from the attachments of this world. Only after a long period of

purification, he becomes endowed with love and gnosis. From there he may reach the last goal of all mystical quest-the union. She thus defines mysticism as love of the Absolute. Love is not to be learned from men or books, it is one of God's gifts and comes of His grace." (10)

Regarding mystical experience A. Schimmel says, "To analyze the mystical experience itself is next to impossible since words cannot plumb the depth of his experience." (11)

Burckhardt *(Ibrahim Izzuddin)* has said that Tasawwuf, which is the esoteric or inward aspect of Islam, is to be distinguished from the exoteric or external Islam just as direct contemplation of spiritual or Divine realities is distinguishable from the fulfilling of the laws which translate them in the individual order in connection with conditions of a particular phase of humanity. Next he says this "Central" role of Sufism at the heart of the Islamic world may be veiled from those who examine it from outside. The Orientalists were anxious to bring everything down to the historical level; it could hardly be expected that they would explain this double aspect of Sufism otherwise than as the result of influence coming into Islam from outside, and according to their various pre-occupations, they have indeed attributed the origins of Sufism to Persian, Hindu, Neo-Platonic or Christian sources. But these diverse attributions have ended by cancelling one another, the more so because there is no reason for doubting the historical authenticity of the spiritual "descent" of the Sufi masters, a descent which can be traced in an unbroken "chain" *(Silsilah)* back to the Holy Prophet (PBUH) himself. The decisive argument in favour of the Muhammadan origin of Sufism lies, however, in Sufism itself, and that the integral part of the spiritual method of Sufism is constantly and of necessity drawn out of the Quran and from the teachings of the Prophet (PBUH)." (12)

And Louis Massign in respect of Tasawwuf said, "The study of Islamic mysticism is not like the study of other disciplines such as law. Philosophy, and theology in which it is sufficient to absorb through the fundamental axioms in order to reconstruct and even extend the rational deductions implied in their premises. To understand mysticism one must have experienced, and willingly the trials and sufferings of the most humble life. Junayd had said forcefully, "We have not learned this science *(of mysticism)* by means of "it is said (qil wa qal) but by privations and separation from the dear ones:" applied asceticism. "It is this initiation in mental scouring" which is the axiom not theoretical but practical of mysticism." (H.W. Mason, Al-Hallay. Surrery, p. 80)

S.H. Nasr says, "One cannot speak in an ordinary historical sense about the origin and sources of the ways of any Sufi writer because the Sufi who has realized the goal of the Path *(Suluk)* receives inspiration directly and 'vertically' and is not dependent upon 'horizontal' influence." (13)

Remember that Sufis do not constitute sect; are, rather, regarded a part of the orthodox *(Sunni)* community, a concept which is expressed by the Arabi idiom ahl al-sunna wa-I-jama' a "Those who adhere to the tradition and the community." Indeed, the Sufis hold that they were the very core of that community. This idea is expressed in one of the best

known Sufi compendiums in these words: "The most excellent of the Muslim community, who keep their respiration with God and safeguard their heart from the intrusions of heedlessness, have singled themselves out with the name of Sufism; and his name has become famous in reference to these great men before the year two hundred A.H." (Risala al-Qushariyya).

Some Definitions:

Specific subject of Sufsim *(Tasawwuf)* is Tawhid *(Divine Unity)* which is the spiritual dimension of Islamic life and thought. It is Tawhid interiorized and realized through the blessings of the Holy Prophet (PBUH). Right from its advent down today Mashkikh *(Spiritualisis)* have been giving its definitions. They have tried to explain its different aspects inner and outer, still no universal definition has arrived at nor is it possible to do so since variety of definitions have come out even by a single mystic of high rank which reveal his spiritual states and stations that are ever changing elevating him every time and every moment to divine sanctuary. The change in definitions also means that mystical journey is endless i.e. journey in God has no end. Auliya Allah progress even after their departure from the phenomenal world. However, no one can encircle or delimit the subject of Sufism since it relates to Infinite God Most High about whom the holy Quran says: "Say *(O'Muhammad)*: "If the sea were ink for *(writing)* the words of my lord, surely, the sea would go dry before the words of my Lord would be finished, even if we brought (another sea) like it for it aid." (19:109)

In this section a number of definitions in respect of Sufi, Sufism (Tasawwuf), Saint and Saintship, Wilayet, the journey etc, by radiant mystics are explained elaborately to catch the reality of the subject. They cover almost the entire spectrum of Sufism. Remembers there is neither end of this specific subject nor end of definitions.

Abul Hasan Nuri says: Tasawwuf is hatred of the world and love of the lord, (14) Maruf al-Karkhi was probably the first mystic to define Sufism. He said, "Sufism means seizing realities and renouncing that which is between the hands of the created beings." It is an opening, therefore of the spirit and the heart which leads to gnosis and makes man "one who knows through god," and is a purification of the soul which renders it free for the manifestation of its Lord by emptying it of futile proceccupations, worldly passions, and selfish desires. (15)

It is said that Ibrahim bin Adham asked a man "Would you like to be a saint of God?" He said, "Yes." Ibrahim replied "Then desire not the things of this world or of the next. Empty yourself for God. Turn your face to Him so that He may turn to you and make you His saint." (16)

Bayazid Bistami: experiencing his spiritual state said, "I triply divorced the world and alone proceeded to the Alone. I stood before the Presence and cried, 'Lord God', I desire not but Thee. If I possess Thee, I possess all'… when God recognized my sincerity, the first grace that he accorded me was that He removed chaff of the self before me." (17)

It is at this stage that the seeker attains gnosis and gains the knowledge of the Essence of God in his pure and illuminated heart.

Bistami has also said, "The saints of God are His brides and none looks upon brides save those of their family. They are veiled in seclusion in His presence by intimacy. No one sees them, neither in this world nor the next." (18)

Someone said, "There are three signs of saint: He is occupied with God; he flees to God; he is concerned only with God." (19)

Junayd considered Sufi's mission of the realization of perfect identity with God as a unique situation, which can only be achieved after true self-mortification. The aspirant's struggle against the appetitive desire *(mujahada)* is the foremost condition for the annihilation of the qualities related to human nature. He says, "Sufism mean that God makes you die to yourself and makes you alive in Him. It is to purify the heart from the recurrence of creaturely temptations, to say farewell to all the natural inclinations, to subdue the qualities which belong to human nature, to keep far from the claims of the senses, to adhere to spiritual qualities, to ascend by mean of Divine knowledge, to be occupied with that which is eternally the best, to give wise counsel to all people faithfully, to observe the truth, and to follow the Prophet in respect of the religious law. And further, "We did not take Sufism from talk and words, but from hunger and renunciation of the world and cutting off the things to which we are accustomed to and which we found agreeable." (20)

Junayd says, "God gives the gnostic the ardent desire behold his Essence, then knowledge becomes vision and vision revelation, and revelation contemplation and contemplation existence-with and in God. Words are hushed to silence, life becomes death, explanations come to an end, signs are effaced. Mortality (fana) is ended and immortality (baqa) is made perfect. Weariness and care cease, the elements perish and there remains what will not cease, as time that is timeless ceases not." (21)

Junayd was the first Muslim saint who seriously concentrated on the passing-away of the Sufi's will in the will of God. The state of unification with God is attained when the mystic completely surrenders his individual will to Him. It is more essential with the Sufi aims to realize the state of 'baqa' or the unitive life in God. Describing the stage of 'Tawhid', Junayd says, "It is a stage where the devotee has achieved the true realization of the Oneness of God in true proximity to Him. He is lost to sense and action because God fulfils in him what He hath willed of him." (22)

Junayd defines a Sufi: "Verily he is like the earth which is trodden by the pious and the wicked, like the clouds which cast a shadow over everything and like the rain which waters everything," He describes the Sufi's quality of magnanimity thus, "The sufi is like the earth on which every foul things is thrown and from which fair things come forth." Junayd says, "Sufism is not achieved by much praying and fasting, but it is the security of the heart and the generosity of the soul." (23)

Junayd has also interpreted 'Tasawwuf' in the light of the moral code prescribed by the Traditions Religions Law of Islam. He says, "Tasawwuf is to purify the heart from the recurrence of inborn weakness, to take leave of one's natural characteristics, to extinguish the attribute of humanity, to hold aloof from sensual temptations, to dwell with the spiritual attributes, to mount aloft by means of Divine sciences and to practise that which is eternally the best, to bestow sincere counsel on the whole people, to faithfully observe the Truth and to follow the Holy Prophet (PBUH) in respect of Shariah. (24)

Abu al-Hasan Nuri says, "The Sufis are they whose soul have become free from the defilement of humanity and pure from taint of the self, and have obtained release from lust, so that they are at rest with God in the first rank and in the highest degree, and have fled from all besides Him, they are neither master nor slaves." (25)

In his definition of Sufi, he said: "The Sufi is he that has nothing in his possession, nor is himself possessed by anything." Hence, the Sufis believe that a Sufi is "absent from himself and present with God." (26)

Abu Bakr Shibli defined a Sufi in these words: "The Sufi is separated from mankind and united with God, as God said: "And I chose thee for Myself." He separated him from all others." (27)

Abu Muhammad al-Rasibi observes, "The Sufi is not a Sufi until no earth supports him and no heaven shadows him; until he finds no favour with mankind; and until his resort in all circumstances is to the most high God." (28)

The devotee of God becomes God-intoxicated when his self is completely consumed in the fire of love. It means that the idea of God dominates the heart of the seeker and he develops an everlasting consciousness of his Beloved. Shaykh Abu Sa'id b. Abi I_Khayr explains this quality of a Sufi's unceasing concentration on God is these words: "That is the true man of God who sits in the midst of fellowmen, and rises up and eats and sleeps and buys and sells and gives and takes in the bazaars amongst other people, and who marries and has social intercourse with other flock, and yet is never for one moment forgetful of God." (29)

Abu Sa'id also says, "To be a Sufi is to cease from taking trouble; and there is no greater trouble for you than your ownself, for when you are occupied with yourself you remained away from God." He also says, "Tasawwuf is to lay aside what you have in your head, to give what you have in your hand and not to retreat from whatsoever befalls you," He gave another definition. He says, "Sufism is a glory in wretchedness and riches in poverty and lordship in servitude and satiety in hunger and clothedness in nakedness and freedom in slavery and slavery and life is death and sweetness in bitterness. (30)

Mansur al-Hallaj thinks that a Sufi is "Singular in is being, he neither accepts anybody nor does anybody accept him." He feels the immediate Presence of God alone within and senses the Presence of God without and his mental faculty gets rid of the thought of anything save God and is totally captivated by God. (31)

Most of the Sufis regard the theory of 'One God alone' as the low level of their mystical philosophy. Abu Bakr al-Shibli defines Sufism thus: "Sufism is polytheism, because it is the guarding of the heart from the vision of 'other', and 'other' does not exist." (32) This definition of Sufism implies that the idea of any existent thing other than God cannot be accepted along-with the idea of 'there is no god but God.'

Abu Muhammad Ruwaym explains the real features of Tasawwuf, "Tasawwuf is based on three qualities: a tenacious attachment to poverty and indigence; a-profound sense of sacrifice and renunciation; and absence of self-obtrusion and personal volition." Thus the effacement of all human desires and individual qualities take place and the veil of the unreal self is lifted. Only at this moment it is revealed to him that his hearing is God's hearing, his sight God's sight, his speech God's speech, his life God's life, his knowledge God's knowledge, his will God's will, and his power God's power, and that God possesses all the attributes fundamentally; and then he knows that all the attributes fundamentally; and then he knows that all the aforesaid qualities are borrowed and metaphorically applied to himself, whereas they really belong to God. (33)

Wasti was asked, "How is the saint nourished in his sainthood?" he replied: "In the beginning, he is nourished by his worship. In his maturity he is nourished by God's veiling him in His imperceptibility. Then He lures him back to his former qualities and attributes, and finally, He causes him to taste the nourishment of being subsisted by Him at all times." (34)

Abu Bakr al-kalabadhi is well known for his book 'Kitab al-Taarrusf'. He was the first mystic scholar who interpreted Sufi ideas from the Quranic standpoint and reconciled Sufism with Islamic orthodoxy.

In his theory of mystical detachment, Kalabadhi holds that detachment from everything is absolutely necessary for the adept's unification with God. Kalabadhi writes in Kitab al taarruf: "The meaning of detachment is, that one should be detached outwardly from accidents, and inwardly from compensations: that is, that one should not take anything of this accidents of this world, nor seek any compensation for what one has thus forsworn, whether it be of temporal or eternal; but rather, that one should do this because it is a duty to God, and not for anyother reason or motive. (35)

Kalabadhi laid much emphasis on the realization of 'ma'rifa' or gnosis. He distinguished between intellectual and mystical knowledge on many ground. Intellectual knowledge is ordinary, limited to the human faculties. It deals with the finite object of the world or the creation of God; it is not concerned with the Creator. Gnosis is higher knowledge and directly deals with the Creator and the Divine Attributes. It is a gift of God. Kalabadhi says "The only guide to God is God Himself, holding that the function of the intellect is the function of an intelligent person who is in need of a guide: for the intellect is a thing originated in time, and as such only serves as a guide to things like itself." (36) Kalabadhi was inspired by a great Sufi who believed: "God made us to know Himself through Himself, and guided us to the knowledge of Himself through Himself, so that the attestation of gnosis arose out of gnosis through gnosis, after he who possessed gnosis had been taught gnosis by

Him who is object of gnosis. [37] According to Kalabadhi a gnostic is never aware of his own attribute like hope, fear, awe, love etc., for he is concerned with God alone. He knows the Attributes of God alone because he has passed away from his individual qualities. Kalabadhi quotes Dhu'l-Nun who said that the end of the Gnostics, is traceable 'when he is as he was where he was before he was' [38] Kalabadhi himself says, "The gnostic, then, has made every effort to discharge his duty to God, and his gnosis a realization what God has given him; therefore, he truly returns from things to God." [39]

Abu'l Hasan al-Khurqani explains the concept of Sufi: "The Sufi is not a Sufi in virtue of patched cloak and prayer-carpet, the Sufi is not a Sufi by rules and customs; the true Sufi is he who is nothing." [40] As he is 'in-himself', he is 'nothing' or 'non-existent' for the rest of the creation. The 'being; of Sufi is veiled for those who have their 'being' in the visible world. In other words, a Sufi's existence transcends the existence of everything and hence his existence speaks for itself. "A Sufi is day that needs no sun, a night that needs no moon or star and a non-being that no being', [41] says Abu'l-Hasan al-Khurqani.

Sahl at-Tustari said: 'Tasawwuf is to eat little and to take rest with God and to flee from men." (T.A.) He defined the Sufi: "It is he whose blood us licit and whose property is allowed (i.e., can be given legally to the faithful) and whatever he sees, he sees from God and knows that Gods loving-kindness embraces all creation." (A. Schimmel). When he was asked to tell about ethical behavior of Sufi, he said that its minimal requirements were to suffer evil with forbearance, to abstain from retribution, and to have compassion for him who wrong you."

On the positive side, the Sufis speak of the 'being' of the true saint from the standpoint of his subsistence in Reality 'al-Haqq'. Abul'l-Hasan al-Husri says, "The Sufi is he whose existence is without non-existence and non-existence without existence." [42] Such a criterion for the existence of a Sufi means that he does not lose that which he attains and he never realizes that from which he can seek his release. Hence, a Sufi enjoys a perfect and an eternal 'being'. This implies that the Sufi dwells only in Pure Divine Essence, i.e., the Reality which does not appear in any form. There is no distinction between the exterior and the interior forms of Reality for a Sufi since he completely identifies himself with the Essence. A Sufi is one whose essence and existence are identical. Husri also says, "A Sufi is he whose ecstasy is his (real) existence and whose attributes are his veil, i.e. if a man knows himself, he knows his Lord."

Abu Nasr Sarraj has mentioned three axioms onwhich Tasawwuf rests: the avoidance of the forbidden things, the performance of the religious duties and the renunciation of the world. [43]

Sufis regard 'Shariah' as the root, 'Tariqah' as the branch and Haqiqa' as the fruit of tree. Abul Qasim Qushayri says: "The Shariah is concerned with the observance of the outward manifestations of religion whilst Haqiqa is concerned with an inward vision of Divine Powers. The law exists for the service of God, whilst the Reality exists for contemplation of Him. [44]

Commenting on the source of spiritual influence of Sufi divines, Ali Hujwiri says: "God has caused the prophetic evidence to remain down to the present day, and has made the saints the means whereby it is manifested, in order that the signs of the Truth and proof of Muhammad's veracity may continue to be clearly seen. (45) And about the supernatural power of Sufi saints, he says: "Karamat of a saint is identical with displays the same evidence as the mujizat of a Prophet."

When Ghazali realized the mystery of Islamic mysticism and the reality of the spiritual life, he gave his opinion on the theory and practice of Sufism as follows:

I) I applied myself to the study of Sufism…. the aim which Sufis set before them is as follows:

"To free the soul from the tyrannical yoke of the passions; to deliver it from its wrong inclinations and evil instincts, in order that in the purified heart there should only remain room for God and for the invocation of His holy name. There is a difference between knowing renouncement and practising renouncement and detachment from the things of this world. I learnt that the Sufis are the true pioneers on the path of God; that there is nothing more beautiful than their life, nor more praiseworthy than their rule of conduct. With the Sufis, repose and movement are illuminated with the light which proceeds from the Central Radiance of Inspiration…. and the last stage is their being lost in God. To tell the truth, it is only the first stage in the life of contemplation, the vestibule *(entrance hall)* by which the initiated enter.

2) I havė discovered with absolute certainty that the Sufis alone are the great traversers of the path of God. Their character is the best character, their path the straightest path, and their moral attributes the most correct and refined. The wisdom of the wise, the sagacity of the sages, and the knowledge of scholars of Shariah, all combined, could not present anything nobler that their character and morals. All their overt and inner actions are derived from prophethood, and there no light or source of light on the earth's surface greater that the light of prophethood." The quotation again asserts that genesis of Sufism lies in the holy Qur'an, the Traditions, and the wont of the Holy Prophet (PBUH) and not in the Greek, Hindu, Christian, and Persian thoughts, doctrines, mythologies and ideologies.

3) How great is the difference between knowing the definition, causes, and conditions of drunkenness and actually being drunk! The drunken man knows nothing about the definition and the theory of drunkenness, but he is drunk, while the sober man, knowing all. I am convinced that the Sufis are men of feeling *(Sahib-e-ahwal)* not men of words *(Sahib-e-ahwal)* and that I had now acquired all the knowledge of Sufism that could possibly be obtained by means of study; as for the rest, there was no way of coming to it except leading the mystical life (46) When Ghazali completes his mystical journey after self-abasement and is esoterically illumined, he speaks of his inward transformation:

"Once I had been slave lust was my master,
Lust then became my servant, I was free,
Leaving the haunts of men, I sought Thy Presence,
Lonely, I found in Thee my company. (47)

Ghazali's mission of the reconciliation of orthodox Islam and Sufism was carried out by Ghaus-e-Azam, Hazrat Shaikh Syed Abdul Qadir Jilani. He tried to synthesise theological knowledge and mystical knowledge. For him, a perfect Sufi is he who sincerely observes the Law and follows the Traditions. Jilani summarizes the mystical qualities to be acquired by the saints: "Three things are essential for every believer in God. First, to submit to God's decree, second to safeguard from that which is forbidden (in law) and third to remain satisfied with Fate."

In his attempt to develop Quranic mysticism, Shaikh Syed Abdul Qadir Jilani laid emphasis on the control of the lower self for the realisation of the true state of devotion towards God *(ubduiyat)*. He says, "Thy carnal self *(nafs)* is an enemy of God and is opposed to Him. Other things are under His Command. Though the carnal self is within the creation of God, Yet it is attached to lust, passion and desire because these are its qualities, Thus, if thou art friendly with God in opposition to thy lower self, thou wilt become an enemy of self for the sake of God. The devotion to God lies in becoming hostile to the lower self and passion." The Sufi attains spiritual perfection, at different stages on the Divine path, Viz., renunciation, austerity and surrender of the individual will to the Divine will. This happens if he sincerely follows the path recommended by the Prophet, particularly the teachings regarding observance of Religious Law. "Pass away from creatures, thy carnal desire and thy individual will by the command of God. Then thou wilt become worthy of the abode of the knowledge of God. The sign of thy and disassociation from their gatherings and showing indifference towards their belongings. The sign of thy obliteration from passions in that thou dost not seek any benefit and dost not suffer any loss. Thou dost not favour thy carnal self and thou concedeth all things to God because it is God alone who was responsible for all those things and He alone will be the trustee for them in future. The sign of passing away of Thy will into the will of God is that thou dost not determine anything and there remains no desire, need or purpose within thee." (48)

Wilayat :

Entire edifice of Islamic Sufism is based on the subject of Wilayat attained by the saints and mystics. One who is successful in this regard is generally termed as radiant mystic. This radiance is nothing other than Nur Muhammad by which Auliya Allah are endowed. It means kingdom of heaven is within them. Someone wrote to Shaikh Sharfuddin Yahya Maneri to reveal the mystery of wilayat to him. He gave reply in the following words: "In reality saintliness *(wilayat)* is one of the Divine secrets which is not based on self-mortification or austerities. It abides in the innermost heart in highly concealed manner in such a way that only saint can recognize another saint. If it manifestation were permissible to the intellectuals, then it could be possible to distinguish between friend and foe, and the one attained to Divine Union and the oblivious. God Almighty desired to conceal this pearl of wilayat from the public inside a small oyster which in turn was thrown into the sea of affliction and calamity. The true seeker of this pearl (wilayat) puts his life in danger; dives into the sea of abasement while crossing the formidable expanse of it. He dives into the bottom of the sea in order to obtain the pearl he cherishes. He does not care for his worldly condition pressing upon him whatsoever. (49)

The gist of all the definitions and explaination is beautifully expressed in a definition formulated by Hazrat Zakariyah Ansari as follows: "Sufism teaches how to purify one's self, improve one's morals, and build up one's inner and outer life in order to attain perpetual bliss. Its subject matter is the purification of the soul and its end or aim is the attainment of eternal felicity and blessedness." [50] Not only this, but an immortal Islamic life in Him.

The vista of all these definitions encompasses almost the whole phenomenon of Islamic mysticism *(Sufism)*. They project complete picture and assert that Sufism is multi-dimensional approach to Islamic spiritual life. It explains that inner aspect is quite distinct from the outer and ritual Islam although one cannot ignore laws of Shariah. And the Shariah of the Holy Prophet is gate way to inner (esoteric) aspect is quite distinct from the outer and ritual Islam although one cannot ignore laws of Shariah. And the Shariah of the Holy Prophet is gate way to inner (esoteric) aspect of Islamic life and thought.

General Traits and Characteristics of Auliya Allah:

In oriental mystical literature terms like Sufi, Dervish, faqir, wali, are used to denote Auliya Allah. But in English Language one word i.e., "Saint" is used for all such terms which might be misleading. No doubts these terms are wide-ranging in their meaning and it difficult to be specific in their definition, but it is certain that writes in oriental languages use those terms indiscriminately to denote radiant's mystics *(Auliya Allah)* in their works.

The writers on Sufism, explaining the conduct and behavior of Sufis, derive in the first instance, special traits of the prophets which are found in the radiant mystics. They say that Sufism is based on the eight qualities exemplified in eight Apostles: the generosity of Abraham *(Ibrahim)* who sacrificed his son; the acquiescence of Ishmael *(Ismail)* who submitted to the command of God and gave up his dear life, the patience of Job (Ayub) who patiently endured the afflictions of worms, and the jealousy of the merciful; the symbolism of Zacharias *(Zakarias),* to whom God said: "Thou shall not speak unto men for three days save by sign; the strangerhood of John (Yahya) who was stranger in his own country and an alien to his own kind amongst whom he lived, the pilgrimhood of Jesus (Isa) who was so detached therein from worldly things that he kept only a cup and comb the cup he threw away when he saw a man drinking in the palms of hand, and comb when he saw another man using his fingers; the wearing of Wool by Moses (Musa) whose garments was woolen; and the spiritual poverty *(Faqr)* of Muhammad (PBUH) to whom God sent the key of all treasures that are upon the face of earth saying: "Lay no trouble on thyself, but answered: O Lord! I desire them not; keep me one day full-fed and one day hungry." [51]

Al Hujwiri exposes inner condition of Sufi in these words: "Dervishood *(wilayat)*'in all its meanings is a metaphorical poverty, and amidst all its subordinate aspects there is transcendent principle. The Divine mysteries come and go over dervish, so that his affairs are acquired by himself, his actions attributed to himself, and his ideas attached to himself. But when his affairs are freed from the bonds of acquisition *(Kasb),* his actions are no more attributed to himself. Then he is the way, not the wayfarer, i.e., the dervish is a place over

which something is passing, not a wayfarer following his own will. Accordingly, he neither draws anything to himself nor puts anything away from himself: all that leaves any trace upon him, belongs to the Essence." (52)

Another radiant mystic explains the trait of dervish as follows: "The dervish way is not just the donning of crown and cloak. A Sufi means one who annihilates himself in the Truth, one whose heart purified. He needs neither the sun by day nor the moon by night. For the Sufi is one who walks night and day by the Light of Truth. (53)

Thus Sufi or dervish has no concern with the celestial paradise or Hell, nor with the transitory phenomenal world. He pays attention only to his primordial *(Azli)* existence, to annihilate himself in the ocean of divinity and attain eternal blissful life in Him.

What and how much charming and fascinating personalities *(auliya Allah)* are they, is depicted as follows:- "Auliy Allah are the mine of guarded secret. These are in touch with His *(God)* concealed mystery. Auliya Allah are the brides of the Presence; on them is drawn the veil of zeal; they are treasure hidden from the bulk of humanity. Auliya have parted with the people of this world in spirit, although they dwell among them in their physical bodies. They have heart whose light is brighter that the sun of which we are conscious. What brilliant lights! What spiritual perfection! Thus they are the stars of earth in the eyes of heaven's people; their light is for us and them, he who watches the stars is from heaven; the stars of earth *(i.e. Auliya)* are more dazzling in their light; those appear for a time, then pass away while these *(Auliya)* are not subject to hiding. The guidance of the former is in the darkness of the night, while the guidance of these consists in the removal of the covering *(veil)*." (54)

The saint *(wali)* of the presence of beauty (jamal) is infatuated and the saint of the presence of majesty (jalal) is outshadowed, but the saint of beauty and majesty is the possessor of perfection.

The saint *(wali)* is one who smiles if saluted; in conversation he is present; when asked he shall give; should you trespass in his presence, he utters not a malignity; when others divulge secrets, he conceals; of princes he knows he knows he is not proud, and the poor he does not disdain; nothing shall mar the radiance of his face; the next world he does not sell for the present. Through God he is rich; before Him *(God)* he is humble; from Him He takes; to Him he gives; on Him he depends; he fears none other than God; his trust is only in God. These are some of the qualities of the radiant mystics, in the past and present. The following gems are line of poetry that depict that grandeur of this spiritual condition:

Easy, soft, wealthy men of gentle birth,
Leaders in noble actions, sons of privilege,
They speak not of vice when they talk,
Nor do they stubbornly object when they do object,
Whomever of them you meet, of him you can say 'I met the chief'.
Like stars they are that guide the traveler by night. (55)

Enviable Achievements:

Although Sufism is an arduous journey, those who succeed by Divine providence, lead blissful life in this world and hereafter. A great mystic recounts the achievements of a radiant Sufi in these words:

1. A Sufi enjoys dignity and respect amony the people. He is highly respected by both the wicked and the righteous and is feared by every despot and oppressor.
2. Divine grace is associated with everything that he does… whatever he touches, becomes blessed by his contact.
3. God enables Sufi to ward off all evil temptations.
4. Sufi does not enter into the service of the world's monarchs, kings and tyrants.
5. Aspirations of a luminous Sufi saint are elevated to such an extent that he cannot be stained by the filth and garbage of the world and its people.
6. He is content with God, becomes patient, and is never oppressed by the tribulations and catastrophes of this world.
7. God makes the agony of death easy for the Sufi… which intimidated the hearts of the prophets. For some of the Sufi, death is like drinking of cool water by a thirsty man. A Sufi is spiritually born each time God irradiates his consciousness or illumines his heart.
8. His spirit is dispatched in death with refreshment sweet basil and good tidings of peace. There is cheers and greetings from the angles of the heavens who receive his soul with honour, kindness and favour.
9. For his body, there is the public acclaim at his funeral, the rivalry in attending the ceremony and eagerness to participate in the preparation of his tomb.
10. For him, there is security from the distress of interrogation in the grave. He is exempt from horrible ordeal. His tomb is enlarged and illuminated. He is in the gardens of paradise until the Day of Resurrection.
11. His spirit is infused into the body of a green bird which perches in the trees of paradise until God restores his spirit to his own body alongwith with the spirit of the chosen mystics who are much joyful and content with the favour that God has accorded them.
12. He is resurrected in glory and honour dressed with lustrous garments and crowns.
13. For a Sufi death is life's culmination. With Rumi, death was no occasion for sorrow, but an occasion for rejoicing, for it meant the Homeward flight of the human spirit, freed from the trammels of matter. Hence, they viewed the death of their friends with delight, and carried their coffins for burial to the accompaniment of joyous singing and dancing.

The Invisible Hierarchy:

It is fact that auliya Allah are veiled from the eyes of the common people; they recognize fellow saints without ever having met them, and their secret meetings are also held anywhere frequently in the world. Ghaus-e-Azam or the Holy Prophet (PBUH) would like to hold meetings or direct them to meet.

It is also held that God veils His friends from the world. "Out of jealousy, God puts a veil upon them and keeps them concealed from the public, says Simnani, following Bayezid's idea that "the saints are God's brides whom only the close relatives can behold." The Hadith Qudsi "Verily my saints my saints are under my cloak, and only I know them."

There is invisible hierarchy of auliya Allah who have been annihilated in Him and live in Him. It is generally held that the highest spiritual authority is the Ghaus, i.e. 'help'. He is surrounded by three nuqaba' "substitutes" four awtad "pillars" seven abrar, "pious" forty abdal "substitutes" three hundred akhyar "good" and four thousand hidden saints. But in the galaxy of top spiritualists, it is held that qutb or pole is not the highest authority and there are a number of qutbs scattered at a time in the different regions of the world who are always on Divine duty and their number also varies. It is only Ghaus of the time designated qutabul-aqtab who is the highest spiritual authority. He is the chief of the temporal world in regard to its governance whereas Fard is the chief in respect of his duty in the spiritual realm. Ibn Arabi in Futuhat Mkkiyya claims that there are seven abdal one of each of the seven regions of the world.

The rank of the Ghausiyat-i-Uzma is above the Fard and is free from 'Time and Space'. This office is unique and solitary and is held by Shaikh syed Abdul Qadir Jilani, who is the Sultan of the Saints from pre-eternity to post-eternity. All the qutbul-aqtab or Ghaus-e-Zaman have been his subordinates and perform their duty under his command and direction.

Historical Development:

Historians identify three distinct phases in the development of Islamic mysticism during the first seven centuries of Islam. The first period beginning with Khwaja Hasan al-Basri (d. 110/728) and ending in the fourth century, was the moment of the birth of the mystical experience in Islam. Muslim theologians and mystics consider this period-which is, historically speaking, the closest to the Prophet's time.

The second period began in the second half of the fourth/tenth century. During this phase, the center of political and cultural gravity of the Muslim Empire was slowly moving out of Baghdad. Paul Nwyia called this period "the Phase of the composition of the manuals of Sufism." He maintains that it was the most sublime spiritual phase in Islam, mainly because some of the best minds dedicated themselves to the study of Sufism with the hope of showing its perfect orthodoxy and its roots in the most traditional aspect of Islam. The prominent Sufis of this era being: Ibrahim Khawwas, Abul Hasan Nuri, Junayd, Hallaj, Abu Nasr Sarraj, Kalabadhi, Talib Mkki and many others.

Some of the prominent Sufis of the eleventh century are: Abdul Hasan Khurqani, Abu said Abi al-Khair, Abul qasim Qushayri, Qasim Gurgani, Abdullah Ansari, Data Ganj Bakhsh, Abu Bakr Nassaj and many others.

The third period falling in the twelfth century is spanned by two great names i.e. Abdul Hamid al-Ghazali, and Shaikh Syed Abdul Qadir Jilani, Ghazali being the most influential

theologian of medieval Islam who brought about synthesis between orthodox Islam and Sufism. His mission of the reconciliation of orthodox Islam and Sufism was carried on by Shaikh Syed Abdul Qadir Jilani, the renowned founder of the first great Qadiriyya order.

The Sufi Orders:

As stated before Hazrat Imam Hasan Basri was one of the spiritual successors of Hazrat Ali. He is regarded as pioneer in the domain of early Islamic mysticism. He meticulously followed the mystical teaching of the Holy Prophet. He developed the Sufi doctrine of the Pure Love of God. His Khulfa went on increasing during the first and second centuries of the Islamic era, till they were grouped into the following fourteen orders.

1. Zaidiyya. It is named after Khwaja zaid bin Abdul Wahid.
2. Ayaziyya. This is named after Fozial ibn Ayaz.
3. Adhmiyya. This is named after its head, Khwaja Ibrahim bin Adham
4. Hubairiyya. It is named after Khwaja Abu Hubaira Aminuddin of Basra.
5. Chistiya. The head of this silsala of Khwaja Mamshad Ali Dainori who was succeeded by Abu Ishaq Shami.
6. Ajamiyya. It is named after Khwaja Habib Ajami.
7. Taifuriyya. It is named Bayazid Bistami.
8. Karkhiyya. It is named after Khwaja Maroof Karkhi.
9. Saqtiyya. The head of this order is Khwaja Sari Saqti.
10. Junaiḍiyya. It is named after Junaid of Baghdad.
11. Gazruniyya. It is known after the name of Abu Ishaq Gazruni.
12. Tusiyya. The head of this order is Ala-ud-Din Tusia.
13. Suhrawardiyya. The head of this order Shaikh Zia-ud-Din Abu Najib Suhrawardy.
14. Firdausiyya. This is name after Shaikh Najamuddin Kubra. Shaikh Najamuddin had as many as seventy Khulafa of own status. His followers are divided into two orders:

Firdausiyya and Kibroya

These are original fourteen orders (salasul) of Islam whence sprang up forty more branches or offshoots out of which only twelve are most prominent ones. These are named as:- Qadriya, Yasuya, Naqshbandiya, Nuriya, Khazroya, Shattaria, Sadat Karram, Zahidiya,' Ansaria, Safwiya, Idrusiya, Qalandariya."

In the twelfth and thirteen centuries, some major figures emerged as the organizers of orders that were to become the largest in the Islamic world. In some cases, the orders may actually have been organized by the immediate followers of the "founders" but these teachers represent the emergence of large scale orders. The most frequently noted of these early orders is the Qadiriyya, organized around the teaching of Shaikh Syed Abdul Qadir Jilani which grew rapidly and became the most widespread of the orders. Two other major orders originating in this era are the Suhrawardiyya based on the teachings and organization of Abu al-Najib Suhrawardi and his nephew shahbuddin Suhrawardi; and the Rifayya representing the Tariqah of Ahmad al-Rifai, the Naqashbandiya founded by Yusuf

al-Hamdani. By the thirteen century, increasing numbers of Tariqahs were being organized in the traditions of great teachers. Many of these are the Shadhiliyya (established by Abu al-Hasan Shadhili in Egypt and north Africa and the Chishtiyya established by Khwaja Muinuddin Chisti in Central and SouthAsia).

The Chistiyya order gained importance when it was carried to India by Khwaja Muinuddin Chisti. The Suhrawardiyya order was further consolidated by Shaikh Shahabuddin Suhrawardy. This order was carried to Multan Bahauddin Zakariya of Multan. The Rifayya order was carried to Egypt by al-Wasiti and to Syriya by al-Hariri.

The new Sufi order founded during the thirteen century included.

1. The kubrawiyya order founded by khwaja Najamuddin Kubra (d. 1221 C.E.)
2. The Badawiyya order founded by in Egypt by Ahmad al-Badawi (d. 1276 C.E.)
3. The Mawalawiyya order was founded in Turkey by Maulana Jalaluddin Rumi (d. 1273 C.E.)
4. The Ruzbhiniyya order was founded in Shiraz by Ruzbhin Maqli (d. 1270 C.E.)
5. The Dasuqi order was founded in Egypt by Ibrahim b. Abi al-Majd al-Dasuqi (d. 1288 C.E.)
6. The thirteen century is spanned by three great names in the domain of Sufism, namely:
   a) Shaikh Akbar Muhyiuddin Ibn Arabi (1240 C.E.) His order is known as Akbariyya
   b) Ibn al-Farid (d. 1235 C.E.)
   c) Jalaluddin Rumi (d. 1273 C.E.) His order is known as Maulwiyya.

By the end of thirteenth century, Sufism was fully established. It developed the creative role of reconciling philosophy with religion, and religion with Sufism.

Significance of Sufi Orders:

Sufi orders were adaptable to every social level as well as to the several races represented in Islam. Their adaptability made the orders ideal vehicles for the spread of Islamic teaching. It is well established fact, T, Arnold admits, that large parts of India, Indonesia and Black Africa were Islamized by the untiring activity of Sufi preachers who manifested in their lives the basic obligations of Islam: simple love of and trust in God and love of the Holy Prophet and their fellow creatures without indulging in logical or juridical hairsplitting. These preachers also used the local languages instead of the Arabic of the learned people. This helped Islam to become a part of popular religious activity with a minimum of conflict. The traditions of the Sufi devotions represented ties to the broad Islamic world that could integrate the newer believers into the identity of the Islamic community as a whole. In this way orders like the Qadiriyya played significant role in the expansion of Islam in Africa.

References:

1. Abu Bakar al-Kalabadhi : The doctrines of the Sufis, S.H.M. Ashraf Pubcations., Lahore, 1966.
2. A.J. Arberry : Sufism–An Account of the Mystics of Islam, George Allen & Unwin Ltd, London, 5th Impression, 1969.
3. A.J. Arberry : Muslim Saints and Mystics, London, 1966.
4. A. M. A. Shushtery : Early Sufis and Their Sufism, Adam Publishers, Delhi, 2006.
5. Annemarie Schimmel : Mystical Dimensions of Islam, The University of Carolina Press, Chapel Hill, USA, 1975.
6. Badr Azimabadi : Muslim Saints, (Awliya-i-Hind-o-Pak), Arish Company, New Delhi, India, 1999.
7. Behari, Bankey : Sufis, Mystics and Yogis of India, 3rd Ed., Bombay, Bharatiya Vidya Bhavan, 1991.
8. Bravmann, M. M. : The Spiritual Background of Early Islam, Leiden, 1972.
9. Bruckhardt, Titus : An Introduction to Sufi doctrine, Lahore, 1963.
10. Capt. Wahid Baksh Rabbani : Islamic Sufism, Premier Publishing Company, Aligarh, 5th ed., 2001.
11. E. I. : Tasawwuf, Vol. VIII, Leiden and London, 1913-1914.
12. Farid al-Din Áttar : Muslim Saints and Mystics-Episodes from the Tadhkirat al-Awliya' ("Memorial of the Saints"), Trans. A.J. Arberry, Muslim Media, Delhi, n.d.
13. Frithjof Schuon : Sufism in the Middle East and after-wards, Syracuse, America, 1965.
14. Frithjof Schuon : Spiritual Perspectives and Human Facts, Faber and Faber, London, 1954.
15. Frithjof Schuon : Sufi Ethics and Etiquettes, Pelican Series, U.S.A. 1981, Re-Print.
16. Hazrat Fakhrul Árefin : Al-Qindal al-Nirani fi Sharh al-Fath al-Rabbani (Muqaddamah), MS., written in 1311 A.H., Mirzakhil Darbar Sharif Library, Chittagong.
17. Hazrat Shaikh Ábd al-Qadir Íisa Shadhili : Haqaiq án al-Tasawwuf, Trans. Prof. M. Akram Azhari, Zawiah Foundation, Lahore, 1st ed., 2000.
18. Haq, Mùhammad Enamul, Dr. : A History of Sufism in Bengal, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1975, 455 pp.
19. Henry Coirbin : Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi and its subsequent development, Bulac Publication, 1963.
20. Al-Hujwiri, Áli b. Uthman, Hazrat Data Ganj-i-Bakhsh : Kasf al-Mahjub, (Trans. R.A. Nicholson), Adam Publishers, New Delhi, India, 2006.
21. Al-Hujwiri, Áli B. Uthman, Hazrat Data Ganj-i-Bakhsh : Kasf al-Mahjub, (Arabic Version, Trans. Mahmud Ahmad Mahi Abu al-Azaìm), Dar al-Turath al-Árabi, Kairo, 1974, Chapter 3, pp. 39-54.
22. Hussein Nasr : Mystics Celebrities Across the World, Isik Kitabeches, Istambul, 1973.
23. Hussein Nasr, Saiyid : Living Sufism, Unwin Paperbacks, London, UK, 1980.
24. Imam Ábdul Karim B. Hawazin Qushairi : Al-Risalah al-Qushairiyah, p. 9.
25. Jami, Nur-ud-Din Ábdur Rahman, Államah (R.) : Nafhat al-`Uns (Arabic Version, Trans. Taj-ud-Din Muhammad al-Qarshi), Al-Azhar University, 1989, p. 58.
26. John A. Sobhan : Sufism–Its Saints and Shrines, Cosmo Publications, New Delhi, 1st ed., 1999, Chapter-1, pp. 6-17.
27. John A. Sobhan : Influence of Islam on Indian Culture, Allahabad, India, 1946.
28. Leonard Lewisohn : The Heritage of Sufism, v. III, [Late Classical Persianate Sufism] (1501-1750), The Safavid and Mughal Period.
29. Leonard Lewisohn : The Heritage of Sufism, v. II, [The Legacy of Medieval Persian Sufism] (1150-1750), One World Publication, Oxford, England, 1999.
30. M. M. Zuhur-ud-Din Ahmad : Mystic Tendencies in Islam in the Light of The Qur'an and Traditions, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 1st ed., 1999.
31. Nicholson, Reynold Allene : Studies in Islamic Mysticism, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2006.

29. Nicholson, Reynold Allene : Islamic Poetry and Mysticism, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2006.
30. Nizami, Prof. Khaliq Ahmad : Tarikh-i-Mashaikh-i-Chisht, Nadwatul Musannefin, Urdu Bazar, Dehli, India, 1372 A.H. / 1953, pp. 52-91.
31. Nurbakhsh, Dr. Javid : In the Tavern of Ruin, (Seven Essays on Sufism), Khanqahi-Nimatullahi Publications, Newyork, 1978.
32. R.A. Nicholson : The Idea of Personality in Sufism, Cambridge, 1923.
33. R.A. Nicholson : The Mystics of Islam, London, 1914.
34. Sahrowardi, Hazrat Shaikh-ush-Shuyukh Shihab-ud-Din (R) : Áwarif al-Ma´arif, (Trans. Shams Berelawi), Madina Publishing Company, Karachi, 1977, Chapter No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pp. 148-205.
35. Saiyid Athar Abbas Rizvi : A History of Sufism in India, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, vol. I, 1978; vol. II, 1983.
36. Saiyid Zaheer Husain Jafri / Helmut Reifeld (ed.) : The Islamic Path, Sufis, Politics and Society in India, Rainbow Publishers, New Delhi, India, 2006.
37. Saiyid Zahur Husain Jafri : Sufism and the Present Issues and Paradigms, Rainbow Publishers, New Delhi, India, 2006.
38. Shah Saiyid Nurul Hasan : Majmaáh-i-Tasawwuf, 2nd ed., India,
39. Shaikh Ábd al-Qadir al-Jilani : Revelations of The Unseen (Futuh al-Ghaib), Trans. Muhtar Holland, Malaysia, n.d.
40. Shaikh Ábd al-Qadir al-Jilani : Jalā al-Khawayir, Trans. Muhtar Holland, Al-Baz Publishing, Inc., Florida, 1997.
42. Shaikh Shihab ud-Din ‘Umar B. Muhammad Suhrawardi : The Áwarif al-Ma´arif, Taj Company, Delhi, 2000.
43. Sikandar Shah, Shaikh-ul-Islam, Maulana Hakim, Saiyid : Light of the world, Popular Printing Works, Lucknow, 1st ed., 1951, (Introduction).
46. Sikandar Shah, Shaikh-ul-Islam, Maulana Hakim, Saiyid : Sirat-i-Fakhrul ´Arefin, Vol. I, Kotob Khana-i-Rahimiah, Delhi, India, 1354 A.H. / 1935, pp. 107-110.44. Sirdar Iqbal Áli Shah : Islamic Sufism, Adam Publishers, Delhi, 2006.
45. Singh, Dr. N.K. : Sufis of India, Pakistan and Bangladesh, vol. I--III, Kitab Bhavan, New Delhi, India, 1st ed., 2002.
48. W.D. Begg : The Big Five Sufis of India and Pakistan, Millat Book Centre, New Delhi, 2nd ed., 1999, pp. 41-65.
49. Willis, Roy, ed. : World Mythology, Henry Holt, New York, 1993.
50. W. Stoddart & R.A. Nicholson : Sufism, -- The Mystical Doctrines and The Idea of Personality, Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 2004.
52. Saiyid Kamil Husain: Muqaddamah al-Kitab, (ed. By Saiyid Md. Nazir Husain Fatahpuri in ‘Al-Írfan’) Hakim Burhan Press, Gawrakpur, 1916, pp. 20-81.
53. Ábdul Qadir Ahmad Áli : Al-Tasawwuf al-Islami Baina al-Isalat wa al-Iqtibas, Chap. 4, Sec. 3, Darul Jil, Beirut, Lebanon, pp. 179-201.
54. Mustafa Ábdul Qadir Áli: Isalat al-Tasawwuf al-Islami, (Muqaddamah in “Tabaqat al-Awlia”), Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Lebanon, 2006, pp. 8-28.
55. The Columbia Encyclopaedia, 5th ed., p. 2646 (Sufism)

Humility: The Journey toward Holiness

Ibrahim B. Syed
Ph. D. President, Islamic Research Foundation International, Inc.

Since Allah chose you to be the holy people whom he loves, you must fit out yourselves with tenderhearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience.

There are three great motivations to humility: it becomes us as creatures; it becomes us as sinners; and it becomes us as saints.

TAWADU

In Arabic Tawadu means modesty and humility. Humility is the quality or state of being humble. The virtue of tawadu is the opposite of arrogance, pride and haughtiness. Humbleness means not assuming, not pretentious, insignificant, and lowly. We must put all our pride away. We must always thank Allah when we pray. All of us are equal to one another, and no one's better than anyone. What distinguishes us from others is the faith we have which Allah sees, deep inside our hearts. One should try hard to simply be humble and never act too proud. It's always best to be modest and keep our feet on the ground. Because pride will eat us up inside if we're arrogant and loud.

Prophet (pbuh) said: "Whoever is humble, Allah exalts him, and whoever is haughty, Allah humiliates him." This means that being really great is inversely proportional to behaving as being small. This could be discerned from the lives of Prophets, Sahaba (companions of the Prophet (pbuh), Saints, great scholars, great men and women, Noble laureates.

Both Allah Almighty and His Messenger emphasized humility so much that one who knows of it feels no doubt that servanthood consists in humility. The Qur'anic expression, "the servants of the All-Merciful are they who walk on the earth in modesty, and if the impudent (rude people) offend them, they continue their way saying 'Peace!' (25:63). The Qur'an praises humility, and the Divine statements; Allah loves a people who are "humble toward believers" (5:54) and merciful among themselves. Allah (SWT) says, "You find them bowing down and falling prostrate (48:29)". These are expressions of praise for their ingrained humility reflected in their conduct.

Concerning humility, Prophet Muhammad (pbuh) declares: "Allah has ordered me that you must be humble and that no one must boast to another. Shall I inform you of one whom Hellfire will not touch? Hellfire will not touch one who is near to Allah and amiable (agreeable) with people, and mild and easy to get on with. Allah exalts one who is humble. That one sees himself as small but he is truly great in the sight of people. O Allah! Make me see myself as small. "

In short, just as humility is the portal (entrance) to good conduct or being characterized with the qualities of Allah (such as generosity, merciful, helpful, forgiving, etc.), it is also the first and foremost means of being near to both the created and the Creator. The time when a believer is nearest to Allah is when he is prostrate before Him.

THE MODESTY OF ALLAH'S MESSENGER

In social life each man has a window called status through which he looks out to see others and be seen. If the window is built higher than his real stature, he tries, through vanity and stretches himself up to be seen taller than he really is. If the window is set lower than his real stature, he must bow in humility in order to look out, to see and be seen. Humility is the measure of a man's greatness; just as vanity or conceit is the measure of low character.

Allah's Messenger had a stature as high as to touch the 'roof of heavens', so he had no need to be seen. He lowers himself to stay in the world for a while so that people might find the way to Allah. Since he is the greatest of mankind, he is the greatest in modesty - the greater one is, the more modest he/she is.

Hazrat Rasoolullah (SAS) never regarded himself as greater than anybody else. No one could distinguish him among his Companions except for his radiant face and attractive personality. He lived as the poorest of them, dressed like them, sat among them and ate with them, as he did with slaves and servants. Once, a woman saw him eating and remarked: 'He is eating as if he were a slave.' Hazrat Rasoolullah (SAS) responded to her, saying: Could there be a better slave than me? I am a slave of Allah. He was once serving his friends, when a Bedouin came in and shouted: 'Who is the master of this people?' The answer of Hazrat Rasoolullah (SAS) was such, that, besides introducing himself, it also expressed a substantial principle of Islamic leadership and public administration: The master of the people is the one who serves them. In the words of Imam 'Ali (RA), 'among people, he was one of them'. When he reached Quba accompanied by Abu Bakr (RA) during Hijra, some people of Madina, who had not seen him before, tried to kiss the hands of Abu Bakr, because outwardly, there was no sign to distinguish the Prophet from Abu Bakr.

In the construction of the Mosque in Madina after the Hijra, he carried two sun-dried bricks while everybody else carried one. In the digging of the ditch around Madina to defend the city in the Battle of the Ditch, the Companions bound a stone around their bellies because of hunger, but Allah's Messenger himself bound two, because he was hungrier than anybody else. Once, a man saw him and, due to his awe-inspiring appearance, began to tremble out of fear. Rasoolullah (SAS) calmed him, saying: 'Brother, don't be afraid! I am a man, like you, whose mother used to eat dry bread.' Again, a woman suffering from insanity pulled him by the hand and said: 'Come with me and do my housework.' Allah's Messenger went with the woman and did the housework. As reported by 'A'isha (RAa), mother of believers, Allah's Messenger patched his clothes, repaired his shoes and helped his wives with the housework.

Although his modesty elevated him to 'the highest of the high', he regarded himself as an ordinary servant of Allah. Once he said: No one can enter Paradise by his deeds. When asked whether he could not either, he answered: I cannot either, but for the Mercy of Allah. His Companions attempted to do nothing without consulting him or getting his permission or approval. Once, Hazrat 'Umar came to him and asked his permission to go for (Umra) minor pilgrimage. Hazrat Rasoolullah (SAS) gave him permission and made this request:

Brother, include me in your Du'as (supplications). 'Umar rejoiced so much at that one day he was to say later: 'If the worlds had been granted to me that day, I would not have felt the same happiness.'

In addition to the other virtues of the Prophet (SAS), his humility was one of the greatest qualities. As he attained a higher rank each and every day, he increased in humility and servant hood to Allah. His servant hood is prior to his Messengership, as we mention in the declaration of faith: I bear witness that there is no Allah but Allah; I also bear witness that Muhammad is His servant and Messenger. He preferred being a Prophet-slave to being a Prophet-king (Prophets David (AS) and Solomon (AS)).

Allah praises his servant hood and mentions him as a servant in several verses of the Qur'an:

When the servant of Allah stood up in prayer to Him, they (the jinn) were well nigh upon him in swarms (to watch his prayer). (Al-Jinn, 72:19)

"And if you are in doubt concerning that which We have sent down on Our servant, then bring a Surah of the like thereof, and call your witnesses beside Allah if you are truthful. (Al-Baqara, 2:23)

After the death of Khadija and Abu Talib, Hazrat Rasoolullah (SAS) became convinced that he could no longer stay in Makkah with any hope of victory or security. Before things became too critical, he went to Ta'if in search of a new base for his faith, but he received there the worst kind of welcome. At a time when he felt himself without support and protection, Allah manifested His Mercy perfectly and honored him with the Ascension (Meraj), raising him to His Presence. While narrating this incident in the Qur'an, Allah mentions him, again, as His servant to show that Allah's Messenger deserves Ascension through his servant hood:

"Glory be to him, Who carried His servant by night from the Holy Mosque to the Furthest Mosque, the precincts of which We have blessed, that We might show him some of Our signs. He is the All-Hearing, the All-Seeing. (Al-Isra', 17:1)

Humility is the most important aspect of the servant hood of Allah's Messenger, who declared: "Whoever is humble, Allah exalts him, and whoever is haughty, Allah abases him."

Hazrat Imam 'Ali (RA) describes the Prophet (pbuh), "Allah's Messenger was the most generous of people in giving out and the mildest and the foremost of them in patience and perseverance. He was the most truthful of people in speech, the most amiable (agreeable) and congenial (friendly, pleasant) in companionship and the noblest of them in family. Whoever sees him first is stricken by awe of him but whoever knows him closely is attracted to him deeply, and whoever attempts to describe him says: 'I have, either before him or after him, never seen the like of him, upon him be peace and blessings'.

SAYINGS OF HAZRAT IMAM ALI (RA)

"Humility is your best companion in Life. If you are humble, your humility shall assist you in your difficult time. By humility he shall always be respected. Humbleness is brightness in your life. Your life shall be enlightened with humility. People, who come across you and find you humble, shall be pleased & delighted to meet you. All people will recognize your good behavior and humility, and they will be satisfied and appreciate with your humble nature. Humility therefore, is the beauty of life. If you are humble, all people shall respect you and offer you a superior position. Be humble and you will be very much respected by people who love those who are humble. Remember, everyone desires to take the side of the scale that stays downwards (the scale that is heavy). Man is upgraded by his humble nature. You will be greatly benefited if you will not keep arrogance in your mind. Your life shall be happy, and you can live a long, happy and blessed life. If you have peace and happiness in your heart anyone who will come across you will be delighted and happy.

O Momins, do not be harsh to anyone in your life and always be humble. Be soft as silk, since silk lasts long. Keep your heart humble and delicate.

O Momins, you have seen how green and tender the grass is. Keep your heart soft, tender, and delicate like the grass. Do not be hard and tough like a big tree in the jungle. When there is a storm, a big and hard tree collapses soon but the tender and delicate grass stays safe and sound. Even the wind and storm cannot harm the tender and delicate grass.

O Momins, be soft hearted; keep your heart tender and soft like butter. You know that pure butter is excellent. When food is cooked with pure butter, it tastes delicious. Similarly, a delicate heart and mind gives happiness to all. It gives peace and contentment to our body, mind and heart. A narrow-minded person is hard and tough to others. Thus he has lots of enemies.

O Momins, if you will talk politely to others, you will be able to capture the hearts of people. A king can tie the hands and legs of people who live in his country, but he cannot tie the hearts of the people. Anyone who knows how to speak politely and sweetly will make all people his friends, and is liked by one and all. Thus he gains immense benefits in life. The Almighty Allah blesses anyone who speaks politely and humbly. Talk politely with all people and you will please all. Remember there is Almighty Allah in the hearts of all. Therefore, if you will please their hearts, the Almighty Allah will shower His Choicest Blessings upon you. Be kind and polite to all and you will experience, that all will become your good friends. In your daily life you always come across your fellow brothers and sisters, so always be humble, polite and soft to them.

O Momins, treat others as the elders. Think yourself as being small. Anyone who understood this high and great principle of LIFE has known the Truth and has expressed the beauty of RELIGION.

REFERENCES:

1. Fethullah Gulen, Tawadu. On line at www.Islamic-Paths.Org.
2. Yousef N. Lalljee. Ali the Magnificent. Published by Tahrike Tarsile Qur'an, Elmhurst, NY 11377-0115, 1981.
3. Modesty of Allah's Messenger. http://www.thewaytotruth.org/prophetmuhammad/modesty.htm.

Qur'an and Science

Ibrahim B. Syed
Ph. D. President, Islamic Research Foundation International, Inc.

Mankind is at the threshold of the 21st century in terms of the Common Era. This age is rightly called the information age with computers, electronic mail and business and commerce and the Internet with web pages. To many thinkers religion is alien to science. Science simply means a specialized branch of knowledge. In Arabic it is called 'Ilm. A scientist in Arabic is called an 'Alim. The west is wrong in separating Science from Religion. The great universal Muslim scientists about thousand years ago were at the forefront of knowledge particularly in the sciences and technology without ever giving up their religion. In fact Islam in general and the Qur'an in particular inspired the Muslim scientists to seek and advance knowledge. Hence they achieved all these without any conflict with religion. Today many western educated Muslims follow the western path of separation of religion from science. On the other hand those Muslims trained in Islamic theology have refrained from modern sciences.

By moving away from the reading and in depth studies of the Qur'an Muslims have lost the golden opportunity of many a scientific discovery and advancement of knowledge. By moving away from their scriptures the Western people made many scientific discoveries and inventions. This is because of the suppression and obscurantism practiced by the Church against the scientists and intellectuals in the past. Even the scriptures themselves were a hurdle to the cause of seeking the truth through observation and experimentation.

Science is not a divine revelation but it provides a means for the welfare of man and to better understanding the creation of Allah (SWT), the natural phenomena and their purpose. In simplest terms science means knowledge and Islam exhorts its followers to relentlessly pursue knowledge. The Noble Qur'an, Allah (SWT) ordained His servants to pray to Him thus:

"O Lord! Increase me in knowledge." (20: 114)

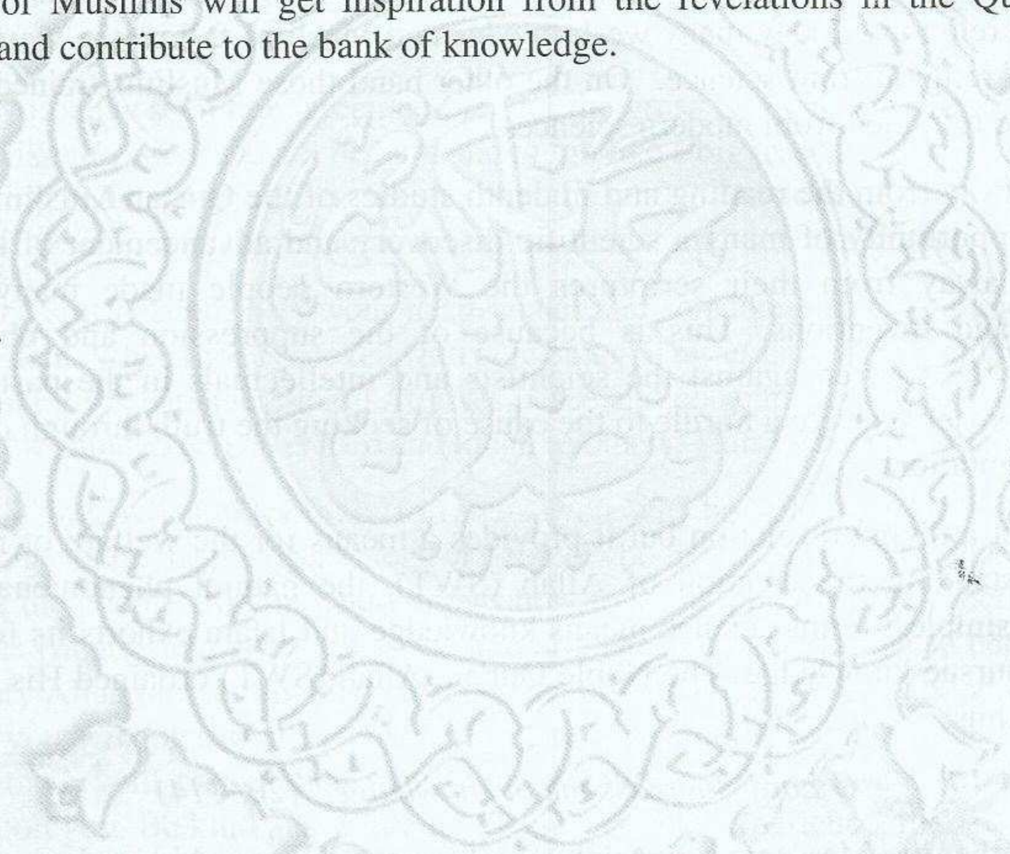
It is reported that the Messenger of Allah (SWT) peace be upon him to have once said," Learning comprises treasure houses whose keys are queries." Prophet Muhammad (pbuh) encouraged the spirit of investigation and analysis of facts. One of the most inspiring Ayath (verses) in the Qur'an is the following:

"And He has subjected to you, as from Him, all that is in the heavens and on earth: behold, in that are signs indeed for those who reflect." (45: 13)

To reflect is really the scientific spirit, which leads to understanding and discoveries about Allah's (SWT) creation and natural phenomena. Allah (SWT) guides the efforts of the scientists to meaningful purposes.

The more one investigates the more one knows about Allah (SWT) and His design of the universe. The emphasis is on thinking which leads the way to the cherishing care of Allah to establish all things in nature to service for the benefit of mankind. Allah (SWT) has given us the faculties and the intellectual genius for this purpose. The Muslim should never regard the study of natural sciences as forbidden territory or "haram". According to the Muslim traditions he who seeks knowledge is blessed, but the seeker who also attains success is twice blessed. The Muslim intellectuals have proved this in the past and they already set the trend.

There are many books and publications undertaken to prove there is no conflict between science and Islam and many chapters and references in many books have been based on the Qur'anic inspirations. Even at the dawn of the 21st century of the CE, the Muslims can derive inspiration from the in depth study of the Qur'an and make new scientific discoveries and push forward the frontiers of knowledge. We humbly believe that the younger generation of Muslims will get inspiration from the revelations in the Qur'an and do investigate and contribute to the bank of knowledge.



Happiness – In the light of Islam

Professor Sham-su-Doha
Registrar, University of Science & Technology, Chittagong.
Ex-Principal, Govt. City College, Chittagong.

Happiness is defined as good luck, good fortune, prosperity, an agreeable feeling or condition of the soul arising from good fortune or propitious happening of any kind; the possession of those circumstances or that state of being which is attended enjoyment; the state of being happy.

For some people happiness is contentment, joyful satisfaction, felicity or blessedness.

In French happiness is called "bonheur"; in German "Glück" in Latin "felicitas"; in Greek it is called " eutychia, eudaimonia". In Arabic it is called "sa'id" or "sayeed". Eid in Arabic means recurring happiness.

Dictionary's first definition of happiness is "a state of well-being and contentment." The second dictionary definition is "a pleasurable or satisfying experience."

Happiness is simply an emotional state of feeling good, of being free from pain and unpleasant emotions. Unfortunately, happiness is an elusive state of mind that all men strive for but few attain.

Human beings look for what they think of as happiness in thrills and chills, in things and events, in instant gratification. Surely, this type of thing is fun, but it's transitory. To be truly happy - contented, at peace with oneself – one must be true to oneself, honest with those around. One must treat other people fairly.

Happiness is something that you have to attain. You don't have a right to have happiness bestowed on you, but you do have the right to seek it. God can give you life, and the government can give you liberty, but no one can give you happiness.

The real source of happiness is inner peace. If our mind is peaceful, we shall be happy all the time, regardless of external conditions, but if it is disturbed or troubled in any way, we shall never be happy, no matter how good our external conditions may be. External conditions can only make us happy if our mind is peaceful. We can understand this through our own experience. For instance, even if we are in the most beautiful surroundings and have everything we need, the moment we get angry any happiness we may have disappears. This is because anger has destroyed our inner peace.

If one wants true and lasting happiness one need to develop and maintain "inner peace". The only way we can do this is by training our mind and body through spiritual practice. For Muslims there are opportunities of Siyam (fasting), Salaat (ritual prayers), Tilawat-e-Qur'an (recitation of the Qur'an) and Dhikr Allah (Remembrance of Allah), Remembrance of Sunnah and gain knowledge of from Spiritual practices. The blessed month of Ramadan brings happiness, goodness, spiritual enlightenment, rewards, and physical and spiritual benefits to all the Muslims.

Qur'an on True happiness

True happiness is eternal joy, everlasting love, perpetual tranquility, achieved by a self-realization process and not affected by external events and objects in life. True happiness is ultimate happiness. It is the nature of every person to seek happiness. Some people strive to seek material happiness in this world away from religion, thinking that this is the true happiness. But this kind of happiness will be succeeded by pain and sorrow on the Day of Judgment, and its people will know that their striving led them only to misery and not happiness.

While others know that the true way to happiness is to obey God and follow His religion. For them the pleasures and riches of the world are of little consequence. When this happiness penetrates and fills the heart of the believer he does in fact live in this world as if he were in Paradise. Those are the people who find true happiness in this world.

What kind of happiness could be greater than that of someone who humbles himself to God, worships Him, strives for His pleasure, and strives to enter Paradise and have salvation from Hellfire?

The believer lives with such sweetness in his heart that if the masters of the earth knew of it, they would fight him to death to take it from him. Allah (SWT) says in the Qur'an:

"Whoever does right, whether male or female, and is a believer, We will make him live a good life, and We will award them their reward for the best of what they used to do." ...Qur'an, 16: 97

Happiness is in the good life mentioned in this verse, that even the rich disbelievers cannot find, despite the money they have. That is why no one is surprised when it is heralded that many among them committed suicide.

To reach true happiness, one need to know what is the purpose of one's life, how to reach success in the hereafter, and to fulfill the requirements of reaching this success by following the commands of God and His true religion.

Like the body needs food to supply with energy and to keep healthy we also need food of another kind, food for the spirit and heart. The diseases of the body and the debilitating effects they have are not more dangerous than the diseases of the heart and soul.

Absolutely, God's allies will have nothing to fear, nor will they grieve.
They are those who believe and lead a righteous life.
For them happiness in this life, and in the Hereafter.
Such is God's inviolable law. This is the true triumph .... Qur'an 10:62-64

One of the most elusive objectives of every human being is "Happiness." The Qur'an reveals the secret of attaining perfect happiness in this life and forever. We learn from the Qur'an that happiness is an exclusive quality of the soul. Thus, a body that attains all the material successes it longs for –comforts, good houses, lovely furniture, delicious food, beautiful spouses, children, good company, cars, jewelry, money, power, fame, etc. - often belongs to

an unhappy person. Happiness depends totally on the degree of growth and development attained by the soul, the real person. The Qur'an provides a detailed map towards perfect happiness for both body and soul, both in this world and in the eternal Hereafter.

In the numerous verses throughout this proven Testament, God personally guarantees the believers' happiness, now and forever (10:62-64)

Road to Happiness

When pleasing God becomes the most important aspect of one's life or number one priority in life, and then God will make everything wonderful for him or her:

God promises those among you who believe and lead righteous life, that He will make them sovereigns on earth, as He did for those before them, and will establish for them the religion He has chosen for them, and will substitute peace and security for them in place of fear. All this because they worship Me alone, without setting up any idols besides Me. Those who disbelieve after this are the truly wicked" Qur'an 24:55.

Once you make pleasing God the most important thing in your life, you will possess the most valuable thing one can ask for - God's support. But, if you make anything more important than pleasing God, you will be tested over and over. If you do not realize that fact after all the tests, you will lose both in this world and in the Hereafter. No Conflict, but Harmony No Empty Words, but Work and Service.

Happiness in Hadith

Prophet Muhammad (SAWS) said “Knowledge enables its possessor to distinguish what is forbidden from what is not; lights the way to Heaven; it is our friend in the desert, our companion in solitude, our companion, it guides us to happiness; it sustains us in misery; it is our ornament in the company of friends; it serves as an armor against our enemies. With knowledge the creatures of Allah rises to the heights of goodness and to noble position, associates with the sovereigns in this world and attains the perfection of happiness in the next.”

On Wordly Love and Materialism, Prophet Muhammad (SAWS) said “The love of the world is the root of all evils. Wealth, when properly employed is a blessing; and a man may lawfully endeavour to increase it by honest means'‘

"Remember Him (SWT) in prosperity, and He (SWT) will remember you in adversity." Failure to anchor your lives to eternal truths has led many to be preoccupied with material comforts and ritual religious activity. These have brought neither happiness not fulfillment to your lives. Only a life filled with compassion and caring can provide meaning to life. . Allah (SWT) told the Prophets to command the people to do good and refrain from doing bad, so as to live in happiness and ease in this world and in the next.

REFERENCES:

1. Road to Happiness. http://www.submission.org/God/happiness.html.
2. Abdurrahman Demashqeyyah. The Way To Achieve Happiness. http://www.islam-guide.com/way-to-happiness.htm
3. What is happiness? http://www.drkenner.com/html/happiness.htm

Islam and Unity

Professor Maqsood Jafri

Unity is strength. When the sand grains unite they become a vast desert. When the sea drops unite they become a boundless ocean. The conglomeration of stars in the firmament of sky soothes our eyes. The seven colors emerge in the shape of a bewitching rainbow. The unity of people makes an invincible strong nation. This is the reason Islam lays great stress on the importance of unity. The Islamic concept of Towhid is the other name of the unity of humankind. The corner stone in Islam is the unity of God. Allah's unity teaches us the message that we should not divide humans into sections and sects. Almighty Allah in the Quran says that the division of people in the races and clans is only for their introduction. The best one out of them is the man of piety. Dr. Mohammad Ali Al-khuli is his book titled "The Light of Islam" writes. "Islam is the greatest unifying force in the world. It is a religion to all humans regardless of color, race and language. It is a religion that tolerates other religions and orders its followers to respect and protect all humans." According to a Hadith of the Holy Prophet all persons belong to Adam and Adam was from soil. The racial discrimination has been strictly prohibited in Islam. In the last sermon from the Mount of Arafat the Holy Prophet had clearly announced that no Arab has any superiority over a non-Arab; or the white over the black. This is the reason that in Muslim countries we do not find racial discriminations. Islam gives clear injunctions for the respect, safety, security and prosperity of the non-Muslims as well. Unity teaches peace, equality and paternity. The absence of unity brings and breeds disruption, devastation and disputes. Islam ordains protection of non-Muslims simply to show the respect for the Canons of divinity and humanity. God is not only of the Muslims. God is the God of all human beings. The unity of all humans is the ultimate aim of the teachings of Islam. The Quran time and again asserts on the need of cogitation. "Ijtihad" is an analogical and analytical approach towards the matters of jurisprudence. Ashab-e-Suffa were the people of wisdom. They gave more time to cogitate on social and academic matters along with their saintly and spiritual practices. They were praised by the Holy Prophet for their involvement in intellectual pursuit. Once the Holy Prophet said: "The juristic scholar who receives two rewards for every correct decision and even one for every incorrect one, for he is endeavoring with all his effort to reach the correct decision." The difference of opinion must be positive. It should not lead to prides and prejudices of priests. It should be decent difference on the bases of logic like the differences of Philosophers. Aristotle was the pupil of Plato. He differed from his teacher on many points but he never issued the edict of his assassination. Hegel and Bergson differed. Immunel Kant differed with Nietzche. None cursed or condemned the other. These differences were on principles; not personal. The Quran discusses the concept of unity on three levels. Foremost is the unity of humanity. The Quran in Sura Al-Hujurat (The Inner Apartments) says: "O, Mankind! We have created you from a male and a female, and made you into nations and tribes that you may know one another. Verily, the most honorable of you with Allah is the one who has piety." (49:13). The Quran nowhere addresses the Muslims. Either it addresses the believers

(momineen) or the people (Annas). The Quran on second level refers to the unity of the people of the Books: the Jews, the Christians and the Muslims- In Sura Al-e-Imran the Quran says:" O, people of the Book! Come to a word that is just between us and you, that we worship none but Allah, and that we associate no partners with him, and that none of us will take others as lords besides Allah. Then if they turn away, say; Bear witness that we are Muslims" (3:64). The fifth verse of the Sura The Clear Evidence and the forty eighth verse of Sura The Table Spread also shed light on the unity of the people of the Book. Then on third level the Quran asserts on the unity of the Muslims. In Sura Al-e-Imran the Quran says; "And hold fast, all of you together to the rope of Allah, and be not divided among yourselves." (3:103). The Quran again in Sura Al-e-Imran says: "O ye who believe! Fear Allah as He should be feared and die not except in a state of Islam." This verse clearly ordains that we should strongly adhere to Islam. In Mishqat Sharif there is a tradition of the Holy Prophet which says; "The Muslims are like a body; if one limb aches, the whole body aches." Then the Messenger of Allah says; "whoever does not care about the affairs of the Muslims is not one of them." From the above Quranic facts we deduce the result that Islam believes in the unity of all humans and preaches peace, justice and equality. Religion is to serve humankind. Religion has come to reform and unite humans, not to divide them.

Shah Jahangir Academy

Authentic Blessings with Miracles of 4th Shah Jahangir

Lt. Col. (Retd) Risalat Khan
President Shah Jahangir Academy (Trust)

Background

Like many other citizens, I was always eager to do something and pay back to my great country. With the passage of time, this feeling become more intense. While we were still attending to its preliminaries, my elder son Captain Aftab Ahmed Khan embraced shahadat, leaving behind a "will" to contribute towards under privileged people of this country. This factor further strengthened our determination and my family decided to registered a Trust and devoted some of our valuable property to raise an academy with following objectives:-

a. It should be a quality English Medium Institution.
b. Religious education to include Nazra/ Hifz ul Quran and understanding of Quran will be part of curriculum.
c. It will be run on "No profit No Loss Basis".
d. All its income will be spent to support the education of talented/needed students.
e. Will support various welfare projects.

I devoted my life to this trust and made an ambitious plan to raise a modern Academy. Despite full support of my family, we had very little financial resource for such like project. We had also decided not to beg or borrow any contribution for this. Market price of plots was so high that we could not imagine buying. At the same time, we were not ready to go for encroached land or projects involving illegal gratifications.

A Blessing of Shah Jahangir, The Fourth

During one of my visit to Darbar-i-Aliyah Jahangiriyah Mirzakhil in 2004, I got an opportunity to express my passion of raising an Academy to Hazrat Qibla Tajul Arefeen (QSA). As usual, His Excellency remarked that "If his Hazrat wishes, it can be done in no time. Not totally satisfied, again put forth my request at the time of my departure. On this, His Highness remarked that, "Colonel Sahib" this project will be completed through you very soon but name this institution as "Shah Jahangir Academy". I was happy and satisfied to learn this from Hazrat Qibla, but never convinced as all the apparent factors were not in favour. I was only waiting for a miracle to happen.

On my return to Pakistan I once again started worrying for this cause. Tried to contact various property dealers and owners. On contact to one of the owner (who was earlier refusing to sell his plot and demanding in crores), asked me to visit his office. In first meeting, he committed to give his plot on throw away price for **SHAH JAHANGIR ACADEMY** and in one month's time the plot was registered on the name of trust. Now we were left with no money for its construction. The price of property devoted for Academy

was not good enough for our construction plan. In a period of three months, the value of this property got doubled. So miracles after miracles started happening and a Modern Building for this Academy was on ground within one year. All around the Academy area, we have saline underground water, but in Shah Jahangir Academy, we got underground water fit for normal usage.

Salient Features of SJA

It is located in Model Colony, near Jinnah Airport on main road to Malir Cantonment. Its total area is 4500 square yards and covered area is approx 60,000 square feet. It is a four story building and its salient features are:-

a. It consists of academic block, administrative block, a mosque and play area.
b. Academic Block has 45 class rooms, science labs, computer lab, linguistic lab, libraries, staff rooms and 60 washrooms.
c. Administration Block consists of Reception office, Account/Staff Room, Coordinator Office, Principal Office, Waiting Room, Jahangiri Lodge, conference Room and 5 staff flats.
d. Mosque Area also includes rooms for Hifz / Nazra and academic activities.
e. Specious ground for assembly, sports and other social activities. Have beautiful play area for Montessori children.

Short but Shining Journey of SHAH JAHANGIR ACADEMY

Along with our passion and commitment, the blessings kept flowing form Darbar-i-Mirzakhil and **SHAH JAHANGIR ACADEMY** started shining amongst well reputed Education Institutions in Karachi. The visit of a delegation headed, by Hazrat Maulana Syed Mohammad Maksudur Rahman shb. was a great source of inspiration and appreciation. Personal interest of His Highness Sajjada Nashin, Hazrat Tajul Aarfeen (QSA) in the functioning and progress of **SHAH JAHANGIR ACADEMY** was highly motivating and great honor for all the trust members. It makes us more humble but proud to narrate the brief Journey of **SHAH JAHANGIR ACADEMY**:-

a. With the blessing of Hazrat Qibla Sajjada Nashin QSA, foundation stone was laid by Colonel (Retd) Risalat Khan on 17th Jamadussani, 1425.
b. Construction was completed in all requests and on behalf of Hazrat Qibla Tajul Aarfeen (QSA), opening ceremony was performed by Dr. Abdul Hameed Qureshi Jahangiri on 17th Jamadussani 1427.
c. Academic session was started in August 2006 with 12 students in Montessori.
d. On the request of Trust members, Hazrat Qibla Sajjadah- Nashin had very kindly accepted to be its Patron- in- Chief. Hazrat Qibla Syed Rahmat Ali Shah (Late) was its Patron.
e. To run it on modern lines- Mr. Waqas Ahmed Khan was appointed its Principal in August 2009.
f. It was registered as Middle school in year 2010.

g. In year 2011, Hifzul Quran was introduced and today we have 40 students attending Hifz Programme.
h. The strength of Academy in year 2012 was 550 students.
i. It was registered as Matric Stream in 2013.
j. SHAH JAHANGIR ACADEMY has 80 staff members on its pay roll at the moment and paying over Rs. 7 hundred thousand as monthly pay.

Greatest Honour

Building an Educational Institution was a passion but building and running **SHAH JAHANGIR ACADEMY** is a unique honour for all of us. We take this area as a sacred and a proud place for all the Jahangiris to visit. The Mazar Sharif of Syed Rahmat Ali Shah (RA), (The Khalifa of Hazrat Fakhrul Arfeen, (QSA) is its neighborhood makes it more spiritual. With Hazrat Qibla Tajul Arfeen (QSA) as its Patron- in- Chief and his keen interest in its progress and development, make us more assuring in its bright future. We are confident that all those associated with **SHAH JAHANGIR ACADEMY** will benefit in this world and world after. We pray that **SHAH JAHANGIR ACADEMY** remains committed in his mission till dooms day and delegations from Darbar Sharif, Mirzakhil keep honoring the Jahangiri Lodge. **SHAH JAHANGIR ACADEMY** is a blessing of Shah Jahangir, The Fourth and probably the only major institution built by one person single handedly, but with the spiritual power derived from Shah Jahangir.

In the words of Sajjada Nashin Radauli Sharif, (India): "He has not seen such like institution anywhere round the world".

In the words of innocent students:

We are too little but understand the vision of SHAH JAHANGIR ACADEMY
We are too small but understand the future of SHAH JAHANGIR ACADEMY
But we are too innocent not to know the power behind SHAH JAHANGIR ACADEMY.

Light Upon Light

Chowdhury Rajkin Mohsin
Assistant Professor, Independent University of Bangladesh

Our Master, the Holy Prophet Muhammad (Peace be upon him) stated, "My nation will divided into seventy three sects: one will enter paradise and the rest will enter hell." Someone asked, 'O Messenger of Allah, who will they be?' He replied, "That which I and my Companions are upon." From this particular Hadith Sharif, it can clearly be concluded that the gate is the one that includes all those who are holding tight to the traditions and Sunnah of the chosen one. If this particular response of the Holy Prophet (PBUH) were to be examined, volumes of books can be written from the birth of Islam till modern day as to who exactly are the ones that are following most closely to the Sunnah of the Beloved of God (Allah). The answer is crystal and simple as to the chosen sect is none other than the people of Tassawuf or more commonly known as Sufism, the spiritual dimension of Islam. In essence, Islam in its purest form is Sufism and Sufism in its purest form is Islam. Although the word Sufism did not exist until centuries later from the birth of Islam, yet Sufism existed and was practiced without a name. The Sufi orders which are scattered all around the world, undoubtedly they are the sects that are following and holding on tight to the Sunnah of our Holy Prophet (PBUH).

The spirit of Islam cannot be found in books or places of worship but rather in the Sufi orders. The Sufi orders are coordinated by the head of the order, more commonly known as the Sufi Master, Pir-Murshid, Wali or Awliya. The Murshid represents the spiritual father who is connected by heart to the Holy Prophet Muhammad (PBUH) and his function is kept secret. Every Wali has a particular responsibility towards creation which can be in the form of governing human affairs, nature, natural resources, weather, energy or even purifying the hearts of their followers (Murids) and lifting them up to the divine presence. It is by their prayers that the universe is sustained. There are both open and hidden Wali's and above each Wali there is another. A spiritual administration exists, with the Holy Prophet (PBUH) as the supreme spiritual director of creation. From a single atom to the giant galaxies are sustained by the heavenly administration and the every Sufi Master plays a role in that heavenly administration. When a Wali passes away to next world, another is replaced to fill the void.

Our Holy Prophet Muhammad (PBUH) authorized only two individuals to spread the teachings of Spirituality, the first caliphate Abu Bakar Siddique (R.) and Hazrat Ali (R.), the cousin and son-in-law of the Holy Prophet (PBUH). The closest Sahaba's were granted both knowledge of religion as well as esoteric. As to the validity of the latter, Abu Hurairah (R.) stated "I have memorized two kinds of knowledge from Allah's Apostle. I have propagated one of them to you and if I propagated the second, then my throat would be cut." The deep knowledge of Islamic Spirituality has been spread only by the two authorized Sahaba's and it is the knowledge of the reality of everything and the power to perceive the invisible world and control the universe. Over fourteen hundred years, this particular knowledge has spread from the heart of the Sufi Master to the disciple. It cannot be learned by reading books or worship but, only by transmission of heart. Forty one Sufi Orders blossomed from the heart of Hazrat Ali (R.) and one from Hazrat Abu Bakar (R.). Bangladesh, a little over forty years old has been blessed with

Sufis and Sufi orders even before it gained its independence. It has a rich history for noted Sufis and holds some of the world's famous shrines, which attracts followers from all over the world. One particular order that has been spreading the light of Islamic Sufism for over two hundred years is the 'Silsilah-I-Aliyah Jahangiriyah'. It traces its lineage to the Father of Sufis Ghaus-ul-Azam Hazrat Abdul Qader Jilani (R.) and thus to Hazrat Ali (R.). The Silsila has been founded by Hazrat Sheikh-ul Arefeen Moulana Mohammad Mukhlesur Rahman (QSA). His Pir-O-Murshid Hazrat Emdad Ali (R.) bestowed him the title of "Shah Jahangir" and paved the way for the beginning of the 'Shah Jahangir' School of Sufism. Thousands of people flocked to take initiation and receive training by his hands at Mirzakhil, Chittagong. After his demise, his youngest son Hazrat Fakhrul Arefeen Moulana Mohammad Abdul Hai (QSA) the Second Shah Jahangir was bestowed the robe of Pir-O-Murshid by his holy father and continued to preach Islamic Sufism and initiate and train followers from all over the world. The order continued to grow and flourish by his son Hazrat Shamsul Arefeen Moulana Mohammad Maksusur Rahman (QSA) who was the third Shah Jahangir and Murshid of the order.

The order is currently under the spiritual direction of the fourth Shah Jahangir, Hazrat Tajul Arefeen Moulana Mohammad Areful Hai (QSA) – Sajjadanashin & Successor of Hazrat Shamsul Arefeen (QSA). Close to thirty years, the blessed Pir-O-Murshid has continued to preach, direct and purify the hearts of the followers. Thousands flock every day to receive his blessings in both worldly and spiritual matters and Millions rally during the various Urs Sharif (death anniversary) throughout the year. From the rich to the absolute poor are fed and guided to their respective destination. All four masters of this order did not attain their spiritual stations merely by following Islamic precepts but by full submission for decades at the feet of their respective masters. Their noble manners and humility have attracted millions from all walks of life and their life style has never deviated away from Islamic Laws for even a blink of a second. The Dargah (Sufi lodge) in Mirzakhil, Chittagong is one of the longest running Sufi Lodges in the world. For over two centuries the Dargah has provided shelter, clothing and food, free of cost to every individual who have stepped into the holy soil along with spiritual blessings directed by the 'Hazrat Shah Jahangir'.

What attracts the millions of followers from all around the globe? The Dargah maintains the Shariah (Islamic law) to the fullest and the Sufi Masters have been endowed with knowledge and power to lift the sufferings of humanity and at the same time spread the light of Islam. The blessed characters of the Sufi Pirs always followed to our Holy Prophet (PBUH). Besides strictly following the Sunnah of the Holy Prophet (PBUH), they possessed the virtues of patience, love, tolerance, modesty and forgiveness both outwardly and inwardly. Followers have witnessed several miracles including physical and spiritual healing, invisible aiding, appearing in different places at several different times by the Murshid's, turning into light, giving life to the dead and the feeding of Millions. Throughout centuries, Islam has spread from continent to continent not by general Muslims but by the light of Sufi Pir starting from the Sehaba. Most of the enlightened masters over the past fourteen hundred years were sent to new places where the language had been foreign to them, yet the light of Islam attracted millions of converts. Similarly, the Hazrat Shah Jahangir's faced the same fate but resulted in fusing the love of Islam into the heart of their followers.

Shah Jahangir's Blessing Through Dreams

Rasheed Ahmed Khan

Introduction :

I spend my childhood in cantonments where we lived disciplined life. Remained under the influence of my parents till I also joined a uniformed life. We used to accompany our parents in all the social and religious activities. Since my parents were Murid of Syed Rehmat Ali Shah (RA), Khalifa of Hazrat Fakhrul Arefeen (QSA) we would also attend Fateha/Urs functions and Zikar/Semah with them. During my young days. I would frequently visit Mazar Sharif and offer Fateha. Although I am not Murid of Silsala –i-Jahangiri, but I was spiritually attached with these Awlia Allahs through my parents. I became familiar with Darbar-i-Aliyah Jahangiriyah, Mirzakhil Sharif only after my father traveled to Bangladesh to attend Urs of Hazrat Fakhrul Arfeen (QSA). Because of Shah Jahangir Academy in the neighborhood of Mazar Sharif of Sayed Rehmat Ali Shah (RA) our visits were more frequent and word "Shah Jahangir" became a part and parcel of our family life.

Blessings Through Dreams :

Whenever we faced any problem in life we would either visit Darbar Sharif at Karachi or request our father to pray for us. After the visit of Hazart Maulana Makusdur Rehman (QSA), we would request our father to convey our problems to Darbar-i-Aliyah MirzaKhil for prayers. On my first meeting with Maulana Sahib, I was highly impressed by his knowledge and poise, but realized his spiritual strength only when I was sitting next to him on a lunch in Jahangiri Lodge. A jerk of 440 Watt current had shaken my body, making me visualize Spiritual Heights of his Great Ancestors. I dare narrate some of my dreams to only high light the spiritual power of Awlia Allahs and particularly of Shah Jahangirs. This makes me proud of my humble Nisbat with them even though it is through my father as I am apparently not a Mureed of Silsalah Aliyah Jahangiriah.

a. Dream – 1.

مالک وہ سب کا اُس کا کوئی ایک، لاکھوں میں تو نہ ملا کروڑوں میں جا دیکہ

I was facing a serious problem in my profession and dark clouds were hanging on my career. Incidentally I was asked to attend Mehfil-e-Semah. During the Semah, the Qawals were reciting various kalams. I became emotionally charged and tears started flowing. First time in my life I saw a spiritual strength of Syed Rahmat Ali Shah (RA). A beam of light transcended through skies at the site of Mehfal-e-Semah and I saw physical presence of this great Aulia Allah full of Noor. Every cell of my body was resounding Allah - Allah – Allah. This Noorani face disappeared with the end of Qawali: "گھونگھٹ چُک دے سجھڑاں ". Same night I saw a dream, the annoyed boss shakes hand with me and next day I was exempted of all the charges and luckily safe.

b. Dream – 2.

تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں ، تو جو ہے تو سب کچھ ہے

By know, I had met Hazrat Molana Sahib, and word Shah Jahangir was very close to our heart and spirit. The off shoots of my official problems were still hanging on and had upset my peace of mind. I requested my father to request Hazrat Shah Jahangir (KSA) for prayers. Here I see Hazrat Shamsul Arefeen (KSA) in dream smartly dressed in white cloth, radiating eyes and white but slightly curly beard. He first of all embraced my father and his body cells started resonating Allah – Allah- and started moving like pendulum. Then this Great Saint of Allah looked at me and a strong current passed through my body and my body cell started resonating Allah – Allah. His embrace of love set an air conditioner on in my soul and my body started moving like a pendulum. Now this Greatest Saint of the world tells me in clear words that" I am not alone, there is someone else concerned about me". With this all my worries were over with the blessings of Hazrat Shah Jahangir (KSA).

c. Dream -3

نہ اوراد وظائف راہ خریدار، نہ شیخی وشیخیت راہ طلبگار
اگر باشد نصیب مَن عطا کنُ توئی درد مرا یار دُعا کنُ

By now, I had developed affection and love for Darbar-Ali Mirzakhil. Our little services in Shah Jahangir Academy started reaching the ears of Hazrat Qibla Shah Jahangir through Hazrat Molana Sahib. I saw a dream that I am performing TAWAF of Darbar-e-Ali Mirzakhil, (the Mazar-e-Aqdas of **"Prestigious Dynasty of Hazrat Shah Jahangirs"**). A sound started echoing all around the area:-

"أنتا مجادری"، "أنتا مجاوری"

This has made me more determined to spend LOVE in Shah Jahangir Academy, where all the original Trust members will have the honor of having their graves.

d. Dream – 4.

I had strongly believed that Qadambosi is not allowed in SHARIAT. I would see my father doing so, but somehow, I would avoid performing Qadambosi. My younger brother (Mr. Waqas) had similar feelings. Now when he returned back from Darbar-e-Ali, he would very regularly perform Qadambosi and tell me its pleasure and blessings. I would defend my point of view, but Mr. Waqas would tell me that I do not know the Greatness of Shah Jahangir whom he is offering Qadambosi. At night I see Hazrat Qibla Sajjada Nashin, Hazrat Tajul Arefeen (KSA) in my dream, so connected with Almighty Allah that every "Qadambosi", people are offering him, is placed in the court of Allah. My small brain had failed to understand the global presence of Shah Jahangir where time and space did not exist between HIM and ALLAH (their spritual relationship).

عقل شاطر ہے چالاک ہے کیا سمجھے گی عشق کو، یہ شوق۔ جنون ہے یہاں عشق بھی لاپتہ ہے

Conclusion :

Devotion of our father towards his Silsala Jahangiria was well known to our family. Construction of Shah Jahangir Academy with the blessings of Hazrat Tajul Arefeen (KSA) further convinced us on the Greatness of "Shah Jahangir Dynasty". I feel Shah Jahangir Academy is a bridge between Darbar-e-Ali Mirzakhil and our family. We will Insha Allah nurture this Academy with our love and blood. I was astray and I feel I am still astray despite the generous blessings of Shah Jahangirs at the time of crisis. But I love your honor and love your honor a lot and request HIS EXCELENCY to remain kind even if I only love my father's passion

رشید بیچارہ نادان ہے کُتب بینی کرتا ہے،　　　نہیں سمجھ سکا قطب بینی اور غوث بینی کیا ہے

Long live Shah Jahangir Dynasty – Long Live Jahangiries.

Our heartiest facilitation on 200 years of Mirzakhil Darbar Sharif, Platinum Jubilee of Hazrat Shamsul Arefeen (KSA) - our best of wishes on your Diamond Jubilee.

A Newly Blessed Jahangiree

Waqas Ahmed Khan
Principal Shah Jahangir Academy

Background :

Born with silver spoon, I was highly pampered child of my family. Lived privileged life in cantonments full of esteem and pride. I was educated in convent schools in the company of more advanced family children. In college and University, took active part in sports and social activities. In practical life, I never liked to serve any office as I liked a free lance life. Despite all these environments, I was under influence of my family and never compromised on social and religious values. Somehow, I was a blue eyed of my parents but always followed their instructions. Confided with my father on my requirements and wishes, which he very kindly acceded. Being pampered and stubborn boy, at times, my wrong whishes were also met. These things brought me further close to my father and I started following him blindly.

Spiritual Influence :

Historically my family is very staunch follower of Qaderiah Jahangiriah Silsalah of Tariqat. Love and respect for Awlia Allah is in our blood. We had seen our father, as a very devoted Jahangiri. We always accompanied him in various mehfile Naat/Samah. This had a very deep influence on our family as a whole. On the construction of Shah Jahangir Academy, he could not single handedly run this huge institution, so involved me in its activities and finally in year 2010, he appointed me as Principal of Shah Jahangir Academy with a mission of modernizing it. I was highly impressed with the objective set for the Academy and the way it was conceived and the way the blessings of Shah Jahangir helped implement his plans. This was highly convincing and influencing. So the word "Shah Jahangir" became very pleasing. Various function held in the academy involved me more spiritually.

Visit of Hazrat Maulana Maksudur Rahman (QSA) :

During year 2010, when His Highness Maulana Sahib visited Karachi with a delegation including Sarfaraz bhai and Arif Quadhry. I got a chance to brief them on the functioning of Shah Jahangir Academy and conducted him to show various activities. My interaction with the dignitaries was very pleasant and friendly. Maulana Sahib put a Jahangiri Cap (Taj) on my head and addressed me a Jahangiri who should visit Darbar Sharif soon. This was a very pleasant surprise and offer which could not have been ignored. His charming and impressive personality left an impact on me. Blind faith and love of Saeed Bhai on Shah Jahangir further influenced me. So I decided to attend Urs Sharif on the instructions of my father.

Proud Moments :

I left for Bangladesh in a picnic mood. I thought i will see the country site, have good time in the company of Sarfaraz Bhai and comeback like any foreign trip. But it was not so, something else was destined for me. The moment I entered the outer gate of Darbar Sharif area, I got nervous and careful. The environments all around were so peaceful and absorbing that I forgot everything. At the very first sight of Hazrat Qibla, Shah Jahangir. I thought, an electric current has passed through my body and soul. I was automatically on his feet. I was trembling and crying likes a child. Hazrat Qibla was very affectionate and with his blessings, I could control myself. I became very humble and could never glance at Hazrat's face. I forgot about my parents and children. I developed extreme love for my Pir o Murshid and I thought he loves me more than anybody else. Principal Sahib was now only an obedient servant of my Hazrat Shah Jahangir (QSA). I wished to spent rest of my life in his service. Respecting his wish, I came back to only surprise everyone. I was a different man now. My Hazrat was with me every moment. I think I was most blessed person on God's earth, possessing a treasure of my precious moment of my life, that I spent in the company my beloved Hazrat Qibla Shah Jahangir Hazrat Tajul Arefeen (QSA). Our humble but heartiest congratulations to my Hazrat on his Diamond Jubilee. My Allah Bless us his patronage during rest of our life.

"SHAH JAHANGIR KI JE"

A Torch-Bearer of Extra Ordinary Brilliance and Ingenuity

Mohammad Arifur Rahman
BCS (Edu), M.Phil, Associate Professor
Special Charge, Directorate of Secondary & Higher Education, Dhaka.

Maulana Mohammad Maksudur Rahman was born in a very prestigious and spiritually enlightened Sufi family of Mirzakhil Darbar Sharif under Mirzakhil Village in Satkania district. He is the eldest son of the Hazrat Tajul Arefeen (QSA), Sajjadah Nashin Hazrat Qibla-O-kaba, Darbar-i-Aliyah Jahangiriah. It is known that the ancient abode of this great spiritual linage was Madina Manawara. His forefathers were highly revered as great Saints in Indo-Pak Subcontinent. For past two hundred and fifty years, they upheld they tradition of Great Silsilah-i-Jahangiriah.

Recently, Moulana Mohammad Maksudur Rahman has accomplished his M.Phil. Degree work under the supervision of senior professor Dr. Sabbir Ahmed of the Department of Islamic History and Culture. The subject of his research is **"Hazrat Ashraf Jahangir Simnani (R.A.) and his odd encounters in Sultanat-e-Bangalah: Mirzakhil Darbar Sharif, a case study"** He has obtained M.Phil. Degree on the 6th April, 2011, the Syndicate meeting 472 of Chittagong University has awarded this degree to Maulana Mohammad Maksudur Rahman. From the very early childhood, Maulana Saheb set the mark of extra ordinary brilliance. He is not only brilliant, but also very polite, well behaved and a personality of excellent moral uprightness.

In every stage of academic career, he set the mark of extra-ordinary brilliance since his childhood. He stood first with talent pool scholarship in the combined merit list in the Dakhil Exam under Chittagong Board. In the Alim Exam, he also got 1st class and stood 2nd in the combined merit list, and in general group, he stood 1st. In Fazil Exam, he stood 1st Class First. In the branch of Hadith (1995) in Kamil Exam, he also performed exceptionally brilliant. In the Kamil (Fiqah), he once again attained 1st class 1st (1997) position. In the exam of Kamil Tafsir Sharif, he attained the record mark (887) and became 1st again in the combined merit list of Hadith, Tafsir, Fiqah and Adab. Thus he set an example of exceedingly remarkable rating in the history of Madrasah Board of Bangladesh.

The academic life of Maulana Mohammad Maksudur Rahman did not follow a single stream; he focused on achieving higher education after his Madrasah education. There, he had remarkable achievement as well. He stood 1st class 1st in the combined merit list (BA, BSc, BSS, BBS, BCom, B.Music) with distinction marks in English and Arabic. In the same way, he stood 1st Class 1st in the combined merit list in Islamic Studies and Culture from Chittagong College under National University.

For such continuation of remarkable results, Maulana Mohammad Maksudur Rahman had been appreciated highly from different quarters of people and from different organizations, nationally and internationally. Bangladesh Madrasah Education Board awarded him Dr. Sultan Ahmed Chowdhury Foundation Award for the extra ordinary and record breaking performance of in the Fajil Exam. For such an achievement, IIW (International Inner Wheel) awarded him gold medal twice in 1994 and 1998 respectively. Besides, he has been accredited by various organizations in a number of ways. For his remarkable research, he has obtained UGC scholarship. Now he devotes himself in studying Fiqah and Sufi subjects under Chittagong University. Meanwhile, he published 51 textbooks. This illustrious personality – Moulana Maksudur Rahman is committed to dedicate his life following the glorious footprints of his reverend forefathers and Pir-o-Murshed. Thus, he would like to render his best service of enlightenment to the humanity in general.

Reliability among the Quran and Modern Science

Shamim Noor
Lecturer, Dept. of Public Ad, University of Chittagong

Cosmology :

These theories involve a lot of very sophisticated mathematics for a full understanding. Basically, they concern the laws of motion under high speeds approaching the speed of light (special relativity) and the impact of strong gravitational fields (general relativity) applied to the explanation of cosmological phenomena. What is a wonder and an indication of the universality of Islam is that several of the key scientific findings in modern cosmology, according to some scientists, seem to be reflected in the Noble Quran, revealed by Allaah to the Prophet Muhammad (PBUH), more than 1400 years ago.

These findings are: (a) the 'big bang theory' of how the universe began; (b) the expansion of the universe and (c) relativity of time.

The Big Bang Theory and the Unity of Creation :

Most cosmologists today have accepted the Big Bang Theory in describing the origin of the universe. This theory states that the universe began at a single hot, dense point, or 'singularity'. Out of this point developed what is often referred to as 'cosmic soup', a constant interchange between matter and energy with no separation between stars and planets or the heavens and the Earth as we recognize them.

The Noble Quran appears to be consistent with this theory; Allaah Says (what means): "Have those who disbelieved not considered that the heavens and the earth were a joined entity, and We separated them..." [Quran 21:30] This verse clearly describes the initial unity of all creation and subsequent division of the universe into the phenomena we observe. Abdullaah Yusuf Ali, in the notes to his English translation of the twenty first Quranic chapter, points out, that as man acquires more knowledge about the physical world, he is also bound to expand his awareness of the overriding unity in the cosmos. As an example, he cites the discovery of the direct correlation between measurements of sunspot activity and changes in the Earth's magnetic field. There are many other examples in our daily life, including the influence of the moon on the tides and women's monthly cycle, the influence of the Earth's magnetic field on the migration of birds, gravitational and centrifugal forces that keep the solar system bound together in harmony, preventing planets from flying away and crashing into each other.

In essence, the initial unity of creation continues to exist, not in the form of a singularity, but through various bonding relationships that allow multiple forms of creation to maintain their linkage to the initial 'oneness' of the universe.

The Expansion and Structure of the Universe :

The Quran points to the continued expansion of the universe in the verse (which means):

"And the heaven We constructed with strength, and indeed, We are [its] expander." [Quran 51:47] In 1929, American astronomer Edwin Hubble discovered that the farther a galaxy was from the Earth, the greater the speed of its outward movement. In fact, he found the movement of a galaxy to be directly proportional to its distance. This means that if a galaxy is ten times as far away as another galaxy, it is moving at ten times the speed.

Based on this discovery, and other observations, scientists have concluded that the universe is expanding. Furthermore, Dr. Haruk Nurbaki, in his book 'Verses of the Koran and Facts of Science', states that the Quran also suggests a structure of the universe which corresponds to modern scientific findings. The Quran states (what means): "[It is Allaah] who created the seven heavens in layers." [Quran 67: 3]

Dr. Nurbaki correlates the reference to the seven heavens with the descriptions of cosmic regions by modern scientists. He states that when one looks at space from Earth, he is surrounded by seven magnetic fields extending into the infinity of space. These fields consist of (i) the spatial field occupied by Earth and the rest of the solar system; (ii) the spatial field of the Earth's galaxy, the Milky Way; (iii) the spatial field occupied by a 'local cluster' of galaxies to which the Milky Way belongs; (iv) the central magnetic field of the universe represented by a collectivity of clustered galaxies; (v) the band represented by quasars, which serve as 'star hatcheries'; (vi) the field of the expanding universe, represented by the receding galaxies; and (vii) the outermost field of space representing infinity.

The Relativity of Time :

Dr. Mansour Hassab-Elnaby, in a paper entitled: 'A New Astronomical Quranic Method for the Determination of the Greatest Speed C', asserts that the Quran establishes a time/space reference system, which is indicative of the relativity of time and the constancy of the speed of light (represented by 'C' in scientific notation). Albert Einstein used these concepts to establish his well-known 'field equations' which provide the mathematical explanation for the interaction of matter, energy, space and time in the universe. The basis of Dr. Hassab-Elnaby's paper is the Quranic verse (which means): "He arranges [each] matter from the heaven to the earth; then it will ascend to Him in a Day, the extent of which is a thousand years of those which you count." [Quran 32:5]

Thus, the Quran suggests that time is not absolute in the universe, a discovery made only in the early part of the twentieth century. The abovementioned Quranic verse, according to Dr. Hassab-Elnaby, implies a 'cosmic affair' of extremely high speed, making it possible to travel, in one day, the distance the moon travels around the Earth over a period of 1,000 years. The use of the lunar calendar in reckoning Earth time is explicitly stated in the following verse (which means): "…[It is Allaah who made] the moon a derived light and determined for it phases – that you may know the number of years and account [of time]…" [Quran 10:5]

Furthermore, Dr. Hassab-Elnaby uses the mathematical relationship given in this verse – one day of 'cosmic reckoning' equal to a thousand years of 'Earth reckoning' – along with

established scientific data on the movements of the Earth and the moon to calculate the speed which provides a linkage between the two systems of reckoning time. The resulting speed, he points out, is 299,792.458 kilometres per second, which is exactly, to the decimal point, the speed of light recorded by the United States National Bureau of Standards.

The Quran as Part of Universal Order :

The correlation between the findings of science in the past century and the Quran highlights the importance of preserving the written word, emphasised in Islam because it bridges space and time, providing inspiration and verification for those separated from direct contact with the Prophet Muhammad and his companions. It has also led some scientists to take a closer look at the Quran.

Dr. Maurice Bucaille of the French Academy of Science, author of 'The Bible, the Koran and Science', states that "…It comes as no surprise to learn that religion and science have always been considered to be twin sisters by Islam and that today, at a time when science has taken such great strides, they continue to be associated. Furthermore, certain scientific data are used for a better understanding of the Quranic text. What is more, in a century where for many scientific truth has dealt a deathblow to religious belief, it is precisely the discoveries of science that, in an objective examination of the Islamic Revelation, have highlighted the supernatural character of certain aspects of the revelation." Islam encourages man's search for knowledge to both enhance appreciation of the cosmic order and augment his capability to serve as a representative of Allaah in governing the affairs of the Earth. The Quran seems to call attention to the importance of observing the heavens in this search. It states (what means): "And We made the sky a protected ceiling, but they, from its signs, turned away." [Quran 21:32]

Thus, important evidence seems to be emerging in the modern world that the Quran contains revelation which transcends space and time, forming a part of the cosmic order to guide the path of mankind and strengthen the bond between religion and science.



SHAH JAHANGIR ACADEMY



COMPLIMENTS TO HAZRAT MAULANA SAYID MOHAMMAD MAKSUDUR REHMAN (QSA)

- We are too little to understand Your Majesty
  We are too small to know Your Majesty
  But we are too innocent not to feel Your Foot Prints

- We are too little but understand what 90% means
  We are too small but understand what 1st class 1st throughout means
  But we are too innocent not to understand your vision and commitment.

- We are too little but understand what an appreciation means
  We are too small but understand what a Gold Medal means
  But we are too innocent not to feel the pleasure of unknown blessings.

- We are too little but understand what an author of eighty books means
  We are too small but understand what in-depth understanding of Islam means
  But we are too innocent not to understand the strength of intellect of Author.

- We are too little but understand what it means to face International Scholars
  We are too little but understand what "A plus" means in a PhD Seminar
  But we are too innocent not to comprehend your unique position in Academic and Spiritual World.

- We are too little but understand the vision of Shah Jahangir Academy
  We are too small but understand the future of Shah Jahangir Academy
  But we are too innocent not to know the power behind Shah Jahangir Academy.

By,
All Students and Staff Of
SHAH JAHANGIR ACADEMY

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

'دربار مرزارکھل کا پہلا سفر'

تعارف:

بزرگان دین کیساتھ وابستگی میرے خمیر میں ہے۔ میرے خاندان کی وابستگی سلسلہ قادریہ سے قدیمی ہے۔ ۲۰ بیس سال کی عمر میں ایک خواب ہی میرے روحانی سفر اور سلسلہ جہانگیریہ قادریہ کے ساتھ نسبت کی تعبیر ہے۔ اس حقیقت کا پردہ۔ اس وقت اُٹھا جب میں ۱۹۶۲ء میں راولپنڈی سے بذریعہ ریل کراچی پہنچا، رکشہ سے پاک کالونی کی مسجد میں آیا وضو کر کے ساتھ ہی ملحق ایک گھر کے دروازے پر دستک دی دفعۃً نظر ایک نورانی چہرہ پر پڑی یہ بزرگ حضرت سید رحمت علی شاہ قدس العزیز خلیفہ حضرت فخر العارفینؒ تھے۔

نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی،

مرشد کامل کی ایک ہی نگاہ سے درِ اقدس کا ہو کر رہ گیا ارادت کی سعادتِ عظیمہ حاصل ہوئی اب رسالت خان بِک چکا تھا۔ دوران سروس اپنے پیر و مرشد کی منشاء مبارک اور رہبری کو ہی مشعل راہ جانا۔ حسرتیں پوری نہ ہوئی تھیں کہ میرے حضرت قبلہ دنیائے فانی سے ۱۹۷۷ء میں رحلت فرما کر اپنے خالق حقیقی سے جاملے۔ (اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیہِ رَاجِعُون) اور میں ان کی تعلیمات کے ساتھ تصورِ جاناں میں زندگی گزارنے لگا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب کراچی آیا تو سب کچھ تبدیل پایا۔ زندگی میں تسکین کے لئے اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات اور یادوں کو سہارا بنایا اور یہی یادیں میرا اثاثہ تھیں۔

پہلا سبق محبت اور ادب کا تھا، مرشد کریم کی بارگاہ میں کئی بار دربار عالیہ مرزارکھل کا ذکر ہوتا تھا۔ وہ جب بھی اپنے مرشد حضرت قبلہ فخر العارفین روحی فداء کا اسم گرامی لیتے تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو جایا کرتی تھیں۔ دربار عالی کے بچے بچے کا ادب فرماتے اور مشرق کی طرف پیٹھ (پُشت) نہ کرتے کہ اس طرف ان کے حضرت کا مزار اقدس ہے۔ اکثر فرماتے "ہمارے حضرات بہت بڑے لوگ ہیں" رسالت خان اگر ہو سکے تو دربار عالی حاضری کے لئے جانا۔ یہی وہ عوامل تھے جو مجھے اس مقدس سفر کے لئے اُبھارتے رہے یہاں تک کے دربار عالی مرزارکھل جانے کا جنون میری روح پر حاوی ہو گیا۔

حضرت شاہ جہانگیر کا بلاوہ:

جب کسی نادرالوجود ولی اللہ کا بلاوہ ہو جائے تو پھر اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، فاصلے سمٹ جاتے ہیں، روکاوٹیں غائب ہو جاتی ہیں اور غیبی امداد سایہ کی طرح ساتھ ہوتی ہے، یہی سب کچھ میرے ساتھ ہوا۔ ایک پاکستانی کو بنگلہ دیش کے دور دراز اور انجان علاقے کا اکیلے سفر کرنے سے پہلے کئی بار سوچنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ باتیں روحانی بلاوہ پر بے معنی ہو جاتی ہیں۔ جب میرے ویزے اور ہوائی سفر کا انتظام ہو گیا تو مجھے خبر ملی کے امریکہ کے صدر بل کلنٹن کے دورہ بنگلہ دیش کی وجہ سے ڈھاکہ ایئرپورٹ بند ہے۔ شہر بھی بند ہے اور ٹرانسپورٹ بھی نہیں چل رہی، اس لئے اگر ہو سکے تو اپنا سفر ملتوی کر دیں لیکن میں بضد کراچی ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ میرے علاوہ ڈھاکہ جانے والا کوئی اور مسافر نہ تھا اور لاؤنج میں ہُو کا عالم تھا۔ اچانک ایک اور صاحب جو لاہور سے ڈھاکہ جانے کے لئے پہنچے تھے ان سے ملاقات ہوئی۔ تعارف کے بعد پتہ چلا کے وہ (محمد رفیق صاحب) چٹا گانگ جا رہے ہیں اور رفیق صاحب کئی بار دربار عالی مرزارکھل جا چکے ہیں۔ دربار عالی کے ساتھ وابستگی کا پتہ چلنے پر انہوں نے میرا ساتھ دینے کا عہد کیا بہرحال سفر شروع ہوا۔ ڈھاکہ کافی تاخیر سے پہنچے، دیکھا تو وہاں ہر قسم کی ٹرانسپورٹ بند پائی۔ ایک رکشہ نے ہمیں چٹا گانگ بس اسٹاپ پر پہنچانے کی حامی بھری جہاں سے صرف ایک بس روانہ ہوئی جس پر ہم مغرب کے بعد چٹا گانگ جا پہنچے۔ رفیق صاحب کے اسرار پر رات ہم نے ان کے بھائی کے گھر گزاری۔ صبح سویرے وہ ہمیں اپنی گاڑی میں دربار شریف مرزارکھل لے آئے، تو بظاہر یہ پُرکٹھن سفر بہت ہی پُرآسائش بن گیا۔

وہ بڑے حضرات ہیں:

تصور حقیقت بن چکا تھا اب میں کُھلی آنکھوں سے " گنبد جہانگیری" کا نظارہ کر رہا تھا۔ وہ تالاب جس میں ہمارے بزرگانِ عظام وضو فرماتے میرے سامنے تھا اور میں اس عمارت میں موجود تھا جس میں میرے پیرو مرشد اور اکابرین رہائش پزیر ہے۔ یہ سب دیکھ کر میری کیفیت نا قابلِ بیان تھی۔ دربارِ عالی پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حضرت مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ناشتہ کے بعد حضرت قبلہ سجادہ نشین کی خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ ایک ہی نگاہ میں پہچان گئے کہ میں کرنل نہیں صرف اور صرف بندہ درگاہ ہوں۔ ایک ولی اللہ کی نگاہِ کرم اور محبت کی بھی عجیب چاشنی ہوتی ہے۔ تکتے تکتے جی نہیں بھرتا لیکن ادب کا تقاضہ تھا کہ نظریں جھکی رہیں۔ حضرت قبلہ سجادہ نشین مدظلہ العالی کو ہر لمحہ اپنے پیرو مرشد حضرت شمس العارفینؒ کی یاد میں مستغرق پایا۔

دربار شریف میں ہر کام اور ہر عمل ان کے بزرگانِ عظام کی سنت کے مطابق ہونا لازم تھا۔ ایک نادر الوجود ولی اور سجادہ نشین کی اپنے بزرگوں کے لئے ادب محبت اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ ہر حاضرِ مجلس کو فنا فی الشیخ کی تعریف سمجھ آجاتی۔ وہاں ہر شخص کو دینی احکامات پر عمل پیرا پایا۔ اگر چہ میری پہلی حاضری تھی، مگر اجنبیت بالکل نہ تھی ایسا لگتا تھا کہ میں اس جگہ کا باسی ہوں۔ میں دنیا سے بے گانہ تھا۔ حضرت قبلہ سجادہ نشین کی طرف سے دربار شریف میں حاضری اور فاتحہ کا حکم ملا۔ اتنی دیرینہ خواہش پوری ہونے پر عجب سُرور و مستی کا عالم تھا۔ آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے اور جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ حضرت قبلہ نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ انکے حضرت نے ہی مجھے بلایا ہے۔ خوب خاطر مدارت ہوئی، شاہوں کے دربار کا کیا عالم ہوگا۔

دربار شریف کے غیبی معاملات:

عرس شریف میں شمولیت کے لیے دنیا بھر سے مریدین کی آمد شروع ہوگئی۔ عجیب عشاق ہیں جس طرح شمع کے گرد پروانے جمع ہوتے ہیں اسی طرح ٹولیوں میں شاہ جہانگیر کی شان میں قصیدے پڑھتے آرہے تھے، کہ ہر دیکھنے والا "اللہ اکبر اور شاہ جہانگیر کی جے" کے نعرے لگانے پر مجبور ہوجاتا۔ محبت اور ادب کا یہ منظر پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پیرو مرشد کا دیدار انتہائی ادب سے کرتے ہوئے نہایت خاموشی سے اپنی رہائش پر چلے جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کا مجمع بن جاتا ہے اور ہر طرف تاج شریف میں ملبوس حضرات نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ نظارہ میرے لئے نہایت منفرد اور پر سرور تھا۔ اللہ اللہ کی آہیں اور خوشی کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ عرس کے معاملات شروع ہوچکے تھے آنا فانا رضا کارٹیموں نے تمام انتظامات سنبھال لئے، یہاں نہ کوئی تنخواہ دار ملازم تھا نہ دنیاوی لالچ۔ بیل کاٹنے سے لیکر کھانا پکانے تک ہر کام مریدین خود سرانجام دے رہے تھے۔ ہر کام خودکار (automatic) مشین کی طرح ہو رہا تھا کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہر شخص اپنی ذمہ داری بااحسن نبھا رہا تھا۔ کئی ہزار معتقدین کا مجمع ہے، ہر قسم کے انتظام اور پروگرام جاری وساری ہیں مگر بالکل خاموشی (pin drop silence) ہے۔ یہ سب ان حضرات کا اپنے بزرگوں کے لیے ادب کے اعلیٰ معیار کی عکاسی کر رہا تھا۔ میرے لئے یہ بالکل منفرد اور نا قابل فہم تھا۔

صبح سب سے پہلے ناشتہ سے قبل تمام کھانے اور لائے ہوئے تبرکات پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ یہی عمل دوپہر اور رات کے کھانے پر ہوتا ہے اسکے بعد کھانا تقسیم کردیا جاتا ہے۔ کھانا کھانے کا انتظام بھی بالکل منفرد ہے لاوڈ اسپیکر پر ملک اور ضلع کا نام پکارا جاتا، نام سنتے ہی اس علاقے کے لوگ جہانگیری دروازے سے گذرتے ہوئے بڑے نظم و نسق سے ساتھ لائن میں بیٹھ جاتے۔ جہاں بڑے منظم انداز میں ہزاروں لوگوں کو ایک وقت میں کھانا پیش کردیا جاتا۔ اسی طرح تمام شرکاء کھانا تناول فرماتے۔ کھانا پکوانے اور کھلانے کے تمام انتظامات کی نگرانی حضرت قبلہ سجادہ نشین صاحب اور خاندان کے حضرات "خدمت میں عظمت" کے جذبے کے تحت بذات خود فرماتے ہیں اور یہ حضرات اس وقت تک کھانا نوش نہیں فرماتے جب تک آخری آدمی کھانا نہ کھالے۔ اس لئے کہ یہی بزرگانِ عظام کی سنت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تمام حضرات اپنے برتن ہڈیوں سمیت اُٹھاتے ہوئے برتن صاف کرکے ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، تبرک کا ایک دانہ بھی گرنے نہیں دیتے اس دوران ادب آداب کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کسی قسم کی آواز نہیں سُنائی دیتی یہ بذات خود ہمارے بزرگان عظام کا زندہ کرشمہ ہے۔

مذہبی تعلیمات:

ہر نماز سے پہلے صلوٰۃ صلوٰۃ کی گونج سنائی دیتی ہے، تمام شرکاء باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد باقاعدہ تلاوت قرآن ہوتی ہے روزانہ دینی اور تبلیغی بیانات ہوتے ہیں جس میں بہت سے علماء اور فقہاء حصہ لیتے ہیں۔ اسکے علاوہ محفل نعت، محفل سماع اور ذکر الٰہی کے پروگرام بھی عرس کا حصہ ہوتے ہیں۔ مزار اقدس پر چادر شریف اور غُسل شریف کا عمل بھی نہایت منفرد منظم اور باادب طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، جسے دیکھ کے ہر موجود شخص جذبات سے بھرپور نظر آتا ہے۔ مزار اقدس پر ان تمام کاموں کی صدارت بذات خود حضرت قبلہ سجادہ نشین صاحب فرماتے ہیں۔ ان کا استقبال تمام شرکاء "شاہ جہانگیر کی جے" کے نعروں سے کرتے ہیں۔ محفل سماع کے لئے کوئی پیشہ ور قوال نہیں ہوتے اپنے ہی سلسلے کے مریدین عارفانہ کلام جو کہ فارسی، اُردو، بنگلہ زبان میں ہوتا ہے دف کیساتھ پڑھتے ہیں سماع کا آغاز حمد باری تعالیٰ (حسبی ربی جل اللہ) سے حضرت قبلہ کے اشارہ سے ہوتا ہے۔ اس پر شرکاء وجد میں آجاتے ہیں جو کہ بڑھ کر کئی کئی سو شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ ہر سمت ہُو ہُو کی صدا سنائی دیتی ہے۔ کئی دفعہ تمام محفل وجد میں آجاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ در و دیوار بھی وجدانی کیفیت میں ہیں۔ یہ وجد اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک سماع جاری رہتا ہے۔ سماع کا اختتام حضرت کے اشارے پر ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سوئچ تھا جسے بند کر دیا گیا ہے۔ وجد کے دوران کوئی کسی سے نہیں ٹکراتا اور نہ ہی کوئی کسی کو تھامتا ہے اتنی نورانی محفل نہ کبھی دیکھی نہ سُنی یہ صرف اور صرف حضرت شاہ جہانگیر کی نظر کرم ہی سے ممکن تھا اور تمام غیبی معاملات حضرت کی شان اقدس کی عکاسی کرتے ہیں۔

شاہ جہانگیر کی نظر کرم کے اثرات:

عرس کے دوران حضرت قبلہ سجادہ نشین حضرت تاج العارفین قدس سرہ العزیز نے خصوصی نظر کرم فرمائی اور صحبت کے کئی مواقع عطا فرمائے۔

یک زمانہ صحبت با اولیا! بہتر است صد سالہ طاعت بے ریا

صحبت کے ان لمحات کو سعادت سمجھ کر بھرپور مستفیض ہوا۔ جو کچھ دیکھا اور سُنا اس کو رقم کر لیا۔ میرے لئے یہ منفرد تجربہ اور سعادت تھی۔ اسلامی ممالک بمعہ پاکستان، عراق، ایران اور شام میں بہت سے اولیاء اللہ رحمھم کے مزارات کی حاضری نصیب ہوئی لیکن ایسا خانقاہی نظام نہ دیکھا نہ سنا۔ تمام شرکاء پر قرآن وسنت کے مطابق زندگی بسر کرنا لازم تھی۔ تمام خرافات سے پاک ہر لحہ بزرگان دین کی سُنت کے مطابق عمل کی وجہ سے ماحول بڑا پاکیزہ اور نورانی رہتا ہے اور اس کے اثرات تمام شرکاء پر نظر آتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کے اسے دیکھ کر اللہ یاد آجاتا ہے اسکا عملی مظاہرہ حضرت قبلہ کی صحبت میں دیکھ رہا تھا۔

اللہ اکبر ایسا لگتا تھا کہ میرا جسم ڈھل گیا ہے دل اور زبان ہر وقت ذاکر ہیں۔ اب میں کراچی والا کرنل نہ تھا صرف اور صرف ایک جہانگیری اور بندہ درگاہ تھا۔ اللہ عزوجل اور اسکے رسول ﷺ کی محبت میں سرشار اپنی نسبت پر فاخر لیکن عاجزی اور انکساری غالب تھی۔ میری زبان پر حضرت شاہ جہانگیر کی شان اقدس اور دربار مرزا کھل کے علاوہ کوئی بات نہ آتی۔ شاہ جہانگیر اکیڈمی کا معرض وجود میں آنا میری اس محبت اور نسبت کی عکاسی ہے۔ آج جب دربار شریف کے 251 (دوسو اکیاون) سال مکمل ہونے کی تقریب منائی جارہی ہے تو مجھے اس پر بھی نہایت مسرت ہے کہ یہ تقریب عہد شاہ جہانگیر حضرت قبلہ تاج العارفین قدس سرہ العزیز میں ہورہی ہے۔ اس موقع پر آپ کی ڈائمنڈ جوبلی بھی منائی جارہی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا سایہ اقدس ہمارے سروں پر تا قیامت رہے اور سلسلہ جہانگیریہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے اور آپ اس کی نگہبانی اور آبیاری کرتے رہیں۔ آمین۔ ثم آمین۔

بندہ درگاہ

کرنل رسالت خان

حضرت تاج العارفین

حضرت تاج العارفین مولانا سید عارف الحی کمال میاں جہانگیر رابع علم وفضل میں ایک کامل درویش ہیں۔طریقت کیساتھ شریعت پر بہت مضبوتی کیساتھ عمل پیرا ہیں۔آپکے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا مقصود الرحمان صاحب باوجودیکہ ابھی جوان ہیں لیکن علم وفضل میں بہت آگے ہیں اور طلبِ علم میں اپنے پیرومرشد کے نقشِ قدم پرعمل پیرا ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو عمرِ جاودانی عطا کرے۔مرزاکھلِ شریف سلسلہ جہانگیری کا مرکز ہے اور حضرت تاج العارفین جو ایک باکمال شخصیت کے حامل درویش ہیں۔انہوں نے اپنے تدبر اور اعلیٰ اخلاق سے مرکزِ جہانگیری کو وسعت عطا فرمائی ہے۔دنیا کے تمام سجادہ نشینوں سے ہٹ کر آپ ایک ایسے سجادہ نشین ہیں کہ جنکی ذاتِ اقدس محبت وخلوص، علم وفضل، عاجزی، صلہ رحمی، تواضع، اپنائیت اور تمام مکارمِ اخلاق کا وہ آئینہ ہے کہ جس میں حضرت فخر العارفین اور حضرت شمس العارفین کی شبیہہ نظر آتی ہے۔

راقم سید نایاب علی علوی یعقوبی کو ۲۰۱۲ء میں حضرت شمس العارفین مولانا مخصوص الرحمٰن طحہٰ میاں رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر مزار شریف جانے کی سعادت حاصل ہوئی آپ کی ذات والاشان جس محبت وخلوص کیساتھ ہم لوگوں سے پیش آئے وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔آپکی کرم نوازی اور شفقت حد سے زیادہ تھی۔دن میں کئی مرتبہ ہم لوگوں کو یاد فرماتے۔آپ فنافی شیخ ہیں کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی کہ آپ اپنے پیرو پرشد کا ذکر نہ کرتے ہوں ہر وقت زبان مبارک پر حضرت شمس العارفین کا ذکر خیر ہوتا۔آپ فرماتے تھے جو کچھ آپ لوگ شان وشوکت اور فتوحات دیکھ رہے ہیں یہ سب ہمارے مرشد کی کرم نوازی ہے ہم کو آپ نے بے نیاز بنادیا ہے خود بخود عرس کے انتظامات ہوجاتے ہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا۔دنیا کی تمام نعمتیں لنگر کیلئے آجاتی ہیں یہ سب حضرت پیرومرشد کی کرم نوازی ہے۔آپ کا انداز گفتگو اتنا پر اثر ہوتا ہے کہ جو دل پر اثر کرتا ہے۔محبت بھرے انداز ہیں اشاروں کنایوں میں، بیان میں فقرودرویشی اور معرفت الٰہی کے اسرار ورموز اور حقائق سے ہم لوگوں کو مستفیض فرماتے تھے۔آپ کے انداز بیان کی شگفتگی اور والہانہ پن نے آپ کو ہر خاص وعام میں ہردلعزیز بنادیا۔مشرق سے لیکر مغرب تک سلسلہ جہانگیری کے تمام خلفاء اور مریدین آپ سے دلی محبت وعقیدت رکھتے ہیں۔

مرکز جہانگیری میں آٹھ دن قیام رہا عرس کی تقریبات میں آپ نے ہم لوگوں کو اپنے قریب رکھا اور غسلِ مزار شریف کی سعادت سے نوازا۔آپ نے خود بہ نفس نفیس ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاکر پورے دربار جہانگیری کے چپہ چپہ کی زیارت کروائی۔آپ کی مہمان نوازی کا یہ حال تھا کہ آپ نے ہم لوگوں کے کھانے کیلئے دنیا جہاں کی نعمتیں منگوالیں۔دسترخواں پر طرح طرح کے پھل، میوہ جات، مچھلی کی کئی اقسام، ہرن کا گوشت، نیل گائے، اونٹ، بیل، بکرے، مرغی کے بھنے ہوئے گوشت اور طرح طرح کی سبزیاں نظر آتی تھیں ان کھانوں میں حضرت فخر العارفین کے تالاب کے ایک فٹ لمبے جھینگے کا سوپ خاص طور پر شامل تھا۔

آپ کی عنایت خسروانہ سے عام وخاص سب ہی مستفیض ہوتے ہیں ایسا عرس اور ایسا لنگر ہم نے اس روئے زمین پر کہیں نہیں دیکھا اور نہ سنا۔حضرت تاج العارفین کے فیضانِ کرم اور نگاہِ کیمیاء اثر کا جادو ہر خاص وعام کو اپنا گرویدہ بنالیتا ہے یہ آپ کے اخلاق حمیدہ کی کرشمہ سازی ہے کہ آپ مرزاکھل بنگلہ دیش میں رہ کر پورے برِصغیر پر حکومت کررہے ہیں بنگلہ دیش کے عوام سے لے کر امیر وزیر سب ہی آپ سے دلی طور پر محبت رکھتے ہیں اور جب دربار جہانگیری میں آتے ہیں تو سجدۂ تعظیمی بجا لاتے ہیں آپ کی عقیدت اور محبت بنگال، آسام، برما، ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں قائم ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی ہمہ گیری اور جہانگیریت ایک عالم کے دلوں پر قائم ہے۔

عالم پہ درخشاں ہے فیضانِ جہانگیری
ہر شخص پہ یکساں ہے فیضانِ جہانگیری

دربارِ جہانگیری میں راقم نے دیکھا کہ ہزاروں آدمی روضہ شریف کے چاروں طرف اس طرح چل رہے تھے کہ جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہو۔ جب ہم لوگ حضرت تاج العارفین کے حضور میں حاضر ہوئے تو راقم نے اس منظر کے پیشِ نظر فی البدیہہ فارسی میں ایک شعر کہا جس کی اجازت رحمت فرمائی۔

مثلِ کعبہ اَست برُوئے زمین
این جااست دربارِ شمس العارفین

شعر سُن کر حضرت تاج العارفین مسکرائے اور خصوصی توجہ سے راقم کی طرف دیکھا۔ آپ سے ہم نے غزل پڑھنے کی اجازت مانگی آپ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ آپ نے غزل پسند فرمائی۔ عُرس کے اختتام کے بعد جب ہم لوگ قدم بوسی کے بعد رخصت ہونے لگے تو حضرت تاج العارفین افسردہ نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے چاہنے والوں کی جُدائی میں غمزدہ تھے۔ جب ہم لوگ پاکستان واپس آگئے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے ہم اپنا دل مرزاکھل شریف میں چھوڑ آئے ہوں۔

"دربارِ جہانگیری میں محفلِ سماع"

یہاں کی محفلِ سماع ہندوستان پاکستان کی محفلِ سماع سے بلکل مختلف ہے۔ دربار شریف سے تعلق رکھنے والے مخصوص حضرات ایک ہی جیسا لباس پہن کر تاج العارفین کی نشست کے بلکل سامنے کھڑے ہو کر سماع کرتے ہیں۔ سازوں میں دف اور سارنگی شامل ہوتی ہے۔ سب مل کر کلام پڑھتے ہیں۔ کچھ کلام فارسی اور اُردو میں ہوتا ہے پھر بنگلہ زبان میں کلام پڑھا جاتا ہے۔ کلام سُن کر لوگ وجد کرتے ہیں بعض لوگ ذکر بالجہر دوضربی اور چارضربی کرتے ہیں حاضرین کی وجدانی کیفیت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ یا جہانگیر یا جہانگیر کی صداؤں کے ساتھ رونے اور سسکیوں کی آوازیں سُنائی دیتی ہیں لوگ مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں۔ کچھ لوگ حضرت شیخ العارفین کی درگاہ کی سیڑھیوں پر اپنا سر رکھ کر یا جہانگیر کا نعرہ بلند کرتے ہیں اس محفلِ سماع کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں روپے پیسے کا دخل نہیں کہیں بھی کوئی غیر شرعی طریقہ نظر نہیں آتا۔ سماع کے دوران شریعت کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ سماع میں نماز کی پابندی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نماز سے ایک یا دو گھنٹے پہلے محفل ختم ہو جاتی ہے۔ دربارِ جہانگیری میں عرس کے موقع پر چالیس ہزار سے زائد افراد شرکت کرتے ہیں۔ فاتحہ کے بعد لنگر ہوتا ہے سب لوگ ترتیب کے ساتھ صفیں بنا کر ترتیب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں لوگ نہایت خاموشی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی یہ نظم وضبط اور یہ انتظام دنیا کے کسی بھی عُرس میں نظر نہیں آتا جو دربارِ جہانگیری مرزاکھل شریف چٹاگانگ بنگلہ دیش میں قائم ہے درحقیقت دربار جہانگیری ایک ایسی یونیورسٹی کی مانند ہے جہاں سالکین کو علم وفضل شریعت وطریقت کے ساتھ خلوص ومحبت فقر ودرویشی اور سلوک کے ادب وآداب سکھائے جاتے ہیں۔ یہ علم وآگہی کا وہ روشن مینارہ ہے کہ جس کی ضیاپاشیوں سے اندھیرے گلوب علم کی روشنی سے جگمگا اٹھتے ہیں حضرت تاج العارفین کی ذات والاصفات ایک آفتاب کی مانند ہے کہ جنکی صحبت اور حضوری میں بیٹھنے سے قلوب کو جلا ملتی ہے۔

بیان کس منہ سے ہو رتبہ تیرا یا غوثِ مرزاکھل
زمانے میں نہیں ثانی تیرا یا غوثِ مرزاکھل

غلام از غلامانِ جہانگیری
سید نایاب علی شاہ علوی یعقوبی
کراچی (پاکستان)

حضرت شاہ جہانگیر سید مقصود الرحمٰن قادری ابوالعلائی جہانگیری فروری 2011ء میں میرے غریب خانے جاموٹ ہاؤس حیدرآباد سندھ پاکستان میں تشریف فرما ہوئے آپ نے میرے غریب خانے میں مختصر قیام کیا جو کہ 18 گھنٹے پر محیط تھا۔ آپ کی خوشبو، آپ کی حسین یادیں ابھی تک میرے گھر کے دروں دیواروں سے آرہی ہے آپ کا چہرہ مبارک نظروں میں رچا بسا ہوا ہے۔ آپ سے جو قلبی رشتہ پیدا ہوا۔ اُس نے سیرت فخر العارفین پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد شریعت، طریقت اور محبت کی سمجھ آئی۔ سیرت شریف کا یہ پیغام میرے لئے مشعل راہ ہے کہ انسان اگر اپنی روحانی دنیا کو مادی دنیا کی آلائشوں سے مکمل طور پر پاک کر لے تو پھر اس کے لئے عرفان نفس کی دولت سے سرفراز ہونا کوئی مشکل کام نہیں رہتا اور جسے معرفت نفس کا خزینہ مل جائے اُسے معرفت خداوندی کی لازوال دولت مل جاتی ہے قلب و باطن کو جذب و سوز دروں کی کفیات، عرفان خودی اور بالآخر معرفت ربانی جیسی رحمتیں حاصل ہو جاتی ہیں جو کہ انفرادی طور پر لاکھ عبادت و ریاضت اور محنت و مجاہدہ سے بھی حاصل نہیں ہو سکتیں بلکہ اِن نعمتوں کے حصول کیلئے کسی نگاہ کیمیا اثر کے حامل ولی کامل کے ساتھ اپنے روحانی اور وجدانی تعلق کو مضبوط و مستحکم کرنا ضروری ہے۔ گویا اللہ رب العزت تک رسائی حاصل کرنے کے لئے اللہ کے ولیوں سے تعلق ضروری امر ہے اور راہ طریقت و معرفت کا جزو لاینفک ہے سلسلہ جہانگیریہ قادریہ کا آغاز حضرت شاہ جہانگیر شیخ العارفین سے ہوا جس سے فیصوض و برکات کے دریا بہنہ شروع ہوئے جو کہ دریا شریف بنگلادیش سے پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ سلسلہ جہانگیریہ قادریہ کی دنیا کے ہر حصے میں قائم خانقائیں روحانی سکون کے طالب لوگوں کی ظاہری اور باطنی تربیت کر رہی ہیں۔

خیر اندیش

[signature]

سید امیر علی شاہ جاموٹ (MNA)

حیدرآباد (سندھ) پاکستان

18-2-2013

میرے شاہ جہانگیر یہ کیا بات ہے

میرے شاہ جہانگیر، یہ کیا بات ہے
ستم بھی تم ہی کرتے ہو، یہ کیا بات ہے
کرم بھی تم ہی کرتے ہو، یہ کیا بات ہے
میں قطرہ تم سمندر ہو، یہ کیا بات ہے
گر آرزو ہی نہ رہے تو غم و خوشی کیا ہے
تم ہی خوشی اور تم ہی غم، یہ کیا بات ہے
میں جس کو یاد کرتا ہوں، وہ تو میرے پاس ہے
دل میں ہو پنہاں، نظر سے اوجھل، یہ کیا بات ہے
جن کی یاد تڑپاتی ہے، وہی تو آنکھ سے ٹپکا ہے
یہ بات بڑے ہی نصیب کی، یہ کیا بات ہے
فراق و وصال تو میرے محبوب کی ادا ہے
اب اپنے پرائے یکساں ہیں، یہ کیا بات ہے
حاصل و محرومی سے بے نیاز، معراجِ تعلق تک پہنچا ہے
اب ستم ہو، کرم ہو محبوب ہے، یہ کیا بات ہے
لذتِ ستم مل جائے سعیدؔ، تو اور کرم کیا ہے
پس اسی پے میرا ایماں قرباں، یہ کیا بات ہے

﴿سعید احمد خان﴾

হজরত সৈয়েদুনা রসুলে মকবুল (সঃ) ও আউলিয়া কেরামগণের ওরস শরীফ এবং চন্দ্র মাসের নহুছের দিন সমূহের তারিখ

চন্দ্র মাসের নাম	হজরত নবী করিম (সঃ) ও আউলিয়া কেরামগণের নাম	ওরস ও ফাতেহা শরীফের তারিখ	নহুছের তারিখ
মুহররম	◆ হজরত ইমাম হাসান (আঃ) ◆ হজরত ইমাম হোসাইন (আঃ)	৭ মুহররম ১০ মুহররম	৪,১১
সফর	◆ সৈয়েদুনা হজরত মীর আবুল 'উলা (কঃ)	৯ সফর	১, ২০ ও শেষ বুধবার
রবিউল আউয়াল	◆ হজরত সৈয়েদুনা রসুলে মকবুল (সঃ)	১২ রবিউল আউয়াল	৮, ১০
রবিউস্‌সানী	◆ ৩য় শাহ্ জাহাঁগীর হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) এর পূজনীয় আম্মা সাহেবানি (রাঃ) ◆ হজরত গাউছে পাক (রাঃ)	২ রবিউস্‌সানী ১১ রবিউস্‌সানী	১, ১২
জমাদিউল আউয়াল	◆ হজরত শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহ্য়া মনিরী (কঃ)	১৯ জমাদি'লআউয়াল	২, ১১
জমাদিউস্‌সানী	◆ হজরত আহমদ আবদুল হক রদৌলবী (কঃ) ◆ ৪র্থ শাহ্ জাহাঁগীর হজরত তাজুল আরেফীন (কঃ) এর পবিত্র বেলাদত শরীফ ◆ ৩য় শাহ্ জাহাঁগীর হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) ◆ ৩য় শাহ্ জাহাঁগীর হজরত শমছুল আরেফীন (কঃ) এর পবিত্র বেলাদত শরীফ	১৪ জমাদিউস্‌সানী ১৭ জমাদিউস্‌সানী ২৪ জমাদিউস্‌সানী ২৭ জমাদিউস্‌সানী	২, ৪
রজব	◆ হজরত খাজা গরীব নওয়াজ (রাঃ)	৬ রজব	১১, ১২
শাবান	◆ হজরত হাসান দোস্ত ফরহাতুল্লাহ (কঃ) ◆ হজরত সুলতান বায়েজীদ বোস্তামী (কঃ)	১০ শাবান ১১ শাবান	৪, ৬
রমজান	◆ হজরত আলী মূর্তজা (রাঃ)	১৭ রমজান	৩, ৮
শাওয়াল	◆ হজরত খাজা ওসমান হারুনী (কঃ)	৬ শাওয়াল	৮, ২০
জিল্‌কদ	◆ হজরত শাহ্ সৈয়দ এমদাদ আলী (কঃ) ◆ ১ম শাহ্ জাহাঁগীর হজরত শেখুল আরেফীন (কঃ)	৬ জিল্‌কদ ১২ জিল্‌কদ	২, ৩
জিল্‌হজ্জ	◆ ২য় শাহ্ জাহাঁগীর হজরত ফখরুল আরেফীন (কঃ)	১৭ জিল্‌হজ্জ	৬, ২০

THE CHART OF ROUTINE-WORKS AND OBSERVANCES

The Name of Lunar Month	The Name of Ḥazrat Saiyiduna Rasul-i-Maqbul (D.S.) and Awlia-i-Kiram (R.)	The date of *'Urs Sharaf & Fatihah Sharif*	The date of *Nahs*
Muharram	Hazrat Imam Hasan (A.) Hazrat Imam Husain (A.)	7 *Muharram* 10 *Muharram*	4, 11
Safar	Saiyiduna Hazrat Mir Abul Ula (Q.)	9 *Safar*	1, 20 & the Last Wednesday of *Safar*
Rabiul-Awal	Hazrat Saiyiduna Rasul-i-Maqbul Muhammad Mostafa (D.S.)	12 *Rabiul-Awal*	8, 10
Rabiussani	Honourable Mother of Hazrat Shah Jahangir III Shamsul Arefin (Q.) Hazrat Gaus Pak (R.)	2 *Rabiussani* 11 *Rabiussani*	1, 12
Jamadiul Awal	Hazrat Shaikh Sharfuddin Ahmad Ibn Yahya Maneri (Q.)	19 *Jamadiul Awal*	2, 11
Jamadiussani	Hazrat Ahmad Abdul Haq Radaulawi (Q.) Holy *Wiladat Sharif* of Hazrat Shah Jahangir IV Tajul Arefin (Q.) Hazrat Shah Jahangir III Shamsul Arefin (Q.) Holy *Wiladat Sharif* of Hazrat Shah Jahangir III Shamsul Arefin (Q.)	14 *Jamadiussani* 17 *Jamadiussani* 24 *Jamadiussani* 27 *Jamadiussani*	2, 4
Rajab	Hazrat Khwajah Gharib-Nawaz (R.)	6 *Rajab*	11, 12
Shaban	Hazrat Hasan-Dust Farhatullah (Q.) Hazrat Sultanul Arefin Bayezid Bustami (Q.)	10 *Shaban* 11 *Shaban*	4, 6
Ramadan	Hazrat Ali Murtaza (A.)	17 *Ramadan*	3, 8
Shawwal	Hazrat Khwajah Usman Haruni (Q.)	6 *Shawwal*	8, 20
Zilqad	Hazrat Shah Saiyid Imdad Ali (Q.) Hazrat Shah Jahangir I Shaikhul Arefin (Q.)	6 *Zilqad* 12 *Zilqad*	2, 3
Zilhajj	Hazrat Shah Jahangir II Fakhrul Arefin (Q.)	17 *Zilhajj*	6, 20

An Illustrious Personality

Professor Sadat Zaman Khan
Chairman, English Dept., Premier University, Bangladesh

There are hardly any examples whose outstanding achievements and brilliance has been exposed before the world with full glory following the footsteps of his eminent predecessors who have been spreading enlightenment and spiritual upliftment to direct humanity through the righteous path across Indo-Pak Subcontinent over a period of 200 years. The personality that I intend to mention is Moulana Mohammad Maksudur Rahman, the eldest son of Shah Jahangir Hazarat Tajul Arefeen (KSA), namely Hazrat Moulana Areful Hai Shahib, the present Sazzadanashin Kibla Alam of Mirzakhil Darbar Sharif.

Moulana Mohammad Maksudur Rahman Shahib's luminosity appears in the first public education (Alim Examination) held under Bangladesh Madrasha Education Board in 1991, where he stood second in the combined merit list, and from Chittagong division, he secured the first place. In the Fazil (Honors equivalent) Exam, he stood 1st class 1st in the combined merit list. In Kamil (MA equivalent) Exam his brilliance was once again acknowledged. In the Kamil Fiquah Exam held in 1997, he not only stood 1st class 1st position, but also set a new record with 889 marks, yet ever achieved by any candidate under Bangladesh Madrasha Education Board.

This is not the end of the brilliant academic career of Maulana Shahib, rather it was the opening of yet another great chapter that foretold his forthcoming brilliance in the general education line.

Moulana Shahib demonstrated equally unparallel performance in BA Exam (1998), where he secured 1st class 1st position with distinction marks in English and Arabic. This is, so far, one of the highest benchmarks achieved by any candidate under national University. In the MA Exam held in 2003 in Chittagong College under National University, he occupied the 1st class 1st position in Islamic Studies. Here as well, he attained distinction marks.

In any other ordinary circumstances, these great academic milestones would been enough for such a brilliant individual, but Moulana Shahib's unbridle passion for knowledge and scholarship furthered henceforward, and took a new direction through his enrolment in the M.Phil Program under the supervision of Professor Dr. Shabbir Ahmed, a very senior professor and a scholar working in the Department of Islamic Studies and Culture in the University of Chittagong.

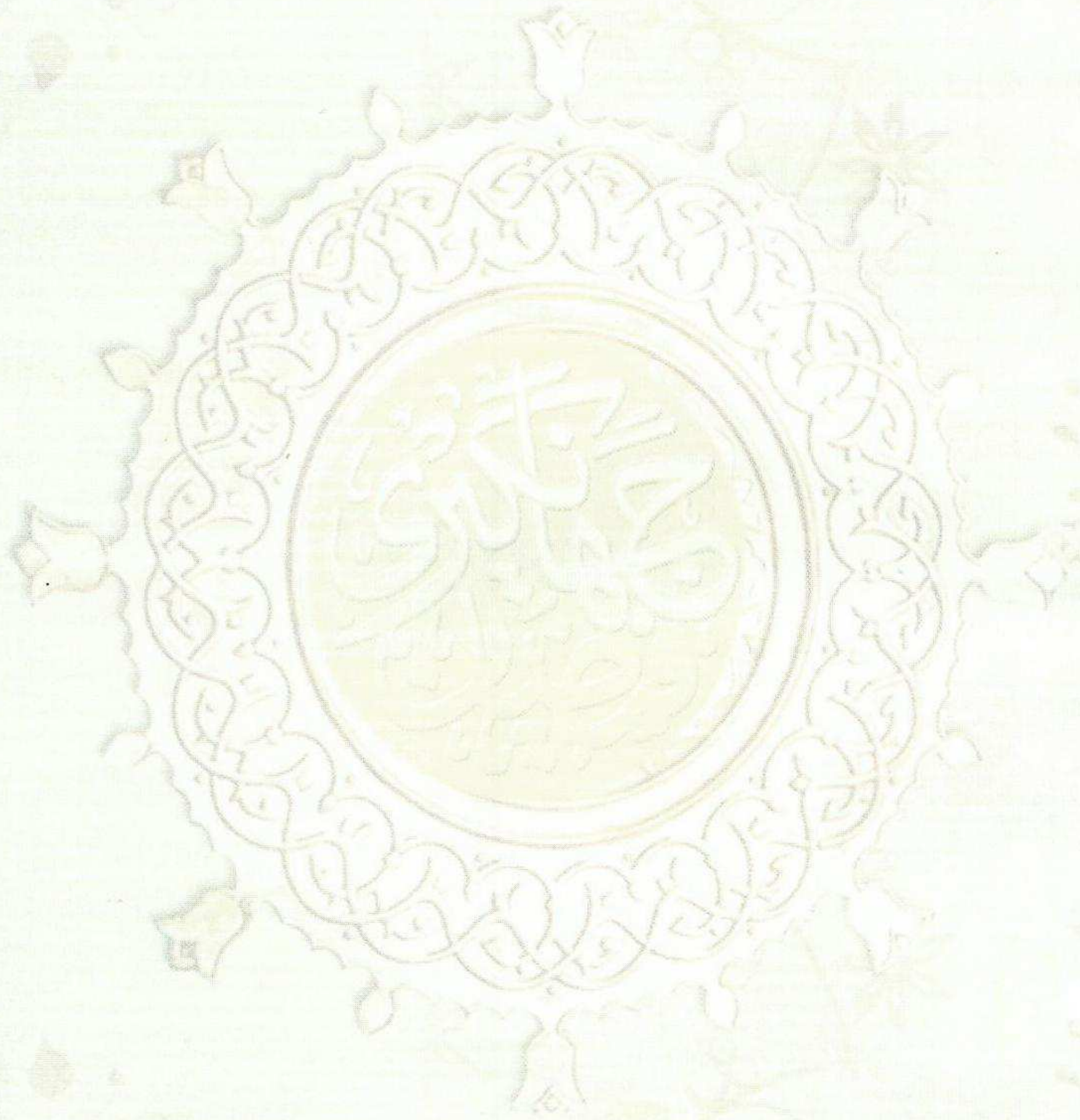
His thesis focuses on "Hazrat Ashraf Jahangir Simnani and his Odd Encounters in the Sultanat-E-Bangladesh: Mirzakhil Darbar Sharif, A Case Study" where he traces out the root of his glorious forefather's legacy carried into this country many years from now.

For his outstanding achievements and groundbreaking research work, he was awarded, recognized and revered from various quarters. He achieved Dr. Sultan Ahmed Chowdhury Foundation Award. International Inner Wheel also recognized his brilliance and awarded him with gold medals, which is indeed very prestigious. Besides, his successful research work led him to attain very prestigious UGC scholarship.

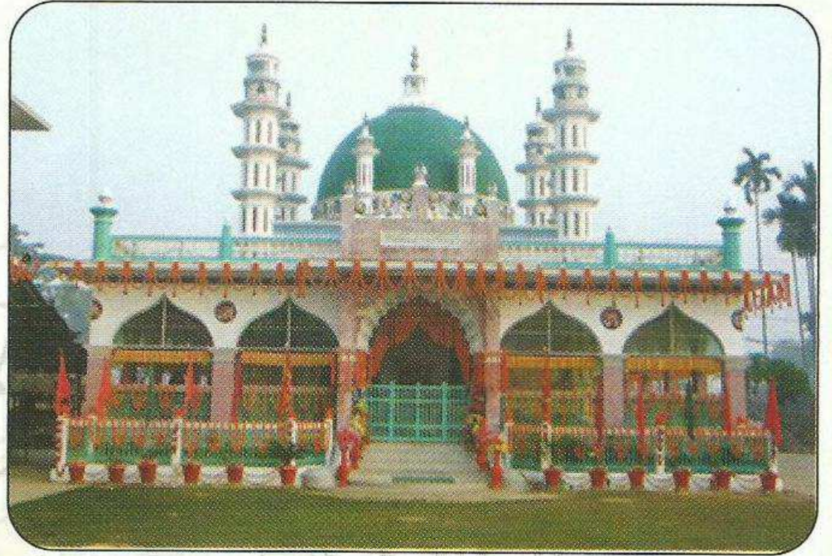
In defense of his PhD thesis, he has done a great justice to the thesis statement he researches. He solidly validates his ground and competently authenticates his references, which is the foundation of any insightful study.

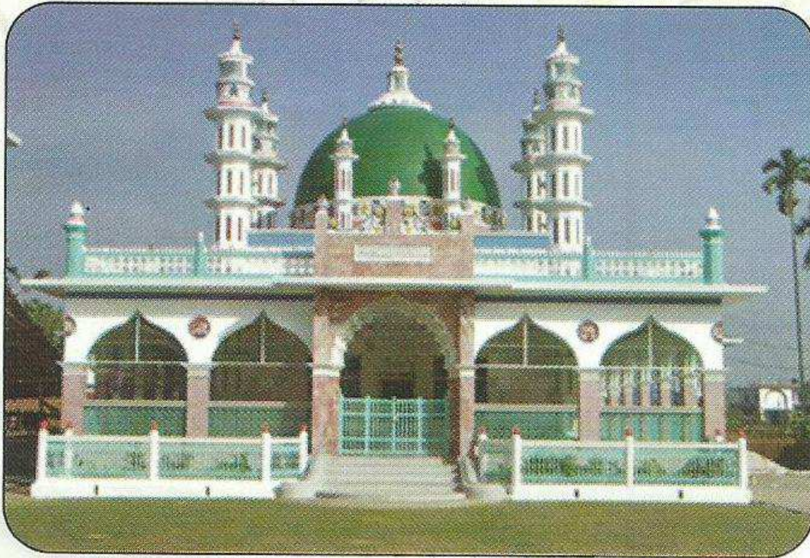
Thus Moulana Shahib does not only becomes a worthy follower of the legacy left by his illustrious forefathers, but also becomes a beacon of light, who carries forth the torch of their great teaching and preaching for the salvation of suffering humanity. Hailing from such a legendary Sufi tradition, and as a torch-bearer of their rich heritage, Moulana Mohammad Maksudur Rahman carries it with tenacity, dedication and commitment. By the grace of his reverend Pir-Murshid & his most treasured father, grandfather and great-grandfathers, he has set a new mileage of scholarship and enlightenment. May his outstanding achievements become an eye opener for the ones who would like to know the superseding glory of 'Spiritual Sultanat' of Mirzakhil Barbar Sharif. Ameen.

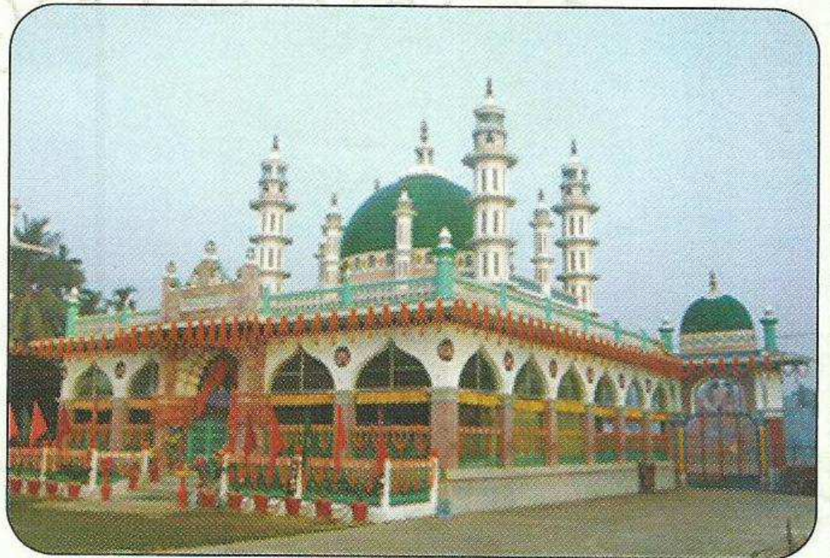
গ্যালারী



রৌদ্রজ্জ্বল রূপালী আলোয় | পবিত্র মাজার শরীফ







মাজার শরীফের সৌন্দর্য

উষার আলোয়



রাত্রিকালীন পরিবেশে দ্যুতিময়





একইবৃন্তে

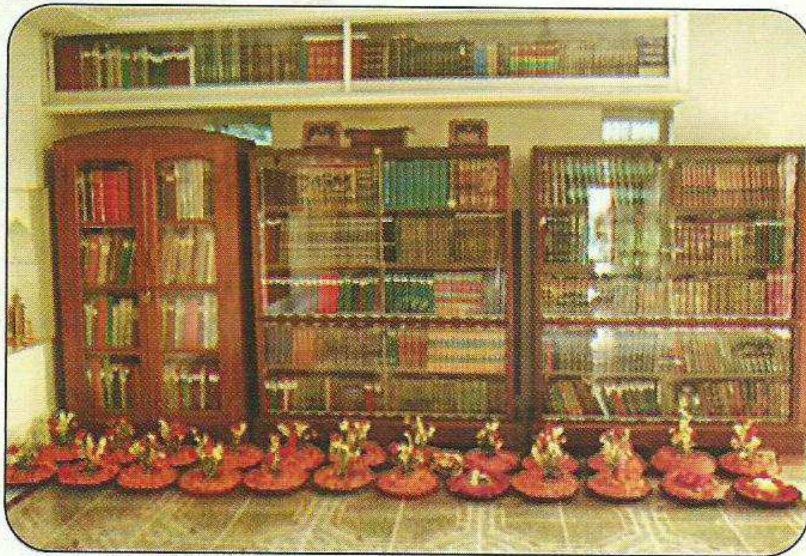
পবিত্র মাজার শরীফ ও খান্‌কা শরীফ

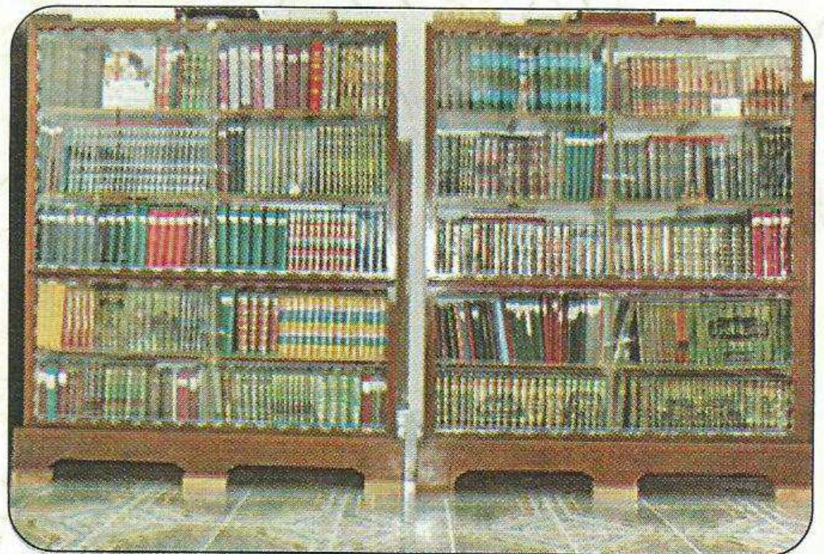


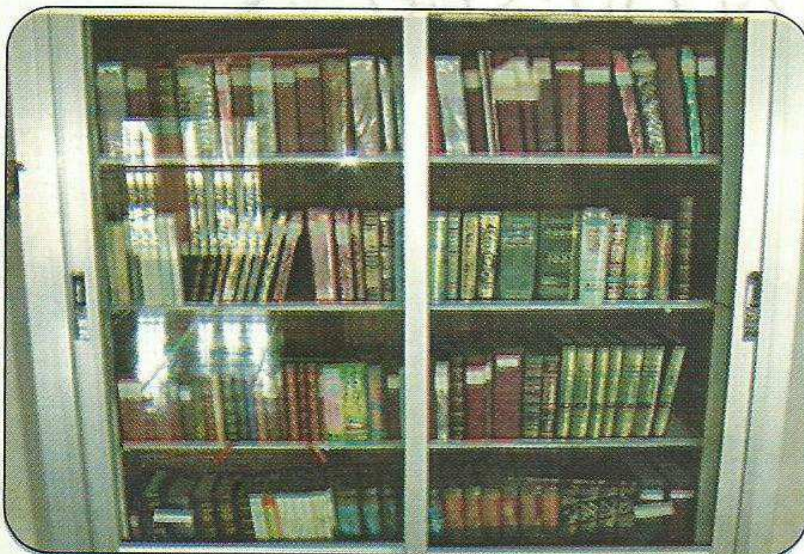




মকতবাহ্-ই-জাহাঁগীরি







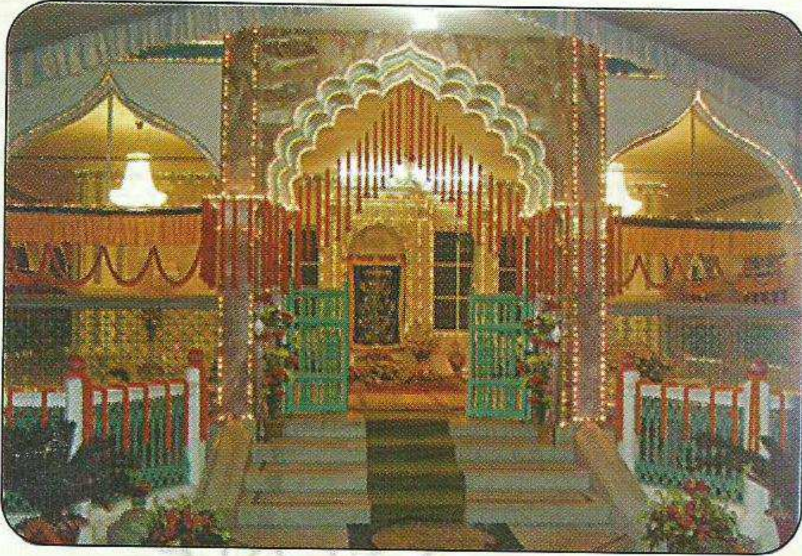
বাব-ই-জাহাঁগীরি | বুলন্দ দরওয়াজা



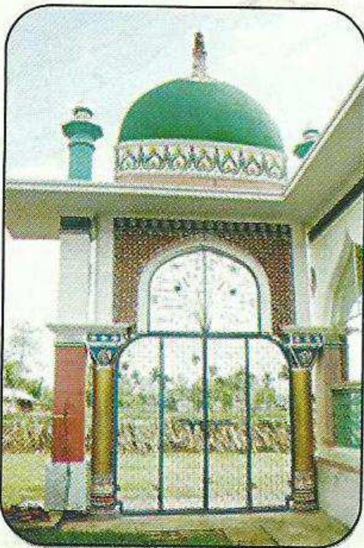


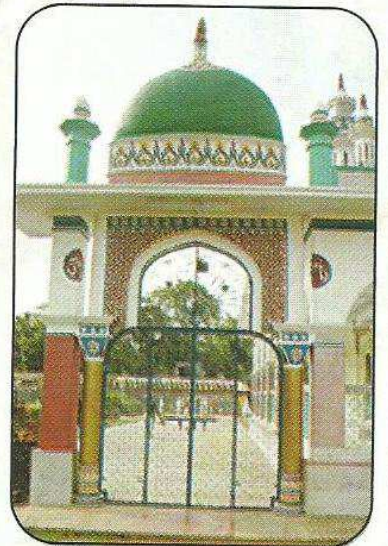


পবিত্র মাজার শরীফের প্রধান প্রবেশদ্বার





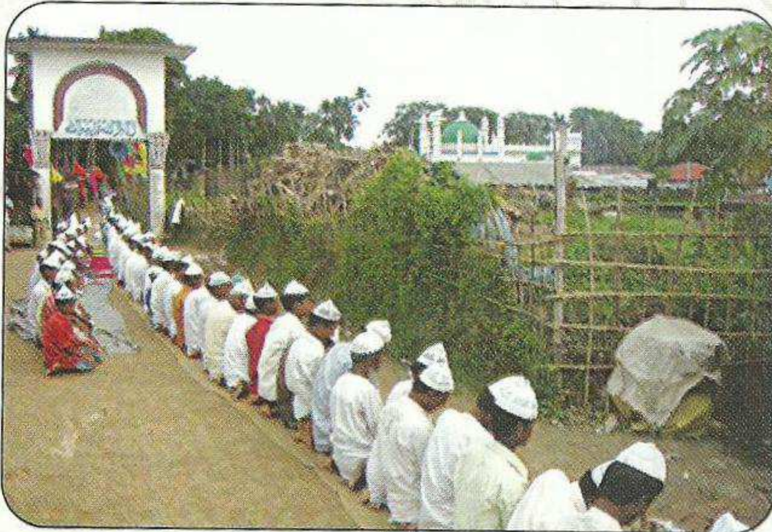




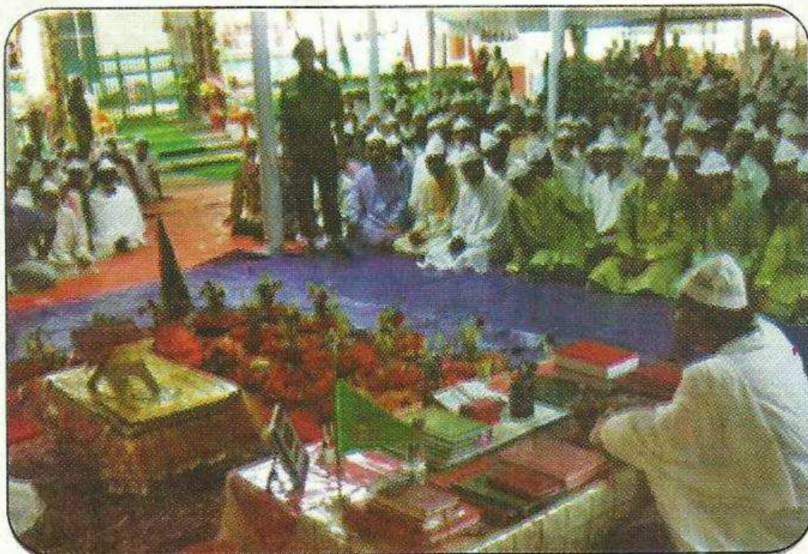
ওরস শরীফে জামাতে উপস্থিতির একাংশ



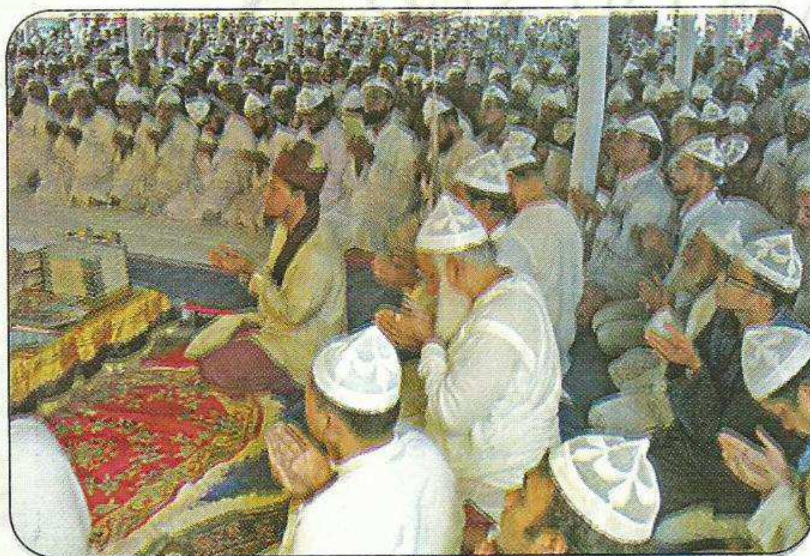




তাক্‌বীর মাহফিল







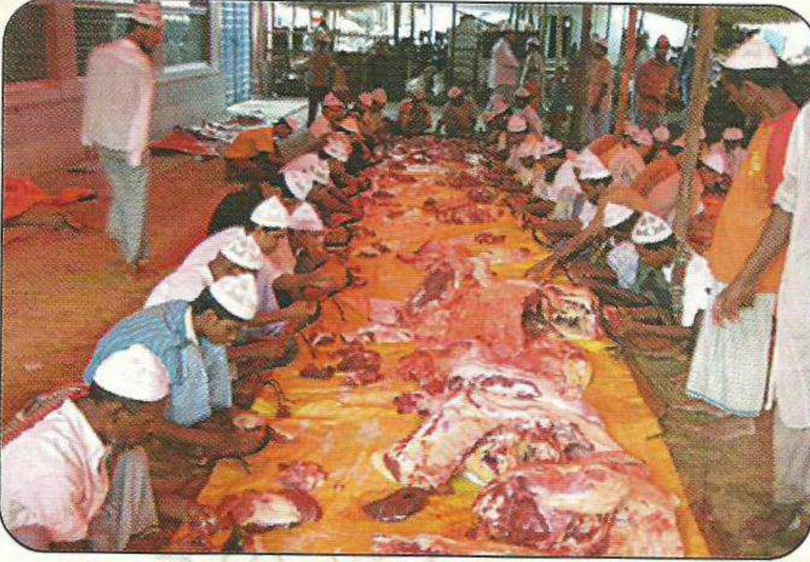
২৭ জমাদিউসসানী দিবাগত রাতে অনুষ্ঠিত মিলাদ শরীফ

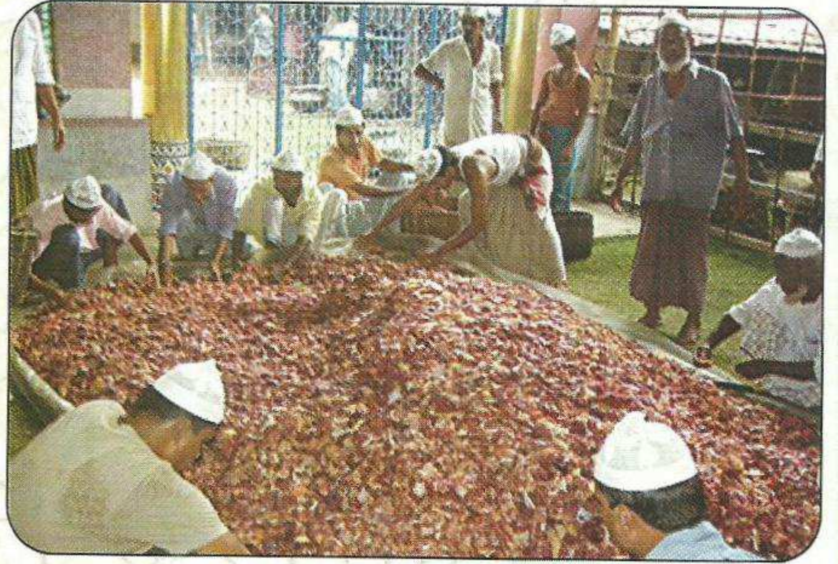


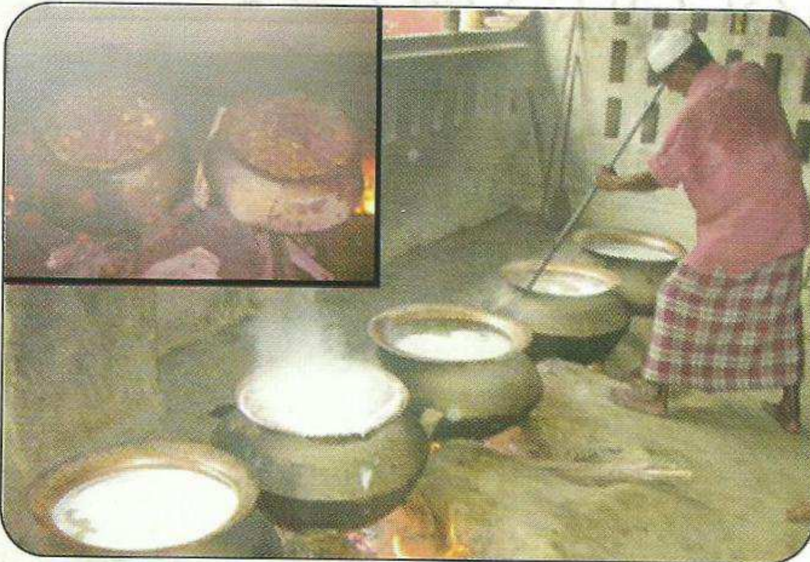




পবিত্র ওরস শরীফ উপলক্ষে জবেহকৃত প্রাণীর (উট, গয়াল, গরু, মহিষ, ছাগল) রান্নার পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপনা







ফাতেহা শরীফের এন্তেজাম







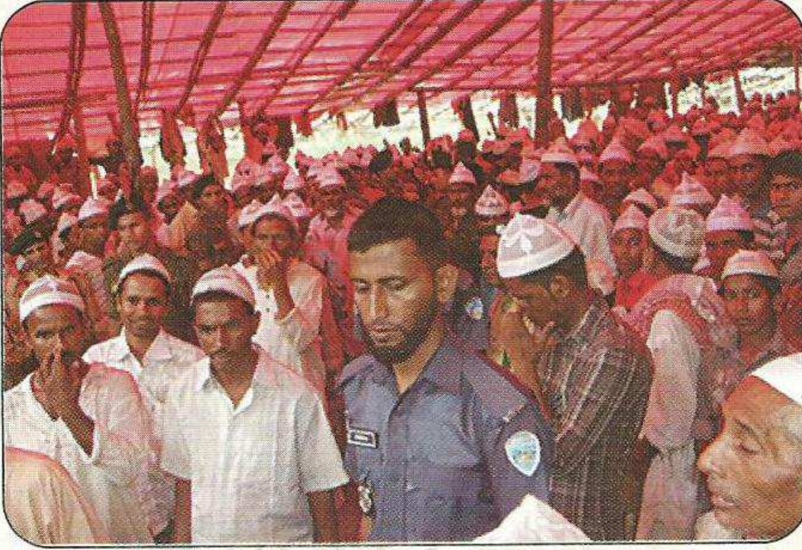




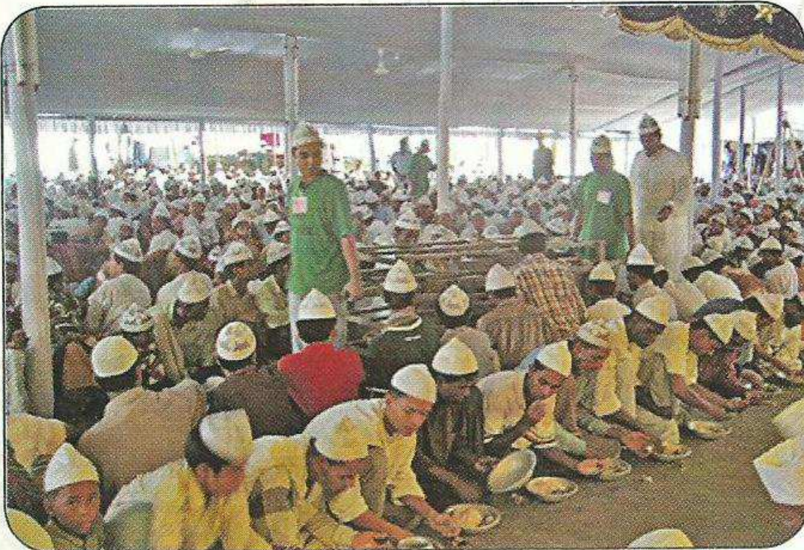


ফাতেহা পরবর্তী

তবাররুক তকছিম

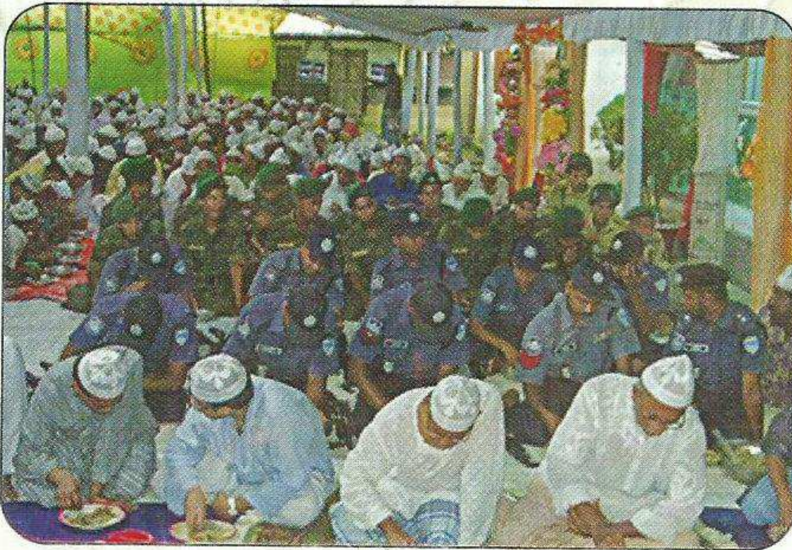


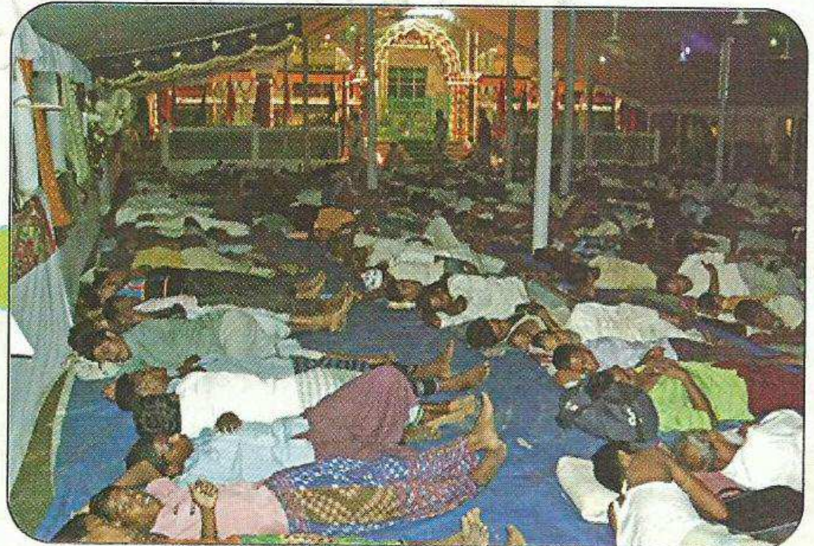




ওরস শরীফের 'আম্-লঙ্গক'







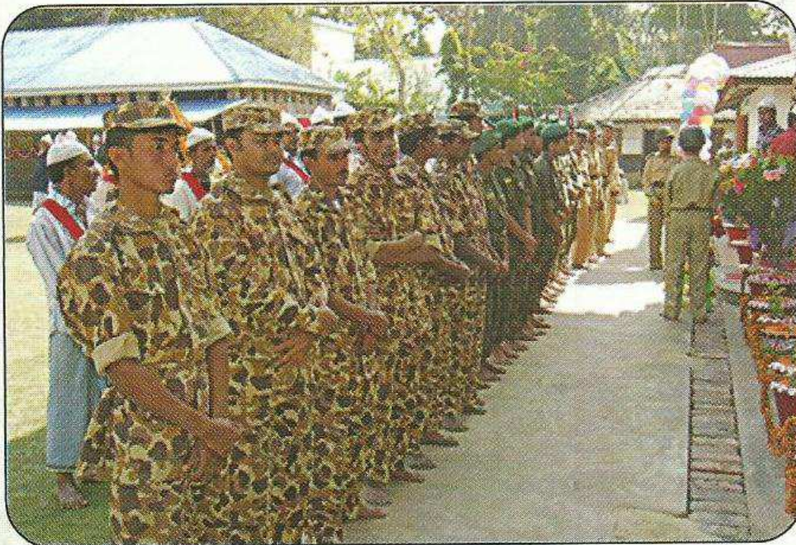
ওরস শরীফে আগত ভক্ত-মুরিমদানগণের রাত্রিযাপন



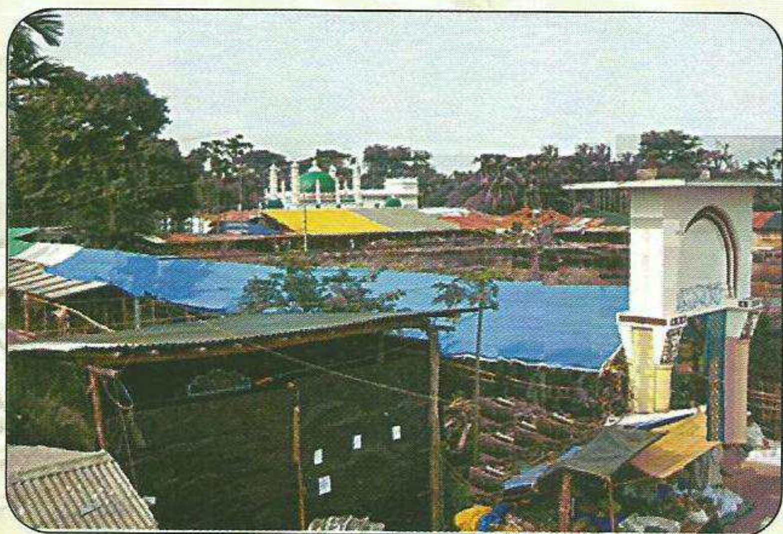
দরবার শরীফের আনসার ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কর্তৃক দায়রা শরীফ পূর্ববর্তী আধ্যাত্মিক সঙ্গীত পরিবেশনা



২৭ জমাদিউসসানী মাজার শরীফের পবিত্র গোসল শরীফে হজরত কেবলার (কঃ) গম পথে শ্রদ্ধা, সম্মান ও নিরাপত্তার দায়িত্বরত সরকারী পুলিশ, আনসার ও দরবার শরীফের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী



বহির্দৃষ্টিতে মির্জাখীল দরবার শরীফ





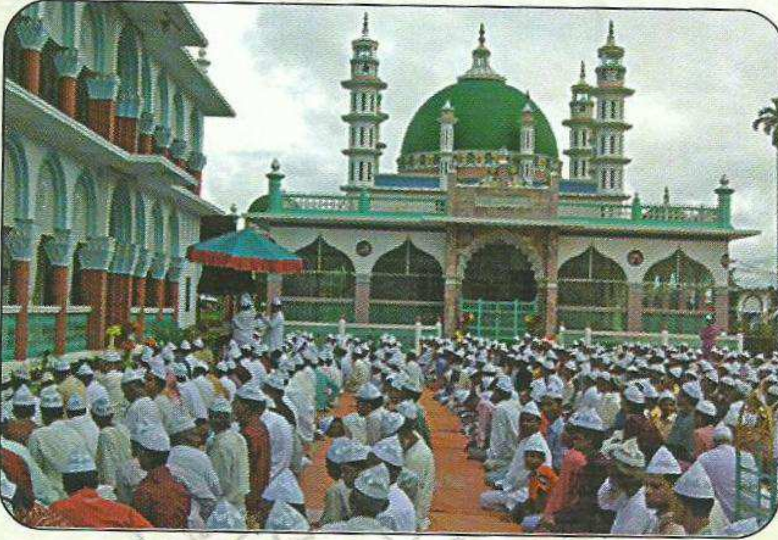
লম্বা ঘর



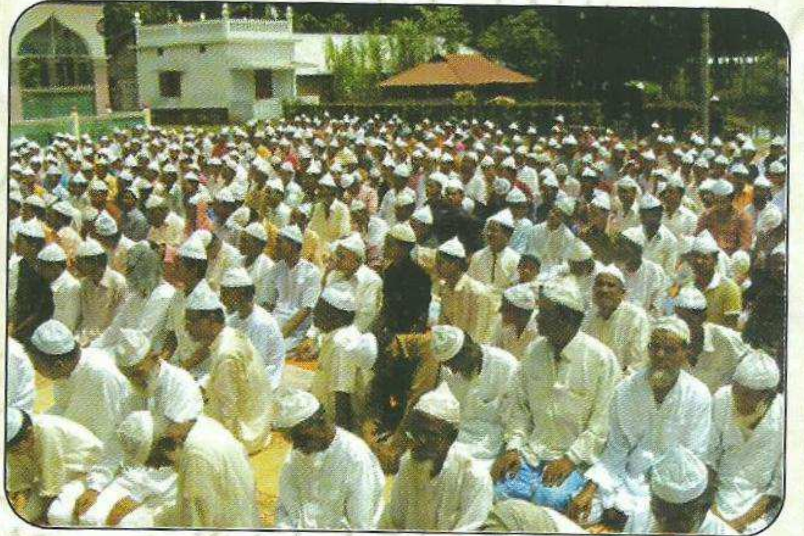
আল্ বিরুল জাহাঁগীরিয়া

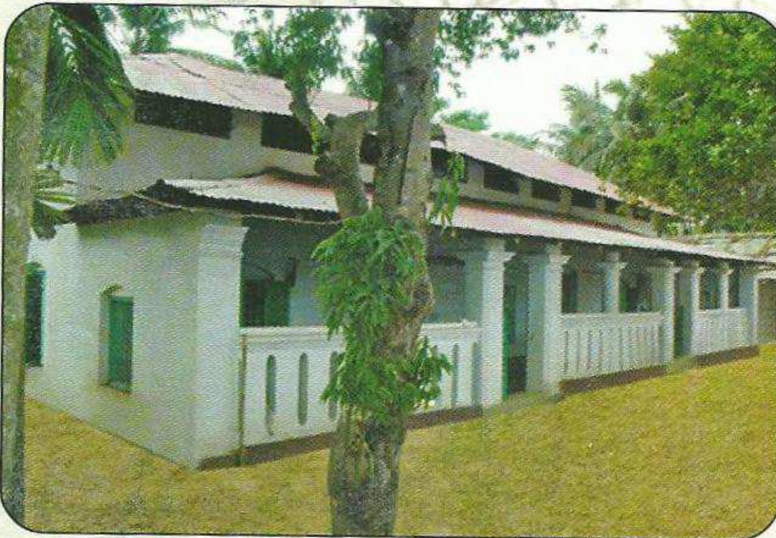
বহির্দৃষ্টিতে

মির্জাখীল দরবার শরীফ



ঈদের নামাজ আদায়রত মুসল্লিদের একাংশ



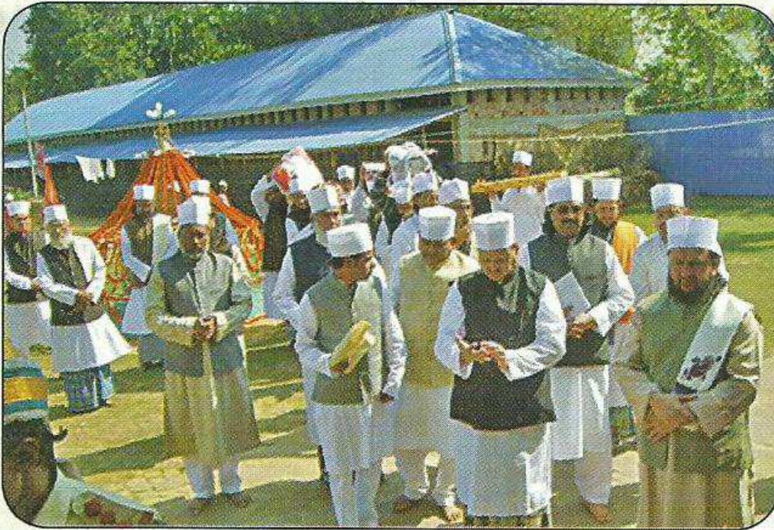


খানায়ে খুদ্দামে হিন্দ্

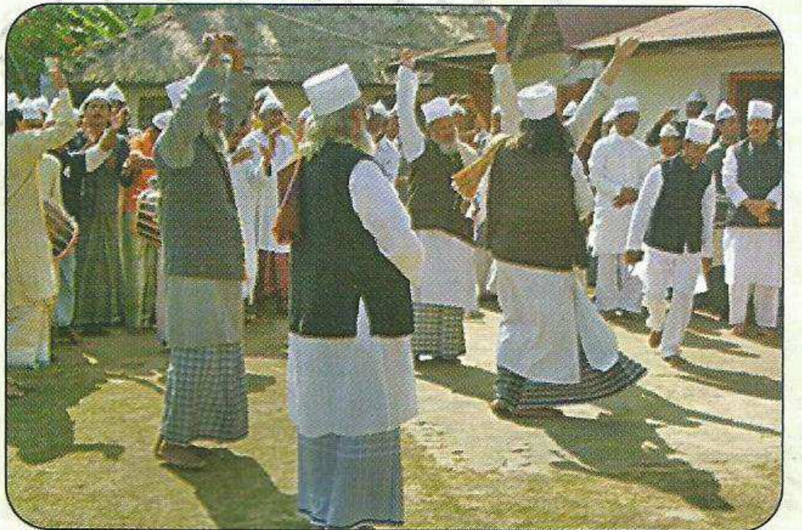
মির্জাখীল দরবার শরীফ



জাহাঁগীরি ঘন্টা (সময় নির্ধারক)



হিন্দুস্থান হতে আগত অসংখ্য ভক্ত-মুরিদানগণের একাংশ



Some Publications of Maulana Mohammad Maksudur Rahman

EDITOR

By the grace of Almighty, the editor has around 100 Publications depicting different branches of Islamic Knowledge in Arabic, Urdu, English & Bengali.

1. Al-Àsal al-Musaffa min Nahal al-Mustafā, Barik Printing Press, Dhaka, Bangladesh, 2009.
2. Al-Minan al-Jahāngīrīyah índa al-Ziārat al-Mustafawīyah, written in 24 Dhulqádah, 1428 A.H., Masjid-i-Nabawi Library, Madīnah Munowwarah, K.S.A.
3. Hazrat Shamsul ´Ārefīner Pabitra Jibon Charit, 2nd Ed., Al-Aqsa Printing & Packages, Chittagong, 2003, 100 pp.
4. The Greatest Saint of the World, Al-Aqsa Printing & Packages, Chittagong, Bangladesh, 1999.
5. Hazrat Ashraf Jahāngīr Simnānī (R.A.) and his odd encounters in Sultanat-i-Bangālah: Mīrzākhil Darbār Sharīf-a case study, M. Phil. Thesis, CU, 2010.
6. Al-Durř al-Nathīr fī Manāqib-i-Ashraf Jahāngīr.
7. Al-Shamāim al-Ambariyah fī Dhikř al-Mashāikh al-Jahāngīrīyah.
8. Al-Dhakhīrat al-Jahāngīrīyah fī Dhikř-i-Ayimmah al-Turuq al-´Alīyah.
9. Al-Durar al-Manthūrah Min al-Tafāsīr al-Mashhūrah.
10. Al-Futūhāt al-Jahāngīrīyah Min al-Fuyūzāt al-Nabawīyah al-Jāriyah.
11. Al-Nafhāt al-Fāihah al-Jahāngīrīyah fi-Jawāz al-Fātihah al-Rasmīyah.
12. Fath-u-Dhul Minan fi-Jawāz Wají-i-Waraq al-Shajrah fi al-Kafan.
13. Al-Khazīnah al-Jahāngīrīyah al-Jalīyah fi-Sharh al-Basmalah wa al-Hamdalah wa al-Taslīyah.
14. Majma' al-Bahrain wa Mamba' al-Nahrain fī Fazāil Yawm al-Ithnain.
15. Tadqīq al-Asātīr Sharh Tahqīq al-Azābīr.
16. Khazāin al-Asrār wa Latāif al-Anwār fī Manāqib Ghawth al-Abrār wa Qutb al-Akhyār.
17. Al-Najm al-Thāqib fi-Manāqib Amīr al-Mumīnīn Álī Ibn Abī Tālib.

and others which have drawn the acclamation of readers.